সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ

(প্রথমখণ্ড)

শ্রীসত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী, এম. এ,

অধ্যক্ষ বোলপুর কলেজ ; প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রঘুনাথপুর কলেজ (পুরুলিয়া) ;
প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ধনমঞ্জরী কলেজ,
ইম্ফল, মনিপুর ; প্রাক্তন অধ্যাপক, দর্শন
বিভাগ, গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ,
২৪ পরগণা

সা হি ত্য শ্রী

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭২

মুদ্রাকর :
শ্রীসন্তোষকুমার মণ্ডল
ন্যু-প্রিণ্টার্স
১১২/১২, বি. এম. রোড
কলিকাতা-১০

মহান্ আচার্য ও দার্শনিক, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ
সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ-এর স্মৃতির উদ্দেশে সমর্পিত—

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত সত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী-কৃত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের বঙ্গানুবাদ আমি আদ্যোপান্ত যত্ন করে পড়েছি। এ-প্রকার উৎকৃষ্ট অনুবাদ আমি খুব কমই দেখেছি। অনুবাদক মূলের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি বজায় রেখে বহুস্থলে বেশ কিছুটা স্বাধীনভাবে অনুবাদ করেছেন, প্রয়োজনমত বন্ধনীর মধ্যে প্রায়ই দুরূহ কথাগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন ; অথচ সমস্তটি পড়ে একবারও মনে হয়নি যে, তিনি কোথাও স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছেন। অনুবাদগ্রন্থে সমস্ত বক্তব্যই ঠিক ঠিক বলা হয়েছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথাগুলির একটিও বাদ যায়নি, এবং প্রথম-পাঠকের বোধসৌকর্যার্থে যখন যেখানে প্রয়োজন প্রাঞ্জল টিপ্পনী সংযোজন করা হয়েছে। অপব্যাখ্যা, ভুল অনুবাদ বা বৃথা বাক্যবিন্যাস কোথাও চোখে পড়েনি।

কাউয়েল ও গাফ্-কৃত ইংরাজি অনুবাদ একেবারেই প্রাঞ্জল নয়। একাধিক স্থলে ভুল অনুবাদও আছে, এবং মূল গ্রন্থটি যাঁর যত্ন করে পড়া নেই তাঁর পক্ষে অনুবাদ পড়ে আসল গ্রন্থটির বক্তব্য কী ছিল তা নির্ণয় করা দুষ্কর এবং কয়েক স্থলে প্রায় অসম্ভব। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত স্বল্পপ্রচারিত আর একটি বঙ্গানুবাদও পড়েছিলাম। বহু ভুলভ্রান্তিতে ভরা অনুবাদটি একেবারে অপাঠ্য মনে হয়েছিল। শুনেছি পণ্ডিত শ্রীমোহন তর্কতীর্থ-কৃত বঙ্গানুবাদ অংশে অংশে প্রকাশিত হচ্ছে। ঐ অনুবাদগ্রন্থ নিঃসন্দেহে, উপাদেয় হবে। কিন্তু তাতে প্রতি দুরূহ বক্তব্যস্থলে প্রয়োজনমত টীকাটিপ্পনী আছে কিনা জানি না।

বর্তমান অনুবাদগ্রন্থটি সর্বগুণান্বিত, সর্বাঙ্গসুন্দর। অনুবাদের ভাষা খাঁটি বাংলা, অথচ একেবারে মূলানুগ। অনুবাদক নিজে সর্বদর্শনবিশেষজ্ঞ বলেই এরকম সার্থক অনুবাদগ্রন্থ রচনা করতে পেরেছেন। বাংলার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের পাঠ্যতালিকায় 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের' মর্যাদাপূর্ণ স্থান থাকা উচিত, বোধ হয় উপযুক্ত অনুবাদগ্রন্থের অভাবে গ্রন্থটি আজ পর্যন্ত সেই স্থান পায়নি। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী-কৃত বঙ্গানুবাদ প্রকাশে সেই অভাব নিঃসংশয়ে দূর হল। গ্রন্থটির বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়।

শান্তিনিকেতন
বীরভূম।

কালিদাস ভট্টাচার্য্য

প্রাক্ কথন

বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের ভ্রাতা, সায়ণ বংশরূপ দুগ্ধসাগরে কৌস্তুভমণি সদৃশ মহাপণ্ডিত মাধবাচার্যের রচিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ পুস্তকখানি ভারতীয় দর্শনের শাখাসমূহের এক অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় সংকলন গ্রন্থ। প্রচলিত ও অপ্রচলিত বৈদিক ও অবৈদিক দর্শনের বিভিন্ন শাখায় লেখকের পাণ্ডিত্য, মনীষা ও অধিকার তর্কাতীত ও বিস্ময়কর। এই গ্রন্থপাঠে, মূলগ্রন্থপাঠ না করিয়াও প্রত্যেকটি দর্শনের মূলতত্ত্বের সহিত নির্ভুলভাবে পরিচিত হওয়া সম্ভব। মাধবাচার্য যখন যে দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন, তখন কোন পূর্ব্বসংস্কার না রাখিয়া সেই দর্শনের সঙ্গে যেন একাত্ম হইয়া গিয়াছেন, এবং তাহার বিরোধী মতগুলিকে সেই দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কঠোর যুক্তিজালে খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই-রূপ নিরপেক্ষ আলোচনা বিস্ময়কর, দুঃসাহসিক ও দুর্লভ। যাঁহারা মূলগ্রন্থ পাঠ করিতে অসমর্থ, অথচ দর্শনের বিভিন্ন শাখার মূলতত্ত্বগুলির সহিত পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ অপরিহার্য। এই দুরূহ গ্রন্থের মর্মোদ্ধার করা আমার মত অখ্যাত, অজ্ঞাত ও অপণ্ডিত ব্যক্তির সাধ্যের অতীত। বামনের পক্ষে প্রাংশুলভ্য ফলকে করায়ত্ত করিবার চেষ্টা হাস্যকর। তথাপি কেন এই দুরূহ গ্রন্থখানির সম্পাদনায় ব্রতী হইলাম সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থখানি দুরূহ ও দুষ্প্রাপ্য। সংস্কৃত ভাষা ও ন্যায়শাস্ত্রের পরিভাষায় গভীর জ্ঞান না থাকিলে এই গ্রন্থের মর্মে প্রবেশ করা সম্ভব নহে। এরূপ পণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশী নহে। সুতরাং বাংলাভাষায় এই পুস্তকের একটি সহজবোধ্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। বাংলাভাষায় এই পুস্তকের যে দু'একখানি অনুবাদ রচিত হইয়াছে, সেগুলি এখন পাওয়া যায় না। আর তাছাড়া ঐগুলি সাধারণ পাঠকের উপযোগীও হয় নাই। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে ইহার একখানি সহজবোধ্য ও সাবলীল বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিবার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করিয়াছি। তাহারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ। অনুবাদ একান্তভাবে আক্ষরিক হইলে উহা দুর্ব্বোধ্য হইবে। সেইজন্য এই গ্রন্থে অনুবাদ কোথাও আক্ষরিক, কোথাও ব্যাখ্যামূলক করা হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য অনুবাদ, টীকা ও বিবৃতির প্রচলিত পথ পরিত্যাগ করিয়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তকের আকার দান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণে লিখিত এই পুস্তকের রচনায় লেখক বিন্দুমাত্র

মৌলিকত্ব ও কৃতিত্বের দাবী রাখেন না। নিজের এবং অপণ্ডিত পাঠকের জ্ঞানলাভের ইচ্ছার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধনই এই গ্রন্থ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থ রচনায় বিখ্যাত পণ্ডিত এবং আমার পূজনীয় আত্মীয় আসামের কাছাড় জেলা নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রথম প্রেরণা লাভ করি। তাঁহার নিকট সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের অতি প্রাচীন একটিমাত্র কপি ছিল; তিনি উহা আমাকে উপহার প্রদান করেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক পণ্ডিত হেমন্তকুমার তর্কতীর্থ, আমার বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক ডঃ হেরম্ব ভট্টাচার্য ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থ সম্পাদনে আমাকে যে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করিয়াছেন, তাহা না থাকিলে আমি এই পুস্তক প্রকাশে উৎসাহবোধ করিতাম না। বোলপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীদীপক ভট্টাচার্যও পুস্তক সম্পাদনে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। এঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখকের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। সেইজন্য ভ্রমপ্রমাদের বাহুল্য অবশ্যই রহিয়াছে। পণ্ডিত পাঠক এইগুলি প্রদর্শন করিয়া ভবিষ্যতে সংশোধনের সুযোগ দিবেন এই আশা রাখি। পরিশেষে বক্তব্য. এই পুস্তক হইতে সাধারণ পাঠক ও ভারতীয় দর্শনের ছাত্র-ছাত্রীদের কিছুমাত্র উপকার সাধিত হইলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

২

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের রচয়িতা মহাপণ্ডিত মাধবাচার্য বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার অভ্যুদয়কাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী। পিতার নাম মায়ণ ও মাতার নাম ছিল শ্রীমতী। মাধবাচার্যের বাসস্থান ছিল দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক প্রদেশে তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে পম্পাসরোবরের নিকটে বিজয়নগরে। কিংবদন্তী অনুসারে বিজয়নগরের নাম পূর্ব্বে ছিল বিদ্যানগর। মাধবাচার্যের পরামর্শ ও উপদেশে রাজা প্রথম হরিহর বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মাধব রাজা হরিহর ও বুক্কের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কংকন প্রদেশে গোমন্তক প্রান্তে (বর্ত্তমান গোয়া) শত্রুরা উপদ্রব আরম্ভ করিলে মাধব তাঁহার বীরত্বে ঐ

উপদ্রব দমন করেন, এবং ঐ অংশকে রাজা বুক্কের অধীনে লইয়া আসেন। ঐ স্থান তিনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন। পরে ঐস্থান মাধবপুর নামে পরিচিত হয়। কাহারও কাহারও মতে বিজেতা মাধব ও মাধবাচার্য ভিন্ন ব্যক্তি, যদিও উভয়েই রাজা বুক্কের মন্ত্রী ছিলেন। রাজা বুক্কের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে মাধব সন্ন্যাসগ্রহণ করেন ও বিদ্যারণ্য মুনি নাম গ্রহণ করিয়া শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ হন। ইনি পঞ্চদশী, বৈয়াসিক ন্যায়মালা, জৈমিনীয় ন্যায়মালা, বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। উপাদানের অভাবে মাধবাচার্যের জীবনকাহিনী অসম্পূর্ণ। এ-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত রহিয়াছে।

৩

মাধবাচার্য তাঁহার গ্রন্থে ষোলটি দার্শনিক মতের আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় তিনি ঐতিহাসিক ক্রম গ্রহণ করেন নাই। দর্শনগুলি কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত নহে। লেখক যথাক্রমে চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, রামানুজ, মধ্ব, নকুলীশ, পাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা, রসেশ্বর, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, পাণিনি, সাংখ্য ও যোগ আলোচনা করিয়া সর্বশেষে শাংকরদর্শন আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় তিনি একটি বিশেষ যৌক্তিক ক্রম গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে আলোচিত দর্শনের একটি বিশেষ সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়া তিনি উহার অপূর্ণতা ও দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং সেই অপূর্ণতা ও দোষ খণ্ডনের সূত্র ধরিয়া পরবর্ত্তী দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আলোচনার এই বিশেষ যৌক্তিক ক্রমটি প্রণিধানযোগ্য। মাধবাচার্য জীবনের শেষভাগে বিদ্যারণ্যমুনি নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন ও শাংকর দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হন্। শাংকর দর্শনকে তিনি 'সর্ব্বদর্শন শিরোহলংকাররত্ন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে তিনি বৈদান্তিক ছিলেন। সেইজন্য শাংকরদর্শনের আলোচনার দ্বারা গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। শিষ্টজনের উপেক্ষিত, অশ্রদ্ধেয়, অবৈদিক, নাস্তিক জড়বাদী চার্ব্বাক বা লোকায়ত দর্শনের আলোচনা হইতে মাধব তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় উল্লেখ্য। অনুমান প্রমাণের বিরুদ্ধে চার্ব্বাকের পক্ষ হইতে মাধব যে বুদ্ধিদীপ্ত তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সম্ভবত অধুনালুপ্ত বহুগ্রন্থের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। আর যদি এই যুক্তিজাল আচার্যের বুদ্ধি হইতে উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, তবে বলিতে হয় যে, তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ

শক্তির তুলনা নাই। চার্ব্বাক দর্শনের কোন প্রবক্তা যদি এই যুক্তিগুলির উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, তবে বলিতে হয়, সেই সুদূর অতীতে, তিনি যে বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষণ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদী-গণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

চার্ব্বাক প্রত্যক্ষবাদী। তিনি অনুমান ও শব্দের প্রামাণ্য গ্রহণ করেন না। অনুমান ব্যাপ্তিভিত্তিক। ব্যাপ্তিজ্ঞান ভিন্ন অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু চার্ব্বাকমতে ব্যাপ্তিসম্বন্ধের নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নহে। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া যেটুকু জ্ঞান লাভ করা যায়, চার্ব্বাক কেবলমাত্র ততটুকুই গ্রহণ করিতে পারেন, তদতিরিক্ত তত্ত্ব তাঁহার মতে অপ্রামাণ্য। সুতরাং স্বর্গ, নরক, অপবর্গ ও দেহ হইতে দেহান্তরে উৎক্রমণশীল দেহব্যতিরিক্ত আত্মা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি ও জল— প্রত্যক্ষগ্রাহ্য এই চারিটি তত্ত্বই সকল বস্তুর উপাদান। বৃক্ষবিশেষের নির্যাস হইতে যেমন মদশক্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই চারিটি তত্ত্বের বিকার বা পরিণাম হইতেই চৈতন্য উৎপন্ন হয় ও দেহবিনাশে এই চৈতন্য বিনষ্ট হয়। দেহের উচ্ছেদই মুক্তির একমাত্র অর্থ।

অনুমানাদি প্রমাণের অসম্ভাব্যতার উপরেই চার্ব্বাকের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। অনুমানাদির অপ্রামাণিকতা খণ্ডন করিতে না পারিলে চার্ব্বাকমত অখণ্ডনীয় বলিয়া মানিতে হয়। সেইজন্য বৌদ্ধ দার্শনিক চার্ব্বাক মতখণ্ডনে প্রয়াসী হইলেন। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। চার্ব্বাক ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, বৌদ্ধ তাহা খণ্ডন করিয়া তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তিভাবের দ্বারা যে নিশ্চিত ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ সম্ভব হইতে পারে, তাহা প্রতিষ্ঠা করিলেন। সুতরাং চার্ব্বাকের একটি অপূর্ণতা বা দোষ খণ্ডনের সূত্র ধরিয়াই বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা আরম্ভ হইল। তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বিশ্লেষণমূলক বা analytical। শিংশপাত্বকে বিশ্লেষণ করিলেই তাহাতে বৃক্ষত্ব পাওয়া যায়। একটিকে আর একটি হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া ধরিলে বস্তুকে তাহার স্বরূপ ধর্ম হইতে বিযুক্ত বলিতে হয়, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। অতএব তাদাত্ম্যভাবের দ্বারা নিশ্চিত ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। তদুৎপত্তি বা কার্যকারণ সম্বন্ধ সংশ্লেষণমূলক বা Synthetical। এই সম্বন্ধকে অস্বীকার করিলে যদৃচ্ছাক্রম মানিতে হয় ও তাহাতে জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া পড়ে। উভয়ক্ষেত্রেই ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। সুতরাং তাদাত্ম্য ও

তদুৎপত্তির দ্বারা যে নিশ্চিত ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হইতে পারে তাহা মানিয়া লইতে হয়। চার্ব্বাকের বিরুদ্ধে বৌদ্ধের যুক্তি অখণ্ডনীয়।

কিন্তু বৌদ্ধমতে সদ্‌বস্তুমাত্রই ক্ষণিক। কেবলমাত্র বহির্ব্বস্তুই নহে, আত্মা বা আমি বলিয়া যাহা আমাদের প্রতীতির বিষয় হয়, তাহাও কতকগুলি ক্ষণিক অবস্থা বা ক্ষণিক অবস্থার সংঘাতের প্রবাহমাত্র। ক্ষণিক অবস্থাগুলি আবার স্বলক্ষণ। কোন সামান্য নাই, দুইটি ক্ষণিক অবস্থার মধ্যে কোন সাদৃশ্য থাকিতে পারে না, স্থির বা শাশ্বত কোন পদার্থ নাই। আধ্যাত্মিক জগতেও কোন স্থিরসত্তা নাই। আত্মা বা কর্ত্তা, ভোক্তা বলিয়া কোন শাশ্বত সত্তাও নাই। প্রত্যভিজ্ঞায় যাহা আমি বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা পরস্পর ভিন্ন ধর্মগুলির ভেদাগ্রহজনিত ভ্রান্তি মাত্র। বৌদ্ধ মতে অর্থক্রিয়াকারিত্ব সতের লক্ষণ। অর্থক্রিয়াকারিত্ব যদি সতের লক্ষণ হয়, তবে সদ্‌বস্তু প্রতিমুহূর্ত্তে ভিন্ন হইতে বাধ্য। অতএব নৈর্ব্যক্তিক ক্ষণিক ধর্মগুলিই সৎ। কিন্তু স্থায়ী আত্মা বা বিভিন্নকালে স্থিত একটি কর্ত্তা বা ভোক্তা স্বীকার না করিলে বলিতে হয়, একের কৃতকর্মের ফল অপরে ভোগ করে ও নিঃসংশয়িতরূপে উপলব্ধ প্রত্যভিজ্ঞারও কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এই মুহূর্ত্তের আমি ও পরমুহূর্ত্তের আমি ভিন্ন হইলে যে আমি কর্ত্তা, সেই আমি ফলভোক্তা নহি। ইহাতে কৃত প্রণাশ এবং অকৃতাভ্যাগম দোষ হয়। সুতরাং জৈন এই মত অস্বীকার করিয়া স্থায়ী আত্মার সত্তা স্বীকার করেন ও আত্মার স্থায়িত্ব প্রমাণের দ্বারা সদ্‌বস্তুর ক্ষণিকত্ব খণ্ডন করেন। জৈন মতে অর্থক্রিয়া-কারিত্ব সতের লক্ষণ নহে। উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ। সুতরাং আত্মা বিষয়ে বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করিয়া জৈনমতের আলোচনা আরম্ভ হইল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন এই তিনটিই অবৈদিক বা নাস্তিক দর্শন। সেইজন্য এই তিনটির আলোচনা সমাপ্ত করিয়াই আস্তিক দর্শনগুলির আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছে। আবার এই তিনটির মধ্যে একমাত্র জৈন দর্শনই দেহব্যতিরিক্ত স্থায়ী, উৎক্রমণশীল আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। সেইজন্য জৈনমতই আস্তিক দর্শনগুলির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নিকটবর্ত্তী।

জৈন বা আর্হত দর্শন অনেকান্তবাদী। সপ্তভঙ্গীনয়ের সাহায্যে জৈন প্রমাণ করেন যে, সত্তা ও অসত্তাবিষয়ক অস্তি, নাস্তি, অস্তিচ নাস্তিচ, অবক্তব্যম্, অস্তিচ অবক্তব্যং, নাস্তিচ অবক্তব্যং, অস্তিচ নাস্তিচ অবক্তব্যংচ—এইরূপ সাত প্রকার বাক্য বা নয়ের প্রয়োগ একই দ্রব্য সম্বন্ধে একই স্থানে ও কালে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সত্তা ও অসত্তা পরস্পরবিরুদ্ধ বিধেয়। একই স্থানে ও কালে একই দ্রব্য সম্বন্ধে পরস্পরবিরুদ্ধ বিধেয়ের প্রয়োগ সম্ভব নহে। আবার

যদি সকল বস্তুই অনেকান্ত হয়, তবে প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয়ও অনেকান্ত হইবে। ফলে, তত্ত্বনিশ্চয় সম্ভব হইবে না। অধিকন্তু জৈনমতে আত্মা দেহপরিমাণ। আত্মার পরিমাণ হস্তী, মনুষ্য ও পিপীলিকার দেহে সমান নহে; একই মনুষ্যদেহে বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে দেহের তারতম্যের জন্য আত্মারও তারতম্য ঘটিবে। মৃত্যুর পরে আত্মা যখন একদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেহে প্রবেশ করিবে, তখন দেহের পরিমাণ অনুযায়ী আত্মার বৃদ্ধি বা ক্ষয় হইবে। এইভাবে আত্মা বিকারী ও অনিত্য হইয়া পড়িবে। এই মত শ্রুতিবিরুদ্ধ। আবার, জৈনমতে পদার্থের সংখ্যা সম্বন্ধেও ঐকমত্য নাই। জৈন কখনও বলেন পদার্থ সাতটি, কখনও বলেন নয়টি। রামানুজ এই শ্রুতিবিরুদ্ধ মত পরিত্যাগ করিয়া পদার্থের সংখ্যা তিনটিতে সীমাবদ্ধ করেন, যথা, চিৎ বা জীব, অচিৎ বা দৃশ্য এবং ঈশ্বর। এইভাবে জৈন-মতের সমালোচনা হইতে রামানুজের দর্শনে উপস্থিত হওয়া গেল।

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে চিদচিদ্বিশিষ্ট ঈশ্বরঃ। তত্ত্ব মূলত এক হইলেও তাহাতে স্বগত ভেদ রহিয়াছে। জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ রহিয়াছে, কারণ জীব অংশ, বিশেষণ বা প্রকার; ব্রহ্ম পূর্ণ, বিশেষ্য ও প্রকারী। আবার অভেদও রহিয়াছে, কারণ জীবের স্বরূপ ধর্ম চৈতন্য, ও জীব ব্রহ্মের অপৃথক সিদ্ধ বিশেষণ বা প্রকার। আবার জড়ের সহিত ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ উভয়টিই রহিয়াছে। সুতরাং রামানুজ ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ তিনটিই স্বীকার করেন। মধ্বমতে এই তিনটি পরস্পরবিরোধী বলিয়া এইমত গ্রহণ করা যায় না। প্রত্যক্ষ ও যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ ভেদের প্রামাণ্য রহিয়াছে। মধ্ব সেইজন্য অভেদ অস্বীকার করিয়া পূর্ণ ভেদবাদ গ্রহণ করেন। এইভাবে রামানুজপক্ষে দোষ প্রদর্শনের সূত্র ধরিয়া মধ্ব বা পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের আলোচনা আরম্ভ হইল। মধ্ব মতে ভগবান বিষ্ণুই একমাত্র স্বতন্ত্র পদার্থ, আর সব অস্বতন্ত্র। ভেদ পঞ্চবিধ, যথা, জীবে জীবে ভেদ, জীবে ঈশ্বরে ভেদ, জীবে জড়ে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ, জড়ে ঈশ্বরে ভেদ।

মধ্ব বৈষ্ণব মতবাদী। তাঁহার মতে জীব নিত্য ভগবানের দাস। কিন্তু যেখানে দাসত্ব সেখানেই দুঃখ থাকিবে। যিনি দাস তিনি পরতন্ত্র ও পরাধীন। স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহেন। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন না হইলে দুঃখান্তরূপ পরম অভীষ্ট লাভ করা যায় না। সেইজন্য পাশুপত মতে পারমৈশ্বর্য লাভ অর্থাৎ পরমেশ্বরের সদৃশ সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে না পারিলে প্রকৃত মুক্তি লাভ হয় না। নকুলীশ পাশুপত মত এই লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া পারমৈশ্বর্য লাভের জন্য কার্য,

কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত,—এই পঞ্চ পদার্থের উপদেশ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

নকুলীশ পাশুপত মতে পরমেশ্বর অন্যনিরপেক্ষভাবে জগৎ কারণ। তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বলিয়া কোন কিছুরই অধীন নহেন। তাঁহার সার্ব্ব-ভৌম কর্ত্তৃত্বে জীবের কর্ম বা ধর্মাধর্মের সাপেক্ষত্ব নাই। সেইজন্য পরমেশ্বরকে শাস্ত্রে সর্বকারণ কারণ বলা হইয়াছে।—

'কর্মাদি নিরপেক্ষস্তু স্বেচ্ছাচারী যতো হ্যয়ম্।
ততঃ কারণতঃ শাস্ত্রে সর্বকারণ কারণম্॥

কিন্তু যদি পরমেশ্বরকে প্রাণি কর্মনিরপেক্ষভাবে জগৎকারণ বলা হয়, তবে তাঁহার প্রতি বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা আরোপিত হইবে। আমি একরূপ কর্ম করিব, কিন্তু ঈশ্বর যদি সেই কর্মকে উপেক্ষা করিয়া অন্যরূপ বিধান করেন, তবে আমার কর্মই বৃথা হইল, এবং ঈশ্বর সেক্ষেত্রে বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতার ভাগী হইলেন। কারণ, যে সৎকর্ম করিল, সে হয়ত দুঃখ লাভ করিল, ও যে অসৎকর্ম করিল সে হয়ত পরিণামে সুখলাভ করিল। সেইজন্য অন্য মাহেশ্বর পন্থীরা শৈব আগমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নকুলীশ মত বর্জন করেন। তাঁহারা কর্মসাপেক্ষভাবে ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব স্বীকার করিয়া পতি, পশু ও পাশ এই ত্রি-পদার্থ গ্রহণ করেন, এবং বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও চর্য্যা—এই চারিটি পাদের উপদেশ করেন। ত্রিপদার্থ ও চতুষ্পাদ শাস্ত্রের জ্ঞানের দ্বারা জীব পাশমুক্ত হইয়া শিবত্ব লাভ করে। পাশমুক্ত হইলেই চৈতন্যের দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। তখন জীব পারমৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া শিব হইয়া যায়।

উল্লিখিত শৈবমতে পরমেশ্বর কর্মসাপেক্ষভাবে জগৎকারণ। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জীবের সুখদুঃখবিষয়ে কর্মই সাক্ষাৎ কারণ। পরমেশ্বর সাক্ষাৎ-ভাবে কারণ নহেন। কিন্তু কর্ম বা পাশ অচেতন। অচেতন পদার্থকে কারণ বলিয়া মানিতে পারা যায় না। অধিকন্তু ঈশ্বরকে যদি কর্মসাপেক্ষভাবে জগৎ কারণ বলা হয়, তবে তাঁহার পূর্ণস্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না। সেইজন্য প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন পরমেশ্বরকে অন্যনিরপেক্ষ ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে জগৎকারণ বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রত্যভিজ্ঞা ভিন্ন অপরাপর শৈব দর্শন অদ্বৈত-বাদী নহে, কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী। শিব ও শক্তি অভিন্ন। চিতিশক্তি প্রকাশ ও বিমর্শ স্বরূপ। তিনি বিমর্শের দ্বারা স্বাত্মদর্পণে বিশ্বকে প্রতি-বিম্বিত করেন। বটবীজে যেমন বটবৃক্ষ, ময়ূরাণ্ডে যেমন নানাবর্ণের পুচ্ছসমন্বিত ময়ূর বিধৃত, সেইরূপ সমস্ত সৃষ্টিবীজও তাঁহাতেই নিহিত। জগৎ প্রকাশাত্ম চিৎ-

এ অভিন্ন রূপে বিদ্যমান। তাঁহার উন্মেষেই সৃষ্টি, নিমেষেই বিলয়। তিনি 'স্বেচ্ছয়া স্বভিত্তৌ বিশ্বমুন্মীলয়তি'। আমিই ঈশ্বর, তাঁহা হইতে ভিন্ন নহি – এই-রূপ স্মরণ বা উপলব্ধিই প্রত্যভিজ্ঞা। যোগ, চর্য্যা, বিধি প্রভৃতি কষ্টসাধ্য ক্রিয়ার দ্বারা নহে, এই ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা হইতেই পরামুক্তি লাভ হয়।

মাহেশ্বর পন্থীদের আর একটি সম্প্রদায় রসেশ্বর দর্শন মনে করেন, সর্ব্বদর্শনে স্বীকৃত জীবন্মুক্তি দেহের স্থিরতা দ্বারাই ভোগ করিতে পারা যায়। পরামুক্তির জন্য যদি দেহোচ্ছেদের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে এই দেহে মুক্তির আস্বাদ লাভ সম্ভব নহে। দেহবিনাশের পরে যে মুক্তি, তাহাতে সংশয়ের অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু পারদ সেবনের দ্বারা এই দেহেই সেই মুক্তির পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ সম্ভব। সুতরাং অপর মুক্তিবাদীদের পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা পারদ সাধনার পথ অবলম্বন করেন।

কণাদ ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা বা রসসাধনকে দুঃখবিনাশের উপায় বলিয়া গ্রহণ করেন-না। তাঁহার মতে পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারের দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধিত হয়। কিন্তু পরমেশ্বর সাক্ষাৎকার শ্রবণ, মনন ও তদ্বিষয়ক ভাবনার দ্বারাই লাভ করিতে হয়। মনন অনুমানের অধীন, অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞানের অধীন ও ব্যাপ্তিজ্ঞান পদার্থের যথাযথ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ষটপদার্থের যথাযথ জ্ঞান হইতেই মনন সম্ভব হয়, এবং মননের দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকারেই মানুষের অপবর্গ বা দুঃখনিবৃত্তি হয়। সেইজন্য কণাদ দশঅধ্যায়যুক্ত গ্রন্থে ষট্‌পদার্থের আলোচনা করিয়াছেন।

ন্যায় ও বৈশেষিক সমানতন্ত্র। কিন্তু 'মানাধীনা মেয়সিদ্ধিঃ' – প্রমেয়ের সিদ্ধি প্রমাণের অধীন। সেইজন্য ন্যায় বিশেষভাবে প্রমাণের আলোচনা করিয়াছেন। ন্যায়ের মতে প্রমাণাদি ষোড়শপদার্থের যথাযথ জ্ঞান হইতেই অপবর্গ বা মুক্তি লাভ হয়। আবার বৈশেষিক শব্দকে প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করেন না। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান,—এই দুইটি মাত্র প্রমাণ। শ্রুতিপ্রতিপাদিত অর্থ অনুমানের দ্বারা বিচারসাপেক্ষ ; সুতরাং শ্রুতির প্রামাণ্য অনুমানের অধীন। ন্যায় সেক্ষেত্রে শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং বৈশেষিকের অপূর্ণতা বা দোষ ন্যায়ে দূর করার চেষ্টা হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কণাদ 'অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ'—এইরূপ উক্তি করিয়া ষট্‌পদার্থের আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তার্কিক ও শ্রৌত দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। সুতরাং এখানে প্রশ্ন করিতে পারা যায়, ধর্ম্মের

লক্ষণ কি ? এবং এই ধর্মের দ্বারা যে অভীষ্ট লাভ হইতে পারে, তাহার প্রমাণ কি ? জৈমিনি এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং বৈশেষিক ও ন্যায়ের পরেই জৈমিনি দর্শনের আলোচনা আরম্ভ করা হইল। জৈমিনিমতে বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদিই ধর্ম, এবং এই ধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই অভীষ্টফল লাভ হয়। প্রমাণ—শ্রুতি। সেইজন্য পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ধর্মের লক্ষণ, প্রমাণ, বেদের প্রামাণ্য বিধিবাক্যের প্রকার, কিভাবে বেদবাক্যের অর্থ নির্ধারণ করিতে হয়,—ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। বেদবিহিত যাগযজ্ঞের দ্বারা যে অভীষ্ট লাভ হয়, এ-বিষয়ে বেদই প্রমাণ। বেদ নিত্য, অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত। কিন্তু বেদ শব্দ-রাশি। শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সুতরাং বেদকে নিত্য বলা যায় কিরূপে ?—এই প্রশ্ন উঠে। ইহার সমাধানে বেদের নিত্যত্ব প্রমাণ করিবার জন্য মীমাংসা শব্দের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। শব্দ বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক ভেদে দুই প্রকার। ধ্বন্যাত্মক শব্দ, যাহা কণ্ঠ, ওষ্ঠ ইত্যাদির সহযোগে উৎপন্ন ধ্বনিমাত্র, তাহা অনিত্য। কিন্তু এই ধ্বনির মাধ্যমে ক, খ, গ, ইত্যাদি যে বর্ণগুলি অভিব্যক্ত হয়, সেগুলি নিত্য। বারবার 'ক' বর্ণ উচ্চারণ করিলে, প্রত্যেক বারই ধ্বনি পরস্পর ভিন্ন হয়। কিন্তু প্রত্যেকবারই যদি নূতন করিয়া 'ক' বর্ণের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়, তবে অনন্ত 'ক' কারের উৎপত্তি মানিতে হয়, এবং এই সেই 'ক'-কার,-এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞার ব্যাখ্যা করা যায় না। অতএব বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য বেদের নিত্যতার হেতু শব্দের নিত্যত্ব।

মন্ত্রের বা বৈদিক শব্দের যথাযথ প্রয়োগে ধর্মলাভ হয়। কিন্তু শব্দের প্রয়োগ একটি যান্ত্রিক ব্যাপার মাত্র নহে। শব্দের বা মন্ত্রের অর্থ বুঝা প্রয়োজন। শব্দের অর্থ যথাযথরূপে বুঝিবার জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন। শব্দের একটি প্রকৃতিভাগ ও একটি প্রত্যয় ভাগ রহিয়াছে। প্রকৃতি প্রত্যয়ের দ্বারাই শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয়। এই প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ ও শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাহায্যেই জানিতে পারা যায়। ব্যাকরণ শাস্ত্রকে শব্দানুশাসন শাস্ত্র বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বেদ-মন্ত্রের অর্থবোধ পূর্ব্বক প্রয়োগে মহাফল লাভ হয়। মন্ত্রের শব্দগুলি যথাযথ জ্ঞান-সহ প্রযুক্ত হইলে স্বর্গলোকে অভীষ্টফল প্রদান করে। এই মতানুসরণে পূর্ব্ব-মীমাংসার পরেই ব্যাকরণ বা পাণিনিদর্শনের আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছে। বৈয়াকরণ দর্শনের সূত্রকার মহাভাষ্যপ্রণেতা পতঞ্জলি।

একটি শব্দ বর্ণসমূহের সমষ্টি। শব্দের দ্বারা পদার্থের বোধ জন্মে। কিন্তু

বৈয়াকরণমতে এই অর্থবোধের হেতু বর্ণমাত্র নহে। বর্ণের দ্বারা বর্ণের অতিরিক্ত একটি নিত্যশব্দের অভিব্যক্তি ঘটে। এই নিত্য শব্দ—যাহা বর্ণাতিরিক্ত, কিন্তু বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্তির যোগ্য, তাহাই পদার্থের বোধক স্ফোট। এই স্ফোট বা পরা বাক্ বা শব্দরূপী তত্ত্ব, যাহা সত্তারূপ তত্ত্ব হইতে অভিন্ন,— ইহাই জগতের মূল উপাদান। ইহা অক্ষর বা অপরিবর্ত্তনীয়,—ইহাই ব্রহ্ম।—

'অনাদি নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং তদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥'

সকল শব্দের চরম ও পরম অর্থ সত্তা। সত্তাই গোত্ব, অশ্বত্ব প্রভৃতি জাতিভেদে ভিন্নরূপে কল্পিত ও গো, অশ্ব প্রভৃতি উপাধির জন্য ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এই সত্তারূপী মহাসামান্যই ব্রহ্ম ও ইহাই একমাত্র সত্যবস্তু। গো, অশ্ব প্রভৃতি ব্যক্তি-দ্রব্য অসত্য উপাধির সাহায্যে সত্য ব্রহ্মবস্তুকেই নির্দেশ করে। ব্যক্তি দ্রব্যগুলি সত্তারূপ মহাসামান্যে কল্পিত ও অধ্যস্ত। সত্তার যে ভেদ দেখা যায়, তাহা অবিদ্যা পরিকল্পিত। অতএব সমুদয় জগৎ সত্তারূপী ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র।

বৈয়াকরণ দর্শন এইভাবে স্ফোটাখ্য শব্দরূপী তত্ত্ব, যাহার চরম ও পরম অর্থ সত্তামাত্র, ও যাহা অক্ষর ব্রহ্ম, জগৎকে তাহার বিবর্ত্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু কপিল প্রণীত সাংখ্য বিবর্ত্তবাদ পরিত্যাগ করিয়া পরিণামবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। অধিকন্তু, পূর্ব্বমীমাংসা ও বৈয়াকরণ দর্শন বৈদিক শব্দের অর্থবিচারের দ্বারা তত্ত্ব নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন, বস্তু বিশ্লেষণের দ্বারা নহে। পাশ্চাত্য দর্শনের পরিভাষায় সেইজন্য এইগুলিকে Dogmatic বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাংখ্যের বিচার বস্তুর স্বরূপ অনুসন্ধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য, মীমাংসা ও পাণিনি দর্শনের পরেই সাংখ্য দর্শনকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

শুক্তি রজতের ভ্রমস্থলে রজতকে শুক্তির বিবর্ত্ত বলা হয়। এখানে অধিষ্ঠান সত্তা শুক্তি ও আরোপিত সত্তা রজতের মধ্যে সারূপ্য আছে বলিয়াই একটিতে আর একটির অধ্যাস বা আরোপ সম্ভব হয়। কিন্তু সত্তারূপ ব্রহ্ম চিদ্রূপ, জগৎ জড়,— দুইটির মধ্যে সারূপ্য নাই। অতএব ব্রহ্মে জগতের আরোপের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নাই। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে সারূপ্য ও সাধর্ম্য আছে বলিয়াই কার্য্যকে কারণের পরিণাম বলা হয়। কারণাবস্থায় যাহা অনভিব্যক্ত ছিল, কার্য্যাবস্থায় তাহা অভিব্যক্ত হয়। জড় জগতের মূলকারণ বা উপাদান জড় বা অচেতন প্রধান বা প্রকৃতি। ন্যায় বৈশেষিকের গৃহীত পরমাণুপুঞ্জ পরিমাণ বিশিষ্ট বলিয়া স্থূল ও অনিত্য। তাহা হইতেও সূক্ষ্মতর উপাদান প্রকৃতি। প্রকৃতি নিত্য, চলধর্মী,

পরিণামী, অচেতন। প্রকৃতিতে সমুদয় জড়জগৎ অপ্রকাশিতরূপে বিদ্যমান। জগতের সমুদয় বস্তু সুখদুঃখমোহাত্মক। সুখধর্মী সত্ত্ব, দুঃখধর্মী রজঃ ও মোহধর্মী তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। —ইহাই মূলকারণ। পুরুষের ঈক্ষণ মাত্রে পুরুষার্থ সাধনের জন্য প্রকৃতির রজো-অংশ ক্ষোভিত হইয়া প্রকৃতির পরিণাম আরম্ভ হয়। প্রকৃতি হইতেই তত্ত্বান্তরের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি। মহৎ, অহংকার হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলভূত পর্য্যন্ত সমুদয় বস্তু প্রকৃতির পরিণাম। পুরুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইলে প্রকৃতি পরিণাম হইতে বিরত হয়; তখন প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদবিবেকের দ্বারা পুরুষ অসঙ্গ বা কেবল হয়। —ইহাই সাংখ্যমত।

সাংখ্য মতে ঈশ্বর স্বীকৃত তত্ত্ব নহেন। যোগদর্শন সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াও ঈশ্বর তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। অবিবেক বশতঃ অসঙ্গ পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ভেদ গৃহীত না হওয়াতে সংসার ও দুঃখ। আবার প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ বিবেকের দ্বারাই কৈবল্য লাভ। এই কৈবল্য লাভের জন্য বৈরাগ্য, অভ্যাস, যোগ ও ঈশ্বর প্রণিধানের প্রয়োজন। সুতরাং যোগ সাংখ্যের সমানতন্ত্র হইলেও ষড়বিংশতিতম তত্ত্বরূপে ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সেইজন্যই সাংখ্যের পরেই যোগের আলোচনা।

সর্ব্বশেষে আলোচ্য শাংকর দর্শন। পূর্ব্বমীমাংসা বেদের কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাতে স্বর্গাদি ফল লাভকেই জীবের পরম অভীষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কর্ম আদি ও অন্তবিশিষ্ট। কর্মের ফলও সেইজন্য অনন্ত হইতে পারে না। যাগযজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা যে ফল লাভ হয় তাহার শেষ আছে। কর্ম-ফল ক্ষয় হইলে আবার সংসারদশা। সুতরাং সংসার বন্ধন হইতে চিরবিমুক্তি বা মোক্ষই জীবের চরম ও পরম অভীষ্ট পুরুষার্থ। বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদেই বেদের গূঢ়ার্থ বলা হইয়াছে। এই উপনিষদ বা জ্ঞানকাণ্ডের দর্শনই বেদান্ত দর্শন। উপনিষদ বিশুদ্ধ অদ্বৈতের উপদেশ করিয়াছেন। রামানুজের দর্শন যদিও উপনিষদের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তথাপি রামানুজ বিশুদ্ধ, অখণ্ড, সর্ব্ববিধভেদ-রহিত অদ্বৈতকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি ভেদাভেদবাদী। মীমাংসা, সাংখ্য বা যোগ ও অদ্বৈতের প্রবক্তা নহেন। সেইজন্য আচার্য শংকরের উপদিষ্ট বেদান্ত বা উপনিষদের দর্শনই সর্ব্বদর্শনের শিরোমণিভূত ও তত্ত্ববিচারের শেষ কথা। মোক্ষ আত্মস্বরূপে স্থিতি। ইহা সিদ্ধবস্তু, সাধ্য নহে। ধর্ম সাধ্য, কিন্তু মোক্ষ সিদ্ধ। আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি

উক্তিতে আত্মা ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদ ও অদ্বৈত উপদেশ করা হইয়াছে। 'একমেবাদ্বিতীয়ং'—ব্রহ্মতত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয় ইত্যাদি উক্তিতে সর্ব্ববিধ ভেদরহিত, অখণ্ড, একরস ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' ইত্যাদি বহু উক্তিতে সকল ভেদও নানাত্বের নিষেধ করা হইয়াছে। অতএব বহুত্ব অজ্ঞান কল্পিত, ব্রহ্মে অধ্যস্ত বা আরোপিত। আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতেই এই অজ্ঞান ও তাহার দ্বারা কল্পিত সকল দ্বৈতের অবসান। এই আত্মসাক্ষাৎকার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির দ্বারাই লাভ করিতে হয়, যাগয়জ্ঞাদি কর্মের দ্বারা নহে, ইহাই শাংকর মতের সিদ্ধান্ত। সেইজন্য মাধবাচার্য সকল দর্শনের শেষে সর্ব্বদর্শন শিরো অলংকার রত্ন শাংকর দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন।

মাধবাচার্য প্রণীত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে আলোচিত দার্শনিক শাখাগুলির ক্রম এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। বিশেষ পরিচয় গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে বিভিন্ন দর্শনের মূল গ্রন্থ ও বিশেষভাবে মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যংকর সম্পাদিত সংস্কৃত এবং উমাশংকর শর্মা ঋষি সম্পাদিত হিন্দী সংস্করণ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

সর্ব্বশেষ, এই পুস্তক প্রকাশনের গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানাই প্রকাশকসংস্থা সাহিত্যশ্রীর শ্রীযুক্ত তপনকুমার ঘোষকে। ইতি।

বোলপুর (শান্তিনিকেতন)
জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ
২৫শে আশ্বিন, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীসত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী

বিষয় সূচী

সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ

মঙ্গলাচরণ

নিত্যজ্ঞানাশ্রয়ং বন্দে নিঃশ্রেয়সনিধিং শিবম্ ।
যেনৈব জাতং মহ্যাদি তেনৈবেদং সকর্ত্তৃকম্ ॥

পারংগতং সকলদর্শনসাগরাণা-
মাত্মোচিতার্থ চরিতার্থ সর্ব্বলোকম্ ।
শ্রীশার্ঙ্গপাণিতনয়ং নিখিলাগমজ্ঞং
সর্ব্বজ্ঞবিষ্ণুগুরুমন্বহমাশ্রয়েঽহম্ ॥

শ্রীমৎসায়ণদুগ্ধাব্ধিকৌস্তুভেন মহৌজসা ।
ক্রিয়তে মাধবাচার্য্যেণ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ ॥

পূর্ব্বেষামতিদুস্তরাণি সুতরামালোড্য শাস্ত্রাণ্যসৌ
শ্রীমৎসায়ণমাধবঃ প্রভুরুপন্যাস্থৎ সতাং প্রীতয়ে।
দূরোৎসারিতমৎসরেণ মনসা শৃন্বন্তু তৎ সজ্জনা
মাল্যং কস্য বিচিত্রপুষ্পরচিতং প্রীত্যৈ ন সংজায়তে ?

যিনি নিত্যজ্ঞানের আধার এবং সকল দুঃখনিবৃত্তি-রূপ মুক্তির আকর, সেই শিবকে বন্দনা করি। যাঁহা হইতে পৃথিবী প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরমেশ্বরের কারণতাহেতু জগৎ সকর্তৃক।

যিনি সকল দর্শনরূপ সাগরের পারে উপনীত হইয়াছেন, আপনার অনুকূল ও প্রিয় তত্ত্বের দ্বারা সকল লোককে কৃতার্থ করিয়াছেন, শ্রীশার্ঙ্গপাণির পুত্র, নিখিল শাস্ত্রজ্ঞ, আমার সেই গুরু সর্ব্বজ্ঞবিষ্ণুর আশ্রয় নিত্য গ্রহণ করি।

শ্রীমান্ সায়ণবংশরূপ দুগ্ধসাগরে যিনি কৌস্তুভমণিসদৃশ, মহাবীর্য্যশালী সেই মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনের সংগ্রহ বা সমাহার করিতেছেন।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের উপদিষ্ট অতিদুস্তর শাস্ত্রসমূহ মন্থন করিয়া প্রভু শ্রীমান্ সায়ণমাধব এইগুলিকে একত্র সংগ্রথিত করিয়াছেন। যাঁহারা সজ্জন, তাঁহারা হৃদয় হইতে সকল মাৎসর্য্যাদি দোষ অপসারিত করিয়া ইহা শ্রবণ করুন। বিচিত্র পুষ্পের দ্বারা রচিত মাল্য কাহার না প্রীতিবর্দ্ধক হয়?

চার্ব্বাক দর্শন

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণে বলা হইয়াছে, পরমেশ্বর নিঃশ্রেয়স বা সকল দুঃখ হইতে মুক্তির বিধান করেন। কিন্তু নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক বৃহস্পতির মত অনুসরণ করিয়া এই মতবাদ অস্বীকার করেন। চার্ব্বাকের মত খণ্ডন করা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণের মনে এইরূপ ধারণা রহিয়াছে যে, যতদিন বাঁচিবে, সুখেই বাঁচিবার চেষ্টা করিবে, কারণ মৃত্যুকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। মরণে যে দেহ ভস্মীভূত তাহার পুনরাগমন হয় না। এইরূপ লৌকিক ধারণাকে গ্রহণ করিয়া লোকসাধারণ নীতিশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র অনুযায়ী অর্থ বা ধন এবং কাম্য ভোগসাধক বস্তুর ভোগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে, এবং পারলৌকিক সমস্ত বিষয়কে অস্বীকার করিয়া চার্ব্বাক মতের অনুবর্ত্তন করে। সেইজন্য চার্ব্বাক মত লোকায়ত মত বলিয়াও প্রসিদ্ধ। [চারু বাক অর্থাৎ রমণীয় বা আপাতমধুর বাক্যের আহরণ করা হইয়াছে বলিয়া এই দর্শনকে চার্ব্বাকদর্শন বলা হয়। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতাকে অনুসরণ করিয়া এই মতবাদ রচিত। সেইজন্য ইহার আবেদন দুষ্প্রতিরোধ্য। সাধারণের নিকট এই মতবাদ অত্যন্ত প্রীতিকর বলিয়া ইহাকে লোকায়ত দর্শনও বলা হয়। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্ন বলেন, পুণ্যপাপ প্রভৃতি পরোক্ষ তত্ত্বকে চর্ব্বণ বা নাশ করে বলিয়া ইহাকে চার্ব্বাক মত বলা হয়। চার্ব্বী নামক লোকায়তিক আচার্য্যের উল্লেখও পাওয়া যায়। মহাভারতে চার্ব্বাক নামক ব্রাহ্মণবেশী রাক্ষসের উল্লেখ আছে।]

চার্ব্বাক দর্শনে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই চারিটি ভূত চারিটি তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত। এই চারিটি ভূত সকল বস্তুর মূল উপাদান। এই চারিটি ভূত যখন দেহাদির আকারে পরিণত হয়, তখন বৃক্ষবিশেষের নির্য্যাস হইতে মাদকশক্তির মত, ঐগুলি হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। দেহাদির উপাদানভূত এইগুলি বিনষ্ট হইলে চৈতন্যও বিনষ্ট হইয়া যায়। [বৃক্ষের নির্য্যাস মাত্রেই মদশক্তি থাকে না, উহা বিকৃত বা পরিণত হইলে উহা হইতে মদশক্তি উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে, দেহাদির উপাদান পৃথিবী প্রভৃতির অবিকৃত অবস্থায় চৈতন্য থাকে না, ঐগুলি বিকারগ্রস্ত বা পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়।] বৃহদারণ্যকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া ও তাহার অর্থ না বুঝিয়া চার্ব্বাক বলেন, এই ভূতগুলি হইতে বিজ্ঞানস্বরূপ চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া, ঐগুলির বিনাশের সঙ্গে বিনষ্ট হয়।

পারলৌকিক বা প্রেত্যসংজ্ঞাবিশিষ্ট কোন কিছু নাই। এই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহের অতিরিক্ত আত্মা নামক আর একটা কিছুর অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন, অনুমান প্রভৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না।

[অনুমানাদির প্রামাণ্য অস্বীকার করিলে, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষের দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহাকেই স্বীকার করিতে হয়, অন্য কিছু গ্রহণ করা চলে না। প্রত্যক্ষের দ্বারা দেহমাত্রই পাওয়া যায়, দেহাতিরিক্ত আত্মাকে পাওয়া যায় না। সেইজন্য চার্ব্বাক অনুমান বা আগমের দ্বারা সিদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।]

অঙ্গনাদির আলিঙ্গন প্রভৃতি হইতে যে সুখ লাভ হয়, তাহাই চার্ব্বাক মতে পুরুষার্থ। যদি বলা যায়, 'এই সমস্ত দৈহিক সুখের সহিত দুঃখ মিশ্রিত হইয়া আছে বলিয়া এইগুলিকে পুরুষার্থ বলা যায় না', তবে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। প্রাপ্ত দুঃখ অবর্জনীয়। অতএব ইহাকে উপেক্ষা ও পরিত্যাগ করিয়া যে সুখটুকু পাওয়া যায়, তাহাই ভোগ করিতে হইবে। মৎস্যভোজী ব্যক্তি শল্ক ও কাঁটাযুক্ত মৎস্যকেই উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করে, এবং তাহা হইতে যে অংশটুকু গ্রহণযোগ্য তাহা গ্রহণ করিয়া বাকী অংশ পরিত্যাগ করে। ধান্যার্থী ব্যক্তি ও ধানের খোসাসহ ধানই গ্রহণ করে, এবং তাহা হইতে যে অংশ গ্রহণযোগ্য তাহা গ্রহণ করিয়া বাকী অংশ ত্যাগ করে। যে সুখ প্রীতিকর বলিয়া মনে হয়, দুঃখ মিশ্রিত আছে, এই ভয়ে তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত কার্য্য হইতে পারে না। হরিণ বিচরণ করিতেছে বলিয়া কেহ কি ধান্য রোপণ করে না? ভিক্ষুক আছে এই ভয়ে কেহ অন্নপ্রভৃতির রন্ধন হইতে বিরত হয় না। যদি কোন কাপুরুষ ব্যক্তি দুঃখ মিশ্রিত আছে বলিয়া অভিপ্রেত সুখকেও পরিত্যাগ করে, তবে তাহাকে পশুর মত মূর্খ বলিতে হইবে। সেইজন্যই বলা হইয়াছে,

ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাম্
দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীন্‌জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্
কো নাম ভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী॥

দুঃখ সংযুক্ত হইয়া আছে বলিয়া পুরুষের বিষয়ভোগ জন্য যে সুখ তাহাকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে,—ইহা মূর্খের বিচার। আপনার কল্যাণকামী ব্যক্তি এমন কে আছে, যে, তুষকণাযুক্ত বলিয়া পরিষ্কার উত্তম তণ্ডুল পূর্ণ ধান্য পরিত্যাগ করে?

এখানে প্রশ্ন উঠে, যদি পরলোক এবং পারলৌকিক সুখ বলিয়া কিছু না-ই থাকে, তবে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কেন বহু ব্যয়সাধ্য এবং বহু শারীরিক শ্রমসাধ্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন ? উত্তরে বলা যায়, এই জাতীয় তর্কের দ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না। যে সমস্ত লোক নিজেদের বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই ধূর্ত্ত বকেরা পরস্পর পরস্পরের উক্তিকে অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তি-দোষে দূষিত বলিয়া নিন্দা করে। জ্ঞানকাণ্ডবাদীরা কর্মকাণ্ডবাদীর নিন্দা করে, এবং কর্মকাণ্ডবাদীরা জ্ঞানকাণ্ডবাদীকে দোষারোপ করে। তিন বেদ—ধূর্ত্তগণের প্রলাপ মাত্র, এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এই ধূর্ত্তগণের জীবিকার প্রয়োজন মাত্রই সাধন করে।

[কর্মকাণ্ডকে যাহারা বেদের প্রামাণ্য অংশ বলিয়া মনে করেন. তাঁহারা জ্ঞান-কাণ্ডের উক্তিগুলিকে অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তি দোষে দূষিত বলেন, এবং অনুরূপভাবে জ্ঞানকাণ্ডবাদীরা কর্মকাণ্ডকে এইভাবে দোষারোপ করেন। অনৃত দোষ বা মিথ্যাউক্তি—কর্মকাণ্ডে এইরূপ উক্তি আছে,—'ওষধে ত্রায়স্বৈনম্'—হে ওষধি, ইহাকে রক্ষা কর, 'স্বধিতে মৈনংহিংসীঃ'—হে ক্ষুর ইহাকে হিংসা করিও না ; শৃণোতু গ্রাবাণঃ—প্রস্তরগণ, শ্রবণ কর !—এই উক্তিগুলিতে অচেতনকে চেতনবৎ সম্বোধন করাতে অনৃত বা মিথ্যাভাষণরূপ দোষ হইল। জ্ঞানকাণ্ডে—'অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ,' 'প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'—এই উক্তিগুলিতে অন্ন ও প্রাণকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা মিথ্যা উক্তি। ব্যাঘাত—কখনও বল 'উদিতে জুহোতি', কখনও বল 'অনুদিতে জুহোতি'—ইহা পরস্পরবিরোধী উক্তি। আবার জ্ঞানকাণ্ডে, 'এক এবরুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে', 'সহস্রানি সংস্রশঃ যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্'— এগুলি পরস্পরবিরোধী উক্তি। পুনরুক্তি—আপঃ উন্দন্তু—ক্ষৌরকর্ম্মে মাথায় জল ঢালিবে ; পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন ;— এই উক্তির বিষয়গুলি সকলেই জানে, অতএব এখানে পুনরুক্তি করা হইয়াছে। বেদবাদী ব্যক্তিরা এইভাবে পরস্পরবিরোধী উক্তির দ্বারা জড়বুদ্ধি লোকের মনে মোহ সৃষ্টি করে, এবং পারলৌকিক সুখের লোভ দেখাইয়া তাহাদিগকে বহু বিত্তও শ্রমসাধ্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়া নিজেদের জীবিকা অর্জন করে।]

সেইজন্য এইরূপ উক্তি আছে,

> অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
> বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ ॥

বৃহস্পতি বলিয়াছেন, অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড বা সন্ন্যাস ও নিজের দেহকে ভস্মের দ্বারা আবৃত করা—এইগুলি বুদ্ধি ও শারীরিক ক্ষমতা রহিত ব্যক্তিদের জীবিকা। [বুদ্ধিমান্ ও শারীরিক শক্তিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের বুদ্ধি ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া রাজকার্য্যাদি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। কিন্তু নির্বুদ্ধি ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরা ধূর্ত্ততার সাহায্যে লোককে প্রতারিত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।]

অতএব, কণ্টক প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাই নরক; দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য যিনি লোকে রাজা বলিয়া স্বীকৃত তিনিই পরমেশ্বর পদবাচ্য, এবং দেহের বিনাশই মোক্ষ। [নরক, ঈশ্বর, মোক্ষ প্রভৃতি বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এইসব শাস্ত্রের উক্তি ধূর্ত্তপ্রলাপ মাত্র, এইগুলির কোন প্রামাণিকতা নাই। কণ্টক প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ লাভ হয়, তাহা প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য। অতএব এইগুলি ছাড়া কুম্ভীপাক ইত্যাদি নরক নামক স্থান বা অবস্থা প্রমাণসিদ্ধ নহে। রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের দ্বারা সমাজের শাসন ও পরিচালনা করেন। তিনিই প্রকৃত পরমেশ্বর। এ'ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা এবং কর্মফলদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু পৃথিবী প্রভৃতি তত্ত্ব আপন স্বভাব বশতঃই বস্তুরূপে পরিণত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। এইগুলি ছাড়া অন্য কোন জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার নিরর্থক এবং অপ্রামাণিক। দেহব্যতিরিক্ত অন্য কোন আত্মা যখন প্রমাণসিদ্ধ নহে তখন দেহের বিনাশেই সকল দুঃখের অবসান ঘটে। অতএব দেহ বিনাশই মোক্ষের স্বরূপ।]

আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি কৃষ্ণ—এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি আমাদের হয়। দেহ ভিন্ন অন্য কোন অমূর্ত্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে আমার স্থূলত্ব, কৃশত্ব ইত্যাদির কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেহই স্থূল বা কৃশ হয়। সুতরাং আমি স্থূল বা কৃশ এই রূপ উপলব্ধিতে আত্মা বা আমি এবং দেহের সামানাধিকরণ্য ঘটিয়াছে। একমাত্র দেহাত্মবাদ স্বীকার করিলেই এইরূপ সামানাধিকরণ্যের ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। প্রশ্ন উঠে, যদি দেহই আমি হই, তবে আমার শরীর এইরূপ প্রয়োগ কিরূপে সিদ্ধ হয়? উত্তরে বলা যায়, রাহু মস্তক ভিন্ন আর কিছুই নহে, তবুও রাহুর মস্তক—এইরূপ প্রয়োগ করা হয়; এই জাতীয় প্রয়োগ আলংকারিক ও গৌণ প্রয়োগ। সেইরূপ, 'আমার শরীর'—ইহাও আলংকারিক বা গৌণ প্রয়োগ। রাহুর মস্তক,—এখানে যেমন রাহু ও

মস্তককে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ 'আমার শরীর'—এখানেও আমি ও শরীরকে এক ও অভিন্ন বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। বলা হইয়াছে,—

অঙ্গনালিঙ্গনাজ্জন্যসুখমেব পুমর্থতা।
কণ্টকাদিব্যথাজন্যং দুঃখং নিরয় উচ্যতে॥
লোকসিদ্ধো ভবেদ্রাজা পরেশো নাপরঃ স্মৃতঃ।
দেহস্য নাশো মুক্তিস্তু ন জ্ঞানান্মুক্তিরিষ্যতে॥
অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি বার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্য মুপজায়তে॥
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যঃ দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।
অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ॥
দেহঃ স্থৌল্যাদি যোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ।
মম দেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী॥

অঙ্গনার আলিঙ্গন হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহাই পুরুষার্থ। কণ্টক প্রভৃতি হইতে যে ব্যথারূপ দুঃখ হয়, তাহাই নিরয় বা নরক শব্দের অর্থ। লোকসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর পদবাচ্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নাই। দেহের বিনাশেই মুক্তি, জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় না। এই মতে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই চারিটি তত্ত্ব বা মূল উপাদান। কিণ্ব বা বৃক্ষবিশেষের নির্য্যাস ইত্যাদির বিকার বা পরিণাম হইতে যেমন মাদকশক্তি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই চারিটি ভূত মিলিত হইয়া যে বিকার বা পরিণাম লাভ করে, তাহা হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। আমি স্থূল, কৃশ—ইত্যাদি রূপে আত্মা ও দেহের সামানাধিকরণ্য হয়, দেহই স্থূল বা কৃশ হয়, সেইজন্য এই দেহই আত্মাশব্দের বাচ্য, ইহাভিন্ন অন্য কোন আত্মা নাই। 'আমার দেহ'—এইরূপ প্রয়োগ ঔপচারিক বা গৌণ।

যদি প্রমাণ হিসাবে অনুমান প্রভৃতির প্রামাণিকতা সিদ্ধ না হয়, তবেই চার্ব্বাকের এই মতবাদকে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অনুমানাদির প্রামাণ্য সকলেই স্বীকার করেন। বুদ্ধিমান্ ও বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুমান, শব্দ ইত্যাদি প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পর্ব্বতে ধূম দেখিলে সেখানে যে অগ্নি আছে, তাহা অনুমান করেন এবং সেই অগ্নিকে দেখিবার বা পাইবার জন্য সেখানে যান। নদীর তীরে ফল আছে—ইহা লোকমুখে শুনিয়া ফলার্থী ব্যক্তি ফল সংগ্রহের জন্য নদীতীরে যান।

অনুমানাদির প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে এরূপ প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা করা যায় না। অতএব অনুমান ও শব্দের প্রামাণ্য স্বীকৃত। এই আপত্তির উত্তরে চার্ব্বাক বলেন, এই ধরনের চিন্তা মনোরাজ্যের কল্পনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে অনুমান বা শব্দকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নাই। যাঁহারা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁহারা ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা যুক্ত লিঙ্গ বা হেতুকে অনুমানের সাধক বলিয়া গ্রহণ করেন। শংকিত ও নিশ্চিত—এই উভয় প্রকার উপাধি রহিত যে নিয়ত সম্বন্ধ, তাহাই ব্যাপ্তি। [ব্যাপ্তিও পক্ষধর্মতা যুক্ত হেতুকে অনুমানের সাধক বলা হইয়াছে। এই পর্ব্বতে ধুম আছে, অতএব এখানে অগ্নি আছে—এই অনুমানে পর্ব্বত পক্ষ ধুম হেতু ও অগ্নি সাধ্য। এখানে যে ধুমকে হেতু বলা হইয়াছে, তাহার সহিত অগ্নির নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানে ধুম আছে, সেখানে অগ্নি আছে এই যে সহচার সম্বন্ধ, ইহা যদি অব্যভিচারী হয়, অর্থাৎ যদি এ-সম্বন্ধের কোন রূপ ব্যতিক্রম বা অন্যথাভাব না দেখা যায়, তবে এই সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বলা হইবে। ধূমের সহিত অগ্নির যে নিয়ত সাহচর্য্য বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ,—ইহা অনুমানের একটি ভিত্তি। আবার কেবল মাত্র ব্যাপ্তি সম্বন্ধের দ্বারাই অনুমান হয় না। যে হেতুর সহিত সাধ্যের নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই হেতুই পক্ষে বর্ত্তমান থাকা চাই, না হইলে অনুমান হইবে না। ইহাই পক্ষধর্মতা। সুতরাং সাধ্যের সহিত নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত হেতুর পক্ষে অবস্থিতি অর্থাৎ ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা অনুমানের সাধক। যে হেতুটি অনুমানের সাধক তাহাকেই লিঙ্গ বলা হয়। এইরূপ হেতুর তিনটি লক্ষণ থাকিবে, যথা,—(১) পক্ষে সত্তা, (২) সপক্ষে সত্তা, (৩) বিপক্ষে অসত্তা। আলোচ্য অনুমানে পর্ব্বত পক্ষ। অগ্নির সহিত নিয়ত অব্যভিচারী সাহচর্য্য-লক্ষণযুক্ত ধুম পর্ব্বতে আছে, ইহা পক্ষে সত্তা। যে সাধ্যের অনুমান করা যাইতেছে, তাহা যেখানে যেখানে দেখিয়াছি, সেইগুলি সপক্ষ ও যেখানে যেখানে এই সাধ্য থাকিতে পারে না সেইগুলি বিপক্ষ। উপরের অনুমানে রন্ধনশালা সপক্ষ, এবং জলহ্রদ বিপক্ষ, কারণ রন্ধনশালায় অগ্নি থাকে, এবং জলহ্রদে অগ্নি থাকিতে পারে না। আমাদের গৃহীত হেতু ধুম রন্ধনশালায় আছে। সেখানে অগ্নিও আছে; সাধ্য অগ্নি জলহ্রদে থাকে না, সেখানে ধুমও থাকে না। এইরূপ লক্ষণযুক্ত হেতু পর্ব্বতে আছে বলিয়া অনুমান করা হয় যে, পর্ব্বতে অগ্নি আছে। ধুম ও অগ্নির মধ্যে ধুমকে ব্যাপ্য বলা হয় ও অগ্নিকে ব্যাপক বলা হয়। ব্যাপ্য ও ব্যাপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বলা হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র নিয়ত সম্বন্ধ বলিলেই ব্যাপ্তির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধ অনৌপাধিক বা উপাধি মুক্তও হওয়া প্রয়োজন। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। আমি যেখানে যেখানে অগ্নি দেখিয়াছি, সেখানে সেখানেই ধূমও দেখিয়াছি। এখানে অগ্নির সহিত ধুমের সহচার আছে দেখিয়া ব্যাপ্তি সম্বন্ধও আছে স্থির করা গেল। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল ঐ দৃষ্টান্ত বা উদাহরণগুলিতে সর্ব্বত্র অগ্নির সহিত ভিজা কাষ্ঠের সংযোগ রহিয়াছে, এবং ঐ ভিজা কাষ্ঠ আছে বলিয়াই যেখানে অগ্নি দেখিয়াছি, সেখানে ধূমও দেখিয়াছি। এখানে ভিজা কাষ্ঠ একটি উপাধি, যাহা অগ্নি ও ধুমের অব্যভিচারী সম্বন্ধের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। অতএব উপাধি হইতে বিযুক্ত করিয়া না দেখিলে হেতুও সাধ্যের সম্বন্ধ যে অব্যভিচারী হইবে, একথা বলা যায় না। হেতু উপাধিযুক্ত হইলে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া যে অনুমান, তাহাও সোপাধিক ও দোষযুক্ত হইবে। সেইজন্য ব্যাপ্তিকে অনৌপাধিক বা উপাধিরহিত নিয়ত সম্বন্ধ বলা হইয়াছে। উপাধির লক্ষণ কি? যাহা সাধ্যের ব্যাপক কিন্তু সাধন বা হেতুর অব্যাপক, তাহাই উপাধি। যাহা সাধ্যের সকল আধারে আছে, যেখানে সাধ্য নাই সেখানে থাকে না. কিন্তু হেতুর সকল আধারে বর্ত্তমান নাই, তাহাই উপাধি। অগ্নিকে হেতু এবং ধুমকে সাধ্য বলিয়া ধরিলে, দেখা যায় যেখানেই ধূম (সাধ্য) আছে, সেখানেই ভিজা কাষ্ঠ আছে, কিন্তু যেখানেই অগ্নি (হেতু) আছে, সেখানেই যে ভিজা কাষ্ঠ আছে, তাহা নহে। তপ্ত লৌহ পিণ্ডে অগ্নি আছে, কিন্তু ভিজা কাষ্ঠে নাই বলিয়া ধূমও নাই। এখানে ভিজা কাষ্ঠ সাধ্যের ব্যাপক, কিন্তু সাধনের অব্যাপক বলিয়া ইহা একটি উপাধি। এইরূপ উপাধিযুক্ত হেতু দোষযুক্ত এবং ইহার সাহত অব্যভিচারী সম্বন্ধ হয় না। যেখানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে এইরূপ উপাধিজনিত সম্বন্ধ আছে, সেখানে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে বলা যায় না। সেইজন্য বলা হইয়াছে 'ব্যাপ্তিশ্চ উপাধিবিধুরঃ সম্বন্ধঃ'। উপাধি আবার দুই প্রকার হইতে পারে, যথা, নিশ্চিত এবং শংকিত বা সন্দিগ্ধ উপাধি। যে উপাধি সাধ্যের ব্যাপক এবং সাধনের অব্যাপক বলিয়া নিশ্চিত জ্ঞান হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত উপাধি। অগ্নিতে ভিজা কাষ্ঠের উপস্থিতি ধুমের হেতু বলিয়া নিশ্চিত জ্ঞান হইয়াছে, অতএব উহা নিশ্চিত উপাধি। যে উপাধি দ্বারা সাধ্যের ব্যাপকতা ও সাধনের অব্যাপকতা সন্দেহের বিষয় হইয়া রহিয়াছে তাহাই শংকিত বা সন্দিগ্ধ উপাধি। নৈয়ায়িকরা এখানে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। মিত্রার অন্যসব পুত্রই শ্যামবর্ণ দেখিয়া ভাবা গেল তাহার পরবর্ত্তী

সন্তান ও শ্যাম বর্ণ হইবে। এখানে মিত্রাতনয়ত্ব হেতু এবং শ্যামত্ব সাধ্য। চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী বলা যায় সন্তান গর্ভে থাকা কালে যদি মাতা অতিরিক্ত শাক ভোজন করে, তবে সন্তান শ্যাম বর্ণ হয়। সুতরাং এখানে অতিরিক্ত শাক ভক্ষণ একটি উপাধি। হেতু যদি এই উপাধির সহিত সংযুক্ত হয়, তবেই সাধ্য শ্যামত্বকে পাওয়া যাইবে। কিন্তু মিত্রা সন্তান গর্ভে থাকা কালে সবসময়েই যে শাকভক্ষণ করিবে, তাহা বলা যায় না। অতএব শাকভক্ষণরূপ উপাধি যে মিত্রা-তনয়ত্ব হেতুর ব্যাপক তাহা বলা যায় না। সুতরাং এই উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইলেও সাধনের অব্যাপক হইয়া দাঁড়াইল। আবার মিত্রা পুত্রগণের শ্যামবর্ণ যে শাকভক্ষণের জন্য ইহা সন্দেহের বিষয়। সুতরাং এখানে উপাধির সাধ্য-ব্যাপকতা সন্দিগ্ধ। অধিকন্তু, যে সন্তানগুলি হইয়াছে, তাহাদের সকলের গর্ভে থাকা কালে মিত্রা যে শাকভক্ষণ করিয়াছে, তাহাও সন্দেহের বিষয় অর্থাৎ সাধনের অব্যাপকত্ব বা আংশিক ব্যাপকত্বও সন্দিগ্ধ। সুতরাং উপাধি সম্বন্ধে কোনোক্ষেত্রেই নিশ্চিত জ্ঞান নাই, যদিও সম্ভাবনা রহিয়াছে। এইরূপ নিশ্চিত ও সন্দিগ্ধ উভয় প্রকার উপাধি হইতে বিমুক্ত যে নিয়ত সম্বন্ধ, তাহাই প্রকৃত ব্যাপ্তি সম্বন্ধ হইতে পারে।]

এখন, এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ কি চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মত জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও কেবলমাত্র আপনার সত্তা দ্বারাই অনুমানের কারণ হয়, না জ্ঞাত হইয়া অনুমানের সাধক হয়? [আমরা চক্ষু দ্বারা দেখি। কিন্তু যখন দেখি, তখন 'আমার চক্ষু আছে, আমি চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি'—এইরূপ জ্ঞান আমার থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। চক্ষু তাহার সত্তামাত্র বা উপস্থিতিমাত্রের দ্বারাই দর্শনক্রিয়ার সাধক হইতে পারে। কিন্তু একথা বলিতে পারা যায় না যে, ব্যাপ্তি সম্বন্ধ জ্ঞাত না হইয়া কেবলমাত্র তাহার উপস্থিতিমাত্রের দ্বারাই (অজ্ঞাত থাকিয়াই) অনুমানের সাধক হয়। অনুমানে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। জ্ঞান প্রমাণ জন্য। প্রমাণ প্রধানতঃ চারি প্রকার, যথা, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। নৈয়ায়িক অন্য প্রমাণগুলিকে এইগুলির অন্তর্ভুক্ত বলেন।]
এখন ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান কি উপায়ে হয়? ইহার মধ্যে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষকে ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের উপায় বলা যাইতে পারে না। প্রত্যক্ষ দুই প্রকার,—বাহ্যপ্রত্যক্ষ ও আন্তঃপ্রত্যক্ষ। বাহ্যপ্রত্যক্ষে বহিরিন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার জ্ঞান উৎপাদন করে। বাহ্যেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ কেবলমাত্র বর্তমান বিষয়ের সহিতই হইতে পারে। সুতরাং বাহ্যপ্রত্যক্ষ কেবল বর্তমানকালীন

বিষয়ের জ্ঞান দান করিতে সমর্থ, ভূত বা ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন করিবার সামর্থ্য ইহার নাই। ব্যাপ্তি সম্বন্ধ সর্ব্বকালীন সম্বন্ধ। কিন্তু সর্ব্বকালেই যে ধূম ও বহ্নির মধ্যে নিয়ত সাহচর্য্য রহিয়াছে—এইরূপ জ্ঞান বাহ্যপ্রত্যক্ষের দ্বারা হইতে পারে না বলিয়া বাহ্যপ্রত্যক্ষে ব্যাপ্তি দুর্জ্ঞেয়। বলা যাইতে পারে, সর্ব্বকালীন ধূম ও সর্ব্বকালীন অগ্নির জ্ঞান প্রত্যক্ষের দ্বারা সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু ধূমত্ব জাতি ও অগ্নিত্ব জাতির ব্যাপ্তির জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে; ধূমত্ব জাতি সকল ধূমেই আছে, ও অগ্নিত্ব জাতি সকল অগ্নিতেই আছে। সুতরাং পর্ব্বতাদি পক্ষে ধূমত্ব ও অগ্নিত্বের সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ ঐরূপ সামান্যবিষয়ক জ্ঞান হইলেও ঐ ব্যক্তি ধূম ও ব্যক্তি অগ্নির মধ্যে অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি আছে কিনা তাহা জানিতে পারা যায় না। [অধিকন্তু ধূমত্ব জাতির সকল লক্ষণ ঐ ব্যক্তি ধূমে আছে কিনা তাহাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। দুই একটি উদাহরণের দ্বারা ব্যক্তি ধূম ও ব্যক্তি অগ্নির ব্যাপ্তি জানিতে পারা যায় না, আর ব্যক্তি ধূম ও ব্যক্তি অগ্নির ব্যাপ্তি না জানিলে ব্যক্তি ধূম হইতে ব্যক্তি অগ্নির অনুমানও হইতে পারে না।] ব্যাপ্তির জ্ঞান আন্তর প্রত্যক্ষের দ্বারাও সম্ভব হয় না, কারণ অন্তঃকরণ বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী বলিয়া ইহার সাহায্যে স্বতন্ত্রভাবে বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞান হয় না। সেইজন্য বলা হইয়াছে,

চক্ষুরাদ্যুক্তবিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্মনঃ। (তত্ত্ববিবেক)। চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা প্রদর্শিত বিষয়ের গ্রহণে মন পরতন্ত্র অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের অধীন।

অনুমানের দ্বারাও ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ করা যায় না, কারণ তাহাতে অনবস্থা-দোষ হয়। ধূম হইতে অগ্নির অনুমান সাধন করিতে যে ধূমনিষ্ঠ ব্যাপ্তির জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দ্বিতীয় একটি অনুমানের প্রয়োজন; আবার সেই অনুমানের সাধন যে ব্যাপ্তি তাহার জন্য আর একটি তৃতীয় অনুমানের প্রয়োজন; এইভাবে অনবস্থা চলিতে থাকিবে।

শব্দ প্রমাণের দ্বারাও ব্যাপ্তিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। বৈশেষিক মতে শব্দ অনুমান প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শব্দ প্রমাণের দ্বারা ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় বলা যে কথা, অনুমানের দ্বারা উহা সিদ্ধ হয় বলাও সেই একই কথা। এখন যদি শব্দকে অনুমান হইতে পৃথক একটি প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হয়, তাহা হইলেও আপত্তি হইবে। শব্দের যে বিশেষ অর্থবোধক শক্তি আছে, তাহার

সাহায্যেই শব্দ অর্থবোধ করায়। শব্দের শক্তি বৃদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা নিরূপিত হয়। আবার বৃদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা শব্দের শক্তিনিরূপণ লিঙ্গ বা অনুমানের দ্বারাই হইয়া থাকে। উত্তম বৃদ্ধ বা প্রবীণ ব্যক্তি বলিলেন, 'গরুটি লইয়া আস' ; তাহা শুনিয়া মধ্যম বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় ব্যক্তি, যাঁহার ইতিপূর্বে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, গরুটিকে লইয়া আসিলেন। তাহা দেখিয়া বালক 'গরুটি লইয়া আস'—এই কথার অর্থ যে গরু নামক একটি বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট জন্তুকে লইয়া আসা—ইহা অনুমান করিল। এইভাবে তাহার শব্দের শক্তিবিষয়ক জ্ঞান জন্মিল। ধুম-রূপ লিঙ্গের দ্বারা যেমন ধুমের সহিত অগ্নির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেইভাবে গরু আনয়নরূপ লিঙ্গের দ্বারা বাক্যের সহিত গরু আনয়নরূপ বিষয়ের সম্বন্ধ স্থির করা হইল। এই সম্বন্ধই শব্দের শক্তি। "ধুমের সহিত অগ্নির ব্যাপ্তি সম্বন্ধ রহিয়াছে"—এইরূপ উক্তি কেহ করিলে, প্রথমে বাক্যের শক্তিগ্রহণ (শব্দের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ-গ্রহণ) হইবে, তাহার পর ধুমের সহিত অগ্নির ব্যাপ্তির জ্ঞান হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। এখন, এই শক্তি-গ্রহণ অনুমান সাপেক্ষ। এই অনুমানের ব্যাপ্তির জ্ঞান আবার আর একটি অনুমান সাপেক্ষ,—এইভাবে পূর্ব্বোক্ত অনবস্থা দোষ রহিয়াই গেল। অতএব শব্দ প্রমাণের দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, – ইহাও নির্দোষ মত নহে। আমরা (চার্ব্বাক পন্থীরা) যেমন মনু প্রভৃতির বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, সেইরূপ 'ধুমের সহিত অগ্নির ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে'—সাধারণের এইরূপ উক্তিতেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। (পূর্ব্বকৃত অনুমানের দ্বারা,—যাহা অসম্ভব,) ব্যাপ্তিজ্ঞান যাহার হয় নাই, সে একটি বস্তু (ধুম) দেখিয়াই আর একটি বস্তুর (অগ্নির) অনুমান করিবে,—ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং স্বার্থানুমান কথার কথা মাত্রই হইয়া দাঁড়ায়, পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট পরার্থানুমানের তো কথাই উঠে না।

উপমিতি বা উপমান প্রমাণ কেবলমাত্র সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বন্ধকেই বোধ করায়, অনৌপাধিক ব্যাপ্তি সম্বন্ধের বোধক হওয়ার সামর্থ্য ইহার নাই। [কেহ বলিল গবয় গরুর মত একটি প্রাণী। এখানে গবয় সংজ্ঞাবাচক শব্দ। বনে বিচরণ করিতে করিতে কোন ব্যক্তি যখন গো-সদৃশ একটি প্রাণী দেখিতে পাইল, তখনি গবয় সংজ্ঞার সহিত এই বস্তুটির সম্বন্ধ স্থাপন করিল। সংজ্ঞার সহিত সংজ্ঞীর এই সম্বন্ধ স্থাপনই উপমিতিজ্ঞান। উপমান ইহার অতিরিক্ত কোন সম্বন্ধের জ্ঞান দিতে পারে না।]

ব্যাপ্তি অনৌপাধিক অর্থাৎ উপাধিরহিত সম্বন্ধ। কিন্তু উপাধির অভাবের জ্ঞান কিভাবে হইতে পারে? সকল উপাধিই যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইবে,—এরূপ কোন নিয়ম হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ উপাধির অভাবের জ্ঞান যদি বা প্রত্যক্ষের দ্বারা সম্ভব হয়, তথাপি অপ্রত্যক্ষ উপাধির অভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষ দ্বারা হইতে পারে না; অতএব এইরূপ অপ্রত্যক্ষ উপাধির অভাবের জ্ঞান অনুমানসাপেক্ষ বলিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষ রহিয়াই গেল। [ব্যাপ্তিসম্বন্ধ সর্ব্বপ্রকার উপাধিরহিত সম্বন্ধ। উপাধির অভাবের জ্ঞান উপাধিজ্ঞান সাপেক্ষ, কারণ অভাবজ্ঞানে অভাবের প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকিতে হইবে। ভূতলে ঘটাভাব—এখানে ঘট ঘটাভাবের প্রতিযোগী। ঘটের জ্ঞানই না থাকিলে ঘটাভাবের জ্ঞান হইতেই পারে না। এখন উপাধির অভাব বলিতে সর্ব্বপ্রকার উপাধির অভাবের কথাই বলা হইতেছে। উপাধির অভাবের জ্ঞানের জন্য সর্ব্বপ্রকার উপাধির জ্ঞান আবশ্যক। উপাধি দ্রব্যও হইতে পারে, গুণও হইতে পারে, মূর্ত্তও হইতে পারে, অমূর্ত্তও হইতে পারে শংকিতও হইতে পারে, নিশ্চিতও হইতে পারে। অতএব কিছু উপাধি প্রত্যক্ষ-যোগ্য, আবার কিছু উপাধি প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। প্রত্যক্ষ উপাধির অভাব যদিও বা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিতে পারা যায়। অপ্রত্যক্ষ উপাধির অভাব অপ্রত্যক্ষ বলিয়া অনুমানের দ্বারা জানিতে হইবে। সুতরাং এখানেও পূর্ব্বের মত দোষ হইবে। আবার কিছু উপাধি শংকিতও। সেইজন্য সর্ব্বপ্রকার উপাধির নিরাস অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া সম্বন্ধের অনৌপাধিকত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে।]

উপাধির লক্ষণ সম্বন্ধে বলা যায়, যাহা সাধনের অব্যাপক, কিন্তু সাধ্যের ব্যাপক (সাধ্যসমব্যাপ্ত) তাহাই উপাধি। বলা হইয়াছে—

> অব্যাপ্ত সাধনো যঃ সাধ্যসমব্যাপ্তিরুচ্যতে স উপাধিঃ।
> শব্দেঽনিত্যে সাধ্যে সকর্ত্তৃকত্বং ঘটত্বমশ্রবতাংচ।
> ব্যাবর্ত্তয়িতুমুপাত্তান্যত্র ক্রমতো বিশেষণানি ত্রীনি।
> তস্মাদিদমনবদ্যং সমাসমেত্যাদিনোক্তমাচার্যৈশ্চ॥

যাহা সাধনের অব্যাপক হইয়া সাধ্যের সমব্যাপ্তি বিশিষ্ট, তাহাই উপাধি। শব্দের অনিত্যত্ব সাধক যে অনুমান, যথা, শব্দ উৎপন্ন হয়, অতএব ইহা অনিত্য—তাহাতে সকর্ত্তৃকত্ব, ঘটত্ব ও অশ্রাবণত্ব—এই তিনটি উপাধিকে ব্যাবৃত্ত করিবার

জন্য তিনটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য এই অনুমান নির্দোষ, এবং আচার্য্য কথিত 'সমাসম' ইত্যাদি উক্তিও ইহার সমর্থন করিতেছে।

[নৈয়ায়িকের যুক্তি, 'শব্দোঽনিত্যঃ উৎপন্নত্বাৎ'। বিরুদ্ধপক্ষ বলিতে পারেন, এখানে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ অনৌপাধিক নহে। উদাহরণস্বরূপ সকর্তৃকত্ব, ঘটত্ব ও অশ্রাবণত্ব—এই তিনটি উপাধির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু উপাধির উক্ত তিনটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়া এই সম্বন্ধ যে উপাধিরহিত তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। (১) সকর্ত্তকত্ব—বলা হয় উৎপন্ন হইলেই অনিত্য হয় না, সকর্ত্তকত্ব থাকিলেই অনিত্য হয়, কারণ সকল অনিত্য বস্তুই সকর্ত্তক। প্রাগভাব উৎপন্ন নহে, কিন্তু অনিত্য, কারণ, দ্রব্য উৎপন্ন হইলেই ইহার বিনাশ হয়। অতএব যাহা উৎপন্ন, তাহাই অনিত্য বলা যায় না। নৈয়ায়িক বলেন, যাহা উৎপন্ন, তাহাই সকর্তৃক। অতএব সকর্তৃকত্ব এখানে সাধনের ব্যাপক হইল বলিয়া সাধনের অব্যাপক হইল না। অতএব ইহার উপাধিত্ব নাই। (২) ঘটত্ব—যদি সাধনের অব্যাপকত্ব উপাধির একমাত্র লক্ষণ হয়, তবে ঘটত্ব উপাধি হইবে, কারণ, ঘটত্ব জাতি বলিয়া অনুৎপন্ন এবং সেইজন্য সাধনের অব্যাপক। এইরূপ উপাধিকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য দ্বিতীয় লক্ষণ দেওয়া হইল সাধ্যব্যাপকত্ব। ঘটত্ব জাতি নিত্য, সেই-জন্য ইহা সাধ্য অনিত্যত্বের অব্যাপক হইল বলিয়া ইহার উপাধিত্ব নাই। (৩) অশ্রাবণত্ব—উপরের দুইটি লক্ষণও যথেষ্ট নহে। এখানে অশ্রাবণত্ব উপাধি হইতে পারে। অশ্রাবণত্ব সাধনের (উৎপন্নত্বের) অব্যাপক, অর্থাৎ সাধনে নাই, কিন্তু সাধ্যের (অনিত্যত্বের) ব্যাপক। এখানে অনিত্যত্ব বলিতে দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন অনিত্যত্ব অর্থাৎ সকল অনিত্য দ্রব্য বুঝাইতেছে। অশ্রাবণত্ব উপাধি হইলে ব্যাপ্তি অনৌপাধিক হয় না ও অনুমান সদোষ হয়। অতএব উপাধি বারণ করিবার জন্য সাধ্যের সমব্যাপ্তি উপাধির বিশেষণ দেওয়া হইল। অশ্রাবণত্ব যেমন কিছু অনিত্যদ্রব্যে আছে, তেমনি ইহা আত্মা প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যেও আছে। সুতরাং ইহা সাধ্যের সমব্যাপ্তিবিশিষ্ট না হওয়াতে ইহাকে আর উপাধি বলা যায় না।

সমাসম ইত্যাদি—সম্পূর্ণ উক্তিটি শ্রীহর্ষের খণ্ডন খাদ্যের টীকায় আনন্দ পূর্ণ রচিত অনুমান খণ্ডনে এইরূপ,—

> সমাসমাবিনাভাবাবেকত্র স্তো যদা তদা।
> সমেন যদি নো ব্যাপ্তস্তয়োর্হীনোঽপ্রয়োজকঃ॥

ব্যাপ্তি দুই প্রকার—সমব্যাপ্তি ও অসমব্যাপ্তি। পৃথিবীত্ব এবং গন্ধের মধ্যে সমব্যাপ্তি। উভয়টিই সমান ব্যাপকতাযুক্ত। কিন্তু অগ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি অসমব্যাপ্তি। তপ্তলৌহপিণ্ডে অগ্নি থাকিলেও ধূম থাকে না। ভিজাকাষ্ঠযুক্ত অগ্নি—একটি পদার্থে থাকিলে তাহার সহিত ধূমের সমব্যাপ্তি হয়। এখন এখানে একই পদার্থে বা স্থানে ব্যাপ্তি রহিয়াছে—(১) ভিজাকাষ্ঠযুক্ত অগ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি (সমব্যাপ্তি) এবং অগ্নির সহিত ধূমের ব্যাপ্তি (অসমব্যাপ্তি)। এইরূপ ক্ষেত্রে ধূম অগ্নির সম। কিন্তু অগ্নি ধূমের অসম। অর্থাৎ যেখানে ধূম সেখানে সর্ব্বত্র অগ্নি থাকিবে, কিন্তু যেখানে অগ্নি সেখানে সর্ব্বত্র ধূম না থাকিতেও পারে। অতএব এখানে অগ্নি, যাহা অসম বা হীন, তাহা প্রয়োজক হইবে না, অর্থাৎ ধূমরূপ সাধ্যের সাধক বা হেতু হইবে না।]

(এইভাবে উপাধির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া চার্ব্বাক মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও উপাধি জ্ঞানের অন্যোন্যাশ্রয়ত্ব দোষ প্রদর্শন করিতেছেন।)

নিষেধের জ্ঞান বিধির জ্ঞানপূর্ব্বক। বিধি প্রতিষ্ঠিত না হইলে কিসের নিষেধ হইবে? ব্যাপ্তি অনৌপাধিক সম্বন্ধ। উপাধির জ্ঞান হইলে তাহার পর উপাধির অভাববিশিষ্ট সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে পারে। আবার উপাধির জ্ঞান ব্যাপ্তি-জ্ঞানের অধীন। ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে সাধন ও সাধ্যের জ্ঞান হয়। সাধন ও সাধ্যের জ্ঞান হইলেই কোন্ পদার্থ সাধনের অব্যাপক, কোন্ পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক তাহা জানিতে পারা যায়। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান উপাধিজ্ঞানের অধীন, উপাধিজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের অধীন,—এইভাবে পরস্পরাশ্রয়ত্ব দোষ হয়। অবিনা-ভাব বা ব্যাপ্তি দুর্ব্বোধ্য হওয়াতে অনুমানের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি অনুমান প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত না হয়, তবে লোকে যে ধূম দেখিলেই অগ্নিলাভে বা অগ্নিদর্শনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার কি ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে? উত্তরে বলা যায়, এরূপ প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষমূলক। পূর্ব্বে আমরা অগ্নি দেখিয়াছি। তাহার কিছুক্ষণ পরে ধূম দেখিলে সেই অগ্নির সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়াতে অগ্নিস্মরণ হয় ও মানুষ অগ্নি দেখিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়। অথবা ইহাকে ভ্রান্তিমূলকও বলা যাইতে পারে। কখনও কখনও ধূম দেখিলে অগ্নির ভ্রম হয়। এরূপ প্রবৃত্তি হইতে কখনও কখনও ফললাভ হয়, তবে তাহা মণি, মন্ত্র ঔষধাদি প্রয়োগে ফললাভের মতই যদৃচ্ছাক্রমে হয়, কোন নিয়ম মানিয়া হয় না। মণি, মন্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগে কখনও ফল হয়, কখনও হয় না, আবার কখনও কখনও এই-

গুলি ছাড়াও ফল হয়। ঔষধে কখনও ফল হয়, কখনও হয় না। সুতরাং এই-গুলির সহিত ফলের কোন কার্য্যকরণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঐশ্বর্য্যাদির লাভ মণি, মন্ত্র ইত্যাদির দ্বারা হয় না, স্বাভাবিকভাবেই হয়। রোগের নিবৃত্তি কখনও আপনা আপনি হয়, কখনও কোন বিশেষ খাদ্য গ্রহণের জন্য হয়। এইগুলির জন্য অদৃষ্ট প্রভৃতি কারণ স্বীকার করা নিরর্থক। আপত্তি হইতে পারে, অদৃষ্ট স্বীকার না করিলে জগতের বিচিত্র অবস্থা ও কার্য্যকলাপ আকস্মিক বলিয়া মানিতে হয়। উত্তরে বলা যায়, সকল বস্তুর স্বভাব হইতেই এরূপ বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হয়।

সেইজন্যই বলা হইয়াছে.

অগ্নিরুষ্ণঃ জলংশীতং সমস্পর্শস্তথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্‌ব্যবস্থিতেঃ॥

অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল, বায়ু স্পর্শযুক্ত,—এই বৈচিত্র্য কিভাবে সংঘটিত হয়?—প্রত্যেক বস্তুর যাহা স্বভাব, তাহা হইতেই ঐগুলির সেই বিশেষ অবস্থা লাভ হয়।

বৃহস্পতি চার্ব্বাক দর্শনের এই তত্ত্বগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, যথা,—

নস্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গে জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তি কারণম্।
নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্দ্ধয়েৎ শিখাম্॥
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয় কল্পনম্।
গেহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথিতৃপ্তিরবারিতা॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্রদানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্‌ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধু স্নেহসমাকুলঃ॥

ততশ্চজীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি নত্বন্যৎ বিদ্যতে কচিৎ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নং তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরং চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম॥
মাংসানাং খাদনং তদ্বৎ নিশাচর সমীরিতম্॥

স্বর্গ নাই, অপবর্গ বা মুক্তিও নাই, মৃত্যুর পর পরলোকে গমন কারী কোন আত্মাও নাই। বর্ণাশ্রমাদি বিহিত ক্রিয়ারও কোন ফল নাই। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, তিন-বেদ, ত্রিদণ্ড বা সন্ন্যাস ও ভস্মলেপন—এইগুলি বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি শূন্য ব্যক্তিদের জন্য বিধাতা নির্দিষ্ট জীবিকা। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে নিহত পশুর যদি স্বর্গলাভ হয়, তবে যজ্ঞকারী যজমান কেন তাহার পিতাকে হত্যা করে না? শ্রাদ্ধ যদি মৃতব্যক্তিগণের তৃপ্তির কারণ হয়, তবে নির্ব্বাণ প্রদীপে তৈলপ্রদানে তাহার শিখা প্রদীপ্ত হওয়া উচিত। যাহারা পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের পাথেয়ের কল্পনা বৃথা, কারণ, তাহা হইলে গৃহে বসিয়া শ্রাদ্ধ করিলেই পথস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ ঘটিত। স্বর্গস্থিত পিতৃগণ যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দান হইতে তৃপ্তিলাভ করিতেন, তবে যে ব্যক্তি প্রাসাদের উপরে বসিয়া আছে, তাহার উদ্দেশ্যে দান করিলেও উহা দ্বারা তাহার তৃপ্তি হইত। যতদিন বাঁচিবে, সুখেই বাঁচিবে ঋণ করিয়াও ঘৃতপান করিবে। যে দেহ ভস্ম হইয়া যায়, তাহা আর ফিরিয়া আসে না। যদি জীব এই দেহ হইতে নির্গত হইয়া পরলোক নামক স্থানে যায়, তবে বন্ধুজনের স্নেহে আকুল হইয়া কেন আবার ফিরিয়া আসে না? মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রেতকার্য্য,—ব্রাহ্মণদের জীবিকার জন্য বিহিত হইয়াছে, ইহা ছাড়া এই-গুলির অন্য কোন প্রয়োজন নাই। তিনশ্রেণীর লোক বেদের রচয়িতা, যথা, ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর। জর্ফরী, তুর্ফরী ইত্যাদি ধূর্ত্ত পণ্ডিতগণের বাক্য। অশ্বমেধযজ্ঞে যজমান পত্নী অশ্বের শিশ্ন গ্রহণ করিবেন, এইরূপ বিধান ভণ্ডদের দ্বারা কথিত। নিশাচর রাক্ষসেরাই মাংসভক্ষণের কথা বলিয়াছে।

অতএব প্রাণিগণের কল্যাণের জন্যই চার্ব্বাক মত অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ইতি সায়ণ মাধব রচিত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে চার্ব্বাকদর্শন।

বৌদ্ধ দর্শন

চার্ব্বাক ব্যাপ্তিজ্ঞানের সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করেন। ব্যাপ্তিসম্বন্ধ অবিনাভাব সম্বন্ধ। ব্যাপ্তি অপ্রামাণ্য হইলে ব্যাপ্তিভিত্তিক অনুমানও অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। চার্ব্বাকের এই মতবাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধরা বলেন, ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব, এবং তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তি ভাবের দ্বারা নিশ্চিত ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হয়। প্রমাণ বার্ত্তিকে বলা হইয়াছে,

কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মোহদর্শনান্ন ন দর্শনাৎ ॥

কার্য্যকারণভাব, অথবা নিয়ামক স্বভাব বা তাদাত্ম্যনিয়মের দ্বারা ব্যাপ্তি নিশ্চিত হয়, ব্যতিরেক বা অন্বয়ের দ্বারা নহে। [কার্য্য কারণ ছাড়া ঘটিতে পারে না। সুতরাং কার্য্যকারণের মধ্যে অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি রহিয়াছে। আবার যাহার যাহা নিয়ামক স্বভাব, তাহা ঐ স্বভাবকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। অতএব স্বভাবের নিয়ম বা তাদাত্ম্য নিয়মের দ্বারাও ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়। উপরের উক্তিতে নৈয়ায়িকের মত,—অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়,—ইহা খণ্ডন করা হইয়াছে।]

ন্যায়মতে, অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহায্যে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যেখানে ধুম আছে, সেখানে অগ্নি আছে, (অন্বয়), আবার যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধুম নাই (ব্যতিরেক),—এইরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপ্তি নিশ্চিত হয়। কিন্তু বৌদ্ধের বক্তব্য, তদুৎপত্তি ও তাদাত্ম্য ভিন্ন, অন্বয় বা ব্যতিরেকের দ্বারা ব্যাপ্তি নির্ণয় হয় না। ব্যাপ্তি অনৌপাধিক, নিয়ত সম্বন্ধ এবং উহা সর্ব্বকালীন সত্য। কিন্তু ধুম এবং অগ্নির সাহচর্য্য আমরা কেবলমাত্র বর্ত্তমান কালেই পাই, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালেও যে ইহা সত্য, তাহা আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি না। সুতরাং ব্যাপ্তি সম্বন্ধে ব্যভিচারের আশংকা থাকিয়া যায়। নৈয়ায়িক বলিবেন, যদি তাহাই হয়, তবে তোমাদের মতেও (অর্থাৎ বৌদ্ধের মতে) ব্যভিচারের আশংকা থাকিতে পারে, সুতরাং ব্যাপ্তি সম্বন্ধে কখনও নিশ্চিত জ্ঞান হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বৌদ্ধ বলেন,—কারণ ছাড়া কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব; সুতরাং কারণ ও কার্য্যের নিয়তসম্বন্ধ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকিতে পারে না। যে বিষয়ে সংশয় রাখিলে, বা যাহার সত্যতা অস্বীকার করিলে জ্ঞান ও জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সে বিষয়ে

সন্দেহ রাখা চলে না। কারণ ছাড়া কার্য্য থাকিতে পারে,—একথা স্বীকার করিলে জীবনযাত্রা কঠিন হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। যে বিষয়ে আশংকা রাখিলে ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে, সেই বিষয়ে আশংকা বা আপত্তি অগ্রাহ্য, অন্যত্র নহে। উদয়ন বলিয়াছেন, "ব্যাঘাতাবধিরাশংকা",—অর্থাৎ ব্যাঘাত উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্তই আশংকা রাখিতে পারা যায়। সুতরাং কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধ বিষয়ে অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি অনস্বীকার্য্য। এইভাবে, কার্য্যকারণভাব বা তদুৎপত্তি সম্বন্ধ নিশ্চিত হইলে ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ পঞ্চকারণীর দ্বারা নির্ণয় করিতে পারা যায়। পঞ্চকারণীর প্রক্রিয়া এইরূপ,—(১) কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের অনুপলব্ধি; (২) কারণের উপলব্ধি; (৩) কার্য্যের উপলব্ধি; (৪) কার্য্যের অনুপলব্ধি; (৫) কারণের অনুপলব্ধি। এইরূপ পঞ্চকারণীক্রমের প্রয়োগের দ্বারা ধূম এবং অগ্নির কার্য্য-কারণভাব নির্ণীত হয় এবং তাহাদের নিয়ত সাহচর্য্য বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধেও নিঃসংশয় হইতে পারা যায়।

অনুরূপভাবে তাদাত্ম্যের সাহায্যেও ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব নির্ণয় করা সম্ভব। শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্বের মধ্যে তাদাত্ম্য রহিয়াছে। শিংশপা মাত্রই বৃক্ষ,—যদি ইহা স্বীকার না করা যায়, বা ইহাতে সংশয় প্রকাশ করা হয়, তবে অসম্ভব পরিস্থিতির অভ্যুদয় হইবে। সুতরাং শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্বের মধ্যে যে অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি বলা যায়, শিংশপা বৃক্ষ হইতে পৃথক, তবে এইরূপ উক্তি বাধক বা অসংগতিপূর্ণ হইবে, কারণ ইহার দ্বারা শিংশপাকে তাহার সামান্য ধর্ম্ম বা স্বভাব হইতে বিযুক্ত বলা হইবে। কোন বস্তু ও তাহার কোন ধর্ম্মকে পরস্পর হইতে ভিন্ন বলিয়া চিন্তা করিলে যদি বাধক বা অসংগতি দেখা যায় না, অথচ দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে সাহচর্য্য রহিয়াছে, তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এরূপ সাহচর্য্য নিয়ত হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধের মধ্যে ব্যভি-চারের আশংকা রহিয়াছে।

এই বৃক্ষ শিংশপা,—এইরূপ জ্ঞানে শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্বের সামানাধিকরণ্য দ্বারাই শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্বের তাদাত্ম্যের নিশ্চিত জ্ঞান হয়। যে দুইটি বস্তুর মধ্যে সামানাধিকরণ্য আছে, তাহারা অত্যন্ত অভিন্ন অর্থাৎ একেবারে এক পদার্থ হইতে পারে না, আবার অত্যন্ত ভিন্ন অর্থাৎ একেবারে পৃথক্ পদার্থও হইতে পারে না।

যেখানে অত্যন্ত-অভেদ আছে, সেখানে বস্তুনির্দ্দেশক পদগুলি পর্য্যায় শব্দমাত্র যেমন, বৃক্ষ, অটবী প্রভৃতি। এখানে তাদাত্ম্যের কোন প্রশ্নই উঠে না। আবার যেখানে অত্যন্ত ভেদ আছে, যেমন, গো, অশ্ব,—সেখানেও তাদাত্ম্যের কথা উঠে না। অতএব তদুৎপত্তি সম্বন্ধের দ্বারা কার্য্য হইতে কারণের ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা কার্য্যের স্বভাব হইতে কারণের স্বভাবের অনুমান করা যায়।

যদি কেহ অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার না করেন, তবে তাঁহাকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, তিনি কি কোন হেতু প্রদর্শন না করিয়াই এরূপ মতবাদ প্রচার করিতেছেন, না তাঁহার উক্তির পশ্চাতে কোন হেতু প্রদর্শন করেন? যদি তিনি কোন যুক্তি প্রদর্শন না করেন, তবে এরূপ উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। "একাকিনী প্রতিজ্ঞাহি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ" (হেতু প্রদর্শন না করিয়া) কেবলমাত্র একটি প্রতিজ্ঞা কোন কিছু প্রমাণ করে না। এখন যদি বলা যায়, অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার করার পশ্চাতে যুক্তি রহিয়াছে, তবে অবস্থা কি দাঁড়ায় দেখা যাক্। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ স্বীকার করেন না। সুতরাং তিনি অনুমান বা শব্দ এই দুইটি প্রমাণের কোনটিকেই গ্রহণ করিতে পারেন না। এখন, যে চার্ব্বাক অনুমান স্বীকার করেন না, তিনি তাঁহার উক্তির সত্যতার প্রতিষ্ঠার জন্য হেতু খুঁজিয়া বাহির করিবেন,—ইহাতে সংগতি রক্ষা হইল না। অর্থাৎ তিনি সাধ্য প্রমাণের জন্য হেতুর কথা বলিতেই পারেন না। এখন তিনি হয়ত বলিবেন, ন্যায়শাস্ত্রে যেহেতু অনুমানের কথা বলা হইয়াছে, সেইজন্য আমিও হেতুর কথা বলিতেছি। তাহা হইলে তিনি এখানে ন্যায়ের বাক্য আপ্তবাক্যের মত গ্রহণ করিয়া লইতেছেন, অর্থাৎ শব্দ প্রমাণের সাহায্যে অনুমানকে গ্রহণ করিয়া লইলেন। অন্যের উক্তিকে স্বীকার করিয়া লইলে শব্দকে প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। যিনি অনুমানকেই মানেন না, তিনি প্রত্যক্ষ হইতে আরও দূরে অবস্থিত শব্দকে মানিয়া লইবেন ইহা একটি খুব বড় ব্যবহারিক অসংগতি। প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য প্রমাণ মানি না বলিয়া আবার অন্যপ্রমাণকে টানিয়া আনা "আমার মাতা বন্ধ্যা" —এরূপ উক্তির মতই অসংগতিপূর্ণ।

প্রমাণ ও প্রমাণাভাসের মধ্যে সমানজাতীয়ত্ব রহিয়াছে—একথা চার্ব্বাকও বলেন। [দূরে জল দেখিয়া ঐখানে গেলে জল পাওয়া যাইবে,—এইরূপ অনুমান হয়। যথাস্থানে জল পাওয়া গেলে,—ইহাকে প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। আবার, দূরে জল দেখিয়া জল পাওয়া যাইবে, এইরূপ অনুমান করা হইল,

কিন্তু যথাস্থানে জল পাওয়া গেল না। এখানে দূরে জল দেখিয়া জল পাওয়া যাইবে, ইহা প্রমাণাভাস হইয়া পড়িল। উভয়টির মধ্যে সমানজাতীয়ত্ব বা সাদৃশ্য রহিয়াছে।] চার্ব্বাক এখানে স্বভাবানুমান মানিয়া লইলেন। অন্যের উক্তির মধ্যে যে বিপ্রতিপত্তি বা ভ্রান্তি বা স্ববিরোধ রহিয়াছে, তাহা তাহার বাক্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়, একথা চার্ব্বাক মানেন। অতএব এখানে কার্য্য হইতে কারণের অনুমান স্বীকার করা হইল। আবার কোন বিশেষ দ্রব্যের উপলব্ধি না হইলে, উহা নাই (যথা, আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক)—এরূপ উক্তির দ্বারাই চার্ব্বাক অনুপলব্ধি হইতে অনস্তিত্বের অনুমান করিতেছেন। (সুতরাং চার্ব্বাকের মত পরস্পরবিরোধী।) সেইজন্য বৌদ্ধরা বলেন,

প্রমাণান্তরসামান্যস্থিতেরন্যধিয়ো গতেঃ।
প্রমাণান্তরসদ্ভাবঃ প্রতিষেধাচ্চ কস্যচিৎ ॥

সাধারণভাবে অন্য প্রমাণের প্রয়োগ হইতে, অপরাপর ব্যক্তিরা যেভাবে স্বমতাস্থাপনে বুদ্ধি প্রয়োগ করেন তাহা হইতে, এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা অনীপ্সিত পদার্থের প্রতিষেধ করিতে যেভাবে প্রমাণ প্রয়োগ করেন তাহা হইতে অন্য প্রমাণের (অনুমানের) সদ্ভাব জানিতে পারা যায়।

এ-সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বহু বাদানুবাদ করিয়াছেন, সেগুলির উল্লেখ করা এখানে গ্রন্থবিস্তার ভয়ে সম্ভব নহে।

বৌদ্ধরা চারপ্রকার ভাবনার দ্বারা পুরুষার্থকে চারভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাদের চারটি সম্প্রদায় যথাক্রমেঃ মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা যথাক্রমে সর্ব্বশূন্যত্ববাদ, বাহ্যার্থশূন্যবাদ, বাহ্যার্থানুমেয়বাদ ও বাহ্যার্থ প্রত্যক্ষবাদের প্রবক্তা। ('সূর্য্য অস্ত গেল'—এই কথা শুনিয়া যেমন উপপত্নী, চোর ও বেদাধ্যয়নকারী তাহাদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের কথা চিন্তা করে, সেইরূপ ভগবান বুদ্ধ এক এবং তাঁহার উক্তি একরূপ হইলেও তাঁহার শিষ্যেরা আপন আপন বুদ্ধি অনুযায়ী সেই উক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন।) বৌদ্ধদের গৃহীত চারটি প্রধান তত্ত্ব, (১) সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং (২) সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং, (৩) সর্ব্বং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং ও (৪) সর্ব্বং শূন্যং শূন্যং।

ক্ষণিকবাদ—

নীলাদি ক্ষণিক পদার্থের সত্তার দৃষ্টান্তকে অবলম্বন করিয়াই সকল পদার্থের ক্ষণিকত্বের অনুমান করিতে হইবে। নীলাদি সত্তাবান্ পদার্থ মাত্রই ক্ষণিক;

ইহা হইতে সাধারণভাবেই আমরা জানিতে পারি যে, সত্তাবান্ পদার্থ মাত্রই ক্ষণিক। যাহা সৎ তাহাই ক্ষণিক, যথা, আকাশের মেঘ। সকল দৃশ্যমান্ ও উপলভ্যমান বস্তু বা ভাব-ই সৎ বা সত্তাবান্, অতএব সকল বস্তুই ক্ষণিক,—এইভাবে অনুমান করা যায়। [এখানে সত্তা রূপ হেতু হইতে ক্ষণিকত্ব রূপ সাধ্যের অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু সকল দার্শনিক পদার্থমাত্রকেই সৎ বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং আপত্তি হইতে পারে, যে সত্তা অসিদ্ধ হেতু। ইহার উত্তরে বৌদ্ধ হেতুর লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।]

এখানে হেতু অসিদ্ধ বলা যায় না। সতের লক্ষণ অর্থক্রিয়াকারিত্ব। উহা নীলাদি ক্ষণিক পদার্থের প্রত্যক্ষের দ্বারাই জানিতে পারা যায়। সকল ক্রিয়াই কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধন করে,—ইহা সাধারণভাবে ক্রিয়ার স্বরূপ। এই ক্রিয়াকারিত্ব নীলাদি সকল সদ্-বস্তুতেই দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ ঐগুলি প্রতি মুহূর্ত্তে ক্রিয়াশীল। অতএব যাহা ক্রিয়াকারি তাহাই সৎ-রূপে জ্ঞেয় এবং যাহা সৎ হইবে তাহাই ক্ষণিক হইবে।

ব্যাপকব্যাবৃত্তি দ্বারা ব্যাপ্যব্যাবৃত্তি ন্যায়সিদ্ধ। [যেখানে ধূম, সেখানে অগ্নি, এখানে ধুম ব্যাপ্য ও অগ্নি ব্যাপক। যেখানে অগ্নির অভাব হইবে, সেখানে ধূমের অভাব হইবে,—ইহা ব্যাপকব্যাবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্যব্যাবৃত্তির উদাহরণ।] এই নিয়মানুসারে প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, ক্রমে বা অক্রমে, অর্থাৎ ধারাবাহিক-ভাবেই হউক, বা একসঙ্গেই হউক, ব্যাপক যেখানে নাই, ব্যাপ্যও সেখানে নাই। যৎসৎ তৎ ক্ষণিকং—এখানে সত্তা ব্যাপ্য এবং ক্ষণিকত্ব ব্যাপক। যাহা ক্ষণিক নহে, তাহার সত্তাও নাই—ইহা প্রমাণ করিতে পারা যায়, এবং এইরূপ প্রমাণের দ্বারাই 'যাহা সৎ, তাহা ক্ষণিক' এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন দ্রব্যে অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব হয় ক্রমে অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে, অথবা অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ বা একসঙ্গে থাকিবে। ক্রমে বা অক্রমে ভিন্ন অন্য কোন তৃতীয় উপায়ে অর্থক্রিয়া-কারিত্ব থাকিতে পারে না।

পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ।
নৈকতাপি বিরুদ্ধানামুক্তিমাত্র বিশেষতঃ॥ (কুসুমাঞ্জলি)

পরস্পর বিরোধী অবস্থার মধ্যে কোন তৃতীয় বিকল্প থাকিতে পারে না। পরস্পর বিরোধী অবস্থার উক্তিতেই বিরুদ্ধতা রহিয়াছে বলিয়া বিরুদ্ধ অবস্থাদ্বয়ের একত্রাবস্থান সম্ভব নয়।

[ইহাই প্রমাণ করা হইবে যে, যে দ্রব্য ক্ষণিক নহে, তাহাতে অর্থক্রিয়াকারিত্ব ক্রমেও থাকিতে পারে না, অক্রমেও থাকিতে পারে না, অতএব অক্ষণিক বা তথা কথিত শাশ্বত দ্রব্য অসৎ।]

কোনও অক্ষণিক স্থায়ী বস্তু ক্রমে বা অক্রমে থাকিতে পারে না, ইহা প্রমাণ করা যায়, এইভাবে তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব ব্যাবৃত্ত হয় ও বস্তুমাত্রেরই ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয়। যদি কোন বস্তু ক্রমে বা ধারাবাহিকভাবে থাকে, তবে উহা স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ, ক্রমে থাকিলেই প্রতি মুহূর্ত্তে অবস্থার ভিন্নতা আসিবে, সুতরাং উহা শাশ্বত না হইয়া পরিবর্ত্তনশীল হইবে। আবার উহা অক্রমেও থাকিতে পারে না। সতের লক্ষণ অর্থক্রিয়াকারিত্ব। সদ্বস্তু যদি অর্থক্রিয়াকারি হয়, অর্থাৎ কার্য্য উৎপাদন করে, তবে কার্য্যের উৎপত্তিতে কারণাবস্থার বিনাশ ঘটিবে। বিনাশ ঘটিলে বস্তু থাকে না, অতএব উহা স্থায়ী নহে। অতএব অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব কেবলমাত্র ক্ষণিক পক্ষেই সম্ভব।

(অক্ষণিক বস্তু ক্রমে অর্থক্রিয়াকারি হইতে পারে না।)—

এখানে আপত্তি উঠিবে, অক্ষণিক বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব থাকিবে না কেন? (ঈশ্বর ও ঘটপটাদি বস্তুতে কি অর্থক্রিয়াকারিত্ব বা কার্যোৎপাদন রূপ ক্রিয়া দেখা যায় না?) উত্তরে দুইটি বিকল্প উপস্থাপিত করা যাইতেছে। ঐ স্থায়ী বস্তুটি যখন বর্ত্তমান কালে ক্রিয়াসম্পাদন করিতেছে তখন কি তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎ-কালীন ক্রিয়া সম্পাদনের সামর্থ্য আছে? অথবা ঐ সামর্থ্য নাই? প্রথম বিকল্পে, যদি বল, বর্ত্তমানকালীন ক্রিয়া সম্পাদন কালে স্থায়ী বস্তুর অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রিয়া সম্পাদনের সামর্থ্যও রহিয়াছে, তাহা হইলে বলিতে হয়, এরূপ অবস্থায় ঐ বস্তু বর্ত্তমান কালেই তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া সম্পাদন হইতে বিরত থাকিতে পারে না; কারণ, যে বস্তুর যে ক্রিয়া সম্পাদনের সামর্থ্য আছে, সে কালক্ষেপ না করিয়া তাহা করিবেই। যে বস্তু যখন যে কাজ করিতে সমর্থ সে তখন তাহা সম্পাদন করিবেই—কারণসামগ্রী উপস্থিত থাকিলেই কার্য্যোৎপাদন হইবে। যেহেতু একসঙ্গে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া সম্পাদন কোন বস্তুর ক্ষেত্রেই দেখা যায় না, সেইজন্য উহার সেইরূপ সামর্থ্য নাই। অর্থাৎ বর্ত্তমান ক্রিয়া সম্পাদন কালে তথাকথিত স্থায়ী বস্তুর অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রিয়া সম্পাদনের সামর্থ্য নাই।—ইহা প্রসঙ্গানুমান। অতএব প্রথম বিকল্প গ্রাহ্য নহে।

দ্বিতীয় বিকল্পে, যদি বল, অক্ষণিক বস্তুর অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া সম্পাদনের সামর্থ্য নাই, তবে উহা কোনোকালেই ঐ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিবে না। অর্থক্রিয়াকারিত্ব সামর্থ্যেরই অনুগামী। যে বস্তু যে কালে যে ক্রিয়া সম্পাদন করে না, তাহার সেই কালে সেই ক্রিয়া সম্পাদনের সামর্থ্য নাই। শিলাখণ্ডে অংকুরোদগম কখনও হয় না। যেহেতু বর্ত্তমানকালে অতীত ও ভবিষ্যৎ কর্মসম্পাদনে অক্ষণিক বস্তুর সামর্থ্য নাই সেই হেতু উহা অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। —ইহা বিপর্য্যয়ানুমান। অতএব তোমার স্থায়ী বস্তুর অতীত ও ভবিষ্যতের সত্তা নাই। অর্থাৎ উহা স্থায়ী নহে। সুতরাং দুইটি বিকল্পের দ্বারাই স্থির হইল যে, অক্ষণিক স্থায়ী বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই।

বৌদ্ধের এই সিদ্ধান্তের প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে, ক্রমিকভাবে আগত সহকারীর সাহায্যেই স্থায়ী অক্ষণিক বস্তু অতীত ও অনাগত কালেও কার্য্যোৎপাদন রূপ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় ও এইভাবে ক্রমে, অর্থাৎ পূর্ব্বাপরভাবে স্থায়ী বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব সিদ্ধ হয়।

[বৌদ্ধের সিদ্ধান্ত,—স্থায়ী বস্তুর ক্রমিকভাবে অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই, কারণ, তিন কালে ক্রিয়া উৎপাদন করিতে থাকিলে বস্তু একই অবস্থায় থাকিতে পারে না ; আর, তিন কালে একই অবস্থায় থাকিলে উহা অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। যদি বস্তুটির অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রিয়াসম্পাদনের সামর্থ্য থাকিত, তবে বর্ত্তমান কালেই সে ঐ ক্রিয়া উৎপাদন করিত। কার্য্যের দ্বারাই সামর্থ্য নির্ণীত হয়। বর্ত্তমান বস্তুতে যদি অতীত ও ভবিষ্যতের কার্য্যের সামর্থ্য থাকে, তবে বর্ত্তমান কালেই ঐ সামর্থ্য কার্য্যোৎপাদনে বাস্তবরূপ লাভ করিবে। ইহার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে, স্থায়ী অক্ষণিক বস্তু অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালে কার্য্যোৎপাদনের দ্বারা তাহার স্থায়িত্ব হারায় না, কারণ সে একরূপই থাকিয়া তাহার সহকারী কারণেব দ্বারাই কার্য্য উৎপাদন করে। সহকারীগুলি অবস্থায় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সম্পাদন করে, ফলে মুল স্থায়ী বস্তুটি একই ক্রমিকভাবে থাকিয়া যায়। এইভাবে ক্রমিকভাবে স্থায়ী বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব সিদ্ধ হয়।]

এরূপ ক্ষেত্রে বৌদ্ধের প্রশ্ন—এই সহকারী কারণগুলি কার্য্যোৎপাদনে মুল অক্ষণিক বস্তুটির উপকার বা সহায়তা করে কি না ? যদি বল করে না, তবে কার্য্যোৎপাদনে তাহাদের কোন অপেক্ষাই থাকিতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা অপ্রয়োজনীয়। যে সহকারী কোনও সহায়তা করে না, কার্য্যসম্পাদনে তাহার

কোন প্রয়োজনই নাই। সহকারী যদি কোন কাজে না লাগে, তবে ঐগুলি ছাড়াই মূল ভাবটি কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ। (কিন্তু তাহা হইলে পূর্ব্বের উল্লিখিত আপত্তির সমাধান হয় না।) এখন যদি বল, মূল ভাব সহকারীর সাহায্যেই কার্য্য সম্পাদন করে,—ইহাই তাহার স্বভাব। তাহা হইলে এই সহকারীগুলিকে সে কখনও পরিত্যাগ করে না, ইহারা পলায়ন করিতে চাহিলেও রজ্জুবদ্ধ করিয়া ধরিয়া রাখিবে, কারণ কোন বস্তুই তাহার স্বভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। [অর্থাৎ আপত্তিকারী, যিনি অক্ষণিক পদার্থের অর্থক্রিয়াকারিত্ব সমর্থন করেন, বলিতে বাধ্য যে সহকারী কারণগুলি মূল অক্ষণিকভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ক্রমিক অর্থক্রিয়াকারিত্ব সাধন করায়।]

এখন, সহকারীগুলির উপকার বা সহায়তা যদি স্থায়ী বস্তুর পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে আবার প্রশ্ন, সহকারীগুলি কি স্থায়ী বস্তু হইতে পৃথক রহিয়া উপকার বা সহায়তা করে ? না, উহার সহিত অভিন্ন রহিয়া ঐরূপ করে ? যদি বল, সহকারীগুলি স্থায়ী বস্তু হইতে পৃথক রহিয়া কার্য্যোৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ আগন্তুক সহকারীগুলিকেই প্রকৃত কারণ বলিতে হয়, স্থায়ী বস্তুটিকে নয়। সহকারী কারণগুলি ক্রিয়াশীল হইলে তাহাতে যে অতিশয় (বা বিশেষ উপযোগিতা) উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারাই কার্য্য উৎপন্ন হয়। সহকারীর দ্বারা এই অতিশয় উৎপন্ন না হইলে কার্য্য উৎপন্ন হইবে না। অতএব অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, সহকারীজন্য অতিশয়-ই কার্য্যের কারণ, মূল স্থায়ী বস্তুটি নহে। বলা হইয়াছে,

> বর্ষাতপাভ্যাং কিং ব্যোম্নশ্চর্ম্মণ্যপি তয়োঃ ফলম্।
> চর্ম্মোপমশ্চেদনিত্যঃ খতুল্যশ্চেদসৎফলঃ ॥

বর্ষা বা আতপের দ্বারা আকাশের কিছু হয় না, চর্ম্মের উপরেই ঐগুলির ফল দেখা যায়। স্থায়ী বস্তু যদি চর্ম্মের সহিত তুলনীয় হয়, (অর্থাৎ সহকারী জন্য অতিশয় যদি স্থায়ী বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল হয়) তবে ঐ স্থায়ী ভাবটি অনিত্য হইবে। আর যদি উহা আকাশের মত হয়, তবে উহা ফলোৎপাদক বা কার্য্যোৎপাদক হইবে না। [সহকারীজন্য অতিশয় যদি স্থায়ী বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল হয়, তবে উহা অনিত্য হইবে, আর যদি অতিশয় ঐ মূল ভাবকে স্পর্শ না করে, তবে উহা অর্থক্রিয়াকারী হইবে না।]

অধিকন্তু সহকারীজন্য যে অতিশয়, তাহা কি অন্য অতিশয় উৎপাদন করে, না করে না? উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ব্বোক্ত দোষের মত বহু দোষ উপস্থিত হইবে। যদি বল, সহকারীজন্য অতিশয় অন্য অতিশয় উৎপন্ন করে, তাহা হইলে বহুমুখ অনবস্থা উপস্থিত হইবে। সহকারী যে অতিশয় উৎপন্ন করে, তাহা যদি অন্য অতিশয় আরম্ভ করে, তবে তাহার জন্য অন্য সহকারীর প্রয়োজন হইবে। আবার এই সহকারীজন্য অতিশয় অন্য অতিশয় আরম্ভ করিবে, ও তাহার জন্য অন্য সহ-কারীর প্রয়োজন হইবে। এইভাবে পরম্পরাক্রমে অনবস্থা হইতে থাকিবে। (বীজ হইতে অংকুরোদ্‌গমের দৃষ্টান্তে) বীজে যে অতিশয় উৎপন্ন হইল, তাহা জল বায়ু ইত্যাদির সহায়তায়ই হইয়াছে। এই অতিশয় উৎপন্ন হইলে পর বীজ হইতে অংকুরোদ্‌গম হয়। তাহা না হইলে সহকারীর অভাবেও বীজে অতিশয় উৎপন্ন হইতে পারিত।

[সহকারী বীজ হইতে ভিন্ন। সেইজন্য বীজের সহায়তা করিতে যাইয়া তাহারা একটি অতিশয় উৎপন্ন করিল। কিন্তু এই অতিশয়ও বীজ হইতে ভিন্ন। অতএব এই অতিশয় আর একটি অতিশয় উৎপন্ন করিবে, এবং ঐরূপ করিতে যাইয়া এই অতিশয় অন্য সহকারীর সাহায্য লইবে। এইভাবে বীজে সহকারীজন্য অতিশয় অন্য অতিশয় আরম্ভ করিবে, তাহা আবার অন্য অতিশয় উৎপাদন করিবে। আবার এক অতিশয় অন্য অতিশয় উৎপাদন করিতে যাইয়া কয়েকটি সহকারীর সাহায্য লইবে। এই অতিশয় আবার অন্য অতিশয় উৎপাদন করিতে অন্য সহকারীর সাহায্য লইবে,—এইভাবে পরম্পরাক্রমে অনবস্থা হইতে থাকিবে।]

(এখন বীজগত অতিশয়ে দ্বিতীয় প্রকারে তিনটি অনবস্থা প্রদর্শন করা যাইতেছে।)

(১) বীজে অংকুরোদ্‌গমের অনুকূল অবস্থা অতিশয় হইতেই হয়। কিন্তু এই অতিশয় সহকারী সাপেক্ষভাবেই কাজ করে। কেবল অতিশয় হইতে কাজ হইলে বীজগত অতিশয়ে সর্ব্বদাই অংকুর উৎপন্ন হইত। অতিশয় কারণ, আর কারণ বর্ত্তমান থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হইবেই। এখন এই অতিশয় সহকারী-সাপেক্ষভাবে ক্রিয়া সম্পাদন করে বলিয়া সহকারীর উপস্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু এই সহকারী উপস্থিত থাকিলে আবার আর একটি অতিশয় উৎপাদন করিবে। সেই অতিশয় আবার সহকারীর উপস্থিতিতে আর একটি অতিশয় উৎপাদন

করিবে। এইভাবে বীজগত অতিশয়ে অনবস্থা চলিতে থাকিবে।- ইহা বীজগত অতিশয়ে প্রথম অনবস্থা। এই অনবস্থা সহকারীসম্পাদ্য।

(২) আবার বীজাদিতে যে অনুকুল অবস্থা বা উপকার উৎপন্ন হইল, তাহা কি বীজ-নিরপেক্ষভাবে কার্য্য উৎপাদন করে, না করে না? যদি বল উপকার বীজ নিরপেক্ষভাবেই ক্রিয়াশীল, তবে বীজকে অংকুর উৎপাদনের কারণ বা হেতু বলা যায় না। যদি বল উপকার বীজনিরপেক্ষভাবে ক্রিয়াশীল নহে, অর্থাৎ বীজসাপেক্ষভাবেই কার্য্য উৎপাদন করে, তবে বলিতে হয়, বীজ ঐ উপকারে একটি অতিশয় উৎপন্ন করে। এই নিয়মে ঐ অতিশয় আর একটি অতিশয় উৎপাদন করিবে।—এইভাবে অতিশয় উৎপাদনে অনবস্থা চলিতে থাকিবে।—ইহা দ্বিতীয় অনবস্থা।

(৩) বীজ অংকুর উৎপাদনের একটি অনুকুল অবস্থা বা উপকার-সাপেক্ষভাবেই অংকুর উৎপাদন করে। অতএব বীজ উপকারের অপেক্ষা রাখে। এই উপকার ধর্ম্মী বা আশ্রয়ভূত বীজে আব একটি উপকারক অবস্থা বা অতিশয় উৎপন্ন করে। সেই উপকার আবার বীজে আর একটি অতিশয় উৎপন্ন করিবে। এইভাবে উপকারের দ্বারা বীজের আধারে উৎপন্ন অতিশয়ের পরম্পরার জন্য তৃতীয় অনবস্থা—এইভাবে চলিতে থাকিবে।

[প্রশ্ন উঠিয়াছিল, সহকারী এবং তাহার সৃষ্ট যে বীজানুকূল অবস্থা বা উপকার অংকুর উৎপাদনে সহায়তা করে, তাহা কি মুল বা অক্ষণিক কারণ হইতে ভিন্ন থাকিয়া ক্রিয়াশীল হয়, না মুলভাব হইতে অভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল হয়? প্রদর্শন করা হইল যে, প্রথম বিকল্পে বহুমুখী অনবস্থা দোষ ঘ.ট। এখন দ্বিতীয় বিকল্পকে পরীক্ষা করা হইবে।]

এখন যদি বলা যায়, সহকারী মুলভাবে যে অতিশয় উৎপন্ন করে, তাহা মূল স্থায়ীভাব হইতে অভিন্ন, তবে বলিতে হয়, অতিশয় উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে যে স্থায়ীভাব ছিল, অতিশয় আহিত হইবার পরে তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে, এবং তাহার স্থানে অতিশয়যুক্ত একটি নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাকে 'কুর্ব্বদ্রূপ' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু একথা স্বীকার করার অর্থ ক্ষণিকবাদকে মানিয়া লওয়া। অতএব ক্রমিকভাবে অক্ষণিক অবস্থার অর্থক্রিয়াকারিত্ব সিদ্ধ হয় না। [সহকারী কারণসমূহ যুক্ত হইলে স্থায়ী বস্তুটি কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ হয়। বীজ যতক্ষণ ঘরে পড়িয়া থাকে, ততক্ষণ অংকুরোদগম হয় না। জল, বায়ু, উষ্ণতা প্রভৃতি সহকারী অবস্থাগুলির সহিত সংযুক্ত হইলে বীজে অংকুরোদ্গমের

সামর্থ্য জন্মে। এই সামর্থ্য বা অতিশয়যুক্ত বস্তুকেই 'কুর্ব্বদ্রূপ' বলা হয়। দ্বিতীয় বিকল্পে বলা হইয়াছে, এই অতিশয় মূল স্থায়ী বস্তু হইতে অভিন্ন। এখন সহকারীগুলির দ্বারা কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে বীজের যে অবস্থা, এবং কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ হওয়ার পরে যে অবস্থা,—এই দুইটিকে এক অবস্থা বলা যাইতে পারে না। কুর্ব্বদ্রূপ অবস্থায় মূলভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উহা আর একটি বস্তুতে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং ক্ষণিকবাদ-ই সমর্থিত হইল। অতএব স্থায়ীভাব এক অবস্থায় থাকিয়া ক্রমিকভাবে অর্থক্রিয়াকারী হইতে পারে না। অর্থক্রিয়াকারী হইলেই ক্ষণিক হইবে। আর, আমরা অর্থক্রিয়া-কারিত্বকেই সতের লক্ষণ বলিয়াছি। সুতরাং যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং এই-মতবাদই যুক্তিসিদ্ধ।]

অক্ষণিক বা স্থায়ী বস্তুর অক্রমেও অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্ভব হয় না। যদি বল হয়, তবে আমরা দুইটি বিকল্প উপস্থাপিত করিব। যদি অক্ষণিক পদার্থে যুগপৎ বা একসঙ্গে সকল কার্য্যসাধন করিবার ক্ষমতা অর্থাৎ একসঙ্গে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালীন ক্রিয়া সাধনের ক্ষমতা থাকে, এবং উহাই যদি তাহার স্বভাব বা ধর্ম্ম হয়, তবে প্রশ্ন উঠে, এই ক্ষমতা বা স্বভাব বস্তুর কার্য্যোৎপত্তির পরেও থাকে, কি থাকে না? যদি বল থাকে, তবে বস্তু একটি বিশিষ্ট কালে যে কর্ম্ম করিতে পারে, অন্য কালেও সেই কর্ম্ম করিতে থাকিবে। (অর্থাৎ সর্ব্বকালেই সকল কার্য্য করিবে।) [কার্য্যোৎপত্তির পরে যখন বস্তুর স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল না, তখন যে পরিমাণ কাজ কোন একটি কালে করিতে পারে, সেই পরিমাণ কাজ সর্ব্বদাই করিয়া যাইবে। কিন্তু বস্তুর স্বভাব এইরূপ নহে যে, বারবার একই পরিমাণে কার্য্যোৎপত্তি ঘটিবে। অতএব প্রথম বিকল্প গ্রহণ করা যায় না।] দ্বিতীয় বিকল্পে, যদি বল একসঙ্গে সকল কার্য্য সাধনের ক্ষমতা বা স্বভাব কার্য্যোৎপত্তির পরে বস্তুতে থাকে না, তবে উহার স্থায়িত্বের আশা মূষিকভক্ষিত বীজ হইতে অংকুরোৎপত্তির আশার মতই নিষ্ফল। [কার্য্যোৎপত্তির পরে যদি স্বভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়, তবে স্বভাবের স্থায়িত্ব স্বীকার করা যায় না। যদি কোন ভাব তাহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, তবে উহা ক্ষণিকই হইল, অক্ষণিক থাকিল না।]

যাহাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আরোপিত হয়, তাহা এক নহে, নানা বা ভিন্ন। যেমন শীতল ও উষ্ণদ্রব্য। আকাশে প্রতিক্ষণে মেঘ ভিন্ন ধর্ম্মযুক্ত, অতএব ইহা প্রতি-ক্ষণে ভিন্ন। এইরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয়। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আরোপ

ও নানাত্ব—ইহাদের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ রহিয়াছে। এখানে হেতু অসিদ্ধ নহে, কারণ স্থায়ী বস্তুতে কালভেদে সামর্থ্য ও অসামর্থ্যরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সিদ্ধি প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গবিপর্য্যয় অনুমানের দ্বারা পাওয়া যায়। [তথাকথিত অক্ষণিক বস্তুতে কালভেদে যদি সামর্থ্য ও অসামর্থ্যরূপ বিপরীত ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহা কালভেদে ভিন্ন, সুতরাং একই বস্তু থাকিতে পারে না, অর্থাৎ উহা স্থায়ী নহে।] অসামর্থ্য সাধক প্রসঙ্গ ও বিপর্য্যয় অনুমানের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

[আপত্তি হইল, হেতু অসিদ্ধ। স্থায়ী বস্তুটি যে প্রকৃতপক্ষে কালভেদে নানা, স্থায়ী নহে, তাহা এইভাবে অনুমান করা যায়।—

যাহা (কালভেদে) বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত, তাহা (কালভেদে) ভিন্ন ;
বীজাদি পদার্থ (কালভেদে) বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত ;
অতএব বীজাদি পদার্থ (কালভেদে) ভিন্ন।

হেতু—বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের উপস্থিতি। ইহা অসিদ্ধ হেতু নহে, কারণ প্রসঙ্গও বিপর্য্যয় অনুমানের দ্বারা এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি প্রমাণিত। অসামর্থ্যসাধক অনুমান পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। যথা,—

(১) প্রসঙ্গ—যৎ যদা যৎ-করণে সমর্থঃ, তৎ তদা তৎ করোতি। যাহা যখন যে কাজ করিতে সমর্থ, সে তখন সেই কাজ করে। বীজাদি বর্ত্তমান কালে অতীত ও ভবিষ্যতের অর্থক্রিয়া সাধন করিতে পারে না ; অতএব বর্ত্তমান কালে বীজাদির অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রিয়া সাধনে অসামর্থ্য রহিয়াছে।
প্রসঙ্গ বিপর্য্যয়—যৎ যদা যৎ ন করোতি, তৎ তদা তত্র অসমর্থঃ। যাহা যখন যে ক্রিয়া করে না, তখন তাহা সেই ক্রিয়া সাধনে অসমর্থ। বীজাদি বর্ত্তমানকালে অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রিয়া সাধন করে না ; অতএব বীজাদি বর্ত্তমানে ঐরূপ ক্রিয়া সাধনে অসমর্থ।

এইভাবে অসামর্থ্য প্রমাণিত হয়।]

এখন সামর্থ্যসাধক অনুমান দেওয়া যাইতেছে। যে বস্তু যখন যে ক্রিয়া সাধনে অসমর্থ, তাহা তখন সেই ক্রিয়া করে না, যেমন শিলাখণ্ডে অংকুরোদ-গম হয় না। বীজাদি বস্তু বর্ত্তমান অর্থক্রিয়া সাধনকালে অতীত এবং অনাগত কালের ক্রিয়া সাধনে অসমর্থ, অতএব ইহা বর্ত্তমানকালে কেবলমাত্র বর্ত্তমানের ক্রিয়া সাধনেই সমর্থ।—প্রসঙ্গ।

যাহা যখন যে ক্রিয়া সাধন করে, তাহা তখন সেই ক্রিয়া সাধনে সমর্থ, যথা, কারণ সামগ্রী উপস্থিত থাকিলে তাহা স্বকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ। এই বীজাদি ভাব অতীত ও অনাগত কালে সেই সেই কালের ক্রিয়া সাধন করে। অতএব সেই সেই কালে তাহার সেইরূপ ক্রিয়াসাধনের সামর্থ্য আছে।—বিপর্য্যয়।

[যেহেতু বস্তু বর্ত্তমান কালে বর্ত্তমানের, অতীতে অতীতের ও ভবিষ্যতে ভবিষ্যতের ক্রিয়া সাধন করে, সেইজন্য বস্তু একরূপ বা স্থায়ী নহে।]

অতএব প্রমাণিত হইল, স্থায়ী বস্তু ক্রমেও নাই অক্রমেও নাই। যাহা অর্থক্রিয়াকারী তাহাই সৎ। বস্তু সৎ বা অর্থক্রিয়াকারী হইলে তাহা ক্রমে বা অক্রমে থাকিবে। সুতরাং যাহা ক্রমে বা অক্রমে নাই (তথাকথিত স্থায়ী বস্তু) তাহা অর্থক্রিয়াকারী বা সৎ নহে। ব্যাপকের নিষেধের দ্বারা এখানে ব্যাপ্যের নিষেধ করা হইল।—ইহা ব্যতিরেক অনুমান। ইহার দ্বারা সৎবস্তু যে ক্ষণিক, তাহা প্রমাণিত হয়। [ঈশ্বরাদি স্থায়ী বস্তুতে ক্রমে ও অক্রমে সত্তার অভাবে অর্থক্রিয়াকারিত্বের অভাব হয়।]

যাহা ক্ষণিক, তাহাই সৎ হইতে পারে,—ইহা প্রসঙ্গ ও বিপর্য্যয়ের দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হয়।

যাহা সৎ তাহা ক্ষণিক। সত্তার অর্থ অর্থক্রিয়াকারিত্ব। এখন, যাহা ক্ষণিক নহে, অর্থাৎ যাহা স্থায়ী বস্তু, তাহার যেকোন কালে সর্ব্বকালের অর্থক্রিয়া সাধন করা উচিত, কারণ স্থায়ী হইলে তাহার ঐরূপ করিবার সামর্থ্য থাকিবে। কিন্তু উহা ঐরূপ করে না, অর্থাৎ যাহা ক্ষণিক নহে, তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই।—ইহা প্রসঙ্গ।

আবার যাহার যাহা করিবার সামর্থ্য নাই, সে তাহা করে না। সৎবস্তু বর্ত্তমানের ক্রিয়াসাধনেই সমর্থ। অতীত বা ভবিষ্যতের ক্রিয়াসাধনের সামর্থ্য তাহার নাই। অতএব উহা ঐরূপ করে না।—ইহা বিপর্য্যয়।

এই উভয় প্রকার বিচারের দ্বারাই যাহা ক্ষণিক, কেবলমাত্র তাহারই সত্তা আছে—এইভাবে অন্বয় ব্যাপ্তি পাওয়া যায়। অতএব ক্ষণিক পক্ষেই সত্তা সিদ্ধ হয়। সেইজন্য জ্ঞানশ্রী বলিয়াছেন,—

(যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরপটলঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী)
সত্তা শক্তিরিহার্থ কর্ম্মণি মিতেঃ সিদ্ধেষু সিদ্ধা ন সা ॥

নাপ্যেকৈব বিধান্যথা পরকৃতেনাপি ক্রিয়াদির্ভবেৎ
দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গসঙ্গতিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতি ॥

(যাহা সৎ, তাহা ক্ষণিক ; যথা আকাশে মেঘ ও ঘটপটাদি দৃশ্যবস্তু। (প্রত্যেক বস্তুই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল।)) এখানে অর্থক্রিয়াসাধনের শক্তিই সত্তা,—ইহার প্রমাণ আছে। এইরূপ সত্তা সিদ্ধ বা স্থায়ী বস্তুতে নাই। কার্য্যোৎপাদন ও এক ভাবে হয় না, (ক্রমেও অক্রমে—দুইভাবেই হয়)। তাহা না হইলে একবস্তুর কাজ অন্য বস্তু করে—ইহা মানিতে হয়। [যদি বল বীজ ক্রমে ক্রিয়াশীল, অথচ একরূপ থাকে, তবে ক্রমিক ক্রিয়া সহকারীরাই করে। অর্থাৎ বীজের ক্রিয়া সহকারীরাই করে বলিতে হয়। আর যদি বীজই ক্রমিকভাবে ক্রিয়াশীল হয়, তবে তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে ভিন্ন হইবে। আবার যদি বল বীজ অক্রমে ক্রিয়াশীল, তবে বলিতে হয়, উহা যখন ক্রিয়াশীল, তখন সেই কালের ক্রিয়াই করে, অন্যকালের ক্রিয়া করে না, অথচ একরূপ থাকে ; তাহা হইলে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে বীজের ক্রিয়া সহকারীরাই করে, বীজ করে না।] অতএব ক্রমে ও অক্রমে—উভয় প্রকারেই অর্থক্রিয়ার বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে ক্ষণভঙ্গ বাদেরই সঙ্গতি পাওয়া যায়, এবং আমাদের সাধ্য সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং—ইহাই সিদ্ধ হয়।

বৌদ্ধ সামান্য স্বীকার করেন না

বৈশেষিক ও ন্যায়ের মতে সত্তাসামান্যের যোগেই বস্তুর সত্তা নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ সত্তাসামান্য যুক্ত দ্রব্যই সৎ। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই তিনটি পদার্থের জাতি বা সামান্য স্বীকৃত না হওয়াতে এইগুলিকে সৎ বলিতে পারা যায় না। বৈশেষিক ও ন্যায়মতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম—এই তিনটিরই সামান্য স্বীকৃত, অন্যগুলির নহে। বৈশেষিক বলিতে পারেন, ঐগুলির স্বরূপগত বিশেষ সত্তা আছে বলিয়া ঐগুলিতে সত্তাধর্ম্ম আরোপিত। কিন্তু এইরূপ হইলে প্রত্যেক বস্তুরই একটি স্বরূপগত পৃথক সত্তা স্বীকার করিতে হয়। অধিকন্তু অনেক বস্তুতে একটি সামান্যের উপস্থিতি বিষয়ে যে বিকল্প উপস্থাপিত হয়, তাহার সমাধান করা যায় না। [অনুগত বলিলে সঙ্কর দোষ হইবে, অননুগত বলিলে সামান্যই হয় না।] সর্ষপ, পর্ব্বত প্রভৃতি পদার্থ অত্যন্ত ভিন্ন ; এই পরস্পর বিলক্ষণ বস্তুগুলিতে মণিসমূহের মধ্যে উপস্থিত সূত্রের মত অথবা পৃথিবী প্রভৃতিতে উপস্থিত রূপরসাদির মত এমন কোন সাধারণ ধর্ম্ম দেখা যায় না, যাহাকে আমরা সামান্য বলিতে পারি।

সামান্য কি সর্ব্বগত, অর্থাৎ সমুদয় বস্তুর অনুগত, না কেবলমাত্র আপন আশ্রয়রূপ যে ব্যক্তি দ্রব্যগুলি রহিয়াছে, সেইগুলির অনুগত? যদি বলা যায় সামান্য সর্ব্বগত, তবে যে কোন দ্রব্যই যে কোন দ্রব্য হইতে পারে; ইহাতে অপসিদ্ধান্তও হয়, কারণ বৈশেষিক আচার্য্য প্রশস্তপাদ নিজেই সামান্যকে সর্ব্বগত না বলিয়া স্ববিষয় সর্ব্বগত বলিয়াছেন।

অতএব বলিতে হয়, সামান্য স্ববিষয় সর্ব্বগত। ঘটত্বজাতি ঘটগুলির মধ্যেই আছে। এখন, যে ঘট বর্ত্তমান, তাহাতে ঘটত্ব জাতি আছে, কিন্তু যে নূতন ঘট উৎপন্ন হইল, তাহাতে ঘটত্ব কি অন্যস্থান হইতে আসিয়া সংবদ্ধ হইল, অথবা অন্য স্থান হইতে না আসিয়াই সংবদ্ধ হইল? প্রথম ক্ষেত্রে, যদি ঘটত্বজাতি অন্যস্থান হইতে আসিয়া সংবদ্ধ হয়, তবে উহাকে দ্রব্য বলিতে হয়, কারণ গমনরূপ কর্ম্ম দ্রব্যেরই হইতে পারে। কিন্তু ইহা বৈশেষিকের অভিপ্রেত নহে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সন্নিকর্ষ ছাড়াই কিভাবে ঘটত্ব নূতন ঘটে সংবদ্ধ হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আবার ঘট বিনষ্ট হইলে ঘটসামান্য কি সেখানেই থাকে, না বিনষ্ট হয়, না স্থানান্তরে যায়? যদি সেখানেই থাকে, তবে আধার না থাকিলেও সামান্য থাকিতে পারে; যদি বল বিনষ্ট হয়, তবে সামান্যকে নিত্য বলিতে পার না; যদি বল উহা স্থানান্তরে যায়, তবে আবার সামান্যে দ্রব্যত্বের আপত্তিই হয়, কারণ গমনকর্ম্ম দ্রব্যেই থাকিতে পারে। এই সমস্ত দোষের জন্যই সামান্যকে অপ্রামাণিক বলিতে হয়। সেই জন্যই বলা হইয়াছে—

> অন্যত্র বর্ত্তমানস্য ততোঽন্যস্থান জন্মনি।
> তস্মাদচলতঃ স্থানাৎ বৃত্তিরিত্যতি যুক্ততা ॥
> যত্রাসৌ বর্ত্ততে ভাবস্তেন সংবধ্যতে ন তু।
> তদ্দেশিনং চ ব্যাপ্নোতি কিমপ্যেতন্মহাদ্ভুতম্ ॥
> ন যাতি ন চ তত্রাসীৎ অস্তি পশ্চান্নচাংশবৎ।
> জহাতি পূর্ব্বং নাধারমহোব্যসনসন্ততিঃ ॥

একস্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া, অন্যস্থানে উৎপন্ন হইয়া, সেই স্থান হইতে না চলিয়া অন্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারে,—ইহা যুক্তির অতীত এক অসম্ভব ব্যাপার। যে স্থানে দ্রব্য থাকে, ঐ স্থানের সহিত সামান্য সংবদ্ধ হয় না, অথচ সেইস্থানে অবস্থিত বস্তুকে ব্যাপিয়া থাকে—ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। (ঘট ভূতলে,

ঘটত্ব ভূতলে নাই, অথচ ভূতলস্থ ঘটকে ব্যাপ্ত করে)। উহা (সামান্য) চলিতে পারে না, ঐস্থানে পূর্ব্বে ছিলও না, (ঘট উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না), (ঘট উৎপত্তির) পরে সেখানে উপস্থিত হয়। ইহা নিরংশ ; আবার পূর্ব্বের আধারকেও পরিত্যাগ করে না, ইহা চিন্তার ব্যসন বা বিলাস মাত্রই।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি সামান্য না থাকে, তবে অনুবৃত্তি (অর্থাৎ ইহা ঘট, ইহাও ঘট, উহাও ঘট এইরূপ উপলব্ধি) কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? উত্তরে বলা যায়, অন্য বস্তু হইতে ভিন্নত্ব বা বিলক্ষণত্বই অনুবৃত্তি প্রতীতির কারণ। (অর্থাৎ ঘটগুলি পট নয়,—এই জ্ঞান হইতেই ঘটগুলিতে ঘটত্ব আছে, পটে পটত্ব আছে, এইরূপ মনে হয় ও এইজন্য অনুবৃত্তির প্রতীতি হয়।)—এই উত্তরেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সামান্য স্বীকারের কোন যুক্তি বা হেতু নাই।

সংসার দুঃখময়, একথা সকল আচার্য্যই স্বীকার করেন। তাহা না হইলে কেহই দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা বা নিবৃত্তির উপায় নির্দ্দেশ করিতেন না। অতএব সর্ব্বং দুঃখং দুঃখম্—এইরূপ ভাবনা করা উচিত।

বলা হইয়াছে, সংসার দুঃখময়। কিন্তু প্রশ্ন করা যাইতে পারে, ইহা কিরূপ? অর্থাৎ ইহার সদৃশ কোন দৃষ্টান্ত আছে কি না? উত্তরে বলি, এরূপ উক্তির কোন অর্থ নাই। সকল পদার্থই ক্ষণিক, এবং সেইজন্য স্বলক্ষণ, অর্থাৎ কেবলমাত্র তাহার আপন লক্ষণযুক্ত ; অন্য বস্তুর লক্ষণ তাহাতে থাকিতে পারে না বলিয়া একটি অপরের সদৃশ বা সমান লক্ষণযুক্ত একথা বলা যায় না। অতএব সর্ব্বং-স্বলক্ষণম্—এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে।

[বৌদ্ধ সামান্য স্বীকার করেন না। কোন অনুগত ধর্ম্ম বহুর মধ্যে যদি অনুস্যূত না থাকে, তবে প্রত্যেকটি দ্রব্য অপর প্রত্যেকটি দ্রব্য হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। সুতরাং একটি দ্রব্য অপর একটি দ্রব্যের সদৃশ এই কথা বলা যায় না। সাদৃশ্যের ভিত্তি সামান্য ধর্ম্ম। সামান্য ধর্ম্ম না থাকিলে সাদৃশ্য হয় না। সুতরাং সকল দ্রব্য স্বলক্ষণাক্রান্ত।]

(অনুরূপভাবে সর্ব্বং শূন্যম্—এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয়, পরে এই ভ্রমের নিষেধ হয়, এই রজত কোথাও নাই—এইরূপ জ্ঞান হয়। (এইরূপ স্থলে—) স্বপ্নে বা জাগরণে আমি এই রজত কোথাও সত্য সত্যই দর্শন করি নাই,—এইরূপ উপলব্ধির দ্বারা রজতাদিবিশিষ্ট জ্ঞানের নিষেধ হয়। যদি সত্যই রজতের দর্শন ঘটিত তাহা হইলে এই রজতের দর্শনরূপ ক্রিয়া, ভ্রান্ত-রজতের অধিষ্ঠান ইদমাকার শুক্তি, তাহাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত রজতত্ব ও

রজতত্বের সহিত শুক্তির সমবায়রূপ সম্বন্ধ, সবকিছুই সত্য হইত। কিন্তু এইরূপ ভাবনা কাহারও অভিপ্রেত নহে। (অর্থাৎ ভ্রান্তিস্থলে রজত দর্শন সত্য হইলে, সমস্ত অবস্থাটিকেই সত্য বলিয়া মানিতে হয়। ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে কারণ রজত দর্শনকে সকলেই ভ্রম বলিয়া স্বীকার করেন)। আর যদি এই সমগ্র অবস্থার একাংশ মিথ্যা হয়, তবে সমগ্র অবস্থাটিকেও মিথ্যা বলিতে হইবে। কুক্কুটীর একভাগ পরিপাক ক্রিয়ার জন্য, অপর ভাগ অণ্ড প্রসবের জন্য, এইরূপ অর্দ্ধজরতী ন্যায়ে কেহই চিন্তা করেন না। একটি সমগ্র অবস্থার অর্দ্ধেক সৎ, অর্দ্ধেক অসৎ এইরূপ ভাবা যায় না। অধ্যস্ত, অধিষ্ঠান, তাহাদের সম্বন্ধ, দর্শনক্রিয়া ও দ্রষ্টা—ইহাদের কোন একটির নিষেধ হইলে, সবগুলিরই নিষেধ হইয়া যায়। ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশ অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রাজ্ঞ শিষ্য মাধ্যমিকেরা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বুদ্ধের উপদেশ ভিক্ষুপাদপ্রসারণ ন্যায় অনুসারে ক্ষণভঙ্গবাদকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে বস্তুর স্থায়িত্ব, সুখজনক অনুভূতি, সামান্য ও সকল পদার্থের সত্যতা-রূপ ভ্রমকে নিষেধ করিয়া সর্ব্বশূন্যত্ববাদে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমরা পদার্থকে চারিভাবে জানিতে পারি, যথা,— (১) সৎ, (২) অসৎ, (৩) সদসৎ ও (৪) সদসদ্‌ভিন্ন। কিন্তু পরমতত্ত্বকে এই চারিটিভাবের কোনভাবেই জানিতে পারি না। অতএব চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত তত্ত্বকে শূন্য বলা হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি সত্তা ঘটাদির স্বভাব বা স্বরূপ হয়, তবে উহা উৎপাদন করিবার জন্য কারকব্যাপার নিরর্থক; যদি অসত্তা ঘটাদির স্বভাব হয়, তাহা হইলেও উহা উৎপাদন করিবার চেষ্টা নিরর্থক। বলা হইয়াছে,—

> ন সতঃ কারণাপেক্ষা ব্যোমাদেরিব যুজ্যতে।
> কার্য্যস্যাসম্ভবী হেতুঃ খপুষ্পাদেরিবাসতঃ ॥

আকাশাদির মত যাহা সদ্‌বস্তু, তাহার কারণের অপেক্ষা থাকিতে পারে না; আবার আকাশকুসুমের মত যাহা অসদ্‌বস্তু তাহার হেতু বা কারণ থাকাও অসম্ভব।

সৎ ও অসতের মধ্যে বিরুদ্ধতা থাকায় পদার্থের সদসত্তা অথবা সদসদ্‌-ভিন্নতা উপপন্ন হয় না। লংকাবতার সূত্রে বলা হইয়াছে,

> বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্য্যতে।
> অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দর্শিতাঃ ॥
> ইদং বস্তু বলায়াতং যদ্বদন্তি বিপশ্চিতঃ।
> যথা যথার্থাশ্চিন্ত্যন্তে বিশীর্য্যন্তে তথা তথা ॥

বুদ্ধি দ্বারা যে সকল বস্তুর স্বরূপ বিবেচনা করা হয়, তাহাদের স্বভাব নির্ধারণ করা যায় না। সেইজন্য পদার্থগুলিকে অনির্ব্বচনীয় ও নিঃস্বভাব বলিয়া প্রদর্শন করা হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, 'ইহা এই বস্তু'—এইরূপ উক্তি ব্যবহারমূলক, কারণ, যখনই বস্তুর ধারণা করিতে চেষ্টা করা হয়, তখন তখনই বস্তুগুলি বিশীর্ণ বা বিনষ্ট হইয়া যায়।

স্বপ্নের বিষয় যেমন সংবৃতি বা অবিদ্যামূলক কল্পনা, জাগ্রদবস্থার দৃষ্ট বিষয়গুলিও সেইরূপ অবিদ্যামূলক কল্পনা বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। সেইজন্য বলা হইয়াছে,

পরিব্রাট্ কামুকশুনামেকস্যাং প্রমদাতনৌ।
কুণপঃ কামিনী ভক্ষ্য ইতি তিস্রোবিকল্পনাঃ ॥

একই স্ত্রীদেহকে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, কামুক ও কুক্কুর যথাক্রমে, অস্থিপঞ্জরমাত্র, কামিনী ও ভোজ্যবস্তুরূপে কল্পনা করে। (অর্থাৎ জগৎ কল্পনামাত্র,—ইহা স্বপ্নবৎ অবিদ্যামূলক।)

বুদ্ধের উপদিষ্ট—সর্ব্বং ক্ষণিকং, সর্ব্বং দুঃখম্, সর্ব্বং স্বলক্ষণম্, সর্ব্বং শূন্যম্—এই চারিটি তত্ত্বের ভাবনা দ্বারা সর্ব্বশূন্যত্বরূপ পরিনির্ব্বাণ লাভ হয়।—ইহাতেই আমরা (মাধ্যমিকেরা) কৃতার্থ। আমাদের আর কোন কিছু করণীয় বা কোন উপদেশ গ্রহণীয় থাকিতে পারে না।)

(কিন্তু যোগাচারবাদীরা বলেন,—) শিষ্যগণ যোগ এবং আচার অবলম্বন করিবেন। অপ্রাপ্ত ও অজ্ঞাত বিষয়কে জানিবার জন্য যে প্রশ্ন বা অনুসন্ধান,—তাহাই যোগ, এবং গুরুর উপদিষ্ট তত্ত্বকে গ্রহণ ও স্বীকার করিয়া লওয়াই আচার। যাঁহারা গুরূপদিষ্ট তত্ত্বকে অঙ্গীকার বা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা উত্তম শিষ্য। যাঁহারা প্রশ্ন বা অনুসন্ধানকেও গ্রহণ করেন না তাঁহারা অধম শিষ্য। ইঁহারা মাধ্যমিক বা মধ্যম শিষ্য নামে প্রসিদ্ধ। (মাধ্যমিকেরা আর কিছু জানার নাই মনে করিয়া যোগকে গ্রহণ করেন না)।

যোগাচারবাদী কিছু বৌদ্ধ গুরূপদিষ্ট ভাবনাচতুষ্টয় ও বাহ্যবিষয়শূন্যত্ববাদ স্বীকার করিয়া, আন্তরবিষয়, অর্থাৎ জ্ঞানের শূন্যত্ব কিভাবে সম্ভব হইতে পারে,—এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। (অনুসন্ধানই যোগ, অতএব ইঁহারা যোগ ও আচার—এই দুইটিকেই গ্রহণ করিলেন।) তাঁহাদের বক্তব্য,—স্বয়ংবেদ্য জ্ঞানকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে, না হইলে প্রকাশহীন জগতের অন্ধত্ব বা অপ্রকাশ্যত্বই

প্রসক্ত হইবে। (অর্থাৎ কোন কিছু বা তত্ত্বের জ্ঞানই সম্ভব হইবে না। জগৎ অন্ধকারস্তূপে পরিণত হইবে।) ধর্মকীর্ত্তিও বলিয়াছেন,

অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি।

যে প্রত্যক্ষোপলব্ধি বা স্বয়ংবেদ্য জ্ঞানকে অস্বীকার করিবে, তাহার পক্ষে কোন তত্ত্বদর্শন সম্ভব হইতে পারে না।

বাহ্যার্থবাদ খণ্ডন—জ্ঞানগ্রাহ্য বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ইহা দুইটি বিকল্পের দ্বারা প্রদর্শন করিতে পারা যায়। জ্ঞানের দ্বারা গ্রাহ্য বাহ্যবস্তু যদি থাকে, তবে তাহা কি উৎপন্ন হইয়া জ্ঞানের বিষয় হয়, না উৎপন্ন না হইয়াই জ্ঞানের বিষয় হয়? প্রথম বিকল্প গ্রহণ করা যায় না, কারণ বস্তু উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়, তাহার কোন স্থিতি নাই। [বস্তু যে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহার পরবর্ত্তী ক্ষণে তাহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, উৎপত্তির ক্ষণে নহে, কারণ পদার্থের সত্তা জ্ঞানের কারণ, এবং কার্য্য কারণের পরবর্ত্তী। বাহ্যবস্তু উৎপন্ন হইয়া কিছুক্ষণ স্থিতিলাভ না করিলে উহা জ্ঞান উৎপন্ন করিতে বা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং যাহা উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়, তাহা জ্ঞানের বিষয় হয় কখন?] দ্বিতীয় বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ যাহা উৎপন্নই হয় নাই, তাহা অসৎ; সুতরাং উহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। এখন যদি বল, বস্তু অতীত বা বিনষ্ট হইলেও তাহাই জ্ঞানের বিষয় হয়, কারণ, উহাই জ্ঞানের কারণ; (প্রথম ক্ষণে বস্তু উৎপন্ন হইল, দ্বিতীয় ক্ষণে জ্ঞান উৎপন্ন হইল; সুতরাং উৎপন্ন বস্তু অতীত হইলেও উহাই বর্ত্তমানের জ্ঞানের বিষয় হয়,) তবে এই যুক্তিকে বালকোচিত বলিতে হয়। কারণ, বর্ত্তমান জ্ঞানের বিষয় বর্ত্তমানকালীনরূপেই প্রতীতির বিষয় হয়, অতীত-কালের বিষয়রূপে নহে। অধিকন্তু, জ্ঞানের কারণ বলিয়াই যদি অতীত বস্তুকে জ্ঞানগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তবে ইন্দ্রিয়ও জ্ঞানের কারণ হওয়াতে, ঐগুলিকেও জ্ঞানগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় জ্ঞানের কারণ হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে।

যে বাহ্যবস্তু জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা কি পরমাণুরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়, না অবয়বীবস্তুরূপে জ্ঞানের বিষয় হয়? দ্বিতীয় বিকল্প সম্ভব নহে, কারণ বস্তু পূর্ণভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়, কি একদেশ বা অংশমাত্রেই জ্ঞানের বিষয় হয়—এই দুইটি বিকল্পের দ্বারাই উহার নিরাকরণ করিতে পারা যায়। [কোন বস্তু পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়ের সহিত উহার সর্ব্বাংশের

সংযোগ হয় না। আবার কেবলমাত্র একটি অবয়ব বা অংশ জ্ঞানের বিষয় হইলে, ঘটের অংশমাত্রকেই ঘট বলিতে পারি না।] আবার পরমাণু-রূপেও বস্তু জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, কারণ পরমাণু অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। আবার পরমাণুর নিরবয়বত্ব বাধক যুক্তির দ্বারা অসিদ্ধ হয়। পরমাণু থাকিলে তাহার পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্ধ্ব, অধঃ—এই ছয়টি দিক্ বা তল থাকিবে, অতএব নিরবয়ব হইবে না। বলা হইয়াছে,

ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা।
তেষামপ্যেকদেশত্বে পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ॥

ছয়টি দিকের সঙ্গে একসঙ্গে যুক্ত হইলে পরমাণু ষড়ংশযুক্ত হইবে। ছয়টি অংশই যদি একদেশে হয়, তবে ঘটাদি বস্তুও অণুমাত্রক হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ উহাতে অণু পরিমাণ ভিন্ন অপর কোন পরিমাণ থাকিবে না। (অতএব পর-মাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হয় না, উহা প্রকৃতপক্ষে অসৎ)।

অতএব জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানগ্রাহ্য অপর কোন বিষয় না থাকাতে বিষয়ও জ্ঞানা-ত্মক বা জ্ঞানেরই রূপমাত্র। এই জ্ঞান আলোকের মত আপনিই আপনাকে প্রকাশিত করে, ইহা সিদ্ধ হইল। সেইজন্য বলা হইয়াছে,

নান্যোঽনুভাব্যো বুদ্ধ্যাস্তি তস্যা নানুভবোঽপরঃ
গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে॥

বুদ্ধি বা জ্ঞানের অনুভাব্য অপর কোন বিষয় নাই (অর্থাৎ জ্ঞানব্যতিরিক্ত কোন পৃথক জ্ঞেয় পদার্থ নাই)। জ্ঞানের কোন পৃথক্ জ্ঞান বা অনুভব নাই। গ্রাহ্য গ্রাহকের ভেদ বা পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকাতে জ্ঞান বা বুদ্ধি স্বয়ংই প্রকাশিত হয়।

জ্ঞান ও তাহার বিষয়ের অভেদ অনুমানের দ্বারাও সিদ্ধ হয়। যে বিষয় যে জ্ঞানের দ্বারা জানা যায়, তাহা সেই জ্ঞান হইতে ভিন্ন হয় না, যথা জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয় আত্মা। (আত্মাও জ্ঞানস্বরূপ)। নীলাদি বিষয়ও তাহাদের জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয়, অতএব ঐ জ্ঞান হইতে অভিন্ন। যদি জ্ঞানের সহিত জ্ঞেয় বিষয়ের ভেদ বা ভিন্নতা থাকিত, তবে এখন উহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ হইত না। বস্তুদ্বয় পরস্পর ভিন্ন হইলে তাহাদের মধ্যে তাদাত্ম্যনিয়ম হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞেয়বিষয় নিত্য সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহাদের মধ্যে তাদাত্ম্য রহিয়াছে। (বলা যাইতে পারে, তাদাত্ম্য না হউক তদুৎপত্তি সম্বন্ধ তো থাকিতে পারে,

বিষয় ও জ্ঞানের মধ্যে কারণ কার্য্য সম্বন্ধ আছে। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,) এখানে তদুৎপত্তি নিয়মও প্রযোজ্য হইবে না। দণ্ড, কুলাল, চক্র প্রভৃতিকে ঘটের কারণ বলা হয়, কিন্তু ঐগুলি ঘটের সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত নহে, কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে নিয়তসম্বন্ধ রহিয়াছে। অতএব গ্রাহ্যবিষয় ও গ্রাহকজ্ঞানের মধ্যে কোন ভেদ নাই। উহাদের মধ্যে যে ভেদ-প্রতীতি হয়, তাহা একচন্দ্রকে দুইটি দেখার মতই ভ্রম-মূলক। এখানে অনাদি অবিচ্ছিন্নপ্রবাহ যে ভেদ-বাসনা বা ভেদসংস্কার, তাহাই ভেদপ্রতীতিরূপ ভ্রমের কারণ হয়। সেইজন্যই বলা হইয়াছে,

সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে।।
অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিত দর্শনৈঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে।।

সহোপলম্ভনিয়ম, অর্থাৎ একসঙ্গে সর্ব্বদাই থাকে বলিয়া নীল এবং তাহার জ্ঞান অভিন্ন। ভ্রমজ্ঞানের জন্য একচন্দ্রকে দুইটি দেখার মতই তাহাদের ভেদপ্রতীতি হয়।

বুদ্ধি বা জ্ঞান স্বরূপতঃ অবিভক্ত, কিন্তু ভ্রান্তদৃষ্টি বা ভ্রমবুদ্ধির জন্যই গ্রাহ্য ও গ্রাহকজ্ঞান ভিন্ন বলিয়া লক্ষিত বা বর্ণিত হয়।

বুদ্ধি বা জ্ঞানে জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় ভেদ কল্পিত বলিলে, সত্য মোদক ভক্ষণে যে রসবীর্য্যাদি পরিণাম হয়, আশা-মোদক ভক্ষণেও (যাহা কল্পিত) অনুরূপ ফল হয় না কেন, এরূপ প্রশ্নের কোন অবকাশ নাই। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি বা জ্ঞানে জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়—এইরূপ কোন আকারভেদ নাই। ব্যবহারকর্ত্তার ব্যবহারের অনুরোধেই জ্ঞান গ্রাহ্য, গ্রাহক ইত্যাদি আকারে কল্পিত হয়। তিমির প্রভৃতি ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি যেমন আকাশে কেশ, মাকড়সার জাল, রেখা ইত্যাদি দেখিতে পায়, সেইরূপ অনাদি অবিদ্যাস্পৃষ্ট বাসনার বৈচিত্র্যের জন্যই জ্ঞানে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ইত্যাদি ভেদ কল্পিত হয়। বলা হইয়াছে,

অবেদ্যবেদকাকারা যথা ভ্রান্তৈর্নিরীক্ষ্যতে।
বিভক্তলক্ষণগ্রাহ্যগ্রাহকাকারবিপ্লবা।।
তথা কৃতব্যবস্থেয়ং কেশাদিজ্ঞানভেদবৎ।
যদা তদা ন সংচোদ্যা গ্রাহ্যগ্রাহকলক্ষণা।।

বুদ্ধি বা জ্ঞান বেদ্য, বেদক—এইরূপ আকারবর্জিত; কিন্তু ভ্রমের জন্যই লোকে

ইহার স্বরূপকে বিভক্ত, অর্থাৎ গ্রাহ্যগ্রাহকাকারসম্পন্ন বলিয়াই দর্শন করে। (আকাশে) কেশাদি জ্ঞানের অনুরূপভাবে এখানেও গ্রাহ্যগ্রাহকলক্ষণা ভেদের ব্যবস্থা হয়,—ইহাতে সন্দেহ করা চলে না।

অনাদিবাসনার বৈচিত্র্যের জন্যই বুদ্ধি অনেক প্রকার ভেদযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়,—ইহা সিদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত ভাবনাসম্পদ দ্বারা নিখিল বাসনার উচ্ছেদ ঘটিলে বিবিধ আকার সৃষ্টিকারী অবিদ্যার বিনাশ ঘটিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে,—ইহাকেই "মহোদয়" বলা হয়।

সৌত্রান্তিকমত—(সৌত্রান্তিক বৌদ্ধেরা বাহ্যবিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে তাঁহাদের মতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অনুমানের দ্বারা জানিতে পারা যায়, প্রত্যক্ষের দ্বারা নহে।)

কোন বাহ্যবস্তু নাই,—এই মতবাদ অপর বৌদ্ধসম্প্রদায় যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করেন না। এ-বিষয়ে প্রমাণাভাব রহিয়াছে। সহোপলব্ধি-নিয়ম-ই এখানে অভেদের প্রমাণ,—একথা বলা যায় না। বলা হইয়াছে, বেদ্য ও বেদকের অভেদ সাধ্য, এবং তাহার হেতু সহোপলব্ধি। কিন্তু সন্দিগ্ধবিপক্ষব্যাবৃত্তি দ্বারা এই হেতুকে সাধনরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই বলিয়া এখানে হেতু প্রযোজক বা সাধন—একথা নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা যায় না। [অনুমানের বিশুদ্ধির জন্য যখন কোন হেতুকে সাধনরূপে গ্রহণ করা হয়, তখন সেই হেতুকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে তাহার সপক্ষ-বৃত্তিত্ব এবং বিপক্ষে অবৃত্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে, তাহা না হইলে হেতু দোষযুক্ত হইবে। যেখানে ধুম, সেখানে অগ্নি,—এই ব্যাপ্তিকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে ধুমের সপক্ষ—অর্থাৎ যেখানে যেখানে অগ্নি থাকিতে পারে, সেখানে সেখানে ধুম রহিয়াছে, এবং উহার বিপক্ষ, অর্থাৎ যেখানে যেখানে অগ্নির অভাব আছে, সেখানে সেখানে ধুমের অভাব আছে। প্রথমটি সপক্ষবৃত্তিত্ব, দ্বিতীয়টি—বিপক্ষে অবৃত্তিত্ব। এখানে বলা হইয়াছে সহোপলব্ধি হেতু, এবং অভেদ সাধ্য। যেখানে যেখানে অভেদ থাকিতে পারে না, অর্থাৎ ভেদ রহিয়াছে, সেই দৃষ্টান্তগুলি বিপক্ষ। বিজ্ঞানবাদীর গৃহীত অনুমানে যে হেতুটি গ্রহণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সহোপলব্ধি, তাহা যে সন্দিগ্ধবিপক্ষে, অর্থাৎ যেখানে অভেদ নাই, সেখানে উপস্থিত নাই,—তাহা প্রদর্শন করা হয় নাই। সেইজন্য হেতু এখানে প্রযোজক হইল না।]

বিজ্ঞানবাদী বলিতে পারেন, ভেদস্থানে সহোপলম্ভ নিয়ম হইতেই পারে না। (অতএব সহোপলম্ভ যখন আছে, তখন অভেদ মানিতেই হইবে।) ইহার উত্তরে বলা যায়, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও সর্ব্বজনের অনুভূতিসিদ্ধ। জ্ঞান অন্তর্মুখ বা আন্তর বস্তু, জ্ঞেয় বিষয় বহির্মুখ বা বাহিরের বস্তু—এইভাবেই প্রতীত হয়। অধিকন্তু জ্ঞান ও জ্ঞেয় একদেশে বা এককালে থাকা সম্ভব নয়। অতএব তাহাদের স্বরূপ এক হইতে পারে না। জ্ঞান অন্তরে, বিষয় বাহিরে। সুতরাং একদেশে নাই ; বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তী, জ্ঞান পরবর্ত্তী,—সুতরাং এককালেও নাই।

আবার নীলাদি বিষয় যদি জ্ঞানের আকারমাত্রই হইত, তবে 'ইহা নীল'—এইরূপ অনুভব সম্ভব হইত না, আমি নীল,—এইরূপ অনুভবই হইত, কারণ বিজ্ঞানবাদীর মতে বাহ্য পদার্থ প্রত্যয় মাত্রই। (আত্মা জ্ঞানাকার বলিয়া অহংরূপে প্রতীত হয়। সুখ-দুঃখও আন্তর প্রত্যয় মাত্র, সেইজন্য আমি সুখী বা দুঃখী-এইরূপ প্রতীত হয়। নীলাদি বিষয়ও যদি জ্ঞানাকার প্রত্যয় মাত্রই হয়, বাহিরের কিছু নয়, তবে আমি নীল—এইরূপ প্রতীতিই হইত।)

বিজ্ঞানবাদী বলিবেন, নীলাদির আকার প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের আকার বা জ্ঞানরূপ হইলেও ভ্রমবশতঃ উহা জ্ঞান হইতে ভিন্নরূপে 'বহির্বৎ' অর্থাৎ বাহিরের বস্তুর মতই প্রতিভাসিত হয়, এবং এই কারণেই নীলাদির জ্ঞান অহমাকারে হয় না, বা ঐরূপ জ্ঞানে অহমের উল্লেখ হয় না। সেইজন্য বলা হইয়াছে,

পরিচ্ছেদান্তরাদ্ যোঽয়ং ভাগো বহিরিব স্থিতঃ।
জ্ঞানস্যাভেদিনো ভেদপ্রতিভাসোঽপ্যুপপ্লবঃ ॥

আবার,

যদন্তর্জ্ঞেয়তত্ত্বং তদ্বহির্বদবভাসতে।

[জ্ঞানের এক অংশ বিষয়প্রকাশরূপ, আর এক অংশ জ্ঞেয়রূপ।] জ্ঞানের বিষয়-প্রকাশরূপ অংশ হইতে ভিন্নরূপে যে (জ্ঞেয়) অংশ বাহিরে অবস্থিত বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার সেইরূপ প্রতীতি মিথ্যা ; এক অভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে যে ভেদের প্রতিভাস বা প্রতীতি তাহাও মিথ্যা।

আরও বলা হইয়াছে,

যে তত্ত্ব অন্তরে অবস্থিতরূপে জ্ঞেয়, তাহা বাহিরে অবস্থিতরূপে অবভাসিত বা প্রতীত হয়।

কিন্তু সৌত্রান্তিক এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। যদি বল বাহ্য বিষয় নাই, তে

বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানই হইতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে 'বাহিরের বস্তুর মত' বা 'বহির্বৎ'—এইরূপ উপমার ভিত্তি কোথায়? যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সহিতই উপমা সম্ভব। যাহা নাই তাহা কোন উপমার ভিত্তি হইতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই, 'বসুমিত্র বন্ধ্যাপুত্রের মত'—এইরূপ উক্তি করিবেন না, কারণ বন্ধ্যাপুত্রের কোন অস্তিত্বই সম্ভব নয়। আবার ভেদপ্রতীতি মিথ্যা বা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইলে অভেদপ্রতীতির সত্যতা প্রমাণিত হয়, অভেদ-প্রতীতি সত্য প্রমাণিত হইলে ভেদপ্রতীতি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়,—এইভাবে পরস্পরাশ্রয়ত্বদোষ উপস্থিত হয়। অন্যেরাও (যথা নৈয়ায়িক) আন্তর ও বাহ্য—দুই প্রকার পদার্থ স্বীকারে কল্পনা গৌরব হয় বলিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সহিত অবিরোধে নীলাদি বাহ্য পদার্থের সত্তা স্বীকার করেন ও আন্তর পদার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। (কিন্তু বিজ্ঞানবাদী সর্ব্বজন স্বীকৃত এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি গ্রাহ্য বাহ্য পদার্থ অস্বীকার করেন,—ইহা কিরূপ কথা?)

অতএব বিজ্ঞানবাদী জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদ প্রমাণ করিতে যে হেতুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গোময়পায়সন্যায়ের মতই হেত্বাভাস মাত্র হইল, প্রকৃত হেতু হইল না। [গোময়পায়সীয় ন্যায়—গোময় পায়স, কারণ ইহা গব্য।—এইরূপ অনুমানে গব্যত্ব নির্দ্দোষহেতু নহে, হেত্বাভাস মাত্র। অনুরূপ-ভাবে বিজ্ঞানবাদী সহোপলম্ভরূপ যে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত হেতু নহে, হেত্বাভাস মাত্র।]

জ্ঞানই বাহ্যবিষয়ের মত বলিয়া মনে হয় (বহির্ব্বদবভাসতে)—এইরূপ বলিতে গেলে বাহ্যবিষয় স্বীকার করিয়াই নিতে হয়। অতএব বিজ্ঞানবাদীর নিক্ষিপ্ত তীর তাঁহার নিজের প্রতিই নিক্ষিপ্ত হইল।

এখানে প্রশ্ন উঠে, বিষয় জ্ঞানের সমকালীন নহে,—এই অবস্থায় উহা জ্ঞানের দ্বারা গ্রাহ্য হয় কি ভাবে? কারণ, জ্ঞান তো তাহার সমকালীন বিষয়কেই গ্রহণ করে! [বিষয় ক্ষণিক, জ্ঞানও ক্ষণিক। যে ক্ষণে বিষয় আছে, সেই ক্ষণে জ্ঞান নাই, আবার যে ক্ষণে জ্ঞান উৎপন্ন হইল, সেইক্ষণে বিষয় অতীত।] ইহার উত্তরে সৌত্রান্তিক বলেন, যখন প্রথম ক্ষণে বিষয় ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন জ্ঞান উৎপন্ন হয়; বিষয় তখন জ্ঞানের প্রতি তাহার আকার সমর্পণ করে। (বিষয় অতীত হইলেও) বিষয়ের দ্বারা সমর্পিত জ্ঞানের এই আকার হইতেই বিষয়ের

অনুমান করা হয়। (সৌত্রান্তিক বাহ্যার্থানুমেয়বাদী।) প্রশ্নোত্তরের সংগ্রহের দ্বারা ইহা এইভাবে বলা হইয়াছে,

ভিন্নকালং কথং গ্রাহ্যমিতি চেদ্ গ্রাহ্যতাং বিদুঃ।
হেতুত্বমেব চ ব্যক্তের্জ্ঞানাকারার্পণক্ষমম্ ॥

ভিন্নকালীন বিষয় কিভাবে জ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয়? (প্রশ্ন)। ইহার উত্তরে বলা যায়, ঘটাদি ব্যক্তিপদার্থের জ্ঞানে তাহাদের আকার অর্পণ করিবার যে ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহাই বিষয়ের জ্ঞানগ্রাহ্যত্বে হেতু, অর্থাৎ জ্ঞান যে-বিষয়কে গ্রহণ করে, তাহা এই ক্ষমতা হইতেই সম্ভব হয়। [বিষয় জ্ঞানে আকার অর্পণ করে। বিষয়ের এই যে শক্তি, ইহার ফলেই জ্ঞান বিষয়কে গ্রহণ করিতে পারে।] ভোজনের দ্বারা যে পুষ্টি হয়, তাহা হইতে ভোজনের অনুমান করা যায়। কোন ব্যক্তির ভাষা হইতে তাহার দেশের ও আদরপূর্ণ ব্যবহার হইতে স্নেহের অনুমান করিতে পারা যায়; সেইরূপ জ্ঞানের আকার হইতে জ্ঞেয় বিষয়েরও অনুমান করিতে পারা যায়। সেইজন্যই বলা হইয়াছে,

অর্থেন ঘটয়ত্যেনাং নহি মুক্তার্থরূপতাম্।
তস্মাৎ প্রমেয়াধিগতেঃ প্রমাণং মেয়রূপতা ॥

জ্ঞাতা জ্ঞানকে যে-বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করেন, তাহা জ্ঞানের বিষয়াকার পরিত্যাগ করিয়া হয় না; জ্ঞানের যে এইভাবে বিষয়ের আকার গ্রহণ,—তাহাই বিষয়জ্ঞানে প্রমাণ। [বুদ্ধি বিষয়ের আকার গ্রহণ করে,—এইভাবেই বিষয়ের জ্ঞান হয়। বুদ্ধির এই বিষয়াকার গ্রহণকেই প্রমাণ বলা হয়।]

জ্ঞানের সত্তামাত্রই বিষয়জ্ঞান বা বিষয়ের প্রকাশ নহে। এইরূপ হইলে, জ্ঞান সর্বত্র একরূপ বলিয়া সকল বিষয়ের জ্ঞান একরূপই হইত। [এইরূপ হইলে ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদির পার্থক্য থাকিত না।] সারূপ্য অর্থাৎ বিষয়ের সদৃশ আকার জ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞানকে বিষয়াকার ধারণ করায়, অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত করে। (বাহ্য বিষয় না থাকিলে জ্ঞানের এইরূপ বিষয়াকার ধারণ সম্ভব হইত না। সুতরাং জ্ঞানের অতিরিক্ত বিষয় থাকা স্বীকার করিতে হয়।) বাহ্যবস্তুর সত্তা প্রমাণ করিতে এইরূপ যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে,— কোনও দ্রব্য একরূপ থাকিতে থাকিতে, যদি তাহাতে কখনও কোন নূতন অবস্থার আবির্ভাব ঘটে, তবে তাহা তদতিরিক্ত কোন দ্রব্যসাপেক্ষভাবেই ঘটিতে পারে। বীজাদি দীর্ঘকাল একভাবেই থাকে; যখন তাহাতে অঙ্কুরোদ্‌গম হয়

তাহা বীজ ব্যতিরিক্ত মাটি, জল—ইত্যাদি দ্রব্যের জন্যই ঘটে।] আমি স্বভাবতঃ বাক্য প্রয়োগ বা গমন করি না।—এই অবস্থায় যদি আমি হঠাৎ বাক্য প্রয়োগ করি, বা গমনে প্রবৃত্ত হই, তবে অনুমান করিতে হয় যে ,অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া আমাকে ঐরূপভাবে প্রবৃত্তি দিতেছে। প্রস্তাবিত বা বিতর্কিত প্রবৃত্তি-প্রত্যয় বা বিষয়ের প্রত্যয়ের ক্ষেত্রেও, এইরূপ অনুমান করিতে হইবে,—আলয়-বিজ্ঞান, অর্থাৎ অহমাকার জ্ঞান একরূপ থাকিতে থাকিতে, তাহাতে কখনও কখনও যে নীলাদি বিষয়াকার প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বা বিষয়বিজ্ঞানের রূপ আবির্ভূত হয়, তাহার কারণ নিশ্চয়ই আলয়বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোন বাহ্য বিষয়ই হইবে। অতএব বাহ্য পদার্থের সত্তা অবশ্যই সিদ্ধ হয়।

[বিজ্ঞানবাদী বিজ্ঞানপ্রবাহ ভিন্ন অন্য কোন কিছুর সত্তা স্বীকার করেন না। বিজ্ঞানের মধ্যে স্বরূপতঃ গ্রাহ্য গ্রাহক গ্রহণ-লক্ষণাকার ভেদ নাই। অনাদি বাসনা-প্রবাহের মধ্যে ভেদের বীজ রহিয়াছে, তাহা হইতেই ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানের দুইটি রূপ—আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। আলয়বিজ্ঞান শুদ্ধ অহমাকার বিজ্ঞান। সমস্ত ধর্ম উহাতে বীজাকারে রহিয়াছে। অনাদি বাসনাস্থিত ভেদসংস্কার ঐগুলিকে বাহ্য বস্তুর বিজ্ঞানরূপে প্রদর্শন করে। প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ক্রিয়াশীল চিত্ত। উহা নীলাদি বস্তুর বিজ্ঞানরূপে বিষয়ের প্রতীতি করায়। ইহা বিজ্ঞানবাদীর মত।]

আলয়বিজ্ঞান অহমাকার বিজ্ঞান। নীলাদি, অর্থাৎ ঘট-পটাদি বস্তুর আকার-বিশিষ্ট বিজ্ঞানকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বলা হয়।

> তৎস্যাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ ভবেদহমাস্পদম্।
> তৎস্যাৎ প্রবৃত্তি বিজ্ঞানং যন্নীলাদিকমুল্লিখেৎ ॥

অহমাস্পদ, অর্থাৎ অহমাকার বিজ্ঞানই আলয়বিজ্ঞান। নীলাদি আকারবিশিষ্ট বিজ্ঞানই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান।

এখন, আলয়বিজ্ঞান প্রবাহে কখনও কখনও বাহ্য বস্তুর আকারবিশিষ্ট যে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে, সেই আবির্ভাব বা পরিণামের জন্য বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন কিছুর প্রয়োজন হয়,—তাহাই বাহ্য বিষয়। সেই জন্য সৌত্রান্তিক বাহ্য বিষয়ের সত্তা স্বীকার করেন। প্রবৃত্তিবিজ্ঞান কদাচিৎ অর্থাৎ কখনও কখনও আবির্ভূত হয়, সর্বদা নহে; সেইজন্য বাসনার পরিপাক বা পরিণামবশতই যে উহা উৎপন্ন হয়, একথা বলা যায় না। কারণ, বাসনার পরিণাম নিত্য, কিন্তু বিষয়ের জ্ঞান কখনও কখনও হয়।

(বিজ্ঞানবাদীর যুক্তিকে আরও পরীক্ষা করা যাইতেছে।)

বিজ্ঞানবাদীর মতে বাসনা কি ? আলয়বিজ্ঞানের সন্তান বা প্রবাহের মধ্যবর্ত্তী বিজ্ঞানগুলির মধ্যে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বা বিষয়ের জ্ঞান উৎপাদন করিবার যে শক্তি রহিয়াছে, তাহাকেই বাসনা বলা হয়। সেই শক্তি বা বাসনা যখন বিষয়বিজ্ঞানরূপ কার্য্য উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়, সেই অবস্থাকেই বাসনার পরিপাকের অবস্থা বলা হয়। যে বিজ্ঞান এইভাবে কার্য্যোন্মুখ হয়, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিক্ষণের বিজ্ঞানকেই তাহার পরিপাকের কারণ বলিতে হয়, কারণ বিজ্ঞানবাদীর মতে বিজ্ঞান প্রবাহ ভিন্ন আর কোন কিছুরই সত্তা নাই। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের উৎপাদক আলয়বিজ্ঞানবর্ত্তী বাসনার পরিপাকের কারণ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞান ; সেই বিজ্ঞানের ক্রিয়াশীল হওয়ার কারণ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞান,—এইভাবে পরম্পরাক্রমে, কোন একটি বাসনার পরিপাকের জন্য আলয়বিজ্ঞানের সবগুলি ক্ষণেরই সামর্থ্য স্বীকার করিতে হয় ; আর সামর্থ্য থাকিলে ক্রিয়া চলিতে থাকিবে। আর যদি তাহা স্বীকার না করা হয়, তবে বাসনার পরিপাকের জন্য কোন বিজ্ঞানকেই সমর্থ বলা যায় না, কারণ আলয়বিজ্ঞানবর্ত্তী বিজ্ঞানগুলির সংটিই একপ্রকার। এইভাবে আলয়বিজ্ঞানবর্ত্তী সবগুলি বাসনাই যদি একসঙ্গে কার্য্যোৎপাদনে সমর্থ হয়, তবে কালক্ষেপ না করিয়া বিষয়জ্ঞান উৎপন্ন হইতেই থাকিবে, কারণ সামর্থ্য থাকিলেই কার্য্যোৎপত্তি হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়ের জ্ঞান কদাচিৎ অর্থাৎ কখনও কখনও হয়, সর্বদা হয় না। সুতরাং আলয়বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বাহ্যবিষয়কে বিষয়জ্ঞানের হেতু বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। সেইজন্য স্বচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও সুখাদি বিষয়ের জ্ঞানের উৎপত্তি যে আলম্বন, সমনন্তর অধিপতিরূপ ও সহকারী, —এই চারিপ্রকার প্রত্যয়ের উপস্থিতিতেই সম্ভব হয়, ইহা নিঃসন্দেহেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন ; ইহা তাঁহাদের আপন অনুভবসিদ্ধ সত্য।

যে চারিটি প্রত্যয়ের কথা বলা হইল, (যাহাদের উপস্থিতিতে বিষয়জ্ঞান সম্ভব হয়), তাহারা যথাক্রমে আলম্বন, সমনন্তর, সহকারী ও অধিপতিরূপ। নীলাদি বিষয়ের অবভাস বা প্রকাশরূপ যে জ্ঞান, যাহা চিত্তেরই বিশেষ অবস্থা, তাহাতে নীলাদি আলম্বন বা বিষয় হইতেই চিত্ত বা জ্ঞান নীলাদির আকার লাভ করে। পূর্ব্বক্ষণের যে জ্ঞান হইতে পরবর্ত্তীক্ষণের জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় বা আকার গ্রহণের শক্তি লাভ করে, তাহাই সমনন্তর-প্রত্যয়। আলোক প্রভৃতি যে সকল সহকারী হেতু হইতে প্রকাশ বা জ্ঞান স্পষ্টতা লাভ করে, তাহাই সহকারী প্রত্যয়।

চক্ষু প্রভৃতি যে ইন্দ্রিয় প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের গ্রহণে আধিপত্য করে, তাহাই অধিপতিরূপ প্রত্যয়।

[সাকার চিত্তই জ্ঞানপদ বাচ্য। পূর্ব্বক্ষণের জ্ঞানের আকার গ্রহণে সমর্থ উত্তরক্ষণের জ্ঞান তাহার সদৃশ বা সমানাকার হয়। এই জ্ঞান প্রবাহ অনাদি। জ্ঞান দুই প্রকার, আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। আলয়বিজ্ঞান অহমাকার বিজ্ঞান। ইহাতে কেবলমাত্র পূর্ব্বক্ষণের জ্ঞানই কারণ। পূর্ব্বক্ষণের জ্ঞানের আকারমাত্রই পরবর্ত্তীক্ষণের জ্ঞানে গৃহীত হয়। সেইজন্য এই আলয়বিজ্ঞান একরূপ, অনাদি ও সর্ব্বদাই আছে। 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ জ্ঞান কাদাচিক, অর্থাৎ কখনও কখনও হয়, সর্ব্বদা হয় না। এইরূপ জ্ঞান আলয়বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাতেও অহমাকার থাকে। কিন্তু উহাতে যে অতিরিক্ত ইদমাকার বর্ত্তমান থাকে, তাহার জন্যই কারণান্তরের অপেক্ষা রহিয়াছে।]

(রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—এই বিষয়গুলিসম্বন্ধীয় জ্ঞানে এই বিষয়-গুলির গ্রাহক ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানের আকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলিই তাহাদের বিষয়ের জ্ঞানে অধিপতি।) কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয় সর্ব্বত্র সংবদ্ধ বলিয়া ইহা সকল বিষয়েই নিয়ামক এবং সেইজন্য উৎপন্নজ্ঞানে অধিপতি। নিয়ামক বা নিয়ন্ত্রণকারীই সর্ব্বত্র অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হন। (বাহ্যঘটাদির মতন, আন্তর অবস্থা সুখদুঃখাদিকেও সৌত্রান্তিক জ্ঞান হইতে ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করেন। সুখের অনুভব কালে, তাঁহাদের মতে জ্ঞান সুখের আকারসদৃশ আকার গ্রহণ করে। সেইজন্য—) চিত্তের ধর্ম বা অবস্থা এবং চিত্তের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অবস্থা সুখদুঃখাদি বিষয়ের অনুভবেও উপর্যুক্ত চারিটি কারণ স্বীকার করিতে হয়।

চিত্ত এবং তাহার বিভিন্ন অবস্থারূপ যে স্কন্ধ বা তত্ত্ব তাহা পাঁচপ্রকার, যথা,—রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার। [ভূত ভিন্ন অপর অমূর্ত্ত তত্ত্বগুলিকে স্কন্ধ বলা হয়। বিজ্ঞান স্কন্ধই চিত্ত; অন্য স্কন্ধগুলিকে চৈত্ত বলা হয়। বিজ্ঞান দুই প্রকার, আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। অহমাকার বিজ্ঞান আলয়-বিজ্ঞান। তাহার প্রবাহকেই আত্মা বলা হয়। ইদমাকার বিজ্ঞান প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। বিষয়াকারে পরিণত প্রবৃত্তিবিজ্ঞান রূপস্কন্ধ।] এইগুলির দ্বারা রূপায়িত বা প্রকাশিত হয়, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে, অথবা এইরূপে (অর্থাৎ বিষয়রূপে) রূপায়িত বা প্রকাশিত হয়, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে বিষয়বিজ্ঞানযুক্ত ইন্দ্রিয়কে রূপস্কন্ধ বলা হয়। [ইন্দ্রিয় চৈত্ত পদার্থ, ভৌতিক নহে।] আলয়বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের প্রবাহ-ই বিজ্ঞানস্কন্ধ। বিজ্ঞানস্কন্ধ ও রূপস্কন্ধের সম্বন্ধ হইতে

উৎপন্ন যে সুখদুঃখাদি অনুভূতির প্রবাহ,—তাহাই বেদনা স্কন্ধ। (সুখদুঃখ চিত্তের পরিণাম।) গো, অশ্ব ইত্যাদি নামের দ্বারা যুক্ত যে জ্ঞান প্রবাহ, – তাহাই সংজ্ঞাস্কন্ধ। বেদনাস্কন্ধ, অর্থাৎ সুখদুঃখের অনুভূতির প্রবাহ হইতে উৎপন্ন যে রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি ক্লেশ, মদ, অভিমান, ধর্ম, অধর্মরূপ সংস্কার—উহাই সংস্কারস্কন্ধ।

পার্থিব সকল বস্তুই দুঃখময়, দুঃখের আলয় ও দুঃখের কারণ—এইরূপ ভাবনা করিয়া দুঃখনিরোধের উপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। সেইজন্য বলা হইয়াছে, দুঃখ, দুঃখের সমুদায় বা কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়,—এই চারিটি বুদ্ধের অভিমত আর্য্যসত্য। দুঃখের অর্থ সকলেরই জানা আছে। দুঃখের কারণকে সমুদায় বলা হয়। দুঃখের কারণ দুই প্রকার—প্রত্যয়োপনিবন্ধন অর্থাৎ প্রত্যয়ঘটিত ও হেতুপনিবন্ধন বা হেতুঘটিত।

প্রত্যয়োপনিবন্ধন কারণের সূত্র,—"এই কার্য এই কারণ সমবায়ের ফল বা পরিণতি"। এই কার্য্য (মুলকারণভিন্ন) অন্য যে হেতুগুলির সাপেক্ষত্বে উৎপন্ন হয়, সেই সমবেত বা মিলিত হেতুগুলির ভাবকেই বলে প্রত্যয়ত্ব। এই কারণগুলির সমবেতত্বের ফল বা পরিণামই কার্য্য। ইহা কোন চেতন কর্ত্তার কর্ম্ম নহে। (সুতরাং কারণের সমবায়েই কার্য্যোৎপত্তি, কোন চেতন কর্ত্তার স্বীকার নিরর্থক।) দৃষ্টান্তস্বরূপ, বীজ হইতে যে অংকুর উৎপন্ন হয়, তাহা (বীজভিন্ন) ছয়টি ধাতুর সমবায়ে উৎপন্ন হয়। পৃথিবী ধাতু হইতে অংকুরের কাঠিন্য এবং গন্ধ, অপ ধাতু হইতে স্নেহ এবং রস, তেজধাতু হইতে রূপ এবং উষ্ণতা, বায়ুধাতু হইতে স্পর্শগুণ এবং চলন ধর্ম, আকাশ ধাতু হইতে আভ্যন্তর শূন্যতা বা অবকাশ এবং শব্দগুণ, ঋতুধাতু হইতে যথাযোগ্য বা যথাধর্ম্মবিশিষ্ট পৃথিবী প্রভৃতি, যাহা কার্য্যকে বিশেষ রূপ দান করে। এই কারণসমুহ-ই প্রত্যয়োপনিবন্ধন কারণ।

হেতুপনিবন্ধনকারণত্বের সূত্র বা অর্থ এইরূপ,—ইহা থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়, ইহা না থাকিলে কার্য্য হয় না,—এইভাবে অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা যে কার্য্যকারণতা বা কার্য্যকারণধর্ম স্থাপিত হয়, তাহার ভাবকে বলে ধর্মতা; এই ধর্মতা, তাহার স্থিতি ও নিয়ামকতা, এবং প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুলোমতা—ইহাই হেতুপনিবন্ধন সমুদায় বা কারণের অর্থ। বৌদ্ধদের মতে কার্য্যকারণরূপে অবস্থিত ধর্মসমুহের যে কার্য্যকারণভাব ইহাই তাহাদের ধর্মতা বা প্রকৃতি; এই প্রকৃতি যে নিয়মে অবস্থিত, যথা, একটি থাকিলে আর একটি উৎপন্ন হয়, না থাকিলে উৎপন্ন হয় না। ইহাই তাহাদের স্থিতির স্বরূপ বা ধর্মস্থিতিতা; যাহা

থাকিলে আর একটি ধর্ম্ম থাকে, না থাকিলে উহা থাকে না, তাহাই পরবর্ত্তী ভাবের কারণ—এইভাবেই কার্য্যকারণসম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে। স্থিতির ভাব স্থিতিতা। কার্য্য কারণকে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করে—ইহাই নিয়ামকতা। 'চেতনকর্ত্তা ভিন্ন কার্য্যকারণভাব সম্ভব হয় না,' (অর্থাৎ সকল কার্য্যই সকর্ত্তৃক)—এই মতবাদের উত্তরে বলা হইতেছে যে, প্রতীত্যসমুৎপাদ নিয়মানুসারেই তাহা সম্ভব, চেতনকর্ত্তার স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। কারণ উপস্থিত থাকিলে তাহাকে অনুসরণ করিয়া কার্য্য উৎপন্ন হইবে—এই অনুলোমতা বা অনুসারিতা,—ইহাই ধর্মতা। ইহা ধর্মগুলির উৎপাদ ও অনুৎপাদ (কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হইবে, না থাকিলে হইবে না) নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত। এখানে কোন চেতনকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না।—ইহাই হেতুপনিবন্ধন কারণত্বের অর্থ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বীজ হইতে অংকুর, অংকুর হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে নাল, নাল হইতে গর্ভ, তাহা হইতে শূক, তাহা হইতে ফুল, তাহা হইতে ফল, এইভাবে হেতুর নিশ্চয় হয়। বাহ্য বস্তুসমূহের হেতুত্বে কারণ বীজ প্রভৃতির মধ্যে "আমি অংকুর উৎপাদন করিতেছি" বা অংকুরাদির মধ্যে "আমি বীজের দ্বারা উৎপন্ন হই-লাম"—এইরূপ কোন চেতনা দেখা যায় না। সুতরাং চেতনের কর্ত্তৃত্বে কোন প্রমাণ নাই। আন্তর ভাবসমূহের ক্ষেত্রেও এইরূপ হেতুত্ব দেখা যায়। [এইরূপ মতবাদের দ্বারা বৌদ্ধ নৈয়ায়িক মতবাদ অস্বীকার করেন। কার্য্যকারণ প্রবাহে কোন চেতন কর্ত্তৃত্ব নাই। সুতরাং ঘটপটাদির অস্তিত্ব হইতে তাহাদের সকর্ত্তৃকত্ব,—এইভাবে নৈয়ায়িক যে ঈশ্বরাস্তিত্ব সাধক প্রমাণ উপস্থাপিত করেন, বৌদ্ধমতে তাহা নিরর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক। আধ্যাত্মিক প্রবাহে, অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ভব, জাতি, জরামরণ—দ্বাদশ নিদানের দ্বারাই বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ নিয়মের ব্যাখ্যা করেন।] এ-বিষয়ে যে বিরাট আলোচনা রহিয়াছে, তাহার দিগ্‌দর্শনমাত্রই করা হইল।

দুঃখ এবং দুঃখের কারণ—এই উভয়টির নিরোধ হইলে তাহার পর বিমল জ্ঞানোদয় বা মুক্তিলাভ হয়। দুঃখনিরোধের উপায়ই মার্গ বা দুঃখনিরোধমার্গ। উহাই তত্ত্বজ্ঞান। ইহাই প্রাচীন তত্ত্ব ভাবনার দ্বারা পাওয়া যায় বলিয়া পরমরহস্য। (শূন্যবাদী সর্ব্ববস্তু অস্বীকার করেন, বিজ্ঞানবাদী বিজ্ঞানমাত্রের সত্যতা স্বীকার করেন। অন্যেরা বাহ্য ও আন্তর বস্তু

স্বীকার করেন। অতএব সূত্রের প্রকৃত অন্ত বা রহস্য কি ?) সূত্রের অন্ত বা পরম রহস্য কি ? —এরূপ প্রশ্ন যাঁহারা করিতেন, ভগবান বুদ্ধ তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, 'তোমরা সূত্রের অন্ত কি—এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ, সুতরাং তোমরা সৌত্রান্তিক নামে খ্যাত হইবে'।

কিছু বৌদ্ধ গন্ধস্পর্শ প্রভৃতি বাহ্যবস্তু ও রূপবিজ্ঞান প্রভৃতি চৈত্তবস্তু থাকা সত্ত্বেও ঐগুলিকে অস্বীকার করিতে যত্নবান্ হইয়া সর্ব্বংশূন্যম্—এইরূপ মত প্রচার করেন। ইঁহাদিগকে বুদ্ধ প্রাথমিক শিষ্য বলিয়াছেন। যাঁহারা কেবল-মাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বিজ্ঞানের অস্বীকারে জগৎ অপ্রকাশময় হইবে বলিয়া একমাত্র বিজ্ঞানকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর শিষ্য। তৃতীয় শ্রেণী, বাহ্য ও আন্তর সকল বস্তুরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও বিজ্ঞেয় বস্তুমাত্রকেই অনুমেয় বলেন। এইগুলিকে যাঁহারা বিরুদ্ধ উক্তি (অর্থাৎ বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষার বিরোধী) বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহারা বৈভাষিক। তাঁহাদের বক্তব্য এইরূপ,—জ্ঞেয় পদার্থমাত্রই যদি অনুমেয় হয়, কোন বস্তুরই যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না তাহা হইলে, ব্যাপ্তিজ্ঞানের নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যয়ের কোন আধারই পাওয়া যায় না। [যেখানে ধূম সেখানে অগ্নি—এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধে তখনই নিশ্চিত হইতে পারি, যখন ধূম ও বহ্নির মহানস প্রভৃতিতে সহাবস্থান প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিতে পারি। কিন্তু যদি জ্ঞানই প্রত্যক্ষ না হয়, তবে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারি না। সৌত্রান্তিক বলেন জ্ঞেয় বিষয় অনুমানগম্য। অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তিজ্ঞান। প্রত্যক্ষ ভিন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞানের আশ্রয় থাকিতে পারে না। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞানই সম্ভব হয় না।] সুতরাং অনুমানও সম্ভব হয় না। অধিকন্তু জ্ঞেয় বিষয় যে প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিতে পারা যায়, তাহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। বাহ্যার্থানুমেয়বাদী এই সর্ব্বজনস্বীকৃত অনুভবকে অস্বীকার করেন কিভাবে ?

জ্ঞেয় বিষয় দুইপ্রকার, যথা,—গ্রাহ্য বা নির্বিকল্পক ও অধ্যবসেয় বা সবিকল্পক। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগমাত্রেই যে কিঞ্চিৎ বস্তুগ্রহণ হয়, যাহাতে নাম, জাতি প্রভৃতি কল্পনা সংযুক্ত হয় নাই—তাহা নির্বিকল্পক জ্ঞান,—এবং এই জ্ঞানই প্রামাণ্য জ্ঞান। নাম, জাতি প্রভৃতি কল্পনা সংযুক্ত হইয়া ইহা এইরূপ, এই ঘট শ্যামবর্ণ, এই দেবদত্ত ব্রাহ্মণ—ইত্যাদি রূপ যে জ্ঞান হয়, তাহা সবিকল্পক জ্ঞান ;—এই জ্ঞান অপ্রামাণ্য। বলা হইয়াছে,

কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষং নির্বিকল্পকম্‌।
বিকল্পো বস্তুনির্ভাসাদসবাদাদুপপ্লবঃ ॥
গ্রাহ্যং বস্তু প্রমাণং হি গ্রহণং যদিতোঽন্যথা।
ন তদ্বস্তু নতন্মানং শব্দলিঙ্গেন্দ্রিয়াদিজম্‌ ॥

সমস্ত (নামরূপাদি) কল্পনা হইতে মুক্ত যে প্রত্যক্ষজ্ঞান, তাহা নির্বিকল্পক এবং তাহাই অভ্রান্ত (প্রামাণ্য) জ্ঞান; সবিকল্পকজ্ঞান, যাহাতে বস্তু এইরূপে বা ঐরূপে প্রতীত হয়, এবং কল্পিত বলিয়া বস্তু যে জ্ঞানে ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্নরূপে প্রতীত হয়, তাহা ভ্রান্তজ্ঞান। (কল্পিত অবস্থায় আমাদের নিকট ইহা এইরূপ, অন্যের নিকট অন্যরূপ; ঘটাদি বস্তু কাহারও দৃষ্টিতে গোলাকার, কাহারও নিকট কিঞ্চিৎ অন্যরূপ, কাহারও নিকট বড়, কাহারও নিকট ছোট—এইরূপ ভিন্নভাবে প্রতীত হয়।)

এইরূপ বিকল্পরহিত বস্তুমাত্ররূপে গৃহীত বস্তুই প্রমাণ বা নিশ্চিতজ্ঞানের বিষয়। ইহা হইতে পৃথকরূপে সবিকল্পক বস্তুজ্ঞানে বিষয় যথাযথ বস্তুও নহে, এবং তাহার জ্ঞানও প্রামাণ্য নহে। এইরূপ জ্ঞান শব্দজ, লিঙ্গজ এবং ইন্দ্রিয়জ। (শব্দ বা অপরের উক্তি হইতে কল্পিত জ্ঞান শব্দ জ্ঞান; লিঙ্গজ জ্ঞান অনুমিতিজন্য জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ, ঘটপটাদি জ্ঞান,—ইহা স্থূল, ইহা শ্যাম, ইহা ঘট অর্থাৎ ঘটত্ব জাতিবিশিষ্ট—এইরূপ জ্ঞান। 'আদি' শব্দের দ্বারা উপমান প্রভৃতিকেও বুঝাইতেছে।) [নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বস্তুতন্ত্র, ইহাতে পুরুষবুদ্ধি প্রসূত কল্পনাগুলি সংযুক্ত হয় নাই। ইহা নির্বিশেষ ও ক্ষণিক। সবিকল্প জ্ঞান পুরুষতন্ত্র, পুরুষবুদ্ধি-প্রসূত জাতি, গুণ, নাম, দ্রব্য প্রভৃতি কল্পনা ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে। কল্পনা-রহিত বলিয়াই নির্বিকল্পক জ্ঞান যথার্থ এবং প্রামাণ্য, কল্পনাসংযুক্ত বলিয়া সবিকল্পক জ্ঞান অপ্রামাণ্য।]

এখানে আপত্তি হইবে, যদি সবিকল্পক জ্ঞান মিথ্যা হয়, তবে এইরূপ জ্ঞান হইতে যে প্রবৃত্তি হয়, তাহা সফল হয় কিভাবে? রজত জ্ঞান সবিকল্পক; কিন্তু ইহাকে রজত জানিয়া পাওয়ার চেষ্টা করিলে রজতপ্রাপ্তিইত ঘটে! আবার সত্য রজত প্রভৃতি দৃষ্টান্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞানওত একরূপই হয়! উত্তরে বলা যায়, ভ্রমজ্ঞানেও এইরূপ প্রবৃত্তি সফল হয়। মণিপ্রভাকে মণি মনে করিয়া অগ্রসর হইলে জ্ঞানের পরম্পরাক্রমে মণিই পাওয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া মণি-

প্রভা মণি হইয়া যায় না। এ-বিষয়ে সৌত্রান্তিকের তত্ত্ব আলোচনায় বলা হইয়াছে।

আবার শিষ্যদের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে উপদেশের ভেদ হইলেও উহা যে সম্প্রদায়ানুযায়ী উপদেশ বা শিক্ষা নহে, তাহাও বলা যায় না। বোধিচিত্ত-বিবরণে বলা হইয়াছে।

দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ।।
গম্ভীরোত্তানভেদেন ক্বচিচ্চোভয়লক্ষণা।
ভিন্নাহি দেশনাভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা।।

প্রাণিগণের অভিপ্রায় এবং বুদ্ধি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে উপদিষ্ট হয় বলিয়া লোকগুরুদের উপদেশ বহু বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। উহা কখনও গম্ভীর বা গূঢ়ার্থবোধক, কখনও উত্তান বা স্পষ্টার্থবোধক, কখনও উভয়রূপ; এইভাবে উপদেশের প্রকারভেদ থাকিলেও শূন্যতারূপ অদ্বয়তত্ত্ব এক এবং অভিন্ন।
দ্বাদশ আয়তনের পূজা শ্রেয়স্কর, বৌদ্ধমতে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।—

অর্থানুপার্জ্জ্যবহুশঃ দ্বাদশায়তনানি বৈ।
পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ।।
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
মনোবুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈঃ।।

বহুধন উপার্জন করিয়া দ্বাদশায়তনের পূজা করিবে। অন্য কোন পূজার কোন প্রয়োজন নাই। পণ্ডিতেরা বলেন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—ইহাই দ্বাদশ আয়তন।

বিবেকবিলাসে বৌদ্ধমতের এইরূপ সমাহার করিয়াছেন,—

বৌদ্ধানাং সুগতো দেবো বিশ্বং চ ক্ষণভঙ্গুরম্।
আর্য্যসত্যাখ্যয়া তত্ত্বচতুষ্টয়মিদং ক্রমাৎ।।
দুঃখমায়তনং চৈব ততঃ সমুদয়ো মতঃ।
মার্গশ্চেত্যস্য চ ব্যাখ্যা ক্রমেণ শ্রূয়তামতঃ।।

বৌদ্ধদের দেবতা সুগত; বিশ্ব তাঁহাদের মতে ক্ষণভঙ্গুর; আর্য্যসত্য বলিয়া খ্যাত চারিটি তত্ত্ব এইরূপ,—দুঃখ, দুঃখের স্থান বা আয়তন, দুঃখসমুদয় ও মার্গ। ইহাদের ব্যাখ্যা ক্রমশঃ দেওয়া যাইতেছে।

দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দাদ্যা বিষয়াঃ পঞ্চ মানসম্।
ধর্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি তু॥
রাগাদীনাং গণো যস্মাৎ সমুদেতি নৃণাং হৃদি।
আত্মাত্মীয়স্বভাবাখ্যঃ স স্যাৎ সমুদয়ঃ পুনঃ ॥

বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও রূপ—এই পঞ্চ স্কন্ধ সংসারীর দুঃখ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, শব্দাদি পাঁচটি বিষয়, মন ও ধর্মায়তন বুদ্ধি—এই দ্বাদশ আয়তন। আত্মার যে স্বভাব হইতে বিষয়ে রাগ প্রভৃতি ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাই সমুদয়।

ক্ষণিকাঃ সর্বসংস্কারা ইতি যা বাসনা স্থিরা।
স মার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স চ মোক্ষোঽভিধীয়তে ॥
প্রত্যক্ষমনুমানং চ প্রমাণ দ্বিতয়ং তথা।
চতুষ্প্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ ॥

সকল সংস্কার বা উৎপাদ্য বস্তু ক্ষণিক—এইরূপ স্থির বিবেচনা, ইহাই মার্গ। ইহাকেই মোক্ষ বলা হয়।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুইটি প্রমাণ, এবং বৈভাষিক প্রভৃতি বৌদ্ধদের চারিটি প্রস্থান বা সম্প্রদায়।

অর্থো জ্ঞানান্বিতো বৈভাষিকেণ বহু মন্যতে।
সৌত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষগ্রাহ্যোঽর্থো ন বহির্মতঃ ॥
আকারসহিতা বুদ্ধির্যোগাচারস্য সম্মতা।
কেবলাং সংবিদং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ।

বৈভাষিকেরা জ্ঞানের সহিত যুক্ত বিষয় স্বীকার করেন। সৌত্রান্তিকের মতে বাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রাহ্য নহে।

যোগাচারমতে বুদ্ধিই বাহ্য বিষয়ের আকারযুক্ত। মাধ্যমিক মতে কেবলমাত্র জ্ঞানই স্বস্থানে স্থিত।

রাগাদিজ্ঞানসন্তানবাসনোচ্ছেদসম্ভবা।
চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতা ॥

রাগাদি জ্ঞানপ্রবাহরূপ যে বাসনা, তাহার উচ্ছেদেই মুক্তি--ইহা চারিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই অভিমত।

কৃত্তিঃ কমণ্ডলুর্মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্নভোজনম্।
সংঘো রক্তাম্বরত্বং চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ ॥

চর্ম, কমণ্ডলু, মস্তক মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্নে একবার ভোজন, সংঘ, রক্তাম্বর ধারণ—বৌদ্ধভিক্ষু এইগুলিকে অবলম্বন করেন।

ইতি সায়ণমাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন।

———

আর্হত (জৈন) দর্শন

বিবসন জৈনগণ মুক্ত কচ্ছ বৌদ্ধদের মত গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বস্তুর স্থায়িত্ব স্বীকার করিয়া ক্ষণিকত্ববাদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন। যদি স্থায়ী আত্মা স্বীকার করা না হয়, তবে ঐহিক ও পারলৌকিক ফল লাভের জন্য প্রাণিমাত্রেরই যে চেষ্টা, তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যাইবে।

(ক্ষণিকবাদে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণের আমি এবং পরবর্ত্তীকালের আমি ভিন্ন ; সুতরাং কর্ম্মের কর্ত্তা এবং ফলভোক্তা এক নহেন। কিন্তু) একজন কর্ম্ম করিবে, এবং আর একজন তাহার ফলভোগ করিবে,—ইহা সম্ভব নহে। যে আমি পূর্ব্বে কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সেই আমি বর্ত্তমানকালে ফলভোগ করিতেছি,—এইভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীকালে, অর্থাৎ কর্মসম্পাদনকালে ও ফলভোগকালে অবস্থিত আমার স্থায়িত্বের স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব ও উত্তর কাল বিভক্ত হওয়াতে তাহার লক্ষণযুক্ত বস্তুসত্তাও সেই সেই কালে বিভক্ত ও ভিন্ন ও সেইহেতু ক্ষণিক,—ক্ষণিকত্ববাদীর এই সিদ্ধান্ত আর্হত জৈনগণ স্বীকার করেন না।

বৌদ্ধের উত্তর —

'প্রমাণবত্ত্বাদায়াত: প্রবাহঃ কেন বার্য্যতে' ?

ক্ষণিক অবস্থাগুলির প্রবাহ বা সন্তান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হওয়াতে নিবারণ করা সম্ভব নহে। 'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং' ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা ক্ষণিকবাদ সমর্থিত ;—তদনুসারে, সন্তান বা প্রবাহমধ্যবর্ত্তী প্রত্যয়গুলির মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যয় কর্মকর্ত্তা. পরবর্ত্তী প্রত্যয় ফলভোক্তা, ইহাও যুক্তিসিদ্ধ। (কিন্তু ইহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হইতে পারে। ধরা যাক্‌, দেব দত্ত একজন ব্যক্তি ও যজ্ঞ দত্ত আর একজন ব্যক্তি। এখন বৌদ্ধমতে দেব দত্ত একটি প্রবাহ বা ক্ষণ-সন্তান ; যজ্ঞ দত্ত ও আর একটি প্রবাহ বা ক্ষণ-সন্তান। এখন যদি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যয় কর্ত্তা পরবর্ত্তী প্রত্যয় ফলভোক্তা হয়, তবে দেব দত্ত প্রবাহমধ্যবর্ত্তী কর্মকর্ত্তা হইলে, যজ্ঞ দত্ত প্রবাহমধ্যবর্ত্তী ফলভোক্তা হইতে বাধা নাই। ফলে একজন কর্ত্তা ও অপরজন ফলভোক্তা হইতে পারে,—এইভাবে অতিপ্রসঙ্গ দোষ হয়। ইহার উত্তরে বৌদ্ধ

বলিবেন,—) এখানে অতি প্রসঙ্গ দোষের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী প্রত্যয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ামকতা রহিয়াছে। একটি প্রবাহের মধ্যে যে ক্ষণগুলি রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কারণ কার্য্য ভাবরূপ নিয়ম রহিয়াছে। এই নিয়মের দ্বারা একটি প্রবাহ মধ্যবর্ত্তী প্রত্যয়গুলি নিয়ন্ত্রিত। সেইজন্য দেব দত্ত প্রবাহের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যয়গুলির মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী প্রত্যয়ের মধ্যেই কারণ কার্য্য সম্বন্ধ থাকিতে পারে। একটি প্রবাহের মধ্যে কারণ, অপর প্রবাহের মধ্যে কার্য্য – এইরূপ হয় না। দেব দত্তের প্রবাহের মধ্যেই কর্ত্তা ও ফলভোক্তা রহিয়াছে। কর্ত্তা দেব দত্ত প্রবাহমধ্যবর্ত্তী ও ফলভোক্তা যজ্ঞ দত্ত প্রবাহ-মধ্যবর্ত্তী এইরূপ হয় না, কারণ দেব দত্ত প্রবাহ ও যজ্ঞ দত্ত প্রবাহের মধ্যে কারণ কার্য্য ভাবের নিয়ামকতা নাই। অতএব অতিপ্রসঙ্গ হইল না। হলের দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজবপন করিলে, সেই বীজ হইতে অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখা, পল্লব, এইরূপ পরম্পরাক্রমে ফল উৎপন্ন হয়। সেই বীজ মধুররসে উত্তমরূপে সিক্ত করিয়া রোপণ করিলে, তাহা হইতে পরম্পরাক্রমে মধুর ফল লাভ হয়। লাক্ষারসের দ্বারা সিক্ত করিয়া কার্পাস বীজ রোপণ করিলে তাহা হইতেও পরম্পরাক্রমে রক্তবর্ণ ফল লাভ লয়। সেইজন্য বলা হইয়াছে,

> যস্মিন্নেব হি সন্তানে আহিতা কর্মবাসনা।
> ফলং তত্রৈব বধ্নাতি কার্পাসেরক্ততা যথা ।।
> কুসুমে বীজপুরাদের্যল্লাক্ষাদ্যবসিচ্যতে।
> শক্তিরাধীয়তে তত্র কাচিত্তাং কিং ন পশ্যসি ।।

যে প্রবাহের মধ্যে কর্মবাসনার আধান হয়, সেই প্রবাহের মধ্যেই পরম্পরাক্রমে তাহার ফল উৎপন্ন হয়, যেমন কার্পাসে রক্ততা ; অর্থাৎ কার্পাসের বীজ লাল হইলে তাহা হইতে উৎপন্ন ফলেই রক্তিমা আসিবে ,অন্য কোন কিছুতে নহে। বীজপুর বা লেবুর ফুলে লাক্ষারস সেচন করিলে উহাতে যে বিশেষ প্রকার শক্তি বা ফলের আধান হয়, তাহা সকলেই দেখিতে পায়।

বৌদ্ধের এইরূপ যুক্তিকে জৈন শুষ্ককাশগুচ্ছ অবলম্বনের মতই দুর্ব্বল বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা এখানে দুইটি বিকল্পের অবতারণা করেন। জলধর প্রভৃতির দৃষ্টান্তে যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং, এই যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, বৌদ্ধ কি এই যুক্তির সাহায্যেই বস্তুর ক্ষণিকত্ব প্রমাণ করেন, না অন্য কোন প্রমাণের

(প্রত্যক্ষ শব্দ প্রভৃতি) সাহায্যে উহা প্রমাণ করেন? প্রথম বিকল্পে কোন দৃষ্টান্তের দ্বারাই ক্ষণিকত্ব সমর্থিত না হওয়াতে অনুমান অসিদ্ধ। (এখানে দৃষ্টান্তের অসিদ্ধি ঘটিয়াছে। ক্ষণ বলিতে ন্যূনতম কালাংশই বুঝায়। যদি নিমেষ পতন কালকে এইরূপ ন্যূনতম কালাংশ বলিয়া ধরা যায়, তবে তাহার মধ্যেও উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ লক্ষণ যুক্ত অন্তত তিনটি ক্ষণ আছে মানিতে হয়, উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অংশ কোন উপলব্ধিতে আসে না। কিন্তু বৌদ্ধ ক্ষণ বলিতে নিমেষকাল হইতেও ক্ষুদ্রতর কালাংশকে বুঝিয়া থাকেন। জলধর প্রভৃতি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সন্দেহ নাই, কিন্তু নিমেষ হইতে ক্ষুদ্রতর, অর্থাৎ বৌদ্ধের অভিমত ক্ষণমাত্রেই যে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে, ইহা কোথাও উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং বৌদ্ধের স্বীকৃত অনুমানে দৃষ্টান্তের অসিদ্ধি রহিয়াছে।) দ্বিতীয় বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নহে। যদি অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ বলা হয়, তবে 'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং' এই যে অনুমান দেওয়া হইয়াছে, তাহা বিফল হইয়া গেল। (যদি বল ঘটপটাদির মত প্রত্যক্ষের দ্বারাই ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয়, অথবা বুদ্ধের উপদেশরূপ শব্দজ্ঞানের দ্বারা ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ, তবে সত্ত্বানুমানের কোন প্রয়োজনই থাকে না।) আর অর্থক্রিয়াকারিত্বকে যদি সত্তের লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়, তবে মিথ্যা সর্পদংশনকেও অর্থক্রিয়াকারী বলিতে হয়, কারণ মিথ্যাসর্পদংশনেও মৃত্যু ঘটে; অতএব স্বপ্নদৃষ্ট মিথ্যাসর্পও সৎ হইয়া যায়। এইসব আপত্তির জন্য জৈনগণ সতের লক্ষণ নির্ধারণ করিতে যাইয়া, বলেন, উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তংসৎ, অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ ও স্থিতিযুক্ত বস্তুই সৎ।

বৌদ্ধ বলেন, বস্তুর স্থায়িত্ব বা অক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে তাহাতে সামর্থ্য ও অসামর্থ্য রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আরোপিত হয়। কিন্তু তাহা যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া স্থায়িত্ব অসিদ্ধ ও ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু জৈন এই যুক্তিকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করেন না। জৈনরা স্যাদ্‌বাদী। সেইজন্য তাঁহাদের মতে সকল জ্ঞান অনেকান্ত বা আপেক্ষিকভাবে সত্য। কোন বস্তুর প্রতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আরোপও সেইজন্য আপেক্ষিকভাবে সত্য হইতে পারে। [জৈন মতে কোন পরামর্শ বা উক্তি নিরপেক্ষভাবে সত্য নহে, স্থান-কাল সাপেক্ষভাবে সত্য। ইহা বুঝাইবার জন্য জৈনরা প্রত্যেক পরামর্শের পুর্ব্বে 'স্যাৎ' (কোনও রূপে) এই অব্যয়টি যোগ করেন। 'ঘট আছে' — এই উক্তি বর্ত্তমান স্থান কাল সাপেক্ষভাবে সত্য, সার্ব্বদেশিক ও সার্ব্বকালিকভাবে নহে। সেইজন্য 'ঘটোঽস্তি' না বলিয়া 'স্যাদ্‌ঘটোঽস্তি'—এইভাবে বলিতে

হয়। সীমিত দেশ-কাল সাপেক্ষভাবে ঘটের সত্তা আছে, ত্রৈকালিক ও সার্ব্ব-দেশিকভাবে ঘটের সত্তা নাই। এই মতকে স্যাদ্‌বাদ বলা হয়। ইহাকে জ্ঞানের অনেকান্ততাও বলা হয়। একান্ত বা নিশ্চিতভাবে কোন জ্ঞান লাভ হয় না। বিভিন্ন দেশ-কাল সাপেক্ষভাবে যেমন ঘটে অস্তিত্ব নাস্তিত্ব ও রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকা সম্ভব, সেইরূপ কোন বস্তুতে সামর্থ্য ও অসামর্থ্য রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অস্তিত্বও জৈনমতে সম্ভব। সুতরাং বৌদ্ধের উক্ত যুক্তি জৈন গ্রহণ করেন না।]

লাক্ষারসসিক্ত কার্পাসবীজের যে দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ দিয়াছেন, তাহা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত-মাত্র, যুক্তি নহে। কিন্তু কেবলমাত্র দুই একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারাই অনুমান সিদ্ধ হয় না,—উহা যুক্তি নহে। অধিকন্তু এই দৃষ্টান্তেও বৌদ্ধসমর্থিত নিরন্বয় বিনাশের সমর্থন পাওয়া যায় না। [ক্ষণভঙ্গবাদে একটি ক্ষণিক অবস্থা জন্মিয়াই বিনষ্ট হয়, তাহার কোন অন্বয় বা অনুযায়িত্ব, বা ক্রমাবস্থিতি পরবর্ত্তী ক্ষণে থাকিতে পারে না।— ইহা নিরন্বয় বিনাশ। কিন্তু লাক্ষারসসিক্ত কার্পাসবীজ হইতে যে রক্তবর্ণ ফল উৎপন্ন হয়, তাহাতে লাক্ষারসের রক্তবর্ণের অন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কার্পাসবীজের দৃষ্টান্তে বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না। অন্বয় থাকিলে ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয় না। মাটি হইতে যে ঘট উৎপন্ন হয়, তাহাতে মাটির সত্তা থাকিয়াই যায়, ধ্বংস হয় না।]

আবার, বৌদ্ধমতে যে ক্ষণগুলির সন্তান বা প্রবাহের কথা বলা হইয়াছে, সেই ক্ষণিক অবস্থাগুলির সংযোগসাধক কোন সন্তানী স্বীকার না করিলে সন্তান বা প্রবাহের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না। [পুষ্পমাল্যস্থিত পুষ্পগুলির পরস্পর সংযোগ সাধক সূতা রহিয়াছে বলিয়াই মাল্যের অস্তিত্ব সম্ভব হয়, অন্যথা তাহা সম্ভব হইত না। তুমি যে প্রবাহের কথা বলিতেছ, তাহার সাধক সংযোগসূত্র কোথায় ?] সেইজন্যই বলা হইয়াছে,

সজাতীয়াঃ ক্রমোৎপন্নাঃ প্রত্যাসন্নাঃ পরস্পরম্।
ব্যক্তয়স্তাসু সন্তানঃ স চৈক ইতি গীয়তে॥

সমানজাতীয়, ক্রমিকভাবে উৎপন্ন এবং পরস্পরের অব্যবধানে স্থিত ব্যক্তিগুলির মধ্যেই একটি সন্তান বা প্রবাহ হইতে পারে। [এইরূপ একটি প্রবাহের মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলভোক্তার কার্য্যকারণসূত্রে অবস্থিতির কথা ভাবা যায়, অন্যভাবে উহা সম্ভব হয় না।]

আবার কার্য্যকারণ নিয়মের নিয়ামকতা স্বীকার করিলেও পূর্ব্বে যে অতি-প্রসঙ্গ দোষের কথা বলা হইয়াছে, সেই দোষ নিরস্ত হয় না। উপাধ্যায়ের বুদ্ধির যে প্রবাহ, তাহাতে একটি ক্ষণে উপাধ্যায়ের উপদেশ হইতেছে। তাহার পরবর্ত্তি-কালে দুইটি বুদ্ধি উৎপন্ন হইতেছে, একটি উপাধ্যায় বুদ্ধি, আর একটি শিষ্যবুদ্ধি। ক্রমিক ক্ষণগুলির মধ্যে যদি কার্য্যকারণভাব থাকে, তবে উপদেশ দানকালীন উপাধ্যায়বুদ্ধি এবং তৎপরবর্ত্তীক্ষণে উৎপন্ন শিষ্যবুদ্ধির মধ্যেও কারণকার্য্যভাব থাকিবে। অতএব উপদেশ হইবে উপাধ্যায়ের স্মরণ হইবে শিষ্যের ; কর্ম হইবে উপাধ্যায়ের, ফলভোগ হইবে শিষ্যের। অতএব অতি প্রসঙ্গদোষ নিরস্ত হইল না। অধিকন্তু কৃত প্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হইল। উপাধ্যায়ের কর্ম্মের ফল উপাধ্যায় ভোগ করিলেন না,—কৃতপ্রণাশ ; শিষ্য যে কর্ম্ম করেন নাই, তাহার ফল ভোগ করিলেন,—অকৃতাভ্যাগম। সেইজন্য সিদ্ধসেন বাক্যকার বলিয়াছেন,—

কৃতপ্রণাশাকৃতকর্মভোগভবপ্রমোক্ষ স্মৃতি ভঙ্গদোষান্।
উপেক্ষ্য সাক্ষাৎক্ষণভঙ্গমিচ্ছন্নহো মহাসাহসিকঃ পরোঽসৌ॥

(বীতরাগ স্তুতি)

কৃতপ্রণাশদোষ, অকৃতকর্মভোগ দোষ ভবভঙ্গদোষ, প্রমোক্ষভঙ্গদোষ, স্মৃতিভঙ্গ দোষ—এই সবগুলিকে উপেক্ষা করিয়া ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধ পরমসাহসিকতা অর্থাৎ অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দান করিয়াছেন।

[কর্ম্ম একজনের, ফলভোগ অন্যের,—কৃত প্রণাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ। ভবভঙ্গদোষ—পূর্ব্বজন্মকৃত কর্মানুসারে ফলভোগ,—এইভাবে সংসারের প্রবাহ চলিতেছে ; আত্মা ক্ষণিক হইলে যে কর্ম্ম করে, তাহার অস্তিত্ব সেখানেই শেষ হয়, প্রবাহ থাকে না, সুতরাং সংসারভঙ্গ হয়। প্রমোক্ষভঙ্গ—প্রকৃষ্টভাবে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভই মোক্ষ ; কিন্তু বৌদ্ধমতে স্থায়ী আত্মা না থাকাতে মৃত্যুর পরে বন্ধন মুক্তি বা সুখভোগের জন্য কে চেষ্টা করিবে ? আর আত্মা যদি স্থায়ী হয়, তবে ক্ষণিকবাদ থাকিল না। স্মৃতিভঙ্গ—যিনি অনুভব কর্ত্তা, তাঁহার সদ্যঃ বিনাশ ঘটিল, স্মরণ যাঁহার হইবে তিনি অন্য। এতগুলি দোষ যিনি উপেক্ষা করিতে পারেন, তিনি মহাসাহসিক, সন্দেহ নাই।]

আবার ক্ষণিকবাদে যখন জ্ঞান আছে, তখন জ্ঞেয় নাই, যখন জ্ঞেয় আছে, তখন জ্ঞান নাই। জ্ঞান গ্রাহ্য বস্তুকে গ্রহণ করে বলিয়া উহা গ্রাহক। কিন্তু যখন জ্ঞান উৎপন্ন হইল তখন ক্ষণিক বিষয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং গ্রাহ্যগ্রাহক

ভাব সিদ্ধ না হওয়াতে লোকযাত্রাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। বৌদ্ধের আশংকা, যদি জ্ঞান ও জ্ঞেয় সমকালীন হয়, তবে গরুর দক্ষিণ ও বাম শৃঙ্গের মত উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব থাকিবে না; কারণ, কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। আর জ্ঞেয় বিষয় জ্ঞানের কারণ না হইলে জ্ঞানগ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু বৌদ্ধের এই আশংকা অযৌক্তিক। আলম্বন প্রত্যয়ের দ্বারাই তাঁহার মতে জ্ঞান বিষয়ের সদৃশ আকার লাভ করে। এখন, আলম্বন অল্প প্রত্যয় জ্ঞানের সমকালীন বলিয়া বৌদ্ধের যুক্তি অনুসারে অগ্রাহ্য হইয়া পড়িল। এরূপ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ আলম্বনকে জ্ঞানের একটি কারণ বলেন কিরূপে? সুতরাং বৌদ্ধের যুক্তি তাঁহার নিজের অস্ত্রেই খণ্ডিত হয়।

বৌদ্ধ বলিবেন, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভিন্নকালীন হইলেও বিষয়ের জ্ঞানগ্রাহ্য হইতে কোন বাধা নাই। বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও উহা জ্ঞানে তাহার সদৃশ আকার প্রদান করিয়া বিনষ্ট হয়, সুতরাং এই আকার সমর্পণের দ্বারাই উহা জ্ঞানের গ্রাহ্য হয়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, জ্ঞেয় ক্ষণিক—যাহা উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়, তাহার পক্ষে জ্ঞানে আকার সমর্পণের অবকাশই থাকিতে পারে না; (এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বৌদ্ধ মতে ক্ষণিক অবস্থা নির্ব্যাপার। অর্থাৎ, তাহার কোন ব্যাপার থাকিতে পারে না।) আবার জ্ঞান ক্ষণিক হওয়াতে তাহার পক্ষে বিষয়ের আকার গ্রহণ করার মত অবকাশও নাই। পূর্ব্বক্ষণের বিষয় ক্ষণিক; উহা যখন আকার অর্পণ করিবে, তখন আকার গ্রহণকারী জ্ঞান নাই; আবার আকার গ্রহণকারী জ্ঞান পরবর্ত্তী বলিয়া সে যখন আকার গ্রহণ করিবে, তখন আকার দানকারী বিষয় নাই। জ্ঞানও আবার ক্ষণিক বলিয়া সে কখন আকার গ্রহণ করিবে? সে উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়!—সুতরাং বৌদ্ধের যুক্তি দুর্বোধ্য।

(সাকার জ্ঞানবাদ এইভাবে খণ্ডিত হইলে নিরাকার জ্ঞানবাদই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু নিরাকার জ্ঞানবাদে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান কিভাবে সম্ভব হইতে পারে ইহাই প্রশ্ন। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান রূপাকার, রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান রসাকার, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান শব্দাকার, এইভাবে জ্ঞানের আকারভেদ মানিতে হয়। কিন্তু জ্ঞানকে নিরাকার বলিলে সকল জ্ঞানই একরূপ হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে বলা যায়, জ্ঞানের আকারভেদ না মানিলেও) ইন্দ্রিয়গুলির যোগ্যতা দ্বারাই জ্ঞানের প্রকারভেদ সম্ভব হয়। রসনেন্দ্রিয়ের রসজ্ঞান উৎপাদনের যোগ্যতা আছে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রূপজ্ঞান উৎপাদনের বিশেষ যোগ্যতা আছে। এইভাবে যোগ্যতা বলেই নিরাকার জ্ঞানে প্রকারভেদ সম্ভব।

নিরাকার জ্ঞানের অস্তিত্বে প্রত্যক্ষ প্রমাণও রহিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, 'ঘটমহং জানামি,' 'ঘটমহং জানামি' এইভাবে যে ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান অনুভব করেন, সেই জ্ঞান বিষয়ের আকার-রহিত। জ্ঞান এখানে দর্পণের মত বিষয়প্রতিবিম্বগ্রাহী নয়। [জ্ঞানের আকার গ্রহণ দর্পণের প্রতিবিম্ব গ্রহণের সহিত তুলনীয়। দর্পণ বস্তু প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত যুক্তভাবেই দৃষ্ট হয়। জ্ঞানের আপন আন্তর বিষয় বা রূপ জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি। এখন, জ্ঞান যখন বাহ্য বিষয় ঘটপটাদি:কে গ্রহণ করে তখন তবে সাকার জ্ঞানবাদ অনুসারে, জ্ঞানের এই আন্তররূপগুলিও ঐ বিষয়গুলির সহিত যুক্তভাবেই অনুভূত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং জ্ঞান যে বিষয়ের আকার ধারণ করিবেই, একথা বলা যায় না।]

(তবুও সন্দেহ থাকিয়া যায় ; ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন। এরূপ ব্যবহার-স্থলে জ্ঞানের বিষয়াকার গ্রহণ অনুমান করা যাইতে পারে। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য সাকার জ্ঞানবাদে অন্য দোষও প্রদর্শন করিতেছেন।) জ্ঞানের বিষয়াকারধারণ যদি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়, তবে দূর, নিকট ইত্যাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু পর্ব্বত দূরে, দীর্ঘ বাহুটি নিকটে—এইভাবে দূর-নিকটের ব্যবহার জ্ঞানে নিত্য নির্বাধে বর্ত্তমান আছে বলিয়া এই দূর, নিকট ইত্যাদির ব্যবহার প্রমাণের জন্য আবার চেষ্টা বা অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। এরূপ ব্যবহার বৌদ্ধেরও সম্মত। [বাহিরের পর্ব্বত বৃহৎ হইলেও ছোট দর্পণে উহা ছোট আকারেই প্রতিফলিত হয়। অনুরূপভাবে সাকার জ্ঞানবাদ গ্রহণ করিলে বলিতে হয়, বাহিরের পর্ব্বত বৃহৎ হইলেও জ্ঞানময় চিত্তে পরিমাপযোগ্য ছোট আকারেই তাহা ধরা পড়ে। এখন এই ক্ষুদ্র প্রতিফলিত আকারই জ্ঞানে অর্পিত হইয়া জ্ঞানের বিষয় হয়। পর্ব্বতের মহত্ত্ব জ্ঞানের বিষয় হয় না। অনুরূপভাবে দূর, নিকট সকল স্থানের বস্তুই যেমন দর্পণে একস্থানে প্রতিফলিত হয়, জ্ঞানময় চিত্তেও ঐরূপভাবে হয়। সুতরাং বড়, ছোট, দূর, নিকট ইত্যাদি বিশেষণ জ্ঞানের বিষয়ে প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু জ্ঞানের বিষয় দূরে নিকটে, বড়, ছোট —এইভাবেই সর্ব্বদা ব্যবহার হয় ; সুতরাং সাকার জ্ঞানবাদ গ্রহণ করা যায় না।]

বৌদ্ধ বলিতে পারেন, যে পর্ব্বতাদি বিষয় জ্ঞানে আকার সমর্পণ করে, তাহা দূরত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট, সেইজন্য আকার হইতে বিষয়ের দূরত্ব প্রভৃতি গুণ অনুমান করিতে পারা যায়। কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নহে। দর্পণে দূরস্থ বৃহৎ পর্ব্বতের যে

ক্ষুদ্র প্রতিফলন হয়, তাহা হইতে যেমন দুরত্ব প্রভৃতির অনুমান হয় না, সেইরূপ জ্ঞানে ভাসমান আকার হইতে বহিঃস্থ পর্ব্বতাদির দুরত্ব প্রভৃতির উপলব্ধি হয় না।

অধিকন্তু জ্ঞান বিষয়জন্য, এখন জ্ঞান যদি বস্তুর নীলাকার বা নীলত্ব রূপ গুণের আকার গ্রহণ করে, তবে বস্তুর অপর গুণ জড়ত্বের আকারও গ্রহণ করুক। তাহা হইলে জ্ঞান ও জড়াকার বলিয়া বিষয়ের মত জড় বা অপ্রকাশধর্মী হইয়া পড়িবে। জ্ঞান জড় হইলে তাহার স্বয়ং প্রকাশত্ব বা পরপ্রকাশত্ব—কিছুই থাকিবে না। বেশী চাহিতে যাইয়া বৌদ্ধ মুলকেই হারাইয়া ফেলিলেন। এখন, এই দোষ পরিহার করিবার জন্য যদি বৌদ্ধ বলেন, জ্ঞান জড়তাকে গ্রহণ করে না, তবে এক সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া তিনি অন্য সমস্যার সৃষ্টি করিবেন। যদি জ্ঞানের পক্ষে বিষয়ের জড়তারূপ ধর্ম্মের গ্রহণ অস্বীকার করা যায়, তাহাতে দোষ কি? ইহার উত্তরে বলা যায়,—ঘটগ্রাহক জ্ঞান যদি ঘটাকারকে গ্রহণ করে, অথচ তাহার জড়ত্বকে গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ঘট ও জড়ত্ব ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের সম্বন্ধও ব্যভিচারী বা অনিশ্চিত হইয়া পড়িল। প্রকৃত-পক্ষে জড়ত্ব ঘটের স্বরূপেরই অন্তর্ভুক্ত এবং ঘট ও জড়ত্বের মধ্যে অভেদের নিশ্চিত জ্ঞান হয়। কিন্তু জ্ঞান যদি ঘটাকারকে গ্রহণ করে, অথচ জড়ত্বকে গ্রহণ না করে তবে জড়ত্বকে ঘটের স্বরূপ বলা যায় না; জড়ত্ব যদি ঘটের স্বরূপ না হইয়া তাহা হইতে ভিন্ন ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ঘটও জড়ত্বের একত্রাবস্থান ও অনিশ্চিত হইবে, অর্থাৎ তাহাদের অভেদনিশ্চয় হইবে না। আর যদি বল, বিষয় জ্ঞানে গৃহীত হইলে তাহার যে গুণ জ্ঞানে গৃহীত হইল না তাহাও বিষয়ের স্বরূপ হইতে পারে, তবে বলিতে হয় জ্ঞানে স্তম্ভ গৃহীত হইল, ত্রৈলোক্য অর্থাৎ ত্রিভুবনের সব কিছুই তাহার স্বরূপ হইতে পারে। ইহা এক অসম্ভব অবস্থা। এই সমস্ত বিষয়ে প্রভাচন্দ্র প্রভৃতি আর্হতগণের মতানুসারী প্রমেয়কমল মার্ত্তণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থবিস্তারভয়ে এখানে আর অধিক আলোচিত হইল না।

অতএব যাঁহারা পুরুষার্থ লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা বৌদ্ধ মত পরিত্যাগ করিয়া আর্হতগণের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিবেন। আর্হতের স্বরূপ কি,—তাহা হেমচন্দ্রসূরী আপ্তনিশ্চয়ালংকারে নিরূপণ করিয়াছেন,

সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষ স্ত্রৈলোক্য পূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হৎ পরমেশ্বরঃ॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, রাগাদিদোষ জয় করিয়া ত্রৈলোক্য পূজিত হইয়াছেন, ও বস্তুর যথাযথ স্বরূপ অবধারণ করিয়াছেন, সেই মহান্ ব্যক্তিই আর্হত — তিনি পরমেশ্বর।

এখানে আপত্তি হইবে, কোন ব্যক্তিবিশেষ সর্ব্বজ্ঞ পদবাচ্য হইতে পারেন, ইহা প্রমাণিত হয় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি এই পাঁচটি প্রমাণের কোনটির দ্বারাই ব্যক্তি বিশেষের সর্ব্বজ্ঞত্ব সমর্থিত হয় না। তৌতাতিত (কুমারিল ভট্ট) বলিয়াছেন,

সর্ব্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্নেদানী মস্মদাদিভিঃ।
দৃষ্টো ন চৈকদেশোঽস্তি লিঙ্গং বা যোঽনুমাপয়েৎ॥
ন চাসমবিধিঃ কশ্চিৎ নিত্য সর্ব্বজ্ঞ বোধকঃ।
ন চ তত্রার্থবাদানাং তাৎপর্য্যমপি কল্প্যতে॥

আমরা এখন পর্য্যন্ত কোন লিঙ্গের দ্বারাও সর্ব্বজ্ঞপুরুষ প্রত্যক্ষ করি নাই। কোন অনুমাপক লিঙ্গের দ্বারাও সর্ব্বজ্ঞপুরুষের অনুমান করা যায় না। সর্ব্বজ্ঞবোধক কোন আগম বা বৈদিক বিধিবাক্যও নাই, কোন অর্থবাদ বা প্রশস্তি বাক্যেও এইরূপ সর্ব্বজ্ঞের তাৎপর্যবোধক কিছু পাওয়া যায় না।

ন চান্যার্থ প্রধানৈস্তৈস্তদস্তিত্বং বিধীয়তে।
ন চানুবদিতুং শক্যঃ পূর্ব্বমন্যৈরবোধিতঃ॥

পূর্ব্বে উক্ত অন্য অর্থ বোধক কোন বাক্যের অনুবাদরূপেও ব্যক্তিবিশেষের সর্ব্বজ্ঞত্ব পাওয়া যায় না। পূর্ব্বের উক্তি না থাকিলে অনুবাদও হয় না।

অনাদেরাগমস্যার্থো ন চ সর্ব্বজ্ঞ আদিমান্।
কৃত্রিমেণত্বসত্যেন স কথং প্রতিপাদ্যতে॥
অথ তদ্বচনেনৈব সর্ব্বজ্ঞোঽজ্ঞৈঃ প্রতীয়তে।
প্রকল্প্যেত কথং সিদ্ধিরন্যোন্যাশ্রয়য়োস্তয়োঃ॥

কোন আদিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ অনাদি আগমের বিষয় নহেন। যদি অপর কোন আদি আগম স্বীকার করা হয়, তবে উহা কৃত্রিম ও অসত্য হইবে। উহার দ্বারা সর্ব্বজ্ঞের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

যদি কোন ব্যক্তির বাক্যের দ্বারা অজ্ঞলোক তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করে, তবে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইবে। (যদি তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন্ তবে তাঁহার বাক্য সত্য, যদি তাঁহার বাক্য সত্য হয়, তবে তিনি সর্ব্বজ্ঞ।)

সর্ব্বজ্ঞোক্তত্বয়া বাক্যং সত্যং তেন তদস্তিতা।
কথং তদুভয়ং সিধ্যেৎসিদ্ধমূলান্তরাদৃতে॥
অসর্ব্বজ্ঞপ্রণীতাত্তু বচনান্মূলবর্জিতাৎ।
সর্ব্বজ্ঞমবগচ্ছন্তঃ স্ববাক্যাৎ কিং ন জানতে?॥
সর্ব্বজ্ঞসদৃশং কঞ্চিৎ যদি পশ্যেম সম্প্রতি।
উপমানেন সর্ব্বজ্ঞং জানীয়াম ততো বয়ম্॥
উপদেশোঽপি বুদ্ধস্য ধর্মাধর্মাদি গোচরঃ।
অন্যথা নোপপদ্যেত সার্ব্বজ্ঞ্যং যদি নাভবৎ॥
এবমর্থাপত্তিরপি প্রমাণং নাত্র যুজ্যতে।
উপদেশস্য সত্যত্বং যতো নাধ্যক্ষমীক্ষ্যতে॥

সর্ব্বজ্ঞের উক্তি হইলে বাক্য সত্য হইবে। বাক্যের সত্যতা দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইবে। (অন্যোন্যাশ্রয়)। সর্ব্বজ্ঞত্বের মূল সিদ্ধ না হইলে এই দুইটির কোনটিই সিদ্ধ হইবে না।

অসর্ব্বজ্ঞ প্রণীত মূলবর্জিত বাক্য হইতে যদি সর্ব্বজ্ঞের অনুমান করিতে পারা যায়, তবে তাহা নিজের রচিত বাক্য হইতেও করা যাইবে না কেন? (অর্থাৎ নিজের কল্পনা অনুযায়ী যেখানে খুশী সর্ব্বজ্ঞত্ব আরোপ করা যাইতে পারে)।

সর্ব্বজ্ঞের সদৃশ কোন ব্যক্তি যদি আমরা দেখিতে পাই তবেই উপমানের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। (কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সদৃশ কাহাকেও দেখা যায় না)।

(জৈন বলিবেন, অর্হৎকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার না করিলে, ধর্মাধর্ম বিষয়ে তাঁহার উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।—অর্থাপত্তি। অনুরূপভাবে বলা যাইতে পারে) বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকার না করিলে, ধর্মাধর্ম বিষয়ে তাঁহার উক্তি সত্য বলিতে পারা যায় না। এখানে কাহার উপদেশ সত্য, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারা যায় না। এইভাবে অর্থাপত্তি রূপ প্রমাণও এখানে (সর্ব্বজ্ঞত্ব সাধনে প্রয়োগ করা যায় না, এবং উহার দ্বারা উপদেশের সত্যতাও সিদ্ধ হয় না।)

আর্হতত্ত্ব বিষয়ে মীমাংসকের উপর্যুক্ত আপত্তিগুলির এইভাবে সমাধান করা যায়।—

পাঁচটি প্রমাণের কোনটির দ্বারাই যে সর্ব্বজ্ঞের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না বলা হইয়াছে, একথা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অনুমান প্রমাণের দ্বারাই সর্ব্বজ্ঞের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

যেহেতু, সকল পদার্থ বিষয়ে জ্ঞানলাভের শক্তি বা স্বভাব আত্মাতে আছে সেইজন্য সকল আবরণের বাধা বিনষ্ট হইলে কোন আত্মা সকল পদার্থের তত্ত্বের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারে। যে বস্তু দর্শনের শক্তি বা স্বভাব আত্মাতে আছে, তাহার জ্ঞানের আবরণ বিনষ্ট হইলে সেই পদার্থের সাক্ষাৎকার ঘটে; যথা, অন্ধকার বিনষ্ট হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয় সকল বস্তুর রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

আত্মার সকল পদার্থ গ্রহণের শক্তি বা স্বভাব আছে; তাহার সকল বাধা বিনষ্ট হইলে আত্মা সকল পদার্থের তত্ত্ব সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। আত্মাতে সকল পদার্থজ্ঞানের শক্তি বা স্বভাব—(যাহা এখানে অনুমানের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) অসিদ্ধ নহে। [চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের স্বভাব রূপাদি গ্রহণ। সেইজন্য অন্ধকার বিনষ্ট হইলে তাহারা বিষয় গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আত্মার কি ঐরূপ স্বভাব আছে? প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান হয়, অনুমানে লিঙ্গ-জ্ঞানের মাধ্যমে বস্তুজ্ঞান হয়। সুতরাং পদার্থগ্রহণ আত্মাতে স্বাভাবিক নহে,—এই আপত্তি উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—]

(মীমাংসকের পক্ষে) বিধিবাক্য চোদনালক্ষণ। উহা কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। যজ্ঞাদি কর্ম বিধিবাক্যে নির্দ্দিষ্ট। ঐ কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ প্রভৃতি ফল লাভ হয়। জীবস্থ শরীর ব্যতিরিক্ত সূক্ষ্ম আত্মাই ঐ ফললাভের অধিকারী। স্বর্গাদি ফল দূরবর্ত্তী, যদিও কর্ম্ম এখানেই সম্পাদিত হয়। আত্মার যদি বেদনির্দ্দিষ্ট নিখিল ফল প্রাপ্তির শক্তি বা স্বভাব না থাকিত, তবে চোদনালক্ষণ বিধিবাক্যই বৃথা হইয়া যাইত। অতএব আত্মার যে সকল পদার্থ গ্রহণের স্বভাব বা শক্তি আছে, তাহা মীমাংসকের স্বীকৃত। আবার অর্হৎ অনেকান্তবাদের তত্ত্বও প্রকাশ করিয়াছেন। সকল বস্তুর সত্তা হইতে অনেকান্তত্বের অনুমান করা হইয়াছে। সকল বস্তুর সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের শক্তি যাঁহার স্বভাবে নাই, তিনি এইরূপ অনুমানের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। অতএব আত্মার সর্ব্বজ্ঞস্বভাব, বা সকল পদার্থের তত্ত্বসাক্ষাৎকারের শক্তি বা স্বভাব থাকা অসিদ্ধ হইতে পারে না। মীমাংসাসূত্র শবরভাষ্যে বলিয়াছেন, 'চোদনা হি ভূতং ভবন্তং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং জাতীয়কমর্থমবগময়তি'।

অর্থাৎ চোদনালক্ষণ বিধি সিদ্ধসস্তু, বর্তমানকালের বিষয়, ভবিষ্যতের লভ্য সূক্ষ্ম, ব্যবধানে অবস্থিত, দূরবর্ত্তী—সকলপ্রকার বিষয়কেই জানাইয়া দেয়। এই কর্মমীমাংসাগুরুগণ বিধিপ্রতিষেধ বিচারপ্রসঙ্গে সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভের কথা বলিয়াছেন। আত্মার সকল পদার্থ গ্রহণের শক্তি বা স্বভাব স্বীকার না করিলে তাঁহারা এইরূপ বিচার করিতেন না। অর্হৎ বা মুনির পক্ষে যে সকল পদার্থের তত্ত্বদর্শনের সকল প্রতিবন্ধক আবরণ ক্ষয় হয়, সে-বিষয়েও কোন অনুপপত্তি বা সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ জ্ঞান, সম্যক্ চারিত্র—এই তিনটি সামগ্রী দ্বারা যে সকল আবরণের ক্ষয় হইতে পারে—ইহা জানিতে পারা যায়।

অর্হতের সর্ব্বজ্ঞত্বের বিরুদ্ধে অন্য সাধারণ আপত্তিগুলিরও এইভাবে খণ্ডন করা যায়।

(নৈয়ায়িক অনাদিমুক্ত ঈশ্বর ভিন্ন অন্য সর্ব্বজ্ঞ মানেন না। সুতরাং জৈন-মতের বিরুদ্ধে তিনি আপত্তি উত্থাপন করেন।)

জৈন বলেন, আবরণের সম্পূর্ণবিনাশ ঘটিলে সকল বিষয়ের জ্ঞান হয়, ও তাহার ফলে নিখিল পদার্থের বিশদপ্রত্যক্ষ হয়।—এই যুক্তি ঠিক নহে। যিনি প্রকৃতসর্ব্বজ্ঞ, (অর্থাৎ ঈশ্বর) তিনি অনাদিকাল হইতে মুক্ত, এবং তাঁহার কোনকালেই কোন আবরণ থাকিতে পারে না। জৈন ইহার উত্তরে বলেন, অনাদিকাল হইতে মুক্ত পুরুষের অস্তিত্ব অসিদ্ধ। সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে অনাদি-কাল হইতে মুক্ত বলার কোন যুক্তি নাই। যিনি মুক্ত, তিনি অন্য সকল মুক্ত পুরুষের মতই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। বদ্ধ না হইলে মুক্ত কথাটিরও প্রয়োগ হয় না। যাহা কোনকালে বদ্ধ নয়, তাহাকে মুক্তশব্দের দ্বারাও বিশেষিত করা যায় না, যথা, আকাশ ;— ইহাকে বদ্ধও বলা যায় না, মুক্তও বলা যায় না।

নৈয়ায়িকের যুক্তি :—পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্যপরম্পরা অনাদি—ইহার কর্ত্তারূপে অনাদি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এ-বিষয়ে অনুমান প্রয়োগ এইভাবে করা হয়,— পৃথিবী প্রভৃতি সকর্তৃক, (প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু, এইগুলি কার্য্য বা জন্য বস্তু (হেতু) ; যথা, ঘটাদি কার্য্যদ্রব্য (উদাহরণ)। ইহার উত্তরে জৈন বলেন, এই অনুমান অসিদ্ধ ; কারণ পৃথিবী প্রভৃতির কার্য্যত্বই

সিদ্ধ নহে। নৈয়ায়িক বলেন, পৃথিবী প্রভৃতির কার্য্যত্ব সাবয়বত্ব হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হয়। যাহা সাবয়ব বা অবয়বসংযুক্ত বস্তু, তাহাই কার্য্য বা উৎপাদ্য। পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্য সাবয়ব, অতএব এইগুলি কার্য্য। ইহার উত্তরে জৈন বিকল্পজাল বিস্তার করিয়া নৈয়ায়িকের যুক্তি খণ্ডন করেন।

সাবয়বত্ব কথাটির অর্থ কি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। সাবয়বত্বের মোটামুটি পাঁচটি অর্থ ধরা যাইতে পারে, যথা,—(১) অবয়ব সংযোগিত্ব, (২) অবয়ব সমবায়িত্ব, (৩) অবয়ব জন্যত্ব (৪) সমবেত দ্রব্যত্ব, (৫) সাবয়ব-বুদ্ধিবিষয়ত্ব। (এই পাঁচটি অর্থকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে কোনটিই কার্য্যত্বের হেতু হয় না।)

(১) সাবয়বত্বের অর্থ যদি হয়, অবয়বসংযোগিত্ব অর্থাৎ অবয়বের সহিত সংযুক্ত হওয়া, তবে আকাশে ব্যভিচার বা অতিব্যাপ্তি হয়। আকাশের অংশ বা ভাগগুলি পরস্পর সংযুক্ত হওয়াতে এই অর্থে আকাশও সাবয়ব হইয়া পড়িল। অতএব আকাশকেও কার্য্যদ্রব্য বলিতে হয়। সাবয়বত্ব কেবল ঘটপটাদিতে আবদ্ধ না থাকিয়া আকাশে অতিব্যাপ্ত হইল। কিন্তু ন্যায়মতে আকাশ নিরবয়ব ও সেইহেতু ইহা কার্য্যদ্রব্য নহে। যদি নৈয়ায়িক বলেন, আকাশে কোন ভাগ বা অংশ নাই, এইরূপ অংশকল্পনা ভ্রমমাত্র, ইহার উত্তরে বলা যায়, যদি অংশ না থাকে, তবে ব্যাপকত্ব সম্ভব হয় কিভাবে? [সাধ্যাভাব বদ্‌বৃত্তিত্বং—অর্থাৎ যেখানে সাধ্যের অভাব, সেখানে হেতুর বিস্তার হইলে ব্যভিচার দোষ হয়। আকাশে কার্য্যত্ব নাই, অথচ তাহার হেতু সাবয়বত্ব আছে।]

(২) যদি সাবয়বত্ব বলিতে বুঝি অবয়বসমবায়িত্ব, অর্থাৎ অবয়বের সহিত সমবায় সম্বন্ধ, তবে সামান্যে ব্যভিচার হয়। দ্রব্যত্ব, ঘটত্ব প্রভৃতি সামান্য ঘটপটাদির সহিত সমবায় সম্বন্ধে আবদ্ধ। ঘটের প্রত্যেকটি অংশই দ্রব্য; আবার ঘটে ঘটত্ব জাতি সমবায় বা নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। নৈয়ায়িক বলিতে পারেন, ঘটত্ব জাতি ঘটে আছে, কিন্তু ঘটের অবয়বে নাই। কিন্তু সামান্য সমস্ত দ্রব্যটিকে ব্যাপ্ত না করিলে উহা সামান্যই হইতে পারে না। ঘটত্বরূপ জাতি ঘটের সমগ্র অংশকেই ব্যাপ্ত করিবে, অর্থাৎ ঘটের প্রতিটি অবয়বেই থাকিবে। সুতরাং সামান্য অবয়বসমবেত হওয়াতে দ্বিতীয় অর্থে সাবয়ব হইয়া পড়িল বলিয়া ইহাকেও কার্য্যদ্রব্য বলিতে হয়। কিন্তু নৈয়ায়িক সামান্যকে কার্য্যদ্রব্য বলিতে সম্মত নন্।

(৩) তৃতীয় বিকল্পে অবয়বজন্যত্বকেই সাবয়বত্ব বলিয়া ধরিলে উহা সাধ্যের সমান হইয়া পড়িল। কার্য্যত্ব সাধ্য, উহা সন্দিগ্ধ বলিয়া উহাকে প্রমাণ করিতে হইবে। জন্যত্ব এবং কার্য্যত্ব একই কথা। অবয়বজন্য বলিলে অবয়বের কার্য্যই বলা হইল। সুতরাং অবয়বজন্যত্ব ও কার্য্যত্বের মতই সাধনীয় বা সন্দিগ্ধ সাধ্য হইল। আবার একত্রীভূত সূত্রগুলিই বস্ত্র,—এই কথা বলিলে অবয়বজন্যত্ব কথাটি তাহাতে প্রয়োগ করা যায় না, অর্থাৎ অবয়বজন্য কথাটিই অপ্রামাণিক হইয়া পড়িল।

(৪) চতুর্থ বিকল্পে, যদি সাবয়বত্বের অর্থ হয় সমবেত দ্রব্যত্ব তবে এখানে দুইটি বিকল্প উপস্থাপিত করা যায়। সমবেতদ্রব্যত্ব বলিতে কি সমবায় সম্বন্ধমাত্র-যুক্ত দ্রব্যত্ব বুঝায়? না অন্যত্র সমবেতত্ব এবং দ্রব্যত্ব বুঝায়? প্রথম বিকল্প—স্বস্থানে দ্রব্যত্ব এবং সমবায়সম্বন্ধযুক্তত্ব,—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে আকাশাদিতে ব্যভিচার হয়। আকাশ একটি দ্রব্য এবং তাহার স্বস্থানে শব্দগুণ তাহার সহিত সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত। এই অর্থে সমবেতদ্রব্যত্ব আকাশে আছে; সুতরাং আকাশকেও কার্য্য বলিতে হয়—কিন্তু ইহা নৈয়ায়িকের অভিপ্রেত নহে। দ্বিতীয় বিকল্পে বস্তুর স্বস্থান হইতে অন্যত্র সমবেতত্ব এবং দ্রব্যত্বকে সমবেতদ্রব্যত্বের অর্থ বলিয়া ধরিলে, উহা সাধ্যের মতই সাধনীয় হইয়া পড়ে, অর্থাৎ উহাও প্রমাণ করিতে হয়। অন্যত্র সমবেতত্ব, অর্থাৎ বস্ত্রের স্থান হইতে পৃথক স্থানে সূত্রে বস্ত্রের সমবেতত্ব আছে বলিলে, ইহা প্রমাণ করিতে হয়। সূত্রকে বলি বস্ত্রের সমবায়িকারণ এবং সেইজন্য বস্ত্রের অবয়ব। কিন্তু বস্ত্রের স্থান হইতে পৃথক স্থানে যদি উহা থাকে, তবে তাহা কিভাবে বস্ত্রের সমবায়িকারণ বা অবয়ব হইতে পারে? অতএব স্বস্থানাদন্যত্র সমবেতত্ব বলিলে উহা অপ্রমাণিতই থাকিয়া যায়। জৈন ন্যায়সম্মত পরিভাষা গ্রহণ করিয়াই এই বিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জৈন সমবায়ের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না; তাঁহার মতে সমবায়ের অস্তিত্বে প্রমাণ নাই।

(৫) পঞ্চম বিকল্পে সাবয়বত্বের অর্থ সাবয়ববুদ্ধিবিষয়ত্ব, অর্থাৎ এই বস্তু সাবয়ব, —এইরূপ বুদ্ধির বিষয় হওয়া। কিন্তু সাবয়বত্বের এই অর্থ গ্রহণ করিলে আত্মায় ব্যভিচার হয়। আত্মা সাবয়ব বুদ্ধির বিষয়, কিন্তু ইহা কার্য্যদ্রব্য নহে। ইহার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে, আত্মা প্রকৃতপক্ষে নিরবয়ব, কিন্তু দেহাদির সহিত সংযুক্ত হইলে ইহাতে যে সাবয়ববুদ্ধি হয়, তাহা গৌণ বা ঔপচারিক

প্রয়োগ। (দেহ সাবয়ব, আত্মা দেহসংযুক্ত বলিয়া দেহের সাবয়বত্ব ইহাতে আরোপিত হয়)। কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নহে। যদি আত্মাকে নিরবয়ব বলা হয়, তবে উহা ব্যাপক হইবে না, পরমাণুর মতই হইয়া পড়িবে। (জৈনমতে আত্মা মধ্যম পরিমাণ—উহা সমগ্র দেহকে ব্যাপিয়া থাকে।) সুতরাং আত্মা প্রকৃতই সাবয়ববুদ্ধির বিষয়। কিন্তু ইহা কার্য্য নহে।

[নৈয়ায়িক সাবয়বত্বকে কার্যাত্বের সাধন বা হেতু বলেন। কিন্তু জৈন উপরের বিকল্পগুলির দ্বারা প্রদর্শন করিলেন যে, কোন অর্থেই সাবয়বত্বকে কার্য্যত্বের হেতু বলা যায় না।] (ইহার পর জৈন প্রমাণ করিবেন, কোন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া প্রমাণ করা যায় না)।

জগতের যে কর্ত্তার কথা বলা হইয়াছে, সেই কর্ত্তা কি এক, না অনেক ? যদি বল এক, তবে প্রাসাদ প্রভৃতি লৌকিক দৃষ্টান্তে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। গৃহাদি নির্মাণে স্থপতি প্রভৃতি বহু পুরুষের কর্তৃত্ব দেখা যায়, সুতরাং জগতের একজন কর্ত্তা আছেন,—ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা অসিদ্ধ। যদি বল অনেক, তবে বিশ্বনির্মাণে তাহাদের পারস্পরিক মতবিরোধের সম্ভাবনা অনিবার্য্য ; প্রত্যেকের নির্ম্মিত বস্তু ভিন্নরূপ হইবে ও তাহাতে সর্ব্বত্র অসামঞ্জস্য দেখা দিবে ; প্রত্যেকের শক্তি সমান হওয়াতে, একজনের দ্বারা সবকিছু কাজ সম্ভব হইবে, ফলে অন্যদের কার্য্য বিফল হইবে। বীতরাগস্তুতিতে বলিয়াছেন,

কর্ত্তাস্তি কশ্চিজ্জগতঃ স চৈকঃ
স সর্ব্বগঃ স স্ববশঃ স নিত্যঃ।
ইমাঃ কুহেবাক্‌বিড়ম্বনাঃ স্যুঃ
তেষাং ন যেষামনুশাসকত্বম্ ॥

জগতের একজন কর্ত্তা আছেন,—তিনি এক, সর্ব্বগ, স্বতন্ত্র, নিত্য—এইরূপ উক্তি অসদ্‌যুক্তির বিড়ম্বনামাত্র ; যাঁহারা প্রকৃত উপদেশক (জৈন) ইহা তাঁহাদের মত নহে।

অন্যত্র বলিয়াছেন,

কর্ত্তা ন তাবদিহ কোঽপি যথেচ্ছয়া বা
দৃষ্টোঽন্যথা কটকৃতাবপি তৎপ্রসঙ্গঃ।
কার্য্যং কিমত্রভবতাঽপি চ তক্ষকাদ্যৈ
রাহত্য চ ত্রিভুবনং করোতি ॥

যথেচ্ছভাবে কার্য্য করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, এরূপ কোন কর্তা দেখা যায় না। যদি অদৃষ্ট কোন কর্তা স্বীকার করা যায়, তবে কট-প্রভৃতি প্রস্তুতির কার্য্যে অতি প্রসঙ্গ হইবে, অর্থাৎ এরূপ কর্তা থাকিলে তিনিই কট প্রভৃতিরও কর্তা হইবেন ; তক্ষক বা স্থপতি প্রভৃতি অন্য কর্তার প্রয়োজন হইবে না, কারণ সেই এক কর্তাই সমস্ত সমাহার করিয়া ত্রিভুবনের সকল দ্রব্য নির্মাণ করিতে পারেন।

[কর্তা এক হইলে অন্য কর্তার প্রয়োজন নাই। তিনি সর্ব্বগ বা সর্ব্বব্যাপী হইলে অন্য উপাদানের প্রয়োজন হয় না ; সর্ব্বব্যাপী হইলে নরক প্রভৃতি স্থানেও তিনি আছেন ; তিনি স্বতন্ত্র বা স্বাধীন হইলে সকল প্রাণীকেই সুখী করিতে পারিতেন ; যদি জীবের কর্মাপেক্ষায় সৃষ্টি হয়, তবে তিনি স্বতন্ত্র নন্। এরূপ কর্তা নিযুক্ত হইলে জগৎ-নির্ম্মাণরূপকর্ম তাঁহার স্বভাব হইবে, ফলে প্রলয় কখনও হইতে পারিবে না।]

অতএব সম্যগদর্শন, সম্যগজ্ঞান ও সম্যগচারিত্রের দ্বারা নিঃশেষে আবরণ ক্ষয় হইলে সর্ব্ব'জ্ঞত্ব লাভ হয়। কিন্তু আপত্তি হইতে পারে, এইগুলির অপর কোন উপদেষ্টা না থাকাতে সম্যগদর্শন প্রভৃতির সিদ্ধি হয় না। ইহার উত্তরে বলা যায়, পূর্ব্ব'বর্ত্তী সর্ব্ব'জ্ঞবা যে আগম রচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা জানিতে পারি যে এইগুলি নিখিল বিষয়ের জ্ঞান দান করিতে সমর্থ। এখানে আর একটি আপত্তি উঠিতে পারে। সর্ব্ব'জ্ঞরা আগম সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার সেই আগমই সর্ব্বজ্ঞত্বলাভের উপায় প্রদর্শন করে। অতএর সর্ব্ব'জ্ঞ আগমের হেতু, এবং আগম সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভের হেতু—এইভাবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। ইহার উত্তরে বলা যায়, আগম এবং সর্ব্বজ্ঞের পরম্পরা বীজ ও অঙ্কুরের মত অনাদি প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে স্বীকার করিলেই এখানে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয় না।

সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌ জ্ঞান ও সম্যক্‌চারিত্র—ত্রিরত্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরমাগম সার অর্হৎগণের বাক্য সংগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন, 'সম্যগ্‌দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ'।

যোগদেব ইহার বিবরণে বা ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, জীব প্রভৃতি বিষয় যে রূপে অবস্থিত, অর্হৎগণ সেইভাবেই তাহাদের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তত্ত্বের বিরুদ্ধ অর্থের প্রতি অভিনিবেদন পরিত্যাগ-ই সম্যগ্‌দর্শন। [সম্যগদর্শন, জ্ঞান ও চারিত্র যুগপৎ অবলম্বন করিলেই তাহা

মোক্ষমার্গ বা মোক্ষলাভের উপায় হয়। [মাধবাচার্য্য যে পরমাগমসার গ্রন্থ এবং তাহার বিবৃতিকার যোগদেবের উল্লেখ করিয়াছেন, এই দুইটি নামই বর্ত্তমানে অজ্ঞাত।]

অন্যত্র ও বলা হইয়াছে.

রুচির্জিনোক্ততত্ত্বেষু সম্যক্‌শ্রদ্ধানমুচ্যতে।
জায়তে তন্নিসর্গেন গুরোরধিগমেন বা ॥

জৈন কথিত তত্ত্বে রুচি বা প্রীতিই সম্যক্‌শ্রদ্ধান বা সম্যগ্‌দর্শন। তাহা স্বভাব হইতে অথবা গুরুর শিক্ষা বা অধিগম হইতে লাভ হয়।

অন্যের উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া আত্মার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা, তাহাই নিসর্গ বা আত্মস্বভাব। যে জ্ঞান ব্যাখ্যা ইত্যাদির সহায়তায় অন্যের নিকট হইতে লাভ হয়, তাহাই অধিগম বা শিক্ষা।

[জিন কথাটির অর্থ জয়ী। যিনি সকলপদার্থের জ্ঞানলাভ করিয়া সকল তত্ত্ব জয় করিয়াছেন, তিনিই জিন। রুচির অর্থ প্রীতি বা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা।]

সম্যগ্‌জ্ঞান—(বলা হইয়াছে, অর্হৎগণ জীবাদি অর্থের যথাযথ স্বরূপ সম্বন্ধে যে তত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও তাহার বিপরীত তত্ত্বের প্রতি অভিনিবেশ পরিত্যাগই শ্রদ্ধা। এখন সম্যগ্‌জ্ঞানের কথা বলা হইতেছে।)

জীব প্রভৃতি পদার্থ যে স্বরূপে অবস্থিত, অর্থাৎ তাহাদের যাহা যথার্থ রূপ বা তত্ত্ব, সমস্ত মোহ ও সংশয় হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদিগকে সেইরূপে, অর্থাৎ তাহাদের যথার্থ স্বরূপকে যথাযথরূপে জানাই সম্যগ্‌জ্ঞান। এ-বিষয়ে উক্তি—

যথাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্‌বিস্তরেণ বা।
যোঽববোধস্তমাহুঃ সম্যগ্‌জ্ঞানং মনীষিণঃ ॥

সংক্ষেপে বা বিস্তৃতভাবে, তত্ত্বগুলি যেরূপে অবস্থিত, তাহার যে অববোধ বা জ্ঞান,—উহাকেই পণ্ডিতগণ সম্যগ্‌জ্ঞান বলিয়া থাকেন।

সেই জ্ঞান পাঁচপ্রকার, যথা,—মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্য্যায়, কেবল। "মতিশ্রুতাবধি-মনঃপর্য্যায় কেবলানি জ্ঞানমিতি।" ইহার অর্থ—জ্ঞানের আবরণের ক্ষয় বা উপশম হইলে ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়তায় ঐগুলির সঙ্গে সংযুক্ত পদার্থের যে যথার্থ জ্ঞান বা মনন তাহাই মতি। [ঘটাদি প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে প্রথম যে মননাত্মক জ্ঞান হয়, তাহাই মতি, ইন্দ্রিয় মনের সংযোগ ভিন্ন যে

জ্ঞান তাহা মতি নহে। জ্ঞানের আবরণ অর্থাৎ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। উহা তিনপ্রকার, মনোগত, ইন্দ্রিয়গত ও বিষয়গত। মাৎসর্য্য প্রভৃতি মনোগত প্রতিবন্ধক; কাচ, কামলা প্রভৃতি রোগ ইন্দ্রিয়গত প্রতিবন্ধক ও বস্তুর সূক্ষ্মত্ব; অন্ধকার প্রতি বিষয়গত প্রতিবন্ধক।]

জ্ঞানের আবরণের আরও ক্ষয় বা উপশম হইলে মতিজনিত যে সুস্পষ্টজ্ঞান, তাহাই শ্রুত। [মতিজ্ঞানে যথার্থজ্ঞান হইলেও উহা প্রাথমিক; শ্রুতজ্ঞানে জ্ঞান আরও স্পষ্ট হয়।]

সম্যগ্‌দর্শন হইতে আবরণের ক্ষয় বা উপশম হইলে অবচ্ছিন্ন বস্তুবিষয়ক (অর্থাৎ বিশেষ স্থান কাল পর্য্যন্ত পরিচ্ছিন্ন বস্তুর) জ্ঞানকে অবধিজ্ঞান বলা হয়।

ঈর্ষ্যা প্রভৃতি অন্তরায়ের দ্বারা যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়, তাহার ক্ষয় বা উপশম হইলে অন্যের মনোগত বিষয়ের যে পরিষ্কার ও স্পষ্টজ্ঞান হয়, তাহাই মনঃপর্য্যায়জ্ঞান।

যে জ্ঞানের জন্য তপস্বিগণ তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন করেন, অন্যসকল জ্ঞানের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন সেই স্বয়ংপ্রকাশিত নির্বাধ স্পষ্টজ্ঞানই কেবল জ্ঞান।

ইহাদের মধ্যে প্রথমটি, অর্থাৎ মতিজ্ঞান পরোক্ষ, অন্যগুলি প্রত্যক্ষ জ্ঞান। [এখানে অন্যান্য দর্শনের সহিত জৈনদর্শনের পার্থক্য লক্ষণীয়। ইন্দ্রিয় ও মনের সহযোগে যে জ্ঞান, জৈনমতে তাহা প্রত্যক্ষ নহে, পরোক্ষ। আত্মার অন্যনিরপেক্ষরূপে গৃহীত পরিস্ফুট জ্ঞানই কেবলমাত্র জৈনমতে প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ।]

বলা হইয়াছে,

বিজ্ঞানং স্বপরাভাসি প্রমাণং বাধবর্জিতম্।
প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ দ্বিধা মেয়বিনিশ্চয়াৎ ॥

বিজ্ঞান নিজেকে এবং অন্যবস্তুকে প্রকাশ করে, উহা যখন সমস্ত বাধারহিতভাবে উৎপন্ন হয়, তখনই উহা প্রমাণ বা নিশ্চিতজ্ঞান। প্রমেয় বিষয় যে প্রকারে জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তদনুযায়ী জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বলা যায়।

ইহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভেদ বিস্তৃতভাবে জৈন আগমসমূহ হইতে জানা যায়।

সম্যক্‌চারিত্র ও পঞ্চমহাব্রত—

যে সমস্ত কর্মের জন্য সংসারে বার-বার যাওয়া আসা করিতে হয়, এইরূপ কর্মের উচ্ছেদে যত্নবান্‌, শ্রদ্ধাবান্‌ ও জ্ঞানবান্‌ পুরুষ পাপকর্মের নিবৃত্তির জন্য যেরূপ কর্মের অনুশীলনে রত থাকেন, তাহাকেই সম্যক্‌চারিত্র বলা হইয়াছে। অর্হৎ এগুলিকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।—

সর্ব্বথাবদ্যযোগানাং ত্যাগশ্চারিত্রমুচ্যতে।
কীর্ত্তিতং তদহিংসাদিব্রতভেদেন পঞ্চধা ॥
অহিংসাসূনৃতাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ ॥

সর্ব্বপ্রকারে গর্হিতকর্মের পরিত্যাগ-ই সম্যক্‌চারিত্র। উহা অহিংসা প্রভৃতি ব্রতভেদে পাঁচপ্রকার, যথা, অহিংসা, সূনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ।

ন যৎপ্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণম্।
চরাণাং স্থাবরাণাং চ তদহিংসাব্রতং মতম্ ॥
প্রিয়ং পথ্যং বচস্তথ্যং সূনৃতং ব্রতমুচ্যতে।
তত্তথ্যমপি নো তথ্যমপ্রিয়ং চাহিতঞ্চ যৎ ॥
অনাদানমদত্তস্যাস্তেয় ব্রতমুদীরিতম্।
বাহ্যাঃ প্রাণাঃ নৃণামর্থোহরতাতং হতা হি তে ॥
দিব্যৌদরিক কামানাং কৃতানুমতকারিতৈঃ।
মনোবাক্‌কায়তস্ত্যাগো ব্রহ্মাষ্টদশধা মতম্ ॥
সর্ব্বভাবেষু মূর্চ্ছায়াস্ত্যাগঃ স্যাদপরিগ্রহঃ।
যদসৎস্বপি জায়েত মূর্চ্ছয়া চিত্তবিপ্লবঃ ॥

যেরূপ কর্মের দ্বারা চর বা অচর জীবিত পদার্থের অনিষ্ট বা জীবনহানি ঘটে, তাহা হইতে বিরত থাকাই অহিংসাব্রত।

প্রিয়, হিতকর ও যথার্থ বাক্যপ্রয়োগই সূনৃতব্রত। যাহা যথার্থ হইলেও প্রিয় ও হিতকর নহে, তাহাকে যথার্থ বলা যায় না। যাহা কোন ব্যক্তি দান করে নাই, তাহা গ্রহণ না করাই অস্তেয়ব্রত। ধন মনুষ্যের বাহ্য প্রাণ; অতএব উহা হরণ করিলে তাহারা হতই হয়।

মন, বাক্য ও দেহের দ্বারা কৃত, অনুমত ও কারিত—তিন প্রকারে কৃত বা

অনুষ্ঠেয় পারলৌকিক ও ঐহিক বৃদ্ধির জন্য সকল কর্ম্মের ত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য,—ইহা অষ্টাদশ প্রকার।

সকল উপায়ে মোহ পরিত্যাগ-ই অপরিগ্রহ, কারণ ঈপ্সিত দ্রব্যের অভাবে যে মোহ উপস্থিত হয়, তাহাই চিত্তবিভ্রমের কারণ হয়।

ভাবনাভির্ভাবিতানি পঞ্চভিঃ পঞ্চধাক্রমাৎ।
মহাব্রতানি লোকস্য সাধয়ন্ত্যব্যয়ং পদম্ ॥

এই পঞ্চ মহাব্রত পাঁচ প্রকার ভাবনার দ্বারা ভাবিত হইলে অক্ষয় (অব্যয় পদ বা গতি প্রদান করে।
ভাবনাপঞ্চক এইভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে,—

হাস্য লোভ ভয় ক্রোধ প্রত্যাখ্যানৈর্নিরন্তরম্।
আলোচ্য ভাষণেনাপি ভাবয়েৎ সূনৃতং ব্রতম্ ॥

হাস্য, লোভ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ও বিবেচনাপূর্ব্বক বাক্যপ্রয়োগের দ্বারা সূনৃতব্রত পালন করিবে। [এখানে কেবলমাত্র সূনৃতব্রতের পঞ্চভাবনা বর্ণিত হইয়াছে, অন্যব্রতগুলির পঞ্চভাবনা জৈনগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

সম্যগ্ দর্শন, সম্যগ্ জ্ঞান ও সম্যক্চারিত্র মিলিতভাবেই মোক্ষের কারণ হয়। প্রত্যেকে পৃথকভাবে নহে। যেমন কতকগুলি ধাতুদ্রব্য একত্র মিলিত হইলে তাহাদের একটি রাসায়নিক ফল হয়, সেইরূপ এই তিনটির মিলনের ফলস্বরূপই মোক্ষ লাভ হয়।

জৈনমতে, সংক্ষেপতঃ জীব এবং অজীব—এই দুইটি তত্ত্ব। ইহাদের মধ্যে বোধাত্মক, অর্থাৎ জ্ঞানস্বভাব জীব, অবোধাত্মক অর্থাৎ জড়স্বভাব অজীব। পদ্মনন্দী বলিয়াছেন,—

চিদচিদ দ্বে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্ বিবেচনম্।
উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ং চ কুর্ব্বতঃ ॥
হেয়ং হি কর্ত্তৃরাগাদি তৎকার্য্যমবিবেকিতা।
উপাদেয়ং পরং জ্যোতিরুপযোগৈকলক্ষণম্ ॥

চিৎ ও অচিৎ—এই দুইটি পরম তত্ত্ব, এবং ঐগুলির যথাযথ বিবেচনাই

বিবেক। এইগুলির বিবেক দ্বারাই যাহা গ্রহণযোগ্য তাহা গ্রহণ করিতে হয়, এবং যাহা পরিত্যাগ যোগ্য তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। কর্ত্তার রাগদ্বেষাদি হেয়, এবং রাগাদি হইতে উৎপন্ন কার্য্যই অবিবেকীর কার্য্য। যাহা উপাদেয় বা গ্রহণযোগ্য তাহাই পরম জ্যোতি বা আলোক এবং উহাতে বর্ত্তমান থাকাই উপযোগ বা আত্মার যথার্থ অবস্থা।

আত্মার সহজাত ধর্ম চৈতন্য, এবং চৈতন্যের স্বাভাবিক পরিণতি জ্ঞান ও দর্শন ; উহাই আত্মার প্রকৃত অবস্থা বা ব্যাপার। জীবাবয়ব ও কর্মাবয়ব ভিন্ন ; কিন্তু কর্মাবয়ব জীবাবয়বে প্রবেশ করার জন্য জীব ও কর্মের অবয়বের মিশ্রণ ঘটে, যাহার ফলে জীব ইহাদের ভেদ জানিতে পারে না। জীবের উপযোগ, অর্থাৎ জ্ঞান ও দর্শন,—চৈতন্যের এই দুই স্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিতির দ্বারাই জীব কর্মাবয়ব হইতে তাহার পার্থক্য বুঝিতে পারে। [অতএব উপযোগের দ্বারাই জীব তাহার স্বরূপ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু কর্মপরমাণু এই জ্ঞানদর্শন রূপ চৈতন্যের পরিণতি লাভ করিতে পারে না। এইভাবে উপযোগ বা স্বভাবে অবস্থিতির দ্বারা জীব কর্মাবয়ব হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে।]

চৈতন্য সকল জীবের সাধারণ অবস্থা (ইহা জীবেরস্বরূপ বা গুণ)। এই সাধারণ ধর্ম বিভিন্ন অবস্থায় পর্য্যায় শব্দের দ্বারা বর্ণিত হয়। [গুণের ক্রমিক পরিণতি বা ক্রমভাবী অবস্থাকে পর্য্যায় বলে।] স্বাভাবিক ধর্মের বিভিন্ন পরিণতি পর্য্যায়। স্বাভাবিক ধর্মের পরিণতি বলিযা পর্য্যায়কেও অবস্থাভেদে জীবের স্বরূপ বলা হয়। এই পর্য্যায়গুলি এইরূপ—(১) **ঔপশমিক**—কারণাধীন কর্ম পরিণতিশূন্য অর্থাৎ অনুদ্ভুত পরিণতির অবস্থায় আসিলে, অথাৎ ফলদায়ী না হইলে তাহাকে উপশমের অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থা ঔপশমিক অবস্থা। (২) **ক্ষায়িক**—কর্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা ক্ষয় হইলে ক্ষায়িক অবস্থা ; (৩) **ক্ষায়োপশমিক**—উক্ত উভয় অবস্থার মিশ্রণে অর্থাৎ অংশতঃ ক্ষয়, অংশতঃ উপশম হইলে ক্ষায়োপশমিক অবস্থা ; (৪) **ঔদয়িক**—কর্মের উদয় হইলে (ও কর্ম ফলদায়ী হইলে) ঔদয়িক অবস্থা ; (৫) সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত অর্থাৎ কর্মাবয়ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলে পারিণামিক অবস্থা। [ইহার মধ্যে প্রথম চারটি নৈমিত্তিক, কিন্তু পারিণামিক অবস্থা জীবের প্রকৃত স্বরূপাবস্থা বা উপযোগ।] সেইজন্য বাচকাচার্য্য বলিয়াছেন, ঔপশমিক, ক্ষায়িক, মিশ্রঅবস্থা, ঔদয়িক ও পারিণামিক অবস্থা (অবস্থাভেদে) জীবের তত্ত্ব বা রূপ। (তত্ত্বসূত্র) আত্মায় কর্মের অনুদয়, অর্থাৎ কর্মের অভ্যুদয় না হইলে আত্মার যে অবস্থা, তাহা

ঔপশমিক অবস্থা। যেমন, জলের মধ্যে ফট্‌কিরি নিক্ষেপ করিলে, যে পঙ্কজ জলে মিশ্রিত থাকে, তাহা নিচে সঞ্চিত হইয়া জলের স্বচ্ছতা সাধন করে, সেইরূপ কর্ম্ম শক্তিহীন হইয়া আত্মার ঔপশমিক অবস্থা হয়। আর্হত তত্ত্বের অনুশীলনের দ্বারা রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দোষ হইতে নির্মলতা লাভকেই ক্ষায়িক ভাব বলে। কর্মক্ষয়ে এই অবস্থা লাভ হইলে ইহাকে জীবের ক্ষায়িক অবস্থা বলা হয়। যেমন, জলের যে অংশ ক্ষটিকের মত পঙ্ক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া স্বচ্ছতা লাভ করে, ক্ষায়িক অবস্থাও সেইরূপ। মোক্ষের অবস্থা এইরূপ হয়। জলের অর্দ্ধস্বচ্ছ অবস্থার মত ক্ষায়িক ও ঔপশমিক অবস্থার মিশ্রিত অবস্থাকে ক্ষায়োপশমিক অবস্থা বলে। কর্মের যখন উদয় হইতেছে, তখন জীবের ঔদয়িক অবস্থা। কর্ম, কর্মের উপশম ইত্যাদি-নিরপেক্ষভাবে আত্মার যে সহজ স্বরূপ চেতনত্ব, তাহাই পারিণামিক অবস্থা। এই চৈতন্য ভব্য ও অভব্য—উভয়ভাবেই জীবের স্বরূপাবস্থা। [ভব্য ও অভব্য সম্যগ্‌দর্শনাদির সহিত যুক্ত না হইলে মোক্ষ লাভ হয় না। যে জীব সম্যগ্‌দর্শনাদির প্রতি অনুরক্ত হইয়া মুক্তির জন্য চেষ্টা করে, তাহারই মোক্ষ-লাভ হয়। এইরূপ মোক্ষলাভের উপযোগী অবস্থাকে ভব্য অবস্থা বলে। অর্থাৎ যে জীব মোক্ষপ্রয়াসী ও মোক্ষলাভের যোগ্যতা লাভ করিতেছে, তাহা ভব্য জীব। যে জীব তাহার বিপরীত অবস্থায় অর্থাৎ সম্যগ্‌দর্শনাদির দ্বারা মোক্ষলাভের চেষ্টা যাহার নাই, তাহা অভব্য জীব। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় জীবের স্বরূপ ধর্ম চৈতন্য।]

(চৈতন্যকে আত্মার গুণ বলা হইয়াছে, আবার স্বরূপও বলা হইতেছে। গুণকে যেমন দ্রব্যভিন্নরূপে ধারণা করা চলে, স্বরূপকে সেইভাবে ধারণা করা চলে না। এই সমস্যার সমাধানে) স্বরূপ সম্বোধনে বলা হইয়াছে,—

জ্ঞানাদ্‌ভিন্নো ন নাভিন্নো ভিন্নাভিন্নঃ কথঞ্চন।
জ্ঞানং পূর্ব্বাপরীভূতং সোঽয়মাত্মেতি কীর্ত্তিতঃ ॥

জীব বা আত্মা জ্ঞান হইতে ভিন্নও নহে; অভিন্নও নহে, অর্থাৎ কোনও রূপে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়রূপ। এই জ্ঞান পূর্ব্বাপরভাবে (সর্ব্বাবস্থায় জ্ঞানরূপে) অবস্থিত-ইহাই আত্মা।

[চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। অতএব জ্ঞান অবস্থাবিশেষ। জ্ঞানই জীবের অবস্থা হওয়াতে জীব জ্ঞান হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। আবার আত্মা বা জীবেরই জ্ঞান, —এইরূপ সম্বন্ধের প্রয়োগ বা ব্যবহার থাকায়, জ্ঞানকে জীবের

সহিত অত্যন্ত অভিন্নও বলা চলে না। অত্যন্ত অভিন্ন হইলে আত্মা বা জীবকেই জ্ঞান বলা হইত। সুতরাং কোনওভাবে (স্যাদবাদ অনুযায়ী) আত্মা ও জ্ঞান ভিন্নাভিন্ন। আত্মার প্রথম অবস্থা বা পরবর্ত্তী অবস্থা,—সকল অবস্থায়ই জ্ঞান বা চৈতন্য রহিয়াছে,—ইহাই আত্মার স্বরূপ।]

আপত্তি হইতে পারে, ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব, দুইটির একটি যেখানে আছে, সেখানে আর একটি থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং আত্মা ও জ্ঞানের সম্বন্ধে উভয়াত্মকত্ব অসিদ্ধ। ইহার উত্তরে বলা যায়, ভেদাভেদ—ইহাদের একটি থাকিলে আর একটি থাকিবে না, এইরূপ কোন বাধক প্রমাণ নাই। একটি থাকিলে আর একটির অভাব বা অপ্রাপ্তিই বাধক প্রমাণ। কিন্তু জৈন অনেকান্তবাদ বা স্যাদ্‌বাদ অনুসারে সকল বস্তুই অনেকান্ত স্বরূপ, সুতরাং কোন না কোন প্রকারে তাহাতে বিপরীত ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভব হয়। (আত্মা আপন দৃষ্টিকোণ হইতে জ্ঞানের সহিত অভিন্ন, অন্য বস্তুর দৃষ্টিকোণ হইতে জ্ঞান হইতে ভিন্ন এইরূপ বলা যাইতে পারে।)

(জীব ও অজীব এই দুইটি তত্ত্ব —এইরূপ বলা হইয়াছে)। কেহ কেহ তত্ত্বকে অন্যভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, জীব, আকাশ, ধর্ম, অধর্ম, পুদ্গল—এই পাঁচটি অস্তিকায় পদার্থ এই পাঁচটি তত্ত্ব ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান,—তিনকালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহাদের স্থিতি বুঝাইতে অস্তি শব্দ ও অনেক স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে বলিয়া ঐগুলি শরীরের মত, সেইজন্য ব্যাপ্তিবোধক 'কায়' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। [তত্ত্ব দেশ কালে পরিব্যাপ্ত। কালে ব্যাপ্তি বুঝাইতে অস্তি শব্দ, দেশে ব্যাপ্তি বুঝাইতে কায় শব্দ. অস্তিকায় শব্দের ব্যুৎপত্তি এইভাবে বুঝিতে হইবে।]

জীব দুইপ্রকার, সংসারী এবং মুক্ত। জন্ম হইতে জন্মান্তরে পরিভ্রমণ-কারী জীব সংসারী। সংসারী জীব আরও দুইপ্রকার সমনস্ক ও অমনস্ক। যাহারা সংজ্ঞাযুক্ত, তাহারা সমনস্ক। সংজ্ঞা শব্দের অর্থ,—শিক্ষা, ক্রিয়া, আলাপের গ্রহণ ও ব্যবহার। যাহারা এইগুলি গ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা অমনস্ক। [সংজ্ঞা বলিতে সাধারণত ব্যবহারিক চেতনা বুঝায়। কিন্তু জৈন দার্শনিক ইহাকে আরও সীমিত করিয়াছেন। যাহারা শিক্ষা অর্থাৎ অন্যের উপদেশ, ক্রিয়া ও আলাপ গ্রহণ করিতে পারে ও দোষগুণের বিচার করিতে পারে তাহারা সমনস্ক, অন্যেরা অমনস্ক।] অমনস্ক জীব আবার দুই প্রকার, যথা, ত্রস ও স্থাবর।

[ত্রস শব্দের সাধারণ অর্থ বিচরণশীল, স্থাবর গতিহীন। কিন্তু এখানে শব্দগুলি এই অর্থে গ্রহণ করা হয় নাই। শুভাশুভকর্মকে বলে ত্রস। যাহারা শুভাশুভ কর্ম গ্রহণ করিতে পারে, তাহারা ত্রস, যাহারা অশুভকর্মের অধীন তাহারা স্থাবর। সমনস্ক জীবও ত্রস হইতে পারে।]

ত্রস জীব আবার দুই, তিন, চার অথবা পাঁচ ইন্দ্রিয় যুক্ত হইতে পারে। শঙ্খ (শামুক) অণ্ডোলক প্রভৃতি দুই ইন্দ্রিয় যুক্ত;—স্পর্শ ও স্বাদযুক্ত। স্পর্শ রস ও ঘ্রাণ এই তিন ইন্দ্রিয়যুক্ত পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণী। স্পর্শ, রস, ঘ্রাণ ও চক্ষু এই চার ইন্দ্রিয়যুক্ত কীট, ভ্রমর প্রভৃতি। পশু, পক্ষী প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয়যুক্ত। পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, বনস্পতি এইগুলি স্থাবর পদার্থ। (এইগুলির অংশকে কায়রূপে গ্রহণ করিয়া আছে যে জীবগণ তাহারা স্থাবর জীব।)

পথের ধুলিকণাগুলি পৃথিবী। ইষ্টক প্রভৃতি পৃথিবী নির্ম্মিত পৃথিবীকায়। পৃথিবীকে কায়রূপে যাহা গ্রহণ করে, তাহা পৃথিবীকায়িক। যে জীব পৃথিবীকে কায়রূপে গ্রহণ করিবে, সে পৃথিবীজীব। পৃথিবীকায়িক শব্দের দ্বারা জীব পরিত্যক্ত মৃত মনুষ্যদের মত অবস্থিত পাষাণ প্রভৃতিকে বুঝানো হইয়াছে। অপ, তেজ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এইরূপ চারপ্রকার ভেদ করা যায়। পৃথিবী প্রভৃতিকে যাহারা কায়রূপ গ্রহণ করে বা করিবে, ঐগুলিই স্থাবর জীব। পৃথিবী বা পৃথিবী কায়মাত্র জীব নহে। এই স্থাবর জীবগুলি কেবলমাত্র স্পর্শ ইন্দ্রিয়যুক্ত। যে জীব আর জন্মগ্রহণ করিবে না, তাহা মুক্তজীব।

ধর্ম, অধর্ম ও আকাশ অস্তিকায়, একত্বশালী বা একক পদার্থ ও নিষ্ক্রিয়, ঐগুলি বিভিন্ন দ্রব্যের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনের কারণ বা হেতু। ধর্ম অধর্ম লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু। (কিন্তু জৈন দর্শনে ধর্মাধর্মের অর্থ অন্য গৃহীত হইতে ভিন্ন)। আলোকের দ্বারা পরিব্যাপ্ত যে আকাশ, যাহাকে লোকাকাশ বলা হয় উহার সর্ব্বত্রই ধর্ম ও অধর্মের অবস্থিতি রহিয়াছে। গতি ও স্থিতির গ্রাহক বা কারক ধর্ম ও অধর্ম। প্রবৃত্তি বা পদার্থমাত্রের গতি হইতে ধর্মের ও স্থিতি হইতে অধর্মের অনুমান করা হয়। (ধর্ম ও অধর্ম উভয়ই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত বলিয়া অস্তিকায়। একটি বস্তুর প্রদেশে বা স্থানে অন্য বস্তুর প্রবেশকে বলা হয় অবগাহ। উহা আকাশের জন্যই সম্ভব হয়। [ধর্ম, অধর্ম ও আকাশ ইহাদের প্রত্যেকটি একক তত্ত্ব। ধর্ম এক , অধর্ম এক, আকাশ এক। বস্তুমাত্রের ক্রিয়া বা একস্থানে রহিয়া সেখান হইতে অন্যত্র গমনের এইগুলিই হেতু। কিন্তু তাহারা নিজেরা ক্রিয়াহীন নিশ্চল। জীব এবং পুদ্গলেই ক্রিয়া দেখা যায়।

স্পর্শ, রস, গন্ধ ও বর্ণ যুক্ত পুদ্গল (বা জড় দ্রব্য)। উহা দুই প্রকার, যথা, অণু এবং স্কন্ধ বা সংঘাত। অণু ভোগের অযোগ্য (কারণ অত্যন্ত সূক্ষ্মতার জন্য উহা গ্রহণ বা ধারণ করা যায় না। দ্ব্যণুক প্রভৃতি স্কন্ধ বা সংহত বস্তু। দ্ব্যণুক প্রভৃতি সংহত বস্তুকে ভেদ বা বিশ্লিষ্ট করিলে অণু পাওয়া যায়। অণুর মিলন বা সংঘাত হইতে দ্ব্যণুক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। কখনও কখনও ভেদ বা বিশ্লেষ ও সংঘাত বা মিলন—উভয়টির মিলিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্কন্ধ বা সংহত রূপের উৎপত্তি হয়। সেইজন্য পূরয়ন্তি গলন্তি চ 'সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হয়' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পুদ্‌গল শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

কাল স্থানে ব্যাপিয়া থাকে না বলিয়া ইহা অস্তিকায় নহে। কিন্তু ইহা একটি দ্রব্য, কারণ দ্রব্যের লক্ষণ ইহাতে আছে। যাহা গুণ ও পর্য্যায় যুক্ত তাহাই দ্রব্য। যাহা দ্রব্যের আশ্রিত, অথচ যাহাদের আর কোন গুণ থাকে না, ঐগুলিই গুণ। দ্রব্যাশ্রয়া নির্গুণা গুণাঃ জ্ঞানত্ব প্রভৃতি ধর্ম জীবের গুণ ; রূপ, রস প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম পুদ্‌গলের গুণ। ধর্মের গুণ গতি, অধর্মের স্থিতি, আকাশের গুণ অবগাহ। সেইরূপ কালের গুণ বর্ণনাহেতুত্ব, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান কালের অবস্থাযুক্তরূপে বস্তুর বিশেষ অবস্থার বর্ণনা করা যায় যাহার সাহায্যে।

ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের উক্তরূপ বিশেষ অবস্থায় পরিণতিকে পর্য্যায় বলা হয়। দ্রব্যের উৎপত্তি, সেইরূপে অবস্থিতি, পরিণাম ও পর্য্যায় বা ক্রিয়া—এইগুলিকে পর্য্যায় বলা হয়। জীবের সাধারণ ধর্ম জ্ঞান বা চৈতন্য ঘট প্রভৃতি বস্তুর জ্ঞান, সুখ, ক্লেশ ইত্যাদি রূপে পরিণতি লাভ করে বলিয়া এইগুলি জীবের পর্য্যায়। পুদ্গল ও মৃৎপিণ্ড ঘট প্রভৃতির রূপে পরিণত হয়,—এইগুলি উহদের পর্য্যায়। ধর্ম প্রভৃতি গতিবিশেষে পরিণতি লাভ করে—এইগুলি তাহাদের পর্য্যায়। অতএব পাঁচটি অস্তিকায় দ্রব্য ও কাল, এই ছয়টি দ্রব্যই প্রসিদ্ধ।

কোন কোন জৈন দার্শনিক তত্ত্ব সাতটি বলিয়া বর্ণনা করেন, যথা, জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জর, মোক্ষ। জীব ও অজীবের তত্ত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, এখন আস্রবের কথা বলা যাইতেছে। স্থূল শরীরাদি এবং বাক্য, মন ইত্যাদির গতি বা চলনের দ্বারপথে আত্মা বা জীবের মধ্যে যে চলন (বা কর্ম), যাহাকে যোগও বলা হইয়াছে, তাহাই আস্রব। জলের নিম্নে অবস্থিত কোনও দ্বার থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া জল প্রবাহিত হয় বলিয়া উহাকে আস্রব বলা হয়, সেইরূপ কর্মের দ্বারপথে কর্মস্রোত প্রবেশ করিয়া আত্মা বা জীবে সংযুক্ত হয় বলিয়া এইরূপ চলন বা কর্মের গতি বা যোগকে আস্রব বলা হয়।

জলে সিক্ত বস্ত্র যেমন সমস্ত অংশদ্বারা বায়ুবাহিত ধুলিকণাকে গ্রহণ করে, সেইরূপ কষায় রূপ জলে সিক্ত আত্মা যোগ বা আস্রবের দ্বারা আনীত কর্মকে সকল অবয়বের দ্বারা গ্রহণ করে। অথবা, নিঃশেষে উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে, যেরূপ সকল অবয়বের দ্বারা জলকণাকে শোষণ করে, সেইরূপ-ভাবে, কষায়ের দ্বারা উষ্ণ জীব যোগ বা আস্রবের দ্বারা আনীত কর্মকে সকল দিক হইতে গ্রহণ করে। কষায় শব্দের অর্থ,—কষতি হিনস্তি, যাহা আত্মাকে পাপপথে লইয়া যাইয়া বিনষ্ট করে, তাহাই, কষায়। যথা,—ক্রোধ, মান, মায়া লোভ।

এই যোগ বা আস্রব শুভ ও অশুভ ভেদে দুই প্রকার। [কায়, মন ও বাক্যের সাহায্যে অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রত্যেকটি আবার তিনপ্রকার।] অহিংসা প্রভৃতি কায়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত শুভযোগ। সত্যভাষণ, মিতভাষণ ও হিতবাক্য প্রয়োগ—শুভ বাক্-যোগ। অর্হৎ, সিদ্ধ, আচার্য্য, উপাধ্যায় ও সাধু এই পাঁচ প্রকার পরমহংসের প্রতি ভক্তি, তপস্যায় রুচি, তাঁহাদের উপদিষ্ট শাস্ত্রাদি হইতে শিক্ষা গ্রহণ—এইগুলি শুভ মনোযোগ। এইগুলির বিপরীত ভাব কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা গ্রহণ অশুভ যোগ বা আস্রব।

আস্রবের নানাপ্রকার ভেদ সূত্রে যত্নের সহিত নির্দেশ করা হইয়াছে, যথা, "কায়বাঙ্মনঃ কর্মযোগঃ। স আস্রবঃ। শুভঃ পুণ্যস্য। অশুভঃ পাপস্য"। —তত্ত্বসূত্র। কায়, বাক্ ও মনের কর্মের দ্বারা যে যোগ (সঞ্চালন), তাহাই আস্রব। যাহা পুণ্যের হেতু তাহা শুভ, যাহা পাপের হেতু তাহা অশুভ।

অন্যেরা এইভাবেও আস্রবের অর্থ নিরূপণ করেন,—যাহা পুরুষকে বিষয়ের দিকে লইয়া যায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি—উহাই আস্রব। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই পুরুষের জ্যোতি বা জ্ঞান বিষয়কে স্পর্শ করিয়া রূপাদির জ্ঞানরূপে পরিণত হয়।

বন্ধ—অনন্ত অবয়বযুক্ত পুদ্গলসমূহ সূক্ষ্মরূপে জীব শরীরে প্রবেশ করিয়া অণু-দ্ব্যণুক ইত্যাদি ক্রমে কর্মরূপে পরিণতি লাভ করিবার যোগ্যতা বা শক্তি অর্জন করে। মিথ্যাদর্শন (অবিবেক), অবিরতি (অসৎকর্মে প্রবৃত্তি), প্রমাদ (ভ্রান্তি) ও কষায় (মান মোহাদি) প্রভৃতির জন্য এবং যোগ বা আস্রবের কারণে জীবাত্মা ঐগুলিকে গ্রহণ করিয়া উহাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়।—ইহাই বন্ধ। তত্ত্বসূত্রে বলা হইয়াছে, "সকষায়ত্বাৎজীবঃ কর্মভাবযোগ্যান্ পুদ্গলানাদত্তে স বন্ধঃ"। কষায়যুক্ত হইয়া জীব কর্মরূপে পরিণতি লাভযোগ্য পুদ্গলকে গ্রহণ করে,—ইহাই বন্ধ। কষায় গ্রহণকেই সকল বন্ধের হেতুরূপে সাধারণভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বন্ধের কারণ বর্ণনা করিতে যাইয়া বাচকাচার্য্য বলিয়াছেন, মিথ্যাদর্শন, অবিরতি, প্রমাদ, কষায় এবং যোগ—বন্ধের হেতু। [কর্মের জন্যই কষায় উৎপন্ন হয়, আবার কষায়ের জন্য কর্মগ্রহণ হয়।—এইভাবে অনাদি সম্বন্ধ রহিয়াছে]

মিথ্যাদর্শন দুইপ্রকার। মিথ্যাকর্মের উদয় হইলে অন্যের তত্ত্বের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া জীব, অজীব প্রভৃতি তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব স্বভাবজাত মিথ্যা-দর্শন। অন্যপ্রকার মিথ্যাদর্শন পরের উপদেশ হইতে যে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহা। পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজঃ, স্থাবর, জঙ্গম—এই ষড়বিধ উপাদানকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া ছয়টি ইন্দ্রিয়কে (মন সহ) তদভিমুখী রাখা অবিরতি। [হেয়কে যথাযথ-ভাবে জানিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বিরতি বা উপরম। বিরতির অভাব, অর্থাৎ হেয় কর্মে প্রবৃত্তি অবিরতি।] পঞ্চসমিতি ও তিনটি গুপ্তির প্রতি উৎসাহ প্রদর্শন না করাই প্রমাদ। [এগুলির বিষয়ে পরে বলা হইবে। সংক্ষেপে অন্য প্রাণীর পীড়া উৎপাদন হয় না,—এরূপ ব্যবহার সমিতি, যথা,—ঈর্ষ্যা, ভাষা, এষণা, আদান ও উৎসর্গ। কর্মপুদ্‌গলের অনুপ্রবেশ হইতে নিজেকে রক্ষা করাই গুপ্তি, উহা তিন প্রকার,—বাক্‌গুপ্তি, মনোগুপ্তি, কায়গুপ্তি।]
ক্রোধ, মান প্রভৃতি কষায়। কষায় পর্য্যন্ত চারটি স্থিতিবন্ধ ও অনুভববন্ধের কারণ; যোগ প্রকৃতিবন্ধও প্রদেশবন্ধের কারণ। [এগুলির বিষয়ে পরে বলা হইতেছে।]

বন্ধ চারিপ্রকার বলা হইয়াছে, যথা, প্রকৃতিবন্ধ, স্থিতিবন্ধ, অনুভববন্ধ ও প্রদেশ-বন্ধ। (তত্ত্বসূত্র)। [প্রকৃতিবন্ধ আটপ্রকার। আটপ্রকার কর্মের প্রকৃতি বা স্বভাব হইতে এই আটপ্রকার বন্ধ সৃষ্টি হয়। এই আটপ্রকার কর্মের বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।] **আবরণীয়কর্ম**—নিম্বের প্রকৃতি তিক্তত্ব; গুড়ের প্রকৃতি মধুরত্ব, সেইরূপ আবরণীয় কর্মের প্রকৃতি জ্ঞানও দর্শনকে আবৃত করা। (অতএব আবরণীয় কর্ম দুই প্রকার,—**জ্ঞানাবরণীয়** ও **দর্শনাবরণীয়**।) মেঘ যেমন সূর্য্যা-লোককে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ জ্ঞানাবরণীয় কর্ম জ্ঞানকে আবৃত করে। (জ্ঞানাবরণীয় কর্ম জ্ঞাতৃত্বশক্তিকে আবৃত করিয়া বিষয়ের জ্ঞানকে ব্যাহত করে, ফলে বস্তুর যথাযথ জ্ঞান হয় না)। কুম্ভ যেমন প্রদীপ প্রভাকে দৃষ্টির অন্তরালে লইয়া যায়, সেইরূপ দর্শনাবরণীয় কর্ম দর্শনকে আবৃত করে। (উপদিষ্ট তত্ত্বের গ্রহণ শ্রদ্ধা,—ইহাই দর্শন; দর্শনাবরণীয় কর্ম তত্ত্বের গ্রহণ ও আলোচনা হইতে ব্যক্তিকে দূরে লইয়া যায়)। **বেদনীয়কর্ম**—সৎ ও অসৎ রূপে প্রাপ্ত বস্তু হইতে সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয়; বেদনীয় কর্ম সদসদ্রূপ বস্তু হইতে সুখদুঃখের কারণ হয়,

যেমন অসিধারায় মধু লেহন করিলে এক সঙ্গে সুখ ও দুঃখ লাভ হয়। (মধুতে মিষ্টত্ব আছে, কিন্তু অসিধারায় নাই, সেইজন্য মধু হইতে সুখ ও অসিধারা হইতে দুঃখ লাভ হয়। যেরূপ কর্মের জন্য সৎ ও অসৎরূপে জ্ঞেয় বস্তু সুখ-দুঃখের কারণ হয়, তাহাই বেদনীয় কর্ম)। মোহনীয় কর্ম—(ইহা দর্শনে ও চারিত্রে মোহ সৃষ্টি করে)। দুর্জনের সঙ্গ যেমন শুভবিশ্বাসে অশ্রদ্ধা উৎপাদন করে। সেইরূপ যে কর্ম উপদিষ্ট তত্ত্বে অশ্রদ্ধা উৎপাদন করে, তাহা মোহনীয় কর্ম। আবার মদ যেমন মত্ততা উৎপাদন করে, সেইরূপ যে কর্ম চারিত্রে বা কর্মনীতিতে অসংযম উৎপাদন করে, তাহাও মোহনীয় কর্ম। আয়ুঃকর্মদেহধারণের হেতু। জল যেমন পথ অতিক্রমকারী ব্যক্তিদের আবদ্ধ করে, সেইরূপ আয়ুঃকর্ম জীবকে দেহে আবদ্ধ করে।

নামকর্ম—বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন নামকরণ নামকর্মের জন্য হয়, যেমন চিত্রকর তুলিকা দ্বারা বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করে।

গোত্রকর্ম—কুম্ভকার যেমন ঘটে উচ্চনীচ অবস্থা সৃষ্টি করে, সেইরূপ গোত্রকর্ম উচ্চনীচ অবস্থা ধারণের হেতু। অন্তরায়কর্ম—কোষাধ্যক্ষ যেমন রাজার অর্থ রক্ষার জন্য দানে বাধা সৃষ্টি করেন, সেইরূপ যে কর্ম দানাদিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাহা অন্তরায় কর্ম। এই অষ্টবিধ কর্ম অনুযায়ী প্রকৃতিবন্ধ আট প্রকার। ইহাই তাহাদের মূলপ্রকৃতি বা স্বভাব। দ্রব্য, কর্ম, তদনুযায়ী তাহাদের অবান্তর ভেদ ও মূলপ্রকৃতি দ্বারাই এই আট প্রকার বন্ধের স্বরূপ জানিতে পারা যায়। উমাস্বাতি বাচকাচার্য্যও বলিয়াছেন, প্রথমটি (অর্থাৎ প্রকৃতিবন্ধ) জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, বেদনীয়, মোহনীয়, আয়ু, নাম, গোত্র ও অন্তরায়-স্বভাব। এইগুলিরও বহু ভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে। যথা, জ্ঞানাবরণীয় পাঁচ প্রকার, দর্শনাবরণীয় নয় প্রকার, বেদনীয় দুই প্রকার, মোহনীয় আঠাশ প্রকার, আয়ুকর্ম চার প্রকার, নামকর্ম বিয়াল্লিশ প্রকার, গোত্রকর্ম দুই প্রকার ও অন্তরায়কর্ম পাঁচ প্রকার হয়। বিদ্যানন্দাদি তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রের ব্যাখ্যায় এগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এগুলির উল্লেখ করা হইল না।

ছাগল, গরু, মহিষ প্রভৃতির দুধে যে বিশেষ মাধুর্য্য বা স্বাদ রহিয়াছে, তাহা একটি সুনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকে। সেইরূপ অষ্টবিধকর্মও একটি সুনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত তাহাদের স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয় না। ইহাকে তাহাদের স্থিতি বলে, এবং এই স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাহারা যে বন্ধ উৎপাদন করে, তাহাকে স্থিতিবন্ধ বলে। [কর্মের মূলপ্রকৃতি অনুযায়ী বন্ধের যে বিশেষ প্রকার, তাহা

প্রকৃতিবন্ধ; আর ঐ প্রকৃতি যে নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়া নানা ক্রিয়া বা পরিণাম উৎপাদন করে, তাহাই স্থিতিবন্ধ।] ইহাদের মধ্যে জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় এবং অন্তরায় কর্মের স্থিতি জৈন কাল পরিমাণ অনুসারে ত্রিংশৎসাগরোপম কোটি কোটি কাল.—ইহাকে বলে পরাস্থিতি। মত্তহস্তী যেমন মাঝে মাঝে কিছু সময় নিজের মূলস্বভাবে বর্ত্তমান হইয়া স্থির থাকে, সেইরূপ এই কর্মগুলিও নির্দ্দিষ্টকাল নিজের স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয় না,—ইহাকেই বলে স্থিতি। (এই স্থিতির জন্য যে বন্ধ, তাহাই স্থিতিবন্ধ।)

ছাগল, গো, মহিষ প্রভৃতির দুগ্ধ কোনটিতে তীব্রভাবে, কোনটিতে মন্দভাবে তাহাদের আপন কার্য্যসাধনে যে বিশেষ শক্তি বা সামর্থ্য, তাহাকে বলে অনুভাব; অনুরূপভাবে কর্মপুদ্‌গলের মধ্যেও তাহাদের কার্য্যসাধনের যে বিশেষ শক্তি বা সামর্থ্য, তাহা অনুভাব, এবং এই অনুভাবজনিত যে বন্ধ, তাহাকে বলে অনুভববন্ধ। কর্মরূপে পরিণত পুদ্‌গলের দ্ব্যণুকাদিক্রমে যে স্কন্ধ বা সংঘাত,—যাহা অনন্ত প্রদেশব্যাপ্ত, জীবাবয়বের বিভিন্ন প্রদেশে তাহার অনুপ্রবেশকে প্রদেশবন্ধ বলে। আস্রবের নিরোধকেই বলে সংবর। গুপ্তি, সমিতি প্রভৃতি যে উপায়ের দ্বারা আত্মায় কর্মের প্রবেশকে প্রতিরোধ করা হয়, তাহাই সংবর। যে আস্রব বা যোগের দ্বারা কর্মপুদ্‌গল আত্মাতে প্রবেশ করে, তাহা হইতে আত্মাকে রক্ষা করাই গুপ্তি। উহা তিন প্রকার, যথা, কায়-নিগ্রহ, বাক্-নিগ্রহ ও মনো-নিগ্রহ। প্রাণিপীড়া পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্‌ভাবে অবস্থিতি সমিতি। উহা পাঁচ প্রকার, যথা, ঈর্যাসমিতি, ভাষাসমিতি, এষণা সমিতি, উৎসর্গ সমিতি, আদানসমিতি। এ-বিষয়ে আচার্য্য হেমচন্দ্র বলিয়াছেন,

লোকাতিবাহিতে মার্গে চুম্বিতে ভাস্বদংশুভিঃ।
জন্তুরক্ষার্থমালোক্য গতিরীর্য্যা মতা সতাম্ ॥
অনবদ্যমৃতং সর্ব্বজনীনং মিতভাষণম্।
প্রিয়া বাচংযমানাং সা ভাষাসমিতিরুচ্যতে ॥
দ্বিচত্বারিংশতা ভিক্ষাদোষৈর্নিত্যমদূষিতম্।
মুনির্যদন্নমাদত্তে সৈষণাসমিতির্মতা ॥
আসনাদীনি সংবীক্ষ্য প্রতিলভ্য্য চ যত্নতঃ।
গৃহ্নীয়ান্নিক্ষিপেৎ ধ্যায়েৎ সাদানসমিতিঃ স্মৃতা ॥
কফমূত্রমলপ্রায়ৈর্নির্জন্তু জগতীতলে।
যত্নাদ্ যদুৎসৃজেৎ সাধুঃ সোৎসর্গসমিতির্ভবেৎ ॥

লোকজন যে পথ দিয়া চলে এবং যাহা সূর্য্যালোকের দ্বারা আলোকিত সেই পথে জীবজন্তুর রক্ষার জন্য উত্তমরূপে দেখিয়া চলাই ঈর্যাসমিতি। অনিন্দ্য, সত্য সর্ব্বজনের হিতকর মিতভাষণ,—যাহা সংযমী ব্যক্তিগণের প্রিয়, তাহাই ভাষাসমিতি। বিয়াল্লিশটি ভিক্ষাদোষ হইতে নিত্যমুক্ত যে অন্ন মুনি গ্রহণ করেন,—তাহাই এষণা সমিতি। আসন প্রভৃতি উত্তমরূপে দেখিয়া, যত্নের সহিত তাহাতে বসিয়া গ্রহণ, নিক্ষেপ ও ধ্যান—ইহাই আদান সমিতি। কফ, মল, মূত্র প্রভৃতি জন্তুরহিত স্থানে যত্নের সহিত পরিত্যাগ—ইহাই উৎসর্গসমিতি।

অতএব এই কর্মগুলি আস্রবরূপ স্রোতের দ্বার রক্ষা করে, অর্থাৎ কর্মস্রোতের আত্মায় প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে বলিয়া এইগুলিকে সংবর বলা হয়। সেইজন্য আর্হত বলেন,

আস্রবো ভবহেতুঃ স্যাৎ সংবরো মোক্ষকারণম্।
ইতীয়মার্হতী সৃষ্টিরন্যদস্যাঃ প্রপঞ্চনম্ ॥

আস্রব সংসারের হেতু ও সংবর মোক্ষের হেতু—ইহাই জৈনমতের সারকথা। বাকী সব ইহারই বিস্তার বা ব্যাখ্যা।

তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা অর্জিত সমুদয় কর্মের নিঃশেষে ক্ষয়সাধন নির্জরা নামক তত্ত্বের অর্থ। ইহার দ্বারা দেহের সহিত দীর্ঘকাল সঞ্চিত কষায়সমূহ, পুণ্য, সুখদুঃখ—সমস্তই ক্ষয় হয়। কেশের উৎপাটন প্রভৃতি তপস্যা। তপস্যা প্রভৃতি নির্জরার অঙ্গ। নির্জরা দুই প্রকার, যথাকাল ও ঔপক্রমিক। যে কালে যে কর্ম ফলদান করিবার কথা, তাহা সেইকালে সেইফল দান করিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়,—ইহা যথাকাল নির্জরা। কামনার পূর্ত্তি সাধন করিয়াই কর্মের ক্ষয়,—নির্জরার তত্ত্ব এইরূপ। যখন কর্ম উদয়ের মুহূর্ত্তেই তপস্যার শক্তিতে আপনার ইচ্ছাক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন উহাকে ঔপক্রমিক নির্জরা (যাহা উপক্রম বা চেষ্টা দ্বারা হয়) বলা হয়। সেইজন্য বলা হইয়াছে,

সংসারবীজভূতানাং কর্মণাং জরণাদিহ।
নির্জরাসম্মতা দ্বেধা সকামাকামনির্জরা ॥
স্মৃতা সকামা যমিনামকামা ত্বন্যদেহিনাম্ ॥

সংসারের কারণভূত সমুদয় কর্মের বিনাশ হইতেই নির্জরা লাভ হয়। উহা দুই প্রকার,—সকাম (ঔপক্রমিক) ও অকাম (যথাকাল)। যাঁহারা যমাদি

অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদের সকাম নির্জরা ও অন্য প্রাণীদের অকাম নির্জরা লাভ হয়। মোক্ষ—মিথ্যাদর্শন প্রভৃতি বন্ধের কারণ; উহার নিবৃত্তি ঘটিলে নূতন কর্মের উদয় হয় না; নির্জরা দ্বারা অর্জিত কর্মের বিনাশ হয়, ও এইভাবে সর্ব্বকালের জন্য পূর্ণভাবে কর্ম হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।—ইহাই মোক্ষ। সেইজন্য বলা হইয়াছে, 'বন্ধহেত্বভাবনির্জরাভ্যাং কৃৎস্নকর্মবিপ্রমোক্ষণং মোক্ষঃ।' 'তদনন্তর-মূর্ধ্বং গচ্ছত্যালোকান্তাদ্।' (তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র)। বন্ধের কারণের অভাব এবং নির্জরা দ্বারা মোক্ষলাভ হয়। তাহার পর নিরন্তর ঊর্ধ্বগমন হয়।

যে হাত এবং দণ্ডের দ্বারা কুম্ভকার তাহার চাকা ঘুরাইতে থাকে, তাহার প্রয়োগ বন্ধ হইলেও পূর্বের গতিবেগে চাকা ঘুরিতেই থাকে; সেইরূপ, মোক্ষ-লাভের জন্য সংসারদশায় যে অবিরাম প্রচেষ্টা করা হইয়াছে, মুক্তির পরে সেই চেষ্টার অভাব হইলেও সংস্কারবলে আত্মা লোকজগতের ঊর্ধ্বে নিরন্তর চলিতেই থাকে। অথবা, মাটির দ্বারা লিপ্ত হইলে অলাবু জলের নীচে চলিয়া যায়, কিন্তু জলে মাটি ধুইয়া গেলে আবার উপরের দিকে চলিতে থাকে; সেইরূপ কর্মরহিত আত্মা কর্মভার হইতে মুক্ত হইয়া (অসঙ্গ হইয়া) ঊর্ধ্বদিকে চলিতে থাকে। এরণ্ড বীজের বাহিরের খোসা ফাটিয়া গেলে যেমন উহা উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়, অগ্নিশিখা যেমন নিত্য ঊর্ধ্বদিকে চলিতে থাকে, সেইরূপ মুক্ত আত্মা নিরন্তর ঊর্ধ্বগামী হয়।

আত্মা ও দেহের পরস্পরের প্রদেশ বা অবয়বে অনুপ্রবেশ করিয়া অবিভক্ত-ভাবে বর্ত্তমান থাকাই বন্ধ। পরস্পরের সন্নিহিতত্ব বা সম্বন্ধই সঙ্গ। সেইজন্য তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে বলা হইয়াছে, পূর্বসংস্কারের (চেষ্টার) প্রয়োগের জন্য, সঙ্গের অভাবের জন্য, বন্ধচ্ছেদ হওয়ার জন্য এবং আপনার অন্তর্নিহিত গতির স্ফুরণের জন্য আত্মার নিরন্তর ঊর্ধ্বগামিত্ব হয়। হস্ত এবং দণ্ডের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট কুলাল-চক্রের মত, মৃত্তিকালেপধৌত অলাবুর মত, এরণ্ড বীজের মত এবং অগ্নিশিখার মত এই ঊর্ধ্বগামিত্ব। পদ্মনন্দী বলিয়াছেন,

> গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
> অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ত্বলোকাকাশমাগতাঃ॥

চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ অদৃশ্য হইয়া আবার ফিরিয়া আসে, কিন্তু যাঁহারা লোকাকাশের ঊর্ধ্বে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আসেন নাই।

অন্যদের মতে সমস্ত ক্লেশ ও তাহার বাসনা বা সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া অনাবরণ জ্ঞান ও নিত্যসুখে প্রতিষ্ঠিত আত্মার ঊর্ধ্বদেশে অবস্থানই মুক্তির স্বরূপ। এইভাবে কেহ কেহ সুখ ও দুঃখের কারণ পুণ্য ও পাপকে সপ্ত-পদার্থের সঙ্গে যুক্ত করিয়া সাতটি পদার্থের স্থানে নয়টি পদার্থ স্বীকার করেন। সিদ্ধান্ত গ্রন্থে জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সংবর, নির্জর, বন্ধ ও মোক্ষ— এই নয়টি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। এখানে সারসংক্ষেপ করা হইল, বিস্তৃতভাবে বলা হইল না।

সপ্তভঙ্গী নয়—জৈনগণ সর্ব্বত্র সপ্তভঙ্গীনয় নামক ন্যায়ের অবতারণা করেন। উহা—স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তিচ নাস্তিচ, স্যাদবক্তব্যঃ, স্যাদস্তিচ অবক্তব্যঃ, স্যাৎ নাস্তিচ অবক্তব্যঃ, স্যাদস্তি চ নাস্তিচ অবক্তব্যঃ। [জৈনরা অনেকান্ত-বাদী। অস্তি, নাস্তি ইত্যাদি ভেদে সাতপ্রকার উক্তি একই বস্তুতে যুগপৎ প্রয়োগ করা হয়। ইহা সপ্তভঙ্গী নয়। একান্ত শব্দের অর্থ নিশ্চিত। কোন বস্তুকে একান্ত বা নিশ্চিতভাবে অস্তি বা নাস্তি ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা যায় না। যদি বলা যায় 'ঘটোঽস্তি' - ইহা একান্তভাবে সত্য, তবে ঘট উৎপত্তির জন্য কুম্ভকার প্রভৃতির প্রয়োজন নাই। যদি ঘট একান্তভাবে 'নাস্তি', বা অসত্য হয়, তবে কোনভাবেই উহার উৎপত্তি হইতে পারে না, যেমন শশশৃঙ্গের কখনও উৎপত্তি হয় না। আবার অস্তিত্বশীল বস্তুর প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে হয়। সুতরাং ঘট ঘটরূপে থাকিলেও প্রাপ্তবস্তুরূপে নাই। অতএব কোনও বস্তু কোনভাবে আছে, কোনভাবে নাই। অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের একত্র সদ্ভাবে বস্তু অবক্তব্য। কোন বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব একান্তভাবে জানিতে পারা যায় না। অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব ও অবক্তব্যত্ব—ইহাদের মিশ্রণের দ্বারা সাতপ্রকার বিধেয় পাওয়া যায়, যথা, অস্তি, নাস্তি, অস্তি চ নাস্তিচ, অবক্তব্যঃ, অস্তিচ অবক্তব্যঃ, নাস্তিচ অবক্তব্যঃ, অস্তিচ নাস্তিচ অবক্তব্যশ্চ। প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে উক্তি উহার দ্রব্য, কাল, ক্ষেত্র ও স্বভাব-সাপেক্ষভাবেই হয়। কোনও গ্রামে বসন্ত ঋতুতে মৃত্তিকানির্মিত শ্যামবর্ণ ঘট আছে;—এখানে মৃত্তিকানির্মিতভাবে ঘট আছে, অন্য কোন দ্রব্যনির্মিত-ভাবে নাই; বসন্তঋতুতে আছে; অন্য ঋতুতে নাই; ঐ গ্রামে আছে, অন্যত্র নাই; শ্যামরূপে আছে, অন্যরূপে নাই। সুতরাং উহা কোনও রূপে আছে, কোনও রূপে নাই। অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব একান্ত বা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কেবল জ্ঞানী ভিন্ন অন্য সকলের জ্ঞান সেইজন্য অনেকান্ত বা আপেক্ষিক। ইহাই জৈন অনেকান্তবাদ। 'স্যাৎ' কথাটির অর্থ 'কথঞ্চিৎ' বা কোনও ভাবে।]

অনন্তবীর্য্য ইহার এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—

কোন বস্তুর বিধান বা অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা হইলে স্যাদস্তি (উহা কোনও ভাবে আছে)—এইরূপ উক্তি হইবে। উহার নিষেধ প্রদিপাদন করিতে স্যান্নাস্তি (কোনও ভাবে নাই)—এইরূপ বলা যাইবে। ক্রমে দুইটি বলিতে স্যাদস্তি চ স্যান্নাস্তি চ (কোনও ভাবে আছে ও কোনও ভাবে নাই) প্রয়োগ হইবে। দুইটিকে একসঙ্গে বলিতে বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে স্যাদ্ অবাচ্য (কোনও ভাবে অবক্তব্য) প্রয়োগ হইবে। প্রথমটি অর্থাৎ অস্তিত্ব ও অবাচ্যত্ব বুঝাইতে পঞ্চম ভঙ্গ (স্যাদস্তিচ অবক্তব্যশ্চ), দ্বিতীয়টি অর্থাৎ নাস্তিত্ব ও অবাচ্যত্ব বুঝাইতে ষষ্ঠ ভঙ্গ (স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ), অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব ও অবক্তব্যত্বের সমুচ্চয় বুঝাইতে সপ্তম ভঙ্গ (অর্থাৎ স্যাদস্তি চ নাস্তিচ অবক্তব্যশ্চ) প্রযুক্ত হইবে।

'স্যাৎ' শব্দটি এখানে অব্যয় এবং তিঙন্তের প্রতিরূপ অর্থাৎ ক্রিয়াপদের সদৃশ এবং অনেকান্তদ্যোতক। বলা হইয়াছে,

বাক্যেষ্বনেকান্তদ্যোতী গম্যং প্রতি বিশেষণম্।
স্যান্নিপাতোঽর্থযোগিত্বাৎ তিঙন্ত প্রতিরূপকঃ॥

স্যাৎ শব্দ ক্রিয়াপদসদৃশ হইয়া অব্যয় হইয়াছে ; ইহা অর্থের সহিত যুক্ত বলিয়া 'স্যাৎ অস্তি' ইত্যাদি, বাক্যে অনেকান্তদ্যোতক ও বিধেয় 'অস্তি' প্রভৃতির বিশেষণ হইয়াছে।

স্যাৎ শব্দ যদি একান্তত্ব বোধক (ক্রিয়াপদ) হইত, তবে উহা স্যাদস্তি বাক্যে অনর্থক হইত। অনেকান্তদ্যোতক বলিয়া স্যাদস্তির অর্থ কোনওরূপে আছে ; সুতরাং স্যাৎ পদের অর্থ কথঞ্চিৎ বা কোনও ভাবে। সেইজন্য স্যাৎ শব্দের প্রয়োগ অনর্থক হয় নাই। বলা হইয়াছে,

স্যাদ্বাদঃ সর্ব্বথৈকান্তত্যাগাৎ কিংবৃত্তচিদ্বিধেঃ।
সপ্তভঙ্গীনয়াপেক্ষো হেয়াদেয়বিশেষ কৃৎ॥

স্যাদ্ বাদ্ কথঞ্চিৎ এই বিশেষ প্রয়োগের দ্বারা সর্ব্বত্র একান্ত বা নিশ্চয়কে পরিত্যাগ করে ও সপ্তভঙ্গী নয়ের অপেক্ষা রাখে ; উহা হেয় (নাস্তি) ও আদেয় (অস্তি)—ভেদে বিকল্পের বিধান করে। যদি বস্তু একান্ত বা নিশ্চিতরূপে সর্ব্বভাবে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বদ্রব্যে বর্ত্তমান থাকে, তবে গ্রহণ বা ত্যাগের

দ্বারা তাহাতে কখনও কাহারও প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। যাহা প্রাপ্ত (অর্থাৎ সর্ব্বদা বর্ত্তমান) তাহা চেষ্টার দ্বারা প্রাপণীয় হয় না ; যাহা অত্যাজ্য তাহা কখনও পরিহারযোগ্য হয় না। অনেকান্তবাদ স্বীকার করিলেই বস্তু কোনও ভাবে, কখনও, কাহারও পক্ষে হেয় বা ত্যাগযোগ্য ও উপাদেয় বা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির দ্বারা স্বীকৃত হইতে পারে।

আবার প্রশ্ন করা যাইতে পারে, সত্ত্ব বা অস্তিত্ব এবং অসত্ত্ব বা অনস্তিত্ব— ইহাদের কোন্‌টি বস্তুর স্বরূপ বা স্বভাব ? অস্তিত্ব বস্তুর স্বভাব, ইহা বলা যায় না, কারণ, 'ঘটোঽস্তি'—এই বাক্যে ঘটত্ব ও অস্তিত্ব পর্য্যায় শব্দ (একই অর্থবাচক) হইলে ইহাদের একসঙ্গে প্রয়োগ হয় না। আবার 'ঘটোনাস্তি'— এখানে ঘট (অস্তিত্ব) এবং নাস্তিত্ব বিরুদ্ধ। অন্যত্রও এইরূপে বুঝিতে হইবে। সেইজন্য বলা হইয়াছে,—

ঘটোঽস্তীতি ন বক্তব্যং সন্নেব হি যতো ঘটঃ।
নাস্তীত্যপি ন বক্তব্যং বিরোধাৎ সদসত্ত্বয়োঃ ॥

ঘটোঽস্তি – এইরূপ বলা যায় না। কারণ ঘট সদবস্তুই। আবার ঘটোনাস্তি— এইরূপও বলা যায় না , কারণ ঘটসত্তা ও নাস্তিত্ব পরস্পর বিরোধী।

অতএব এইভাবে বলা যাইতে পারে।—প্রতিবাদী চার প্রকার, যথা, - সদ্‌-বাদী, অসদ্‌বাদী, সদসদ্‌বাদী ও অনির্ব্বচনীয়ত্ববাদী। [সাংখ্য সদ্‌বাদী, বৌদ্ধ অসদ্‌বাদী, ন্যায় সদসদ্‌বাদী ও মায়াবাদী অনির্ব্বচনীয়ত্ববাদী।] সৎ, অসৎ ও সদসৎ—এই তিনটির সঙ্গে অনির্ব্বচনীয়ত্বকে মিশ্রিত করিয়া আরও তিনটি বাদ পাওয়া যায়। এখন, 'বস্তু কি আছে ?' এইরূপ প্রশ্ন করিলে 'কোনও ভাবে আছে'—এইরূপ উত্তর দেওয়া যায়। এইভাবে বিভিন্ন বাদী ক্ষান্ত হইয়া সম্পূর্ণ অর্থনিশ্চয়কারী স্যাদ্‌বাদের যৌক্তিকতা স্বীকার করিবেন। সুতরাং স্যাদবাদেরই সর্ব্বত্র জয় হইবে। স্যাদ্‌বাদ মঞ্জরীতে বলিয়াছেন,—

অনৈকান্তাত্মকং বস্তু গোচরঃ সর্ব্বসংবিদাম্‌।
একদেশবিশিষ্টোঽর্থো নয়স্য বিষয়ো মতঃ ॥

যেহেতু ঘটাদি বস্তু অস্তি, নাস্তি ইত্যাদি সকল প্রকার জ্ঞানের বিষয় হয়, সেজন্য উহা অনৈকান্তাত্মক বা অনিশ্চয়াত্মক। প্রত্যেকটি নয়ে বস্তুর একদেশবিশিষ্ট অর্থই বিষয় হয়। [ঘটাদি বস্তু অস্তি, নাস্তি, ইত্যাদি সপ্তবিধ জ্ঞানের বিষয় হয়।

সেইজন্য বস্তুর জ্ঞান অনেকান্ত। এক একটি নয়ের দ্বারা বস্তুর জ্ঞান এক এক দৃষ্টিকোণ হইতেই হয়।]

ন্যায়ানামেকনিষ্ঠানাং প্রবৃত্তৌ শ্রুতবর্ত্মনি।
সম্পূর্ণার্থ বিনিশ্চায়ি স্যাদ্‌বস্তু শ্রুতমুচ্যতে॥
অন্যোন্যপক্ষপ্রতিপক্ষ ভাবাদ্
যথা পরে মৎসরিণঃ প্রবাদাঃ।
নয়ানশেষানবিশেষমিচ্ছন্
ন পক্ষপাতী সময়স্তথার্হতঃ॥
(হেমচন্দ্র কৃত বীতরাগস্তুতি।)

এক একটি পক্ষ বিশিষ্ট বহু ন্যায়কে যখন পাওয়া যায়, তখন সম্পূর্ণ অর্থপ্রকাশক 'স্যাৎ' শব্দ বিশিষ্ট পদার্থজ্ঞানই প্রামাণিক। অন্যান্য মতবাদীরা পক্ষ প্রতিপক্ষ উপস্থাপিত করিয়া পরস্পরের প্রতি মাৎসর্য্য পরায়ণ হন্, নির্বিশেষে বহু নয়কে স্বীকার করিয়া আর্হতগণ কোন বিশেষ মতের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেন না।

জিন দত্তসূরী এইভাবে জৈনমত সংগ্রহ করিয়াছেন :—

বলভো গোপভোগানামুভয়োর্দান লাভয়োঃ।
অন্তরায়স্তথানিদ্রা ভীরজ্ঞানং জুগুপ্সিতম্॥
হিংসা রত্যরতী রাগদ্বেষাববিরতিঃ স্মরঃ।
শোকো মিথ্যাত্বমেতে অষ্টাদশ দোষা ন যস্য সঃ॥
জিনো দেবো গুরুঃ সম্যক্‌ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশকঃ।
জ্ঞান দর্শন চারিত্রাণ্যপবর্গস্য বর্ত্তনী॥
স্যাদ্‌বাদস্য প্রমাণে দ্বে প্রত্যক্ষমনুমাপিচ।
নিত্যানিত্যাত্মকং সর্ব্বং নব তত্ত্বানি সপ্তবা॥
জীবাজীবৌ পুণ্যপাপে চাস্রবঃ সংবরোঽপি চ।
বন্ধো নির্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে॥
চেতনা লক্ষণো জীবঃ স্যাদজীবস্তদন্যকঃ।
সৎকর্মপুদ্‌গলা পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ॥
আস্রবঃ স্রোতসো দ্বারং সংবৃনোতীতি সংবরঃ।
প্রবেশঃ কর্মনাং বন্ধঃ নির্জরস্তৎ বিয়োজনম্॥

অষ্ট কর্মক্ষয়াম্মোক্ষোঽথান্তর্ভাবশ্চ কৈশ্চন।
পুণ্যস্য সংবরে পাপস্যাস্রবে ক্রিয়তে পুনঃ॥
লব্ধানন্ত চতুষ্কস্য লোকাগূঢ়স্য চাত্মনঃ।
ক্ষীনাষ্ট কর্মণো মুক্তির্নির্ব্যাবৃত্তির্জিনোদিতা॥
সরজোহরণা ভৈক্ষভুজো লুঞ্চিত মূর্ধজাঃ।
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলা নিঃসঙ্গা জৈন সাধবঃ॥
লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
উর্দ্ধাশিনো গৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যুর্জিনর্ষয়ঃ॥
ভুংক্তে ন কেবলী ন স্ত্রী মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ।
প্রাহুরেষাময়ং ভেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ॥

বল, ভোগ, উপভোগ, দান, লাভ ও ইহাদের অন্তরায় নিদ্রা, ভয়, অজ্ঞান, জুগুপ্সা, হিংসা, রতি, অরতি (অনিচ্ছা), রাগ, দ্বেষ, অবিরতি, কাম, শোক, মিথ্যাত্ব—এই অষ্টাদশ দোষ হইতে যিনি মুক্ত, সেই জিন, দেব, গুরু সম্যক তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশক। সম্যক্‌জ্ঞান, দর্শন ও চারিত্র-মোক্ষের উপায়।

স্যাদ্‌বাদের দুইটি প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সকল বস্তু নিত্য ও অনিত্যাত্মক। [প্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তুর অনেক রূপ জানা যায়। গ্রহণ ও ত্যাগের ইচ্ছারূপ হেতু হইতেও বস্তুর অনেক-রূপত্ব অনুমান করা যায়।] তত্ত্ব নয়টি বা (মতান্তরে) সাতটি। জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সংবর, বন্ধ, নির্জর, মুক্তি—এইগুলি তত্ত্ব। ইহাদের ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে।

জীব চেতনালক্ষণ, অজীব তাহা হইতে ভিন্ন, সৎকর্মপুদ্‌গল পুণ্য, তাহার বিপরীত পাপ।

আস্রব কর্মস্রোতের দ্বার; তাহার প্রতিরোধ যাহাতে হয়, তাহাই সংবর; আত্মায় কর্মের প্রবেশই বন্ধ; কর্মের নিঃশেষে ক্ষয় নির্জর। (দর্শনাবরণীয়, জ্ঞানাবরণীয় ইত্যাদি) অষ্টবিধ কর্মের ক্ষয় হইতে মোক্ষ লাভ হয়। কেহ কেহ পুণ্যকে সংবরের ও পাপকে আস্রবের অন্তর্ভুক্ত করেন।

যিনি অনন্ত জ্ঞান, দর্শন, বীর্য্য ও সুখ লাভ করিয়াছেন, যিনি সংসারে আবদ্ধ নন্, যাঁহার অষ্টবিধ কর্ম বিনষ্ট হইয়াছে, তিনি জিন কথিত পুনরাগমনহীন মুক্তি লাভ করেন।

ধূলি পরিষ্কারক সম্মার্জ্জনী বিশেষ ধারণকারী, যিনি ভিক্ষান্নভোজন ও কেশোৎপাটন করেন, সেই ক্ষমাশীল, আসক্তিরহিত জৈন সাধু শ্বেতাম্বর। কেশোৎপাটনকারী, সম্মার্জনী ধারণকারী যিনি নিজের হাতকেই পাত্ররূপে ব্যবহার করেন ও দাতার গৃহে উর্ধ্বমুখে আহার করেন, তিনি দিগম্বর জৈনঋষি। দিগম্বর মতে কেবলজ্ঞানী পুরুষ ভোজন করেন না; তিনি স্ত্রী হইতে পারেন না,—ইনি মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। শ্বেতাম্বরের সহিত দিগম্বরের এই মহৎ ভেদ রহিয়াছে।

ইতি সায়ণমাধবীয় সর্বদর্শন সংগ্রহে আর্হতদর্শন।

———

রামানুজ দর্শন

আর্হত বা জৈন মত প্রামাণিক ব্যক্তিগণের গ্রহণযোগ্য নহে। একই বস্তু, যাহা পারমার্থিকভাবে সৎ বা অস্তিত্বশীল, তাহাতে পারমার্থিকরূপে গৃহীত সত্তা ও অসত্তা প্রভৃতি বিপরীত ধর্মের একত্র সমাবেশ সম্ভব হইতে পারে না। জৈন বলিতে পারেন, সত্তা ও অসত্তা পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া উহাদের একত্র সমাবেশ সম্ভব না হইলেও বিকল্প সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায়, ক্রিয়ার-ই বিকল্প সম্ভব হইতে পারে, বস্তুর বিকল্প সম্ভব হয় না। [সত্তা ও অসত্তা একসঙ্গে সম্ভব হয় না, কিন্তু উহাদের বিকল্প সম্ভব হইতে বাধা কি ? ঘট সৎ এবং অসৎ একসঙ্গে হয় না, কিন্তু কখনও সৎ, কখনও অসৎ হইতে পারে। (জৈনরা কিন্তু একসঙ্গেই সত্তা ও অসত্তার কথা বলেন।) ইহার উত্তরে বলা যায়, যে ক্রিয়া সাধ্য বা সাধনীয়, তাহারই বিকল্প সম্ভব, যাহা সিদ্ধ বস্তু তাহা একরূপই থাকে, অন্যরূপ হইতে পারে না। 'সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে হোম করিবে' এবং 'সূর্য্যোদয়ের পরে হোম করিবে'– এইরূপ উক্তি আছে; কিন্তু একই ব্যক্তির পক্ষে একসঙ্গে এই দুইটি করা সম্ভব নহে, কেহ পূর্ব্বে করে, কেহ পরে করিবে। কর্ত্তা, কর্ম প্রভৃতির ভেদে সাধ্য ক্রিয়ার বিকল্প সম্ভব হয়। কিন্তু যাহা সৎ-রূপে সিদ্ধ তাহা সৎ-ই থাকিবে, অসৎ হইতে পারিবে না। অতএব বস্তুসত্তার বিকল্প সম্ভব নহে। ঘট ঘটই থাকে, উহা অন্য বস্তু হইতে পারে না।

জৈন বলেন, 'অনেকান্তং জগৎ সর্ব্বং হেরম্ব নরসিংহবৎ।' জগৎ যে অনেকান্ত, তাহার দৃষ্টান্ত আছে, যেমন, গণপতি ও নরসিংহে একই সঙ্গে গজত্ব ও দেবত্ব এবং নরত্ব ও সিংহত্বের সমাবেশ রহিয়াছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ। এক দেশে গজত্ব ও অন্যদেশে দেবত্ব, অথবা একদেশে নরত্ব ও অন্যদেশে সিংহত্ব, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু জৈন একই দেশে সত্তা ও অসত্তা-রূপ বিরুদ্ধ ধর্মের আরোপ করেন। সুতরাং এই দৃষ্টান্তের দ্বারা অনেকান্তত্ব সিদ্ধ হয় না। আবার জৈন বলিতে পারেন,

যখন কোন বস্তু দ্রব্যরূপে সৎ, তখন পর্য্যায়রূপে অসৎ; সুতরাং সত্তা ও-

অসত্তার একত্র সমাবেশ থাকিতে পারে। [মৃত্তিকাপিণ্ড মৃত্তিকারূপে সৎ, কিন্তু ঘটরূপে অসৎ ; আবার যখন ঘট রূপে সৎ তখন মৃৎপিণ্ডরূপে অসৎ। এখানে মৃৎপিণ্ডকে দ্রব্য ও ঘটকে পর্য্যায় বলা যাইতে পারে।] কিন্তু এখানে সত্তা ও অসত্তার কালভেদ রহিয়াছে বলিয়া আপত্তি হইতে পারে না। যে কালে দ্রব্য সৎ, সেই কালে তাহা অসৎ নহে, আবার যে কালে দ্রব্য অসৎ, তখন তাহা সৎ নহে। আবার জৈন বলিতে পারেন, কোন বস্তুতে একই কালে হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব একসঙ্গে থাকিতে পারে। এই দৃষ্টান্তেও জগৎকে অনেকান্ত বলা যায়। কিন্তু এইরূপ যুক্তিও অসার। হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব প্রতিযোগীর অপেক্ষা রাখে। [কোন বস্তু একটি বস্তুর তুলনায় হ্রস্ব ও অন্য বস্তুর তুলনায় দীর্ঘ হইতে পারে। ইহাতে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না।] অতএব পরস্পর বিরুদ্ধ সত্তা ও অসত্তা যে কোন বস্তুতে একইকালে একসঙ্গে থাকিতে পারে তাহার কোন প্রমাণ নাই। এইভাবে সপ্তভঙ্গীনয়ের প্রথম দুইটি অযৌক্তিক প্রমাণিত হওয়াতে, অন্যগুলিও অপ্রামাণিক হইয়া পড়িল।

অধিকন্তু, প্রশ্ন করা যাইতে পারে, জৈনকথিত সপ্তভঙ্গীনয় কি একান্ত না অন্যসকল দ্রব্যের মত অনেকান্ত ? যদি বল সপ্তভঙ্গীনয় অনেকান্ত নহে, একান্ত বা নিশ্চিতস্বরূপ, তাহা হইলে অনেকান্তং জগৎ সর্ব্বং এই প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধতা করা হয়। যদি বল, সপ্তভঙ্গীনয় নিজেই অনেকান্ত বা অনিশ্চিত স্বরূপ, তবে তাহা সাধনহিসাবে অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে ; অপ্রামাণিক সাধনের দ্বারা সর্ব্বমনেকান্তং—এই তত্ত্বের প্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব দুইদিক হইতেই স্যাদ্‌বাদী নিজের জালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন।

আরও, তীর্থংকরের তত্ত্ব নিশ্চয় বা নির্ধারণের ফল, তত্ত্ব নয়টিও হইতে পারে, সাতটিও হইতে পারে ; এই নির্ধারণের ফল, নির্ধারণকারী প্রমাতা, নির্ধারণের করণ প্রমাণসমূহ ও প্রমাণের ফল জীব, অজীব প্রভৃতি নয়টি বা সাতটি প্রমেয়,—কোন কিছুরই স্থিরতা বা নিশ্চয়তা নাই (কারণ সবই অনেকান্ত) ;—এইভাবেই দেবতাদের প্রিয় জৈনশাস্ত্র প্রবক্তা তীর্থংকর তাঁহার তীর্থংকরত্ব সুন্দরভাবে প্রমাণ করিলেন ! [কখনও বলেন তত্ত্ব নয়টি, কখনও বলেন সাতটি। আবার সবই অনেকান্ত। অতএব প্রমাতা প্রমাণ, প্রমেয়, তত্ত্বনিশ্চয়,—সবই অনেকান্ত বা অনিশ্চিত। তত্ত্বনির্ধারণ করিয়া সবকিছুই অনিশ্চিত বলাতে মুর্খত্বই প্রমাণিত হয়, তীর্থংকরত্ব প্রমাণিত হয় না।]

জৈনমতে আত্মা দেহ পরিমাণ ; যোগবলে যে যোগী বহু দেহ ধারণ করেন

বা বহু দেহে প্রবেশ করেন, তাঁহার আত্মার সহিত প্রতিশরীরের বৈষম্য উপস্থিত হইবে; মনুষ্যশরীরপরিমাণ আত্মা হাতীর সমগ্র দেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে না; আবার হাতীর শরীরে যে আত্মা বর্ত্তমান, তাহা পিপীলিকার শরীরে প্রবেশ করিতে গেলে, তাহার কিছু অংশের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রদীপ যেমন পানশালা বা প্রাসাদ,—সকল স্থানেই, কোথাও সংকুচিত হইয়া, কোথাও প্রসারিত হইয়া বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সেইরূপ আত্মা বড় বা ছোট—সকল শরীরেই কোথাও সংকুচিত, কোথাও প্রসারিত হইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারে,—একথাও বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, প্রদীপপ্রভা বিকারী বলিয়া অনিত্য। [যাহা সংকুচিত বা প্রসারিত হয়, তাহা তাহার অবয়বের বিনাশ বা বৃদ্ধির দ্বারাই ঐরূপ হইতে পারে, অতএব উহা বিকারী বা উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়া অনিত্য।] আত্মাকেও প্রদীপ প্রভার মত সংকোচ বিকাশশীল বলিলে উহাও বিকারী ও অনিত্য হইয়া পড়িবে। ইহাতে বৌদ্ধমতের প্রতি যে কৃত-প্রণাশ ও অকৃতা-ভ্যাগম দোষ আরোপ করা হইয়াছে, জৈনমতেও সেই দোষই উপস্থিত হইবে। (বৃদ্ধি হইলে নূতন অবয়বের উৎপত্তি,—ইহার কোন কারণ নাই বলিয়া অকৃতাভ্যাগম দোষ হইবে। অংশের বিনাশ হইলে, তাহারও কারণ নাই, অতএব কৃতপ্রণাশ দোষ হইবে)। এইভাবে, জৈনদের প্রথম এবং প্রধান তত্ত্ব জীবপদার্থেই যখন দোষ উদভাবিত হইল, তখন অন্যান্য তত্ত্বও অপ্রামাণিক বলিয়া পরিত্যাগযোগ্য হইল। প্রধান মল্লকে পরাজিত করিলে যেমন তাহার অনুগামীরা পরাজয় স্বীকার করে, সেইরূপ জৈনদের প্রধান তত্ত্বের সহিত অন্য তত্ত্বগুলিও সদোষ বলিয়া প্রমাণিত হইল। অধিকন্তু জৈনমত শ্রুতিবিরুদ্ধ। নিত্য নির্দোষ শ্রুতির বিরোধী বলিয়া এইমত গ্রহণযোগ্য নহে। ভগবান বাদরায়ণ "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ"।—এই বেদান্তসূত্রে জৈনমত নিরাকরণ করিয়াছেন এবং আচার্য্য রামানুজও যথাযথ ব্যাখ্যার দ্বারা ইহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন।

আচার্য্য রামানুজের সিদ্ধান্ত—ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ামকরূপে অবস্থিত চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর,—এই তিনটি পদার্থ। এ-বিষয়ে উক্তি,—

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ॥

পদার্থ তিন প্রকার—যথা, ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ। ভগবান্ হরিই ঈশ্বর, জীবই চিৎ এবং দৃশ্যমান্ জগৎ অচিৎ বলিয়া অভিহিত হয়।

অন্যেরা (অর্থাৎ শংকর মতাবলম্বীরা) সর্ব্বপ্রকার বিশেষবর্জ্জিত নির্বিশেষ

চিন্মাত্র ব্রহ্মকেই একমাত্র তত্ত্ব বা পরমার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন। এই ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব; 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যে জীবও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্যসূচক উক্তি দ্বারা জীব-ব্রহ্মের ঐক্য ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ব্রহ্ম (জীবরূপে) বদ্ধ বা মুক্ত বলিয়া কথিত হন। ব্রহ্মাতিরিক্ত নানাবিধ ভোক্তা ও ভোগ্যের ভেদরূপ প্রপঞ্চ অবিদ্যাহেতু ব্রহ্মে পরিকল্পিত; তাঁহাদের মতে 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছা) (হে সৌম্য এক ও অদ্বিতীয় এই সদ্রূপ ব্রহ্মই প্রথমে ছিলেন)—ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব সমর্থিত, এবং 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ'—ইত্যাদি শত শত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা, নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্য প্রতিপাদক জ্ঞানের দ্বারাই যে ভেদ প্রপঞ্চের মূল অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তি ঘটে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। (তাঁহাদের অর্থাৎ শংকরপন্থীদের মতে, আরও), 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'—(কঠ)। (যাঁহারা এই ব্রহ্মে নানাত্ব দর্শন করে, তাহারা মৃত্যু হইতেও গভীরতর মৃত্যুকে লাভ করে)—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ভেদের নিন্দা করা হইয়াছে বলিয়া, এই বিচক্ষণম্মন্য ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার পারমার্থিক ভেদ অস্বীকার করেন, এবং সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত (রামানুজ কথিত) বিভাগ গ্রহণ করেন না।

[শংকরপন্থীদের পক্ষ হইতে রামানুজ কথিত ত্রিবিধ বিভাগের বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষ করা হইতেছে। পরে ইহার সমাধান বা রামানুজের সিদ্ধান্ত দেওয়া হইবে। অদ্বৈতমতে একমাত্র চিন্মাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মই সৎপদার্থ। তিনি সর্ব্বভেদবর্জ্জিত ও নির্বিশেষ বা নির্গুণ, অর্থাৎ হ্রস্ব, দীর্ঘ, কার্য্য, কারণ, ভোক্তা, ভোগ্য ইত্যাদি কোনরূপ ধর্ম বা বিশেষণের দ্বারা তাঁহাকে বিশেষিত করা যায় না। তিনি জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদেরও উর্ধ্বে জ্ঞানমাত্র স্বরূপ। এই ব্রহ্মে ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগৎপ্রপঞ্চ অনাদি অবিদ্যার দ্বারা পরিকল্পিত। পরমার্থতঃ তাঁহাতে কোন ভেদ থাকিতে পারে না। 'সদেব সৌম্য—' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। 'তৎ-ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতিতে তৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং ত্বম্ পদার্থ বা জীবের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। জীব এই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সুতরাং পরমার্থতঃ জীবের বদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। অবিদ্যাবশেই ব্রহ্ম জীবরূপে পরিকল্পিত হন্। অবিদ্যাপরিকল্পিত এই জীবই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বদ্ধ হয়। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে,

ব্রহ্মাত্মৈক্য বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিলে অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তি ঘটে ও জীব আপন ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবের ব্রহ্মত্ব নিত্যসিদ্ধ, বদ্ধাবস্থা অবিদ্যাকল্পিত ; সুতরাং পরমতত্ত্ব একমাত্র ব্রহ্ম। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ভেদের নিন্দা করা হইয়াছে ও ব্রহ্মে পারমার্থিকতঃ নানাত্বের নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং রামানুজ যে ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ-ভেদে তত্ত্বের তিনটি বিভাগ করিয়াছেন, শংকরপন্থীরা তাহা গ্রহণ করেন না।]

এই আপত্তি বা পূর্ব্বপক্ষের সামাধান দেওয়া যাইতেছে।—

যদি অবিদ্যার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেই শংকরপন্থীদের উক্ত আপত্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে। (কিন্তু রামানুজমতে ভাবরূপ অবিদ্যার অস্তিত্বে প্রমাণ নাই। এখন এই মত পরীক্ষা করা যাইতেছে।)

শংকরপন্থীদের বক্তব্য—অনাদি, ভাবরূপ, জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় এই অজ্ঞান, 'আমি অজ্ঞ, বা অজ্ঞানবান্, আমাকে বা অন্য কোন কিছুকে জানি না'—এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ। সেইজন্য বলা হইয়াছে,

অনাদি ভাবরূপং যৎ বিজ্ঞানেন বিলীয়তে।
তদজ্ঞানমিতি ইতি প্রাজ্ঞাঃ লক্ষণং সংপ্রচক্ষতে॥ (চিৎ সুখী)

যাহা অনাদি, ভাবরূপ, এবং জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, তাহাই অজ্ঞান,—পণ্ডিতেরা অবিদ্যার এইরূপ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। [শংকরমতে ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় ও অপরিণামী। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মপরিণাম হইতে পারে না। রজ্জুসর্পভ্রমে যেমন রজ্জুসম্বন্ধীয় অজ্ঞানের দ্বারা রজ্জুতে সর্পত্ব আরোপিত, সেইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মে জগৎ আরোপিত। সুতরাং অজ্ঞান জগন্মূল। সংসার অনাদি, সেইজন্য সংসারের মুল অজ্ঞান ও অনাদি। এই অজ্ঞান জ্ঞানের অভাবমাত্র-স্বরূপ নহে, ইহা ভাবরূপ। জগৎ ভাবরূপ ; অভাব ভাবের উপাদান হইতে পারে না বলিয়া অজ্ঞান জ্ঞানাভাব হইতে ভিন্ন। অধিষ্ঠান সত্তার জ্ঞানের দ্বারা তাহার সম্বন্ধীয় অজ্ঞান বিনষ্ট হয় ও ফলে আরোপিত সত্তাও বিলীন হয়। রজ্জুর তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে সর্পভ্রম নিবৃত্ত হয়। অতএব জ্ঞান বা প্রমাণ-জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান বিনষ্ট বা নিবৃত্ত হয়। এই ভাবরূপ অজ্ঞান সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্ব রা সিদ্ধ। 'আমি আমাকে জানি না', 'আমি অজ্ঞ', 'আমি পরকেও জানি না' —এইরূপ প্রত্যক্ষের দ্বারা অজ্ঞান সিদ্ধ। আমার নিজবিষয়ক অজ্ঞান প্রত্যক্ষের

দ্বারা জ্ঞেয় ; ইহা আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। 'আমি সুখী'—এইরূপ উপলব্ধিতে যেমন আমার সুখ সাক্ষিপ্রত্যক্ষের বিষয়, সেইরূপ 'আমি অজ্ঞ'—এইরূপ উপলব্ধিতে আমার অজ্ঞান বা অজ্ঞতা সাক্ষাৎভাবে সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া ইহা জ্ঞানাভাবরূপ নহে।]

(শংকরপন্থীদের আরও বক্তব্য—) এই অজ্ঞান অভাববিষয়ক বা অভাবরূপ বলিয়া আশংকা করিবার কোন কারণ নাই। এইরূপ আশংকা কাহাদের পক্ষ হইতে করা যাইতে পারে?—প্রভাকর মতাবলম্বী না ভট্টপন্থী?

প্রথম পক্ষে, প্রভাকর মতবাদীদের দিক হইতে এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন সমীচীন নহে। তাঁহাদের উক্তি—

স্বরূপপররূপভ্যাং নিত্যং সদসদাত্মকে।
বস্তুনি জ্ঞায়তে কিঞ্চিৎ কৈশ্চিদ্রূপং কদাচন॥
ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়া।
ভাবান্তরাদভাবোঽন্যো ন কশ্চিদনিরূপণাৎ॥

বস্তুমাত্রই সদসদাত্মক ; স্বরূপও পররূপ (বা বস্ত্বন্তরের) দ্বারা সদসদাত্মক বস্তুতে ধর্মগুলি কখনও সদ্রূপে, কখনও অসদ্রূপে জানিতে পারা যায়। (দুধ দুগ্ধরূপে সৎ, দধিরূপে অসৎ। আম্রে রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ আছে। যখন রূপবিশিষ্টরূপে জানি, তখন রসবিশিষ্টরূপে অসৎ। কিন্তু অভাবপদার্থ বলিয়া কিছু নাই। সদ্রূপে জ্ঞানকালে অসদ্রূপ রহিয়াছে, আবার অসদ্রূপে জ্ঞানকালে সদ্রূপও রহিয়াছে।) অভাব ভাবান্তর মাত্র ; একটি ভাবপদার্থ অন্য ভাবপদার্থের অপে-ক্ষায় অভাবশব্দের দ্বারা বর্ণিত হয়। (দুধ দধি নহে, ইহা বুঝাইতে বলি দুধে দধির অভাব এইমাত্র)। সুতরাং ভাবপদার্থ ভিন্ন অভাব নামক আর একটি পদার্থ কি তাহা নিরূপণ করিতে পারা যায় না। [ভূতলে ঘটাভাব—এখানে ভূতলরূপ অধিকরণমাত্রকেই বর্ণনা করা হইতেছে, অধিকরণাতিরিক্ত অভাব নামক অন্য কোন পদার্থ নাই।]

এই জাতীয় উক্তির দ্বারা ভাবের অতিরিক্ত অভাব নামক পদার্থ অস্বীকার করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়, অর্থাৎ ভট্টমতেও, অভাব প্রত্যক্ষগোচর নহে, অনুপলব্ধি নামক ষষ্ঠ প্রমাণের দ্বারা জ্ঞেয় ; জ্ঞান (অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষযোগ্য নহে) নিত্য অনুমানগম্য ; অতএব জ্ঞানাভাবও প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিতে পারা যায় না। [অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ হয় না, অতএব উহা প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে। উহা অনুপলব্ধি নামক প্রমাণের দ্বারা জানিতে পারা যায়। 'আমি অজ্ঞ'—

এই উপলব্ধি প্রত্যক্ষের বিষয়; সুতরাং ইহা জ্ঞানাভাবের জ্ঞান নহে, ভাবরূপ অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান। আবার ভট্টমতে জ্ঞাততাবোধ হইতে জ্ঞানের অনুমান করা হয়। জ্ঞান যদি অনুমেয় হয়, তবে জ্ঞানাভাবও অনুমেয়, প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে। ভট্ট অভাব পদার্থ স্বীকার করিলেও, তাঁহার মতে উহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় নহে। কিন্তু 'অহমজ্ঞঃ'—ইহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়।]

এখন, যদি প্রত্যক্ষ-অভাববাদী অনুপলব্ধিকে প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত করিয়া জ্ঞানাভাবকে প্রত্যক্ষের বিষয় বলেন, তবে তাঁহার প্রতি আমাদের (শংকর-পন্থীর) প্রশ্ন, 'অহমজ্ঞঃ' (আমি অজ্ঞানবান্ বা আমাতে জ্ঞানের অভাব)—এইরূপ উপলব্ধির ক্ষেত্রে জ্ঞানাভাবের ধর্মী বা আশ্রয় যে অহম্ বা আত্মা, এবং অভাবের প্রতিযোগী জ্ঞান—এই দুইটির জ্ঞান আছে কিনা?

[ভূতলে ঘটাভাব—এখানে অভাবের আশ্রয় বা ধর্মী ভূতল, এবং অভাবের প্রতিযোগী ঘট। অনুরূপভাবে 'আমাতে জ্ঞানের অভাব'—এই স্থলে অভাবের আশ্রয় আমি বা আত্মা এবং প্রতিযোগী জ্ঞান। 'ভূতলে ঘটাভাব'—এইরূপ উপলব্ধিতে ভূতল এবং ঘট—এই দুইটির জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অনুরূপভাবে, 'আমাতে জ্ঞানাভাব'—এই উপলব্ধিতে অহম্ বা আত্মার এবং জ্ঞানের জ্ঞান আছে কিনা - ইহাই প্রশ্ন।]

যদি বল, উক্তস্থলে ধর্মী এবং প্রতিযোগীর জ্ঞান আছে, তবে জ্ঞানাভাব এবং জ্ঞান পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞানাভাবের অনুভব বা জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে না। যদি বল, এইরূপ জ্ঞান নাই, তাহা হইলেও ধর্মী এবং প্রতিযোগীর জ্ঞানের অভাবে জ্ঞানাভাবের উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু অজ্ঞানকে যদি জ্ঞানাভাব না বলিয়া ভাবরূপ বলা হয়, তাহা হইলে এই আপত্তি বা দোষগুলির কোনটির প্রশ্নই উঠে না। অতএব অহমজ্ঞঃ—এই উপলব্ধিতে ভাবরূপ অজ্ঞানকেই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

রামানুজ কর্তৃক শংকরপন্থীদের এই মত খণ্ডন—

(শংকরপন্থীদের পক্ষ হইতে পূর্ব্বপক্ষ করা হইল। এখন রামানুজের পক্ষ হইতে ইহার খণ্ডন করিয়া অজ্ঞান যে ভাবরূপ নহে, তাহাই প্রতিপাদক করা হইতেছে।)

অজ্ঞানের ভাবরূপত্বের পক্ষে যে সব যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অকালে রোমন্থনক্রিয়ার মতই অসার ও শূন্যগর্ভ। ভাবরূপ অজ্ঞান ও জ্ঞানা-ভাবের কার্য্যকারিতা ও গুণাগুণ একইপ্রকার। (সুতরাং জ্ঞানাভাবের পরিবর্তে একটি ভাবরূপ অজ্ঞান স্বীকার নিরর্থক।)

রামানুজের যুক্তি— অজ্ঞান নির্বিষয় বা নিরাশ্রয় হইয়া থাকিতে পারে না। এই বিষয় ও আশ্রয়ই অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বা বিশেষক। এখন প্রশ্ন, অজ্ঞানের ব্যাবর্ত্তক বিষয় ও আশ্রয়রূপে অহং পদার্থ বা আত্মা তোমার প্রতিপাদিত কি না? যদি বল, প্রত্যগাত্মা বা অহম্-ই অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয়রূপে ব্যাবর্ত্তক, তবে আমাদের প্রশ্ন, জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সহিত একই আশ্রয়ে জ্ঞানের দ্বারা বিনাশ্য অজ্ঞানের অবস্থান কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল, আত্মা অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয় বলিয়া প্রতিপাদিত নহে, তবে আশ্রয় ও বিষয়শূন্য নিরালম্ব অজ্ঞানের উপলব্ধি কিভাবে সম্ভব হইতে পারে?

[আমি অজ্ঞ—আমাকে জানি না,—এখানে 'জানি না'- এই নিষেধার্থক ক্রিয়া বা জ্ঞানাভাবের কর্ত্তা বা আশ্রয় আমি বা আত্মা, এবং ইহার কর্ম বা বিষয়ও আমি বা আত্মা। এই আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; অজ্ঞান তোমার মতে জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য। পরস্পরবিরোধী হওয়াতে আত্মায় ভাবরূপ অজ্ঞানের অবস্থান সম্ভব হইতে পারে না।]

প্রতিবাদী বলিতে পারেন, আত্মস্বরূপের বিশদভাবে পরিস্ফুট যে জ্ঞান, তাহাই অজ্ঞানের বিরোধী; উহার সহিত অজ্ঞান একাশ্রয়ে থাকিতে পারে না। কিন্তু অবিশদ বা অসম্পূর্ণভাবে যে আত্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান, তাহার সহিত অজ্ঞান একাশ্রয়ে থাকিতে পারে। অতএব আত্মা অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয় হইলেও অজ্ঞানের অনুভবে কোন বাধা নাই। উত্তরে বলিব, ভাবরূপ অজ্ঞানের পরিবর্ত্তে জ্ঞানাভাব স্বীকার করিয়া লইলেও একই অবস্থা দাঁড়ায়। অর্থাৎ জ্ঞানাভাব ও আত্মার পরিস্ফুট স্বরূপজ্ঞানের বিরোধী, অপরিস্ফুট স্বরূপজ্ঞানের বিরোধী নহে। কেবলমাত্র তোমার পক্ষপাত ভাবরূপ অজ্ঞানের প্রতি, কিন্তু আমার তাহা নাই। অতএব তোমার ও আমার উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য জ্ঞানাভাবকেই 'অহমজ্ঞঃ, মামন্যঞ্চ ন জানামি,'—এরূপ অনুভবের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত।

অতঃপর শংকরপন্থীরা অবিদ্যার অস্তিত্বে অনুমান প্রয়োগ করেন।—

প্রমাণজ্ঞানের (পক্ষ) পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া অন্য একটি দ্রব্য থাকে, যাহা ঐ জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে ভিন্ন, উহার দ্বারা প্রকাশিতবিষয়ের আবরক, ঐ জ্ঞানের দ্বারা বিনাশ্য এবং উহার একই দেশ বা স্থানে অবস্থিত; (এই অন্য দ্রব্যটিই অজ্ঞান - সাধ্য)।

হেতু—কারণ, প্রমাণজ্ঞান পূর্ব্বে অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশক হয়;

উদাহরণ—যেমন, অন্ধকারে প্রথমোৎপন্ন প্রদীপপ্রভা (অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া বস্তুকে প্রকাশিত করে)।

[কোন গৃহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলে সেখানকার দ্রব্যগুলি প্রকাশিত হয় না। সেখানে একটি প্রদীপ জ্বালিলে তাহার প্রথম শিখা সেইস্থানের অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়া ঐ স্থানের দ্রব্যগুলিকে প্রকাশিত করিয়া দেয়। এই অন্ধকার আলোকের অভাব মাত্র নহে, একটি ভিন্ন দ্রব্য; উহা আলোকের দ্বারা প্রকাশ্য বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল; উহা আলোকের দ্বারা বিনাশ্য এবং আলোক যেখানে উৎপন্ন হইল, সেই স্থানেই ছিল। (ন্যায় বৈশেষিক মতে অন্ধকার আলোকের অভাবমাত্র; কিন্তু ভাট্ট ও অদ্বৈত মতে উহা অভাবরূপ নহে, নীলত্ব প্রভৃতি ধর্মযুক্ত একটি স্বতন্ত্র ভাবপদার্থ।) এখানে একটি ব্যাপ্তি পাওয়া যায়। যে পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অপ্রকাশিত বিষয়কে প্রকাশিত করে, তাহা উহার প্রাগভাব হইতে ভিন্ন, উহার দ্বারা প্রকাশিত বিষয়ের আবরণকারী, উহার দ্বারা বিনাশ্য এবং উহার স্বদেশ বা স্বস্থানগত (আলোকিত স্থানই অন্ধকারাবৃত ছিল) পূর্ব্ববর্ত্তী একটি দ্রব্যকে বিনষ্ট করিয়াই ঐ স্থানগত বিষয়কে প্রকাশ করে। এই পদার্থই দৃষ্টান্তে অন্ধকার। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অন্তঃকরণের বৃত্তি বা পরিণামরূপ যে প্রমাণজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার ধর্ম অপ্রকাশিত বিষয়কে প্রকাশ করা। জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে একটি দ্রব্য জ্ঞানের বিষয়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল,—উহা জ্ঞানের প্রাগভাব হইতে ভিন্ন, জ্ঞানের দ্বারা বিনাশ্য এবং জ্ঞান যেখানে (অর্থাৎ জ্ঞানাশ্রয় আত্মাতে) উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে বর্তমান ছিল। এই দ্রব্যটিই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়াই জ্ঞান অপ্রকাশিত বিষয়কে প্রকাশিত করে। সুতরাং অপ্রকাশিত বিষয়ের প্রকাশকত্ব-রূপ ধর্মই হইল হেতু, এবং জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অজ্ঞানরূপ ভাববস্তুর বিদ্যমানত্বই হইল সাধ্য। এ-বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা 'শাংকরদর্শন' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

(অদ্বৈতবাদের এই অনুমানে রামানুজ দোষ প্রদর্শন করেন।)

ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধনে শংকরপন্থীদের এই অনুমান নিষ্ফল। যেরূপ হেতুর দ্বারা ভাবরূপ অজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে, অনুরূপ হেতু দ্বারা ঐ অজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটি অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে অপসিদ্ধান্ত হয়,—যাহা অদ্বৈতবাদীর অনভিপ্রেত। আর, যদি অজ্ঞানান্তর স্বীকার

না করা হয়, তবে অনৈকান্ত বা ব্যভিচার দোষ বা হেত্বাভাস হয়। [প্রমাণজ্ঞান অপ্রকাশিত অর্থের প্রকাশক। এই উদ্দেশ্যে প্রমাণজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী একটি দ্রব্য স্বীকার করিতে হয়, যাহাকে বিনষ্ট করিয়া প্রমাণজ্ঞান অর্থকে প্রকাশ করে। এই দ্রব্য ভাবরূপ অজ্ঞান। এখন, এই ভাবরূপ অজ্ঞান জগৎপ্রপঞ্চের প্রকাশক বলিয়া ইহাতেও অপ্রকাশিত বিষয়ের (প্রপঞ্চের) প্রকাশকত্ব রূপ হেতু রহিয়াছে। সুতরাং এখানেও অজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী একটি দ্রব্য বা আর একটি অজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়,—যাহা বিনষ্ট হইলেই ভাবরূপ অজ্ঞান জগৎপ্রপঞ্চকে প্রকাশিত করিতে পারে। এখন, এইরূপ দ্বিতীয় একটি অজ্ঞান যদি ভাবরূপ অজ্ঞানের প্রপঞ্চপ্রকাশক শক্তিকে আবৃত করিয়া রাখে, তবে প্রপঞ্চের প্রকাশ বা সংসারের অভ্যুদয়ই সম্ভব হয় না।—ইহাই অপসিদ্ধান্ত। আর অদ্বৈতবাদী যদি প্রপঞ্চপ্রকাশক ভাবরূপ অজ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটি অজ্ঞান স্বীকার না করেন, তাহা হইলে হেতু অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারদুষ্ট হইয়া পড়ে। প্রমাণজ্ঞানে যে হেতুর দ্বারা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবরূপ অজ্ঞানের সাধন করা হইয়াছে, ভাবরূপ অজ্ঞানে সেইরূপ হেতু থাকা সত্ত্বেও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটি অজ্ঞান (সাধ্য) থাকে না। অর্থাৎ এই হেতু থাকিলে সাধ্য থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে।—ইহাই হেতুর অনৈকান্তিকত্ব বা ব্যভিচার দোষ।]

দৃষ্টান্তও এখানে যথাযথ হয় নাই। প্রদীপপ্রভা অপ্রকাশিত বিষয়কে প্রকাশিত করে না, জ্ঞানই বিষয়ের প্রকাশক। প্রদীপপ্রভা বর্ত্তমান থাকিলেও বিষয় প্রকাশ উহার কার্য্য নহে, জ্ঞানেরই কার্য্য। চক্ষুরিন্দ্রিয় জ্ঞান উৎপাদন করে; ঐ সময়ে প্রদীপপ্রভা প্রকাশের বিরোধী অন্ধকারকে দূর করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহায়তামাত্র করে। আর কিছু করে না। এ বিষয়ে আর বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন।

শংকরপন্থীদের উপরি-উক্ত অনুমানের বিরোধী অনুমান দেওয়া যাইতেছে।

বিতর্কিত অজ্ঞান জ্ঞানমাত্রস্বরূপ ব্রহ্মাশ্রিত নহে, কারণ,—উহা অজ্ঞান, যথা, শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান। [অদ্বৈতবাদী বলেন, ভাবরূপ অজ্ঞান জ্ঞানমাত্র স্বরূপ ব্রহ্মের আশ্রিত। ইহার খণ্ডন করা যাইতেছে। অজ্ঞান পক্ষ; উহা যে জ্ঞানস্বরূপব্রহ্ম-নিষ্ঠ নহে, জ্ঞাতৃনিষ্ঠ,—ইহাই সাধ্য; হেতু অজ্ঞানত্ব, দৃষ্টান্ত— শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান। অজ্ঞান জ্ঞাতার মধ্যে থাকিয়াই ভ্রম উৎপাদন করে। উহা জ্ঞানাশ্রিত নহে। শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান জ্ঞাতা অহমের মধ্যে থাকিয়াই জ্ঞাতার শুক্তিতে রজতভ্রমের কারণ হয়। অজ্ঞানের ইহাই স্বরূপ। সুতরাং

বিতর্কিত ভাবরূপ অজ্ঞান, ব্রহ্মাশ্রিত নহে, কারণ অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ; উহা জ্ঞাতৃনিষ্ঠ। ইহা অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত নহে।]

অদ্বৈতবাদী বলিবেন, শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞান যে প্রত্যগাত্মার আশ্রিত, তাহা ত জ্ঞানস্বরূপই বটে। কিন্তু এরূপ আশংকার কারণ নাই। অনুভূতির স্বভাবই হইল এই যে, উহা বর্ত্তমান থাকিয়া বস্তুর ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্ভব করাইয়া দেয়। (ঘটের জ্ঞান হইলে ঘটের দ্বারা জলসংগ্রহরূপ কার্য্য সম্ভব ও সম্পাদিত হয়।) এই অনুভূতি জ্ঞান, সংবিৎ, অবগতি ইত্যাদি নামে অভিহিত, এবং উহা সকর্মক, অর্থাৎ তাহার উপস্থিতির দ্বারা কর্ম সম্পাদন করাইয়া দেয় ; ইহা অনুভবের কর্ত্তা আত্মার ধর্মবিশেষ। অনুভবের কর্ত্তাকেই বলে আত্মা, এবং আত্মার যে বৃত্তি বা কার্য্য তাহার গুণবিশেষকেই জ্ঞান বলা হয়। আবার অদ্বৈতবাদীর আপত্তি,—আত্মা জ্ঞানরূপ ; অতএব জ্ঞানকে তাহার গুণ বলিতে পারা যায় কি ? কিন্তু এই আপত্তি অসার। মণি, সূর্য্য প্রভৃতি তেজোময় দ্রব্য তেজঃ বা প্রভারূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও প্রভারূপ গুণের আশ্রয় হইতে পারে। প্রভা, তাহার আশ্রয় যে স্থানে থাকে, তাহা হইতে ভিন্ন স্থানেও থাকিতে পারে এবং উহা রূপবিশিষ্ট বলিয়া উহাকে দ্রব্যও বলা যায়, আবার তাহার আশ্রয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ গ্রহণ করিলে, উহাকে গুণও বলা যায়। অনুরূপভাবে এই আত্মা স্বপ্রকাশ ও চিদ্রূপ হইয়াও চৈতন্যরূপ গুণের আশ্রয়। শ্রুতিও ইহার সমর্থন করিয়াছেন। যথা, 'স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব' (বৃহ)—লবণখণ্ডে যেমন অন্তর বাহির নাই, তাহার সমগ্র সত্তা রসঘন, সেইরূপ আত্মা সমগ্রভাবে প্রজ্ঞানঘন। 'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি' (বৃহ)—এই স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতি হন। 'ন হিবিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে' (বৃহ)—যিনি বিজ্ঞাতা বা বিজ্ঞানাশ্রয়, তাঁহার বিজ্ঞানের কখনও ক্ষয় হয় না। 'অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা' (ছা)—যিনি জানেন 'আমি এই ঘ্রাণ গ্রহণ করি', তিনিই আত্মা। 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ' (বৃ)—এই আত্মা যিনি বিজ্ঞানময় (প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ বলিয়া বিজ্ঞানাশ্রয় বলা হইয়াছে) তিনি সর্ব্বপ্রাণে ও হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতি পুরুষ। (আত্মা স্বয়ং জ্যোতিরূপ হইয়াও গুণভূত জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ের অবভাসক যেমন, প্রভারূপ হইয়াও প্রভাদ্বারা সূর্য্য বস্তুকে প্রকাশ করেন।) 'এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ' (প্রশ্ন)—ইনি দ্রষ্টা প্রশ্নকর্ত্তা ইত্যাদি এবং বিজ্ঞানরূপ পুরুষ। এইরূপ বহু শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে 'অনৃতেন প্রত্যূঢ়াঃ' (এই জীবগণ অনৃত বা মিথ্যা দ্বারা বাহিরে নিক্ষিপ্ত বা স্বরূপ হইতে বিচ্যুত)—এই উক্তি দ্বারা ভাবরূপ অবিদ্যার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়,—একথাও বলা যায় না। অনৃত শব্দের দ্বারা ঋত হইতে ভিন্ন বিষয়ের কথাই বলা হইয়াছে। 'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্যলোকে' (কঠ)—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ঋত শব্দে কর্ম বা কর্মফল বুঝানো হইয়াছে। পরম পুরুষের আরাধনারূপ যে ফলকামনারহিতকর্ম, যাহার দ্বারা পরমেশ্বরলাভ হয়,—এইরূপ কর্মকেই ঋত বলা হইয়াছে। এইরূপ কর্মভিন্ন, যে কর্মের দ্বারা সংসারপ্রাপ্তিরূপ অল্পফল লাভ হয়, যাহা ব্রহ্মলাভের বিরোধী, তাহাই অনৃত শব্দের অর্থ। 'য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ' (যাহারা পাপকর্মের দ্বারা বিচ্যুত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারে না) - এইরূপ উক্তি দ্বারা অনৃত শব্দের উক্ত অর্থ সমর্থিত। 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' (শ্বেতাশ্ব)—ইত্যাদি উক্তিতে মায়া শব্দের দ্বারা বিচিত্রবিষয় সৃষ্টির ক্ষমতা-সম্পন্না সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, কোন অনির্বচনীয় ভাবরূপ অজ্ঞানকে বুঝানো হয় নাই।

বিষ্ণুপুরাণের উক্তি—

'তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্যাশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকাংশেন সূদিতম্'॥

'সেই বালক প্রহ্লাদের রক্ষাকারী শীঘ্রগামী বিষ্ণুচক্রের দ্বারা (হিরণ্যকশিপু-প্রেরিত) সম্বর নামক দৈত্যের সহস্রমায়াযুক্ত অস্ত্রজাল প্রতি অংশে বিনষ্ট হইল।' —এই প্রকার বহু উক্তিতে মায়া শব্দের দ্বারা, অসুর প্রভৃতির দ্বারা নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বিশেষের পরমার্থিক বা প্রকৃত বিচিত্র সৃষ্টিশক্তির কথাই বলা হইয়াছে। অতএব শ্রুতি কোন স্থানেই মায়াশব্দ দ্বারা অনির্বচনীয় অজ্ঞানের কথা বলেন নাই।

অদ্বৈতবাদী বলিবেন, তত্ত্বমসি বাক্যে যে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপৈক্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভাবরূপ অনির্বচনীয় অজ্ঞান স্বীকার না করিলে সিদ্ধ হয় না; সেইজন্য অর্থাপত্তি প্রমাণের সাহায্যে অজ্ঞান মানিতে হয়। [তৎ ব্রহ্ম, ত্বম জীব। ইহারা পরস্পর ভিন্ন হওয়াতে ইহাদের স্বরূপৈক্য কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? অথচ শ্রুতি ইহাদের অভেদের উপদেশ করিয়াছেন। এখানে অজ্ঞান স্বীকার করিলেই এই বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষা হয়। তৎ ও ত্বম্

স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও ইহাদের ভেদ অজ্ঞানকল্পিত। শ্রুতি এই ভেদ কল্পনা নিষেধ করিয়া জীব ও ব্রহ্মের পারমার্থিক অভেদের কথা বলিয়াছেন। অতএব অর্থাপত্তির দ্বারা তৎ ও ত্বম্ পদার্থের ভেদ যে অজ্ঞানকল্পিত তাহা মানিতে হয়।]

কিন্তু রামানুজ এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। তৎ এবং ত্বম্ পদের দ্বারা সবিশেষ ব্রহ্মই বুঝানো হইয়াছে (ত্বম্ অচিদ্বিশিষ্টো জীবশরীরকং ব্রহ্ম), নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম এবং জীব পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদের স্বরূপৈক্য প্রতিপাদিত হয় না। এরূপ ভিন্ন পদার্থের ঐক্য বা অভেদ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থাপত্তি প্রমাণকে টানিয়া আনা অনুচিত। নীল ঘট—এই বাক্যে নীলত্ব ও ঘটত্বের সামানাধিকরণ্যের মত তত্ত্বমসি বাক্যে তৎ ও ত্বম্ পদের দ্বারা প্রকারদ্বয়বিশিষ্ট ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্যের কথা বলা হইয়াছে, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপৈক্যের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং বাক্যের অর্থসংগতির জন্য অর্থাপত্তির প্রয়োজনই হয় না। ইহার বিশদ অর্থ—তৎ পদের দ্বারা সমস্ত দোষ রহিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্ব্বাতিশায়ী, অসংখ্য কল্যাণগুণের আকর, লীলাবশে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসসাধনকারী ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়' (ছা) —তিনি আলোচনা করিলেন, 'আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব'—এইরূপ শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সত্যসংকল্পের কথা বলিয়া অধিকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে। ত্বং পদের দ্বারা অচিৎবিশিষ্ট জীবশরীরকং ব্রহ্ম, অর্থাৎ জড় দেহবিশিষ্ট জীবশরীরধারী ব্রহ্ম বুঝাইয়াছেন এবং তৎ পদের সহিত তাহার সামানাধিকরণত্বের কথা বলিয়াছেন। প্রকারদ্বয় বিশিষ্টের একবস্তুপরত্বই সামানাধিকরণ্যের অর্থ। [নীল ঘট—এখানে নীল শব্দের দ্বারা নীলত্ববিশিষ্ট ঘট, এবং ঘট শব্দের দ্বারা ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের সামানাধিকরণ্য করা হইয়াছে। সেইরূপ তৎ পদের দ্বারা অনন্তশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম এবং ত্বং পদের দ্বারা জীবশরীরধারী ব্রহ্ম বুঝাইয়া তত্ত্বমসি বাক্যে এই দুইটির অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, জীব ও তদ্ভিন্ন ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই।

(কিন্তু অদ্বৈতবাদী লক্ষণা দ্বারা তত্ত্বমসি বাক্যে তৎপদার্থ ও ত্বং পদার্থের অভেদ প্রতিপাদন করেন।) অদ্বৈতবাদী বলেন,—'এই সেই দেবদত্ত'—এই বাক্যে লক্ষণার দ্বারা এইস্থান ও কালে অবস্থিত দেবদত্ত এবং ভিন্ন স্থান ও কালে অবস্থিত দেবদত্তের বিরুদ্ধ অংশদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপগত বা বস্তুগত ঐক্যকে গ্রহণ করিলেই সেই দেবদত্ত ও এই দেবদত্তের সামানাধিকরণ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়; অনুরূপভাবে

তৎ পদার্থ ও ত্বং পদার্থের বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিয়া নির্বিশেষ আত্মস্বরূপগত ঐক্য গ্রহণ করিলেই সামানাধিকরণ্যের দ্বারা তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থবোধ হয়। 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ'—এখানে তৎ শব্দের দ্বারা ভিন্নদেশ ও কালসম্বন্ধী পুরুষ বুঝায়; অয়ং শব্দ এ স্থান ও কালসম্বন্ধী পুরুষ বুঝায়। স্থান ও কাল গত বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিয়া বস্তুগত ঐক্য প্রতিপাদনই সামানাধিকরণ্যের অর্থ। অনুরূপ-ভাবে তত্ত্বমসি বাক্যে তৎ ও ত্বম্ পদের দ্বারা লক্ষিত ব্রহ্ম ও জীবের সর্ব্বজ্ঞত্ব, অল্পজ্ঞত্বরূপ বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিয়া অখণ্ড আত্মস্বরূপকে গ্রহণ করিলেই উভয়পদের সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয়। [বাক্যের অর্থ বোধের জন্য পদের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উহার গৌণ অর্থে প্রয়োগকে বলে পদের লক্ষণাবৃত্তি। তৎ পদের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণ বিশিষ্ট ব্রহ্ম ও ত্বং পদের দ্বারা অল্পজ্ঞত্বাদি বিশেষণ বিশিষ্ট জীবকে বুঝায়। সুতরাং মুখ্য অর্থে গ্রহণ করিলে তৎ ও ত্বং পদবাচ্য বস্তু দুইটির ঐক্য প্রতিপাদিত হয় না বলিয়া বাক্যের অর্থবোধ হয় না। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধার্থক বিশেষণগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপগত চৈতন্যকে তৎ ও ত্বং পদের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিলে তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থবোধ হয় ও ইহার দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপৈক্য প্রতিপাদিত হয়।]

কিন্তু রামানুজ এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। তাঁহার মতে এইরূপ ব্যাখ্যা অসমীচীন। যে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতেও প্রকৃত বিরোধ নাই, সেইজন্য লক্ষণাগ্রহণও নিষ্প্রয়োজন। একই দেবদত্তের অতীতকালীন সত্তা ও বর্ত্তমানকালীন সত্তার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। দেবদত্তের দেশান্তর অবস্থিতি অতীতকালে, কিন্তু সন্নিহিত স্থানে অবস্থিতি বর্ত্তমান কালে। সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতির মধ্যে যে বিরোধ, তাহা অবস্থিতির কালভেদের দ্বারা নিরস্ত হইয়া গেল। (সে একই কালে দুই স্থানে থাকিতে পারে না সত্য, কিন্তু দুই কালে দুইটি ভিন্ন স্থানে থাকিতে পারে,—ইহাতে কোন বিরোধ নাই।) লক্ষণা স্বীকার করিতেই যদি হয়, তাহা হইলে (সঃ এবং অয়ম্ পদের) একটি পদের লক্ষণাবৃত্তির স্বীকারই সঙ্গত; বিরোধ পরিহার করিবার জন্য দুইটি পদেরই অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া লক্ষণা স্বীকার সঙ্গত নহে।

তৎ-তা এ ইদং-তা বিশিষ্ট—(সঃ ও অয়ং বিশেষণযুক্ত) পদদ্বয়ের বিরোধ যদি স্বীকার করিতে হয়, এবং ইহার জন্য যদি উভয়পদেরই লক্ষণাবৃত্তির প্রয়ো-

জনীয়তা মানিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞার (এই সেই দেবদত্ত—এইরূপ উপলব্ধির) প্রামাণ্যই অস্বীকার করা হয়। ইহাতে কালভেদে বস্তুর স্থায়িত্ব অস্বীকার করিতে হয়; ফলে বৌদ্ধক্ষণভঙ্গবাদেরই জয়লাভ ঘটে। কালভেদ হইলেও সেই দেবদত্ত ও এই দেবদত্তের মধ্যে যেমন কোন বিরোধ নাই, সেইরূপ জীব ও পরমাত্মার মধ্যে শরীর ও আত্মার সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের তাদাত্ম্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। জীবাত্মা ব্রহ্মের শরীর বলিয়া ব্রহ্মের প্রকারবিশেষ ও সেইহেতু ব্রহ্মাত্মক। [রামানুজ ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকে কখনও প্রকারী ও প্রকারের সম্বন্ধ, কখনও আত্মা ও দেহের সম্বন্ধ বলেন।] এ-বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ,—'য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্।' (বৃ-মা)—যিনি আত্মায় (জীবে) তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তীরূপে আছেন, যাঁহাকে আত্মা (জীব) জানেন না, আত্মা বা জীব যাঁহার শরীর।

ত্বম্ শব্দ যে অন্তর্যামী পরমাত্মার বাচক, ইহা অতি সামান্য কথা। প্রকৃত-পক্ষে ঘট-পটাদি সকল শব্দই অন্তর্যামী পরমাত্মার বাচক। পরমাত্মা শব্দের পর্যায় বা প্রতিশব্দ হিসাবে নহে, প্রত্যেক শব্দ তাহার দ্বারা বাচ্য পদার্থের দ্বারপথেই সকল পদার্থের অন্তর্যামী পরমাত্মার বাচক। (সকল দ্রব্যই পরমাত্মার দেহ)। দেব, মনুষ্য, তির্য্যক প্রাণী ইত্যাদির অবয়ব যেমন তাহাদের মধ্যে স্থিত জীবের প্রকার মাত্র, এবং সেইজন্য তদাত্মক, সেইরূপ সকল বস্তুই ব্রহ্মশরীর বা ব্রহ্মের প্রকাররূপে ব্রহ্মাত্মক। (এইজন্যই বলা হইয়াছে যে, সকল শব্দই তাহাদের বাচ্য পদার্থের দ্বারপথে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে)। সেইজন্যই বলা হয়,

'দেবো মনুষ্যো যক্ষো বা পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
পক্ষী বৃক্ষো লতা কাষ্ঠং শিলা তৃণং ঘটঃ পটঃ'॥

দেব, মনুষ্য, যক্ষ, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, কাষ্ঠ, শিলা, তৃণ, ঘট, পট—ইত্যাদি সকল শব্দ প্রকৃতি প্রত্যয়যোগে লোকব্যবহারে বিভিন্ন বস্তুর বাচক; কিন্তু তাহারা তাহাদের বাচ্য বা অভিধেয়রূপে গৃহীত বিশেষ বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর সাহায্যে তাহাদের অভিমানী জীব ও শেষ পর্য্যন্ত সকল জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মার বাচক হয়। দেবাদি শব্দ যে পরিশেষে পরমাত্মার বোধক, তাহা তত্ত্বমুক্তাবলীগ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

'জীবং দেবাদিশব্দো বদতি তদপৃথক্‌সিদ্ধভাবাভিধানাৎ
নিষ্কর্ষাভাবযুক্তাদ্‌ বহুরিহ চ দৃঢ়ো লোকবেদপ্রয়োগঃ।
আত্মাসংবন্ধকালে স্থিতিরনবগতা দেবমর্ত্ত্যাদিমূর্ত্তে।
জীবাত্মানুপ্রবেশাজ্জগতি বিভুরপি ব্যাকরোন্নামরূপে' ॥

দেবাদি শব্দ জীব বা আত্মারই বোধক। জীব হইতে অপৃথক সিদ্ধরূপেই দেবাদি শরীরের উল্লেখ হয়, জীব সম্বন্ধ ভিন্ন শরীরের রূপ সিদ্ধ হয় না। এইভাবে জীব ও শরীরের পার্থক্যের অভাবযুক্তরূপেই লোকে এবং বেদে দেবাদি শব্দের প্রয়োগ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে শরীর আর পূর্ব্ববৎ থাকে না (বা শরীরের ঐরূপ প্রয়োগ হয় না)। পরমাত্মা দেব, মনুষ্য প্রভৃতি মূর্ত্তিতে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াই নামরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন।

তত্ত্বমুক্তাবলীতে এইভাবে শরীরবিশিষ্টজীব যে দেবপ্রভৃতি শব্দের বাচ্য তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে. অতঃপর 'স স্থানৈক্যাত্মভাবে'- ইত্যাদি শ্লোকে শরীরের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে, 'শব্দৈস্তম্বংশ প্রভৃতিভিঃ'—ইত্যাদি শ্লোকে ঈশ্বরের সহিত জগতের অপৃথক্‌সিদ্ধত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এবং অবশেষে 'নিষ্কর্ষাকুত'—ইত্যাদি শ্লোকে পরমাত্মাতেই যে সকল শব্দের অর্থের পর্য্যবসান তাহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। গ্রন্থ হইতে এগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা জানিতে পারা যাইবে। রামানুজ তাঁহার বেদার্থ সংগ্রহে নামরূপ শ্রুতির বিশ্লেষণে এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

(শংকরমতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ চৈতন্য মাত্র। তিনি জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদ বর্জ্জিত, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরহিত বিশুদ্ধ জ্ঞান মাত্র। কিন্তু রামানুজ কোন নির্বিশেষ বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন না। নির্বিশেষ বস্তু কোন প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় না। তাঁহার মতে—) সবিশেষ বস্তুই সকল প্রমাণের বিষয়, নির্বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বে কোন প্রমাণ-ই নাই। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষেও যাহা প্রতীতির বিষয় হয়, তাহা সবিশেষ বস্তু। তাহা না হইলে সবিকল্প প্রত্যক্ষকালে, ইহাই সেই বস্তু—যাহা পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াছে,— এই উপলব্ধি সম্ভব হইত না।

[ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ দুই প্রকার, নির্বিকল্প ও সবিকল্প। জাতি, গুণ প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্তরূপে বস্তুর যে জ্ঞান,—তাহা সবিকল্পক। ইহা সপ্রকারক, অর্থাৎ ইহা ঘট, ইহা পট,—ইহা শ্যাম, ইহা পীত— এইরূপ প্রকারযুক্ত ও সেইজন্য বৈশিষ্ট্যাবগাহী—অর্থাৎ বিশেষণ যুক্তরূপে বস্তুর জ্ঞান। কিন্তু সবিকল্প প্রত্যক্ষের পূর্ব্বাবস্থায়,

প্রকারশূন্যভাবে, অতএব বৈশিষ্ট্য-অনবগাহীরূপে বস্তুর যে প্রথম উপলব্ধিমাত্র,—উহা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ। ইহাতে কোন প্রকার ধর্মবিশিষ্টরূপে বা বিশেষণযুক্ত-রূপে বস্তুর জ্ঞান হয় না। ইহাতে বস্তুর সত্তামাত্রেরই প্রতীতি হয়। নির্বিকল্প জ্ঞান নির্বিশেষ ও সবিকল্পজ্ঞান সবিশেষ বস্তুবিষয়ক হয়। রামানুজের মত ইহা হইতে কিছুটা ভিন্ন। তাঁহার মতে নিষ্প্রকারক জ্ঞান সম্ভব হয় না। সমস্ত গুণ বা ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যবর্জিতরূপে বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয়ই হইতে পারে না। সুতরাং ঐরূপ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে কোন একজাতীয় বস্তুর প্রথম দ্রব্য গ্রহণই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়। "একজাতীয় দ্রব্যেষু প্রথম পিণ্ডগ্রহণম্"। প্রথম ঘট দর্শনে 'ইহা ঘট'— এইরূপেই জ্ঞান হয়, সুতরাং ইহা নিষ্প্রকারক জ্ঞান নহে। বস্তুর ধর্ম বা গুণ এই প্রকার প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। দ্বিতীয় ঘট দেখিলে 'ইহাও ঘট'—এইরূপ জ্ঞান হয়, ও তাহাতে ঘটত্বের অনুবৃত্তি হয়। এইরূপ অনুবৃত্তিযুক্ত যে জ্ঞান, তাহাই সবিকল্পক। সুতরাং নির্বিকল্প বা সবিকল্প,—কোনরূপ প্রত্যক্ষেই নির্বিশেষ বা সর্ব্বপ্রকার ধর্ম-রহিতরূপে কোন বস্তুর জ্ঞান হয় না। সকল প্রকার প্রত্যক্ষেই সবিশেষ বস্তু জ্ঞানের বিষয় হয়। প্রথম জ্ঞান যদি প্রকারশূন্যভাবে হয়, বস্তুর কোন ধর্মই যদি জ্ঞানে ভাসমান না হয়, তবে পরবর্ত্তী ক্ষণে ইহাই সেই বস্তু—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হইতে পারে না।]

অধিকন্তু তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যজন্য জ্ঞানে প্রপঞ্চের বাধ বা নিবৃত্তি হয় না। এইরূপ বাক্য (যাহা শ্রুতি প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত) প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভ্রান্তিমূলক। [অদ্বৈত মতে অধ্যাস বা ভ্রমকে স্বীকার করিয়াই সকল প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার হয়। "তমেতম্ এবংবিধমধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহারাঃ"—শাংকর ভাষ্য।] 'ইহা রজ্জু নহে, সর্প'—এইরূপ বাক্য যেমন ভ্রান্তিমূলক, সেইরূপ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যও ভ্রান্তিমূলক। [সকল প্রপঞ্চই ভ্রান্তি-মূলক। বেদ প্রভৃতিও প্রপঞ্চের অন্তর্গত। সুতরাং বৈদিক বাক্যও ভ্রান্তিমূলক। শ্রুতিসহ সকল প্রমাণের ভিত্তিই অধ্যাস। সুতরাং এইরূপ বাক্যের দ্বারা ভ্রমের নিবৃত্তি বা প্রপঞ্চের নিষেধ হইতে পারে না।] আবার ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানও প্রপঞ্চের নিবৃত্তির সাধক হইতে পারে না। ব্রহ্ম এবং জীবের ঐক্য কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। [বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম এবং জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন ; তাহাদের ভেদ অবিদ্যামূলক। কিন্তু অবিদ্যার অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ নহে—ইহা প্রদর্শন করা হইয়াছে ; সুতরাং প্রত্যক্ষসিদ্ধ

বস্তুর ভেদ স্বীকার্য্য। অবিদ্যা অপ্রামাণিক হওয়াতে ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপৈক্য ও অপ্রামাণিক।] প্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করিলেই যে শ্রুত্যুক্ত এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইবে—এইরূপ বলা যায় না। [ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে 'যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। মায়াবাদীর মতে নিখিল প্রপঞ্চ আত্মায় আরোপিত। অধিষ্ঠানসত্তার জ্ঞানেই আরোপিত সত্তার জ্ঞান হয়। সর্পের কারণীভূত রজ্জুর জ্ঞানের দ্বারাই সর্পবিষয়ক জ্ঞান হয়। কিন্তু যদি প্রপঞ্চ ভেদ সত্য হয়, পরমাত্মা, জীব ও জগতের মধ্যে যদি পারমার্থিক ভেদ থাকে তবে এক পরমাত্মার জ্ঞানে সর্ব্ববস্তুর জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে না। ঘটকে জানিলে পটকে জানিতে পারা যায় না। সুতরাং রামানুজের মত গ্রহণ করিলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের বাধা উপস্থিত হয়। রামানুজ ইহার উত্তরে বলেন যে, না, তাহা হয় না। তাঁহার ব্যাখ্যা এইরূপ,—] প্রকৃতি (জড়বস্তুর মূল কারণ ত্রিগুণাত্মক প্রধান), পুরুষ (জীবাত্মা), মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব), অহংকার, তন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত), ভূত (স্থূলপঞ্চভূত), ইন্দ্রিয়, চতুর্দ্দশভুবনযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড, এবং তাহার অন্তর্বর্ত্তী দেব, তির্য্যক, মনুষ্য ও স্থাবরপদার্থসমূহ—বিভিন্নসংস্থান বা আকারে অবস্থিত সমুদয় কার্য্যদ্রব্য ব্রহ্মাত্মক; অতএব সকল বস্তুর আত্মারূপে ব্রহ্মই মূল কারণ;- এই জ্ঞান হইতেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রশ্নের সমাধান হয়। [সকল বস্তু ব্রহ্মপারণাম এবং ব্রহ্মের শরীর; ব্রহ্ম আত্মারূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত। সুতরাং ব্রহ্ম বা পরমাত্মার জ্ঞান হইতেই সকল বিষয়ের জ্ঞান হয়, যেমন মৃত্তিকার জ্ঞান হইলেই, তাহার কার্য্যভূত সকল মৃণ্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়। এইভাবে, বিবর্ত্তবাদ ও অজ্ঞানের সত্যতা গ্রহণ না করিয়াও একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের উপপত্তি হইতে পারে।] কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন সকল বস্তুই যদি অসৎ হয়, তবে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের কথাই উঠে না। সদ্‌বস্তুরই জ্ঞান হইবে। অসদ্‌বস্তুর আবার জ্ঞান কিভাবে হয়?

(পুরুষ দেব, মনুষ্য ইত্যাদিরূপে নামরূপে অভিব্যক্ত হয়, এবং প্রকৃতি বিভিন্ন জড়পদার্থরূপে নামরূপে অভিব্যক্তি লাভ করে।) অনভিব্যক্ত নামরূপের যে অবস্থায় প্রকৃতিপুরুষ সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। সেইরূপ শরীর যুক্ত ব্রহ্মের অবস্থাকে তাঁহার কারণাবস্থা বলে। জগতের এইরূপ অবস্থালাভকে প্রলয়াবস্থা বলে। অভিব্যক্তনামরূপে বিভক্ত স্থূল চিদচিৎ বস্তুরূপ শরীর বিশিষ্ট ব্রহ্মকে তাঁহার কার্য্যাবস্থা বলে। ব্রহ্মের এইরূপ অবস্থাকেই সৃষ্টির অবস্থা বলা হয়।

[প্রলয়ে নামরূপ অনভিব্যক্ত থাকে, এবং প্রকৃতিপুরুষ সূক্ষ্মাবস্থায় ব্রহ্মের শরীর-রূপে অবস্থান করে—ইহাই কারণাবস্থা। ব্রহ্মের শরীরভূত প্রকৃতিপুরুষ যখন জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হইয়া নামরূপে বিভক্ত হয়, তখন সেই অবস্থাকে ব্রহ্মের কার্য্যা-বস্থা বলে।—ইহাই সৃষ্টির অবস্থা। ব্রহ্মসূত্রের আরম্ভণ অধিকরণে ব্রহ্মের এই কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থার অনন্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

নির্গুণশ্রুতি ও নানাত্ব নিষেধের অর্থ—(রামানুজ সগুণব্রহ্মবাদী। কিন্তু উপনিষদ নির্গুণ ব্রহ্মের কথাও বলিয়াছেন।—ইহার ব্যাখ্যা কি হইতে পারে? আবার উপনিষদে নানাত্ব বা বহুত্বের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মের একত্ব উপদেশ করিয়া-ছেন। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।' কিন্তু রামানুজ পরমেশ্বর জীব ও জগতের ভেদ স্বীকার করেন। সুতরাং এইরূপ শ্রুতির সংগতি কিভাবে রক্ষা হইতে পারে?—ইহাই প্রশ্ন। ইহার উত্তরে রামানুজ বলেন—),

নির্গুণবাদী শ্রুতির অর্থ ব্রহ্মে প্রাকৃত হেয় গুণের (যথা জরা, মরণ প্রভৃতির) নিষেধ। ব্রহ্মে জরা-মরণ প্রভৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধীয় হেয়গুণগুলি কখনও নাই—ইহাই নির্গুণশ্রুতির তাৎপর্য্য। আবার চেতন, অচেতন—সকল বস্তুই ব্রহ্মের শরীর; এইগুলি তাঁহার প্রকারমাত্র; [ব্রহ্ম প্রকারী, জগৎ প্রকার। বস্তুর অবস্থা বিশেষকে তাহার প্রকার বলা হয়। সকল বস্তু বা জগৎ ব্রহ্মের অবস্থা বিশেষ।] সমস্ত বস্তুর মধ্যে আত্মারূপে ব্রহ্ম অবস্থিত; এইভাবে ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক। তাঁহা হইতে পৃথকরূপে অবস্থিত বস্তুর নিষেধই নানাত্বনিষেধক শ্রুতির তাৎপর্য্য।

অতএব তত্ত্বের স্বরূপ কি? —ভেদ, না অভেদ, না ভেদাভেদ উভয়টিই? উত্তরে বলা যায়, ইহাদের সবগুলিই তত্ত্বের বিভিন্ন দিক্। সকল বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, সমস্তই তাঁহার প্রকারমাত্র, এবং সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্ম আত্মারূপে অধিষ্ঠিত—ইহাই অভেদের তত্ত্ব। ব্রহ্ম এক হইয়াও চিৎ ও অচিৎ—নানা প্রকাররূপে অবস্থিত—ইহা ভেদাভেদের তত্ত্ব। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—তিনটিরই স্বরূপ ভিন্ন ও ইহারা পরস্পর পরস্পর হইতে ভিন্ন স্বভাব—ইহাই ভেদের তত্ত্ব। [চিৎ জ্ঞানাত্মক, অচিৎ জড়াত্মক; ঈশ্বর বিভু, জীব অণু—এইভাবে তাহাদের স্বভাব পরস্পর ভিন্ন।] জীবাত্মা চিদ্রূপ; অর্থাৎ চৈতন্যস্বভাব; তাহার স্বরূপভূত জ্ঞান অসংকুচিত, অপরিচ্ছিন্ন (বাধারহিত) ও নির্মল; অনাদি কর্মরূপ অবিদ্যার দ্বারা বেষ্টিত জীবাত্মার গুণভূত জ্ঞান সংকুচিত বা প্রসারিত হয় ও ভোগ্য অচিৎ বা জড়ের সহিত তাহার সংসর্গ হয়; সেই সংসর্গের দ্বারা কর্মের অনুরূপ সুখ-

দুঃখের উপভোগের দ্বারা পুরুষ ভোক্তা হয়; সৎকর্মের ফলে তাহার ভগবানে উপলব্ধি হয় ও সে ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করে,—ইহাই জীবের স্বভাব। অচিৎ বা জড়দ্রব্য জীবের ভোগ্য হয়। এইগুলি অচেতন, মোক্ষরূপ পুরুষার্থের বিরোধী ও বিকারী বা পরিণামশীল,—ইহাই অচিদ্‌বস্তুর স্বভাব। পরমেশ্বর ভোক্তা জীব ও ভোগ্য অচিদ্‌বস্তুর অন্তর্যামীরূপে নিয়ন্তা, অসীম জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি ও তেজঃ প্রভৃতি অশেষ সর্ব্বাতিশায়ী, অসংখ্য কল্যাণগুণের আধার, আপনার সংকল্পের দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া আপন হইতে ভিন্ন সকল চিৎ ও অচিদ্‌বস্তুর স্রষ্টা ও তিনি আপনার অভিমত (ইচ্ছানুরূপ) আপনার অনুরূপ একরূপ অথবা বহু দিব্যরূপে যুক্ত হইয়া নিরতিশয় (সর্ব্বাতিশায়ী) বিচিত্র ও অনন্ত ভূষণ ধারণ করেন।—ইহাই তাঁহার স্বভাব।

বেঙ্কট-নাথ এইভাবে পদার্থবিভাগ করিয়াছেন।—

> 'দ্রব্যাদ্রব্য প্রভেদান্মিতমুভয়বিধং তদ্বিদস্তত্ত্বমাহুঃ
> দ্রব্যং দ্বেধা বিভক্তং জড়মজড়মিতি প্রাচ্যমব্যক্ত কালৌ।
> অন্ত্যঃ প্রত্যাক পরাক্‌চ প্রথমমুভয়থা তত্র জীবেশ ভেদাৎ
> নিত্যা ভূতির্মতিশ্চেত্যপরমিহ জড়ামাদিমাং কেচিদাহুঃ॥
> তত্র দ্রব্যং দশাবৎ প্রকৃতিরিহ গুণৈঃ সত্ত্ব পূর্ব্বৈরুপেতা
> কালোঽব্দাদ্যাকৃতিঃ স্যাদণুরবগতিমান্ জীব ঈশোঽন্য আত্মা।
> সংপ্রোক্তা নিত্যভূতিস্ত্রিগুণ সমধিকা সত্ত্বযুক্তা তথৈব
> জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়াবভাসো মতিরিতি কথিতং সংগ্রহাদ্ দ্রব্য লক্ষ্ম'॥

পণ্ডিতগণের মতে তত্ত্ব দুই প্রকার,—দ্রব্য ও অদ্রব্য। দ্রব্য আবার দুই প্রকার, যথা, জড় ও অজড়। প্রকৃতি এবং কাল জড়; অজড় প্রত্যক্‌ ও পরাকভেদে দুই প্রকার। প্রত্যক্ অজড় দ্রব্য জীব ও ঈশ্বরভেদে দুই প্রকার; পরাক্‌ অজড় নিত্যবিভূতি এবং মতি। কেহ কেহ নিত্যবিভূতিকে জড় বলেন। দ্রব্য নানা দশা বা অবস্থা-যুক্ত; প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণ যুক্তা; বৎসরাদি কালের আকার বা শরীর; জীব অণু ও জ্ঞানাশ্রয়। অপর আত্মা ঈশ্বর। ত্রিগুণেরও উর্ধ্বে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ বিশেষগুণযুক্ত দ্রব্য নিত্যবিভূতি। জ্ঞাতার নিকট জ্ঞেয়ের যে অবভাস বা প্রকাশ, তাহাই মতি।—সংক্ষেপে ইহাই দ্রব্যের লক্ষণ। [যাহা আপনার নিকট ভাসমান তাহা প্রত্যক্‌, যাহা অপরের নিকট ভাসমান, তাহা পরাক্‌ দ্রব্য। নিত্যবিভূতি বৈকুণ্ঠলোক; মতি আত্মগুণ জ্ঞান।]

জীবাত্মারূপ চিৎপদার্থ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন এবং নিত্য। এ-বিষয়ে শ্রুতিবাক্য—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া ইত্যাদি। (দুইটি পক্ষী সমান গুণযুক্ত, পরস্পরসদৃশ—একটি কর্মফল ভোক্তা জীব, অপরটি ঈশ্বর, ফলভোক্তা নহেন, দ্রষ্টা, স্বয়ং প্রকাশ।]

আত্মার নিত্যত্ব ও শ্রুতি প্রসিদ্ধ,—

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'।।

(কঠ)

জ্ঞানাশ্রয় এই আত্মা জন্মমৃত্যুর অধীন নহেন। ইনি পূর্ব্বে জন্মিয়া, আবার জন্মলাভ করেন না। জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত ইনি চিরপুরাতন,—শরীর ধ্বংস হইলেও ধ্বংস হন্ না।

অবস্থাভেদে আত্মা নানা বা বহু—ইহ'ও বলা হইয়াছে। আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার না করিলে, অর্থাৎ শরীর উৎপত্তি ও বিনাশের সহিত জীবাত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে কৃতপ্রণাশ এবং অকৃতাভ্যাগম দোষ হয়। [দেহ-বিনাশে জীবাত্মা বিনষ্ট হইলে কর্মফলভোক্তা কেহ থাকে না, কৃতকর্ম ফলহীন হয়,—ইহা কৃতপ্রণাশদোষ। পূর্ব্বে অবিদ্যমান জীবাত্মার দেহের সহিত জন্ম হইলে পূর্ব্বে কোন কর্ম না করিয়াই এই দেহে সুখদুঃখের উপভোগ হয়,—ইহা অকৃতাভ্যাগম দোষ।] সেইজন্য ন্যায়সূত্রেও বলিয়াছেন, 'বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ',—বীতরাগ অর্থাৎ যিনি রাগরহিত তাঁহার জন্ম হয় না। (রাগানুবন্ধ হইলেই জন্ম হয়। পূর্ব্বে অনুভূত বিষয়ের চিন্তাই রাগের কারণ; পূর্ব্বজন্মে শরীর ধারণ ব্যতীত পূর্ব্বের অনুভব হয় না। অতএব এই জীবাত্মা পূর্ব্বেও দেহধারন করিয়াছিলেন,—এইভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে শরীরধারণকারী জীবাত্মা সর্ব্বাবস্থায় অভিন্ন ও নিত্য স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন।)

আত্মার অণুত্ব ও শ্রুতি প্রসিদ্ধ,—

'বালাগ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় স চানন্ত্যায় কল্পতে'।। (শ্বেতাশ্বতর)

কেশের অগ্রভাগের শতভাগের শতভাগ কল্পনা করিলে যে ভাগ পাওয়া যায়, জীব সেইরূপ, এবং ইহা অনন্ত।

'আরাগ্রমাত্রঃ পুরুষঃ ' (শ্বেতাশ্ব)—চক্রবিদ্ধ শলাকার অগ্রভাগসদৃশ পুরুষ। 'অণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ' (মুণ্ডক)—আত্মা অণু—ইঁহাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হয়।

অচিৎ শব্দের বাচ্য দৃশ্য জড়জগৎ তিন প্রকার, ভোগ্য. ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন। [ভোগ্য শব্দাদি বিষয়, ভোগোপকরণ ভোগের সাধন ইন্দ্রিয়াদি, ভোগায়তন শরীর।]

জগতের কর্ত্তা এবং উপাদানকারণ ঈশ্বরপদার্থ, পুরুষোত্তম, বাসুদেব ইত্যাদি পদের দ্বারা অভিহিত। [পরমাত্মার প্রকৃতিরূপ যে সূক্ষ্মশরীর, তাহাই জগতের উপাদানকারণ। পরমাত্মার শরীর ও পরমাত্মা অভিন্ন বলিয়া পরমাত্মাই উপাদান।]

ইহাও বলা হইয়াছে,

'বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ'॥

সকল কল্যাণগুণযুক্ত বাসুদেবই পরব্রহ্ম। তিনি সকল জগতের উপাদান, কর্ত্তা ও জীবের নিয়ামক।

সেই পরমকারুণিক, ভক্তবৎসল, পরমপুরুষ তাঁহার উপাসকগণকে উপাসনার অনুরূপ ফল দান করিবার জন্য লীলাবশে অর্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী—এই পঞ্চভাবে অবস্থান করেন। দেবালয়াদিতে প্রতিমারূপে কল্পিত মূর্ত্তিতে সূক্ষ্মভাবে অধিষ্ঠিত ও অর্চিতরূপ অর্চা। রামাদিরূপে তাঁহার অবতার বিভব। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণভেদে চারিরূপে অবস্থিত তাঁহার ব্যূহরূপ। সম্পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত (জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ ও শ্রী-ষড়ৈশ্বর্য্য) পরব্রহ্ম বাসুদেব—তাঁহার সূক্ষ্মরূপ। সম্পূর্ণ পাপরহিতত্ব প্রভৃতি তাঁহার গুণ। শ্রুতিপ্রমাণ, —'সোঽপহতপাপ্মা, বিজরোবিমৃত্যুর্বিশোকোবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ' (ছা)। তিনি পাপপুণ্যাদিরহিত, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধারহিত, পিপাসারহিত, সত্যকাম, সত্যসংকল্প। অন্তর্যামীরূপে তিনি সকল জীবের অন্তরে থাকিয়া নিয়ন্তা, 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মানম্ অন্তরো যময়তি' (বৃহ)—যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তর্বর্ত্তীরূপে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

পূর্ব্বপূর্ব্বরূপের উপাসনা দ্বারা পুরুষার্থ লাভের বিরোধী পাপ বা কর্মের ক্ষয় হইলে যথাক্রমে পরবর্ত্তী রূপের উপাসনায় অধিকার জন্মে।

বলা হইয়াছে,

'বাসুদেবঃ স্বভক্তেষু বাৎসল্যাত্তত্তদীহিতম্ ।
অধিকার্য্যাণুগুণ্যেন প্রযচ্ছতি ফলং বহু ॥
তদর্থং লীলয়া স্বীয়াঃ পঞ্চমূর্ত্তীঃ করোতি বৈ ।
প্রতিমাদিকমর্চ্চা স্যাদবতারাস্তু বৈভবাঃ ॥
সংকর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ ।
ব্যূহশ্চতুর্বিধো জ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মং সম্পূর্ণষড়্গুণম্ ॥
তদেব বাসুদেবাখ্যং পরংব্রহ্ম নিগদ্যতে ।
অন্তর্য্যামী জীবসংস্থো জীবপ্রেরক ঈরিতঃ ॥
য আত্মনীতি বেদান্তবাক্য জালৈর্নিরূপিতঃ ।
অর্চোপাসনয়া ক্ষিপ্তে কল্মষেঽধিকৃতো ভবেৎ ॥
বিভবোপাসনে পশ্চাৎ ব্যূহোপাস্তৌ ততঃ পরম্ ।
সূক্ষ্মে তদনু শক্তঃ স্যাদন্তর্য্যামিণ ীক্ষিতুম্' ॥

বাসুদেব তাহার ভক্তের প্রতি বাৎসল্য বশতঃ অধিকারী অনুযায়ী তাহাদের অভীষ্ট বহু ফল প্রদান করেন। তাহাদের জন্য লীলাবশে তিনি পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করেন। প্রতিমাদি অর্চ্চা, অবতারসমূহ বৈভব; সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ; সম্পূর্ণ ষড়্গুণযুক্ত সূক্ষ্মরূপে তিনি বাসুদেব বা পরব্রহ্ম; অন্তর্যামীরূপে তিনি জীবের মধ্যে থাকিয়া জীবের নিয়ন্তা; "য আত্মনি স্থিতা"- ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে তাঁহার এই রূপ নিরূপিত হইয়াছে। অর্চোপাসনার দ্বারা পাপ দূর হইলে বিভব উপাসনায় অধিকার জন্মে; তারপর ব্যূহরূপ, তৎপর সূক্ষ্ম; তাহার পর তাঁহার অন্তর্যামীরূপ দর্শন করিতে ভক্ত সমর্থ হন্।

উপাসনা পাঁচ প্রকার, যথা, অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ;—ইহা পঞ্চরাত্রে বর্ণিত হইয়াছে। দেবতার স্থান ও পথের পরিষ্করণ ও লেপন প্রভৃতি কর্ম অভিগমন; গন্ধপুষ্পাদি পূজাসামগ্রীর আহরণকে বলা হয় উপাদান; দেবতার পুজা ইজ্যা; অর্থবোধপূর্ব্বক মন্ত্রজপ, বৈষ্ণবসূক্ত ও স্তোত্র পাঠ, নাম-সংকীর্ত্তন ও তত্ত্বউপদেশক শাস্ত্রের পাঠ—এইগুলি স্বাধ্যায়; দেবতার ভাবনা বা ধ্যানকে যোগ বলা হয়।

এইরূপ উপাসনারূপ কর্মসংযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা দ্রষ্টা জীবের কর্মমূলক স্বার্থদৃষ্টি বিনষ্ট হইলে, এরূপ ভগবন্নিষ্ঠ—ভক্তকে ভক্তবৎসল, পরমকরুণাময় পুরুষোত্তম

তাঁহার স্বরূপের যথাযথ অনুভবের অনুরূপ নিরতিশয় আনন্দপূর্ণ, পুনরাবৃত্তিরহিত স্বপদ (স্বধাম) বা মোক্ষ প্রদান করেন। এ-বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।। (গীতা)

আমাকে লাভ করিয়া মহাত্মাগণ দুঃখের নিদান অনিত্য পুনর্জন্ম লাভ হইতে মুক্ত হন, এবং পরমা সিদ্ধি লাভ করেন।

আরও,

স্বভক্তং বাসুদেবোঽপি সংপ্রাপ্যানন্দ মক্ষয়ম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বীয়ং ধাম প্রযচ্ছতি।।

বাসুদেব আপনার ভক্তকে অক্ষয় আনন্দ লাভ করাইয়া পুনরাগমনরহিত আপনার স্থান দান করেন।

ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা—উপর্যুক্ত তত্ত্বগুলিকে হৃদয়ে ভাবনা করিয়া মুখ্য উপনিষৎ-গুলি অবলম্বনে, এবং ভগবান্ বোধায়নাচার্য্যকৃত ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিকে বহুবিস্তীর্ণ লক্ষ্য করিয়া রামানুজ শারীরকমীমাংসার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের 'অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—এই প্রথম সূত্রের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে।—

সূত্রস্থ অথ শব্দের অর্থ—মীমাংসাদর্শনের পূর্ব্বভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে যে বৈদিক কর্মের কথা আলোচনা করা হইয়াছে, সেই কর্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের পর। বৃত্তিকারও বলিয়াছেন, পূর্ব্বে আলোচিত কর্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের পর ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা হয়।

অতঃ শব্দের অর্থ এইহেতু। বিভিন্ন অঙ্গ বা শাখাসহ বেদ পাঠ করিয়া তাহার অর্থ উপলব্ধি হইলে, সমস্ত কর্মের ফল যে বিনশ্বর বা অস্থায়ী তাহা জানিয়া কর্মে বিরাগ উপস্থিত হয়; সেই জন্য যিনি স্থায়ী মোক্ষরূপ ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি মোক্ষলাভের উপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক হন, বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন। ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা স্বভাবতঃ সমস্ত দোষবর্জিত, অনন্ত, অশেষ এবং অসংখ্য কল্যাণগুণের অধিকারী, সেই পুরুষোত্তমকেই অভিহিত করা হইয়াছে।

এইভাবে কর্মবিষয়ে যথাযথ জ্ঞানলাভ, এবং কর্মের অনুষ্ঠানে কর্মফলে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং চিত্তের মলিনতা দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভে প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং এই অর্থে কর্মবিষয়ে জ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়; এইভাবে কর্ম-

জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্যে কারণ কার্য্য সম্বন্ধ থাকাতে পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসার একশাস্ত্রত্বই উপপন্ন হয়। অর্থাৎ মীমাংসা ও বেদান্ত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হওয়াতে উভয়টিকে মিলিতভাবে একশাস্ত্রই বলা চলে। সেইজন্য বৃত্তিকার বলিয়াছেন, জৈমিনীয় ষোড়শ লক্ষণ বা অধ্যায়যুক্ত শাস্ত্রের সহিত ইহা অভিন্ন। [অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্ত পৃথক শাস্ত্র নহে, একই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।] "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" (মুণ্ডক)—কর্মদ্বারা যে অবস্থা লাভ হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ নির্বেদ বা বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন, কারণ কৃতের অর্থাৎ কর্মের দ্বারা যাহা অকৃত অর্থাৎ মোক্ষ, তাহা লাভ হয় না। —এইরূপ শ্রুতি ও অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা কর্মফল যে ক্ষয়শীল, ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মোক্ষ যে অক্ষয়, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেইজন্য শ্রুতি কর্মবিযুক্ত জ্ঞান এবং জ্ঞানবিযুক্ত কর্ম,—এককভাবে ইহাদের প্রত্যেকটির নিন্দা করিয়া কর্মবিশিষ্ট জ্ঞান যে মোক্ষের সাধক, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় উতে তমো যে চ বিদ্যায়ামেব রতাঃ।। (ঈশ)
বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।। (ঈশ)

যাঁহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা বা কর্মের উপাসনা করেন তাঁহারা অন্ধ তমসায় প্রবেশ করেন; যাঁহারা কেবলমাত্র বিদ্যা বা জ্ঞানের উপাসনা করেন, তাঁহারা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন।

যাঁহারা বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়টিকেই জানেন, তাঁহারা অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্বলাভ করেন।

পাঞ্চরাত্র রহস্যেও বলা হইয়াছে,—

স এব করুণাসিন্ধুর্ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ
উপাসকানুরোধেন ভজতে মূর্ত্তিপঞ্চকম্।।
তদর্চাবিভবব্যূহ সূক্ষ্মান্তর্য্যামী সংজ্ঞকম্।
তদাশ্রিত্যৈব চিদ্বর্গস্তজ্ জ্ঞেয়ং প্রপদ্যতে।।

পূর্ব্বপূর্বোদিতোপাস্তি বিশেষক্ষীণকল্মষঃ।
উত্তরোত্তরমূর্ত্তীনামুপাস্ত্যধিকৃতো ভবেৎ ॥
এবং হি অহরহঃ শ্রৌত স্মার্ত্ত ধর্মানুসারতঃ।
উক্তোপাসনয়া পুংসাং বাসুদেবঃ প্রসীদতি ॥
প্রসন্নাত্মা হরির্ভক্ত্যা নিদিধ্যাসনরূপয়া।
অবিদ্যাং কর্মসংঘাতরূপাং সদ্যো নিবর্ত্তয়েৎ ॥
ততঃ স্বাভাবিকাঃ পুংসাং তে সংসারতিরোহিতাঃ।
আবির্ভবন্তি কল্যাণাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণাঃ ॥
এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানামীশ্বরস্য চ।
সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবো বিশিষ্যতে ॥
মুক্তাস্তু শেষিণি ব্রহ্মণ্যশেষে শেষরূপিনঃ।
সর্ব্বানশ্নুবতে কামান্ সহ তেন বিপশ্চিতা ॥

অর্থাৎ,—

সেই করুণাময় ভক্তবৎসল ভগবান্ উপাসকের বাসনা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী পঞ্চবিধ মুর্ত্তি বা রূপ অবলম্বন করেন, যথা, অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী। এই রূপগুলি অবলম্বন করিয়া জীব যথাক্রমে এইগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুর্ত্তির উপাসনার দ্বারা বিগত পাপ হইয়া জীব পরবর্ত্তী মুর্ত্তির উপাসনায় অধিকার লাভ করে। এইভাবে নিরন্তর শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত ধর্মাচরণে বাসুদেব প্রসন্ন হন। নিদিধ্যাসনরূপ ভক্তির দ্বারা প্রীত হইয়া হরি কর্মরূপ অবিদ্যাকে বিনষ্ট করেন। তারপর পুরুষের বারবার সংসারে আগমন রুদ্ধ হয় ও সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি কল্যাণগুণের আবির্ভাব ঘটে। মুক্ত পুরুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে এই গুণগুলি সমভাবেই থাকে, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্তৃত্বরূপ বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র ঈশ্বরেই বর্ত্তমান থাকে। শেষরূপী (অঙ্গ বা শরীর) মুক্ত পুরুষগণ শেষী (অঙ্গী বা শরীরী) ব্রহ্মে অবস্থান করিয়া তাঁহার সহিত সর্ব্বকামনার সিদ্ধি উপভোগ করেন।

(অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা—এই সূত্রে) ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা ক্লিষ্ট ব্যক্তির অমৃতত্ব লাভের জন্য বাসুদেব পদের দ্বারা জ্ঞেয় ব্রহ্মের জিজ্ঞাসার কথা বলা হইয়াছে। প্রকৃতি প্রত্যয়ের দ্বারা মিলিতভাবে পদের অর্থ নির্ধারিত হয়, এবং তাহাতে প্রত্যয়ের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু 'ইতঃ সনোহন্যত্র'—এই বাক্য

বলে (জিজ্ঞাসা শব্দে) ইচ্ছাবোধক সন্ প্রত্যয়ের প্রাধান্য না হইয়া যাহা ইষ্যমাণ, অর্থাৎ যাহার ইচ্ছা করা হইয়াছে, সেই জ্ঞানের প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। সুতরাং এখানে জ্ঞানই বিধেয়। জ্ঞান শব্দের দ্বারা ধ্যান, উপাসনা ইত্যাদি শব্দের বাচ্য যে জ্ঞান তাহার কথাই বলা হইয়াছে, কেবলমাত্র বাক্যজন্য আপাত জ্ঞানের কথা বলা হয় নাই। পদার্থে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি পদের প্রসঙ্গ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই পদের অর্থ বুঝিতে পারেন, ইহার জন্য কোন বিধানের প্রয়োজন হয় না। [জিজ্ঞাসা শব্দে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ যদি কেবলমাত্র বাক্যজন্য জ্ঞান হয়, তবে আত্মা জ্ঞাতব্য, এইরূপ বিধান দেওয়ার প্রয়োজন হইত না। সুতরাং জ্ঞান শব্দের যে বিশেষ অর্থ আছে, তাহাই বুঝিতে হইবে।]

'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ', 'আত্মাত্যে-বোপাসীত', বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত, অনুবিদ্য বিজানাতি ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে শ্রবণ, মনন, উপাসনা ও ভৃতিই জ্ঞান শব্দের প্রকৃত অর্থ।

এখানে শ্রোতব্য শব্দ অনুবাদ বা ব্যাখ্যামুলক। 'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এই অধ্যয়নবিধির দ্বারা সাঙ্গ বেদের অধ্যয়ন বুঝানো হইয়াছে; যিনি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি বেদের প্রয়োজন বুঝিয়া, অর্থ পর্য্যালোচনা করিয়া, যথাযথ অর্থ নির্ণয়ের জন্য আপনা হইতেই গুরুমুখে শ্রবণে প্রবৃত্ত হইবেন,—ইহাই শ্রবণের অর্থ। (অতএব শ্রবণ ছাড়া জ্ঞান হয় না।)

মন্তব্য শব্দও অনুবাদ বা ব্যাখ্যামুলক। শ্রবণের প্রতিষ্ঠার জন্যই মননের প্রয়োজনীয়তা। মননের প্রাপ্তি না হইলে শাস্ত্র কেবলমাত্র অর্থযুক্ত শব্দেই পর্য্য-বসিত হয় (জ্ঞান বা দর্শনপদবাচ্য হয় না।) তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্নভাবে স্মৃতিকে প্রবাহিত করিয়া রাখার নামই ধ্যান। "ধ্রুবাস্মৃতিঃ স্মৃতিপ্রতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" (স্মৃতিকে নিরন্তর প্রবাহিত করিয়া রাখাই ধ্রুবাস্মৃতি এবং উহার দ্বারাই সকল হৃদয়গ্রন্থি বা সংশয় হইতে মুক্তি হয়)— এই উক্তির দ্বারাই ধ্রুবাস্মৃতি যে মোক্ষ লাভের উপায়, তাহা জানা যায়। এই ধ্রুবাস্মৃতি বা ধ্যানই দর্শনের রূপ।

[এইভাবে দর্শন বা জ্ঞান বলিতে শ্রবণ, মনন ও ধ্যান,—তিনটিকেই বুঝায়। এ-বিষয়ে শ্রুতিও রহিয়াছে।]

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ।। (মুণ্ডক)

সেই পরাবর বা শ্রেষ্ঠ পুরুষকে দর্শন করিলে হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি উন্মোচিত হয়, সকল সংশয় দুর হয় ও সকল কর্মের ক্ষয় হয়।

এখানেও দর্শন বা ধ্যানকে জ্ঞানের তাৎপর্য্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, ও সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত 'ধ্রুবাস্মৃতিঃ'— ইত্যাদি বাক্যের সহিত এই উক্তি সমানার্থক হইয়াছে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃহ)—এইরূপ উক্তির দ্বারাও ধ্যানের দর্শনরূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাবনার প্রকর্ষ বা গাঢ়তা হইতেই স্মৃতি দর্শনের রূপ লাভ করে। "বেদনমুপাসনং স্যাৎ" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা বৃত্তিকারও এই তত্ত্বই বিস্তৃত করিয়াছেন।

এই ধ্যানের বৈশিষ্ট্য শ্রুতিতেও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥' (কঠ)

এই আত্মা প্রবচনের দ্বারা লভ্য নন্। মেধা বা বহু শ্রবণের দ্বারাও ইহাকে পাওয়া যায় না; ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহার নিকটই লভ্য হন, তাহার নিকটেই ইনি আপনরূপ প্রকট করেন।

প্রিয়তম যিনি, তিনিই বরণীয়। এই আত্মা ভগবানের প্রিয়, সেইজন্য এই আত্মা ভগবানকে লাভ করেন, স্বয়ং ভগবান ইহার জন্য চেষ্টা করেন। ভগবদ্গীতায় আছে,

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥'

যাঁহারা সতত যুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহার দ্বারা তাঁহারা আমাকে লাভ করেন।

'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।' (গীতা)

হে পার্থ, সেই পরম পুরুষ অনন্যা ভক্তির দ্বারাই লভ্য হন্।

[ধ্যান বা নিদিধ্যাসনরূপ উপাসনা এইভাবে ভক্তির রূপ লাভ করে, যাহার ফলে উপাসকের নিকট পরমাত্মা প্রকাশিত হন। নিয়ত স্মরণ করি বলিয়া ভগবান

অত্যন্ত প্রিয় হন। সেই ভগবানের নিকট ভক্তও প্রিয় বলিয়া ভগবান ভক্তের নিকট আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন। সাধক নিয়ত ভগবানকে স্মরণ করেন বলিয়া এই স্মৃতিরূপ ধ্যান বা দর্শনই মোক্ষলাভের উপায়।]

ভক্তি এক বিশেষ প্রকারের জ্ঞান, যাহাতে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ ও প্রিয় পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুতে প্রয়োজন থাকে না, এবং অন্য সকল বস্তুতে বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য জন্মে। বিবেক প্রভৃতি দ্বারাই উহা লাভ হইয়া থাকে। বাক্যকারও বলিয়াছেন, সংজ্ঞা এবং যথাযথ ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ (সন্তোষ) দ্বারাই এই ভক্তি লাভ হয়। নির্দ্দোষ অন্নগ্রহণের দ্বারা সত্ত্ব বা স্বভাবের শুদ্ধিকেই বিবেক বলে। এ সম্বন্ধে উক্তি,—"আহারশুদ্ধেঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধেঃ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" (আহারশুদ্ধি হইতে সত্ত্বশুদ্ধি, এবং সত্ত্বশুদ্ধি হইতে ধ্রুবা স্মৃতি লাভ হয়।) কামনা বা কাম্য বিষয়ে অনাসক্তিকে বিমোক বলে। এ-বিষয়ে উক্তি—'শান্ত উপাসীত'—শান্ত বা বিষয়াসক্তিরহিত হইয়া উপাসনা করিবে। পুনঃপুনঃ অনুশীলন অভ্যাস,—'সদা তদ্ভাবভাবিতঃ' (গীতা)।—সর্ব্বদা তাঁহার ভাবে ভাবিত থাকিবে। যথাশক্তি শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত কর্মের অনুষ্ঠানই ক্রিয়া,—ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ—ক্রিয়াযুক্ত ইনি ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সত্য, আর্জব (সরলতা), দয়া, দান প্রভৃতিকে কল্যাণ বলা হয়। 'সত্যেন লভ্যতে'—সত্যের দ্বারা ইঁহাকে লাভ করা যায়। দীনতা হইতে মুক্ত হওয়াই অনবসাদ।—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—বলহীন এই আত্মাকে লাভ করে না। দীনতার বিপরীত শৈথিল্য বা অতিসন্তোষ উদ্ধর্ষ, তাহার অভাব অনুদ্ধর্ষ। 'শান্তোদান্ত' ইত্যাদি উক্তি। [সাংসারিক সুখহেতু যে হর্ষ, তাহা উদ্ধর্ষ। ইহার অভাব অনুদ্ধর্ষ।]

এইরূপ নিয়মপালনের দ্বারা পুরুষোত্তমের প্রসাদ লাভ হইলে অন্তরের সকল অন্ধকার দূর হইয়া যায়; তখন অন্যবস্তুতে প্রয়োজন থাকে না এবং অনবরত নিরতিশয় প্রিয়রূপে আত্মার বিশদ জ্ঞান হৃদয়ে নিত্যজাগ্রত থাকে। এই অবস্থায় সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া যে ধ্যানরূপ ভক্তি লাভ হয়, তাহার দ্বারাই পুরুষোত্তমের পদ লাভ হয়। যামুনাচার্য্যও বলিয়াছেন, জ্ঞান ও কর্ম—উভয়টির দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক ভক্তিযোগ লাভ করেন। জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ সংস্কৃত হইয়াছে, তিনিই পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করেন, ইহাই বলা হইয়াছে।

(প্রথমসূত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু,—) কি সেই ব্রহ্ম

যাঁহার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? —এই প্রশ্নের অপেক্ষা থাকাতে, দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়াছেন, "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম প্রভৃতি, তিনিই ব্রহ্ম। জন্ম প্রভৃতি বলিতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কথাই বলা হইয়াছে। আমাদের চিন্তারও অতীত, বিচিত্ররূপে রচিত, নিয়মিতভাবে দেশকালোপযোগী ফলভোগের যোগ্য, ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত পদার্থযুক্ত, শরীরীজীবসংযুক্ত এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় যে সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ববিধ হেয়গুণবর্জিত, সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি নিরবধিক অসংখ্য কল্যাণগুণের আশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ হইতে প্রবর্ত্তিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম.—ইহাই সূত্রের অর্থ। [জন্মাদি শব্দ তদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা নিষ্পন্ন। যে বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ্য (তদ্) ও বিশেষণ (গুণ) উভয়টিই কার্য্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তাহাই তদ্ গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি। জন্ম আদি যাহার,—তাহাই জন্মাদি শব্দের অর্থ। স্থিতিও ভঙ্গযুক্ত জন্ম,—এখানে জন্ম বিশেষ্য স্থিতি ও ভঙ্গ বিশেষণ,—সবগুলির সহিতই ব্রহ্মের সম্বন্ধ বলিয়া ইহা তদ্ গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি।]

ব্রহ্ম যে এইরূপ তাহাতে প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের অপেক্ষা থাকাতে বলিতেছেন,—শাস্ত্রই এই বিষয়ে প্রমাণ,—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (তৃতীয় সূত্র)। শাস্ত্রই যাহার যোনি, কারণ বা প্রমাণ, তাহাই শাস্ত্রযোনি। তাহার ভাব শাস্ত্রযোনিত্ব। সেই হেতু (ব্রহ্ম জগতের জন্মাদির কারণরূপে জ্ঞেয়।) শাস্ত্র ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের কারণ বা প্রমাণ, সেইজন্য ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব বা শাস্ত্র প্রমাণত্ব।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, অন্য প্রমাণের দ্বারা কি ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় না, বা ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় না? এই আশংকার উত্তরে বলা যায়, না, তাহা সম্ভব নহে। (প্রথমতঃ) ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নন্, সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। কিন্তু অনুমানের দ্বারা কি ব্রহ্মের অস্তিত্ব সাধন করা যায় না? মহাসাগরাদি কার্য্য বস্তু, অতএব এইগুলি সকর্তৃক, অর্থাৎ ইহাদের একজন কর্ত্তা আছেন, যথা ঘট কার্য্যবস্তু এবং সেইজন্য সকর্ত্তৃক। কিন্তু এইরূপ অনুমান পূতিগন্ধপূর্ণ কুষ্মাণ্ডের মত পরিত্যাজ্য। অতএব উল্লিখিত লক্ষণযুক্ত ব্রহ্মের জ্ঞান, কেবলমাত্র, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই লাভ করা যায়।

[ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনুমান প্রয়োগ করা যায় না, কারণ এইরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে বহু আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। সমুদ্র প্রভৃতি যে ঘটাদির মত কার্য্যবস্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই, কারণ এইগুলিকে কেহ নির্মিত হইতে দেখে নাই।

অতএব কার্য্যত্ব হেতু এখানে অসিদ্ধ। যদি বা পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতিকে কার্য্য-বস্তু বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও উহা একজন পুরুষের বা ঈশ্বরের দ্বারা নির্মিত, না বহু পুরুষের দ্বারা নির্মিত, তাহা প্রমাণ করা যায় না। এইরূপ দ্রব্য নির্মাণে জীবের সামর্থ্য নাই,—একথাও বলা যায় না, কারণ শক্তিমান্ সিদ্ধ পুরুষের এইরূপ সৃষ্টির ক্ষমতা আছে শুনিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু, এই স্রষ্টা ঈশ্বর শরীরী না অশরীরী? শরীরহীন কর্ত্তার অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা কুম্ভকার প্রভৃতি শরীরী। আবার ঈশ্বর যদি শরীরী কর্ত্তা হন্, তবে তাঁহার শরীর কি নিত্য, না অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তবে অবয়বযুক্ত ঈশ্বর নিত্য এবং ফলে সংসারও নিত্য হইবে। যদি সংসার নিত্য হয়, তবে উহার উৎপত্তির প্রশ্নই উঠে না॥ যদি ঈশ্বরের শরীর অনিত্য হয়, তবে উহার সৃষ্টি কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? যদি ঈশ্বর নিজেই শরীরের স্রষ্টা হন্, তবে প্রশ্ন উঠে, নিজে অশরীরী হইয়া তিনি কিভাবে শরীর সৃষ্টি করিতে পারেন? যদি তাঁহার শরীরের স্রষ্টা অন্য কেহ থাকেন, তবে প্রশ্ন,—সেইব্যক্তির শরীরের স্রষ্টা কে? যদি অন্য কেহ হন, তবে অনবস্থাদোষ হয়। শরীরের অভাবে সংসারের উৎপাদনরূপ ব্যাপার সম্ভব হয় না, ব্যাপার সম্ভব না হইলে কর্ত্তৃত্বই উপপন্ন হয় না। এই প্রকার অসংখ্যদোষ উপস্থিত হয় বলিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাধক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অতএব একমাত্র শ্রুতিকেই এ-বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া মানিতে হয়।]

বুঝিতে পারা গেল যে, ব্রহ্ম শাস্ত্র প্রমাণের বিষয়, অন্য কোন প্রমাণের বিষয় নহেন। কিন্তু সকল শাস্ত্রবাক্যই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বোধক; অর্থাৎ 'ইহা করিবে, 'ইহা করিবে না'—শাস্ত্র এইরূপ বিধান করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু বলিয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির বিধানের অতীত। সুতরাং কোন শাস্ত্রই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে না,—এইরূপ প্রশ্ন বা আশংকাকে নিরস্ত করিবার জন্যই পরবর্ত্তী সূত্র,—'তত্তু সমন্বয়াৎ' (ব্রহ্ম যে শাস্ত্রযোনি, তাহা শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় হইতেই জানিতে পারা যায়)। আশংকা নিবৃত্তির জন্য 'তু' শব্দের প্রয়োগ। ব্রহ্মের শাস্ত্র প্রমাণকত্ব, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে শাস্ত্র প্রমাণের বিষয় হইতে পারেন, তাহা সম্ভব, কারণ এ-বিষয়ে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় রহিয়াছে, অর্থাৎ সকল শাস্ত্রই ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন। সকল শাস্ত্রই ব্রহ্মকে পরম পুরুষার্থরূপে অভিহিত করিয়াছে, অতএব এ-বিষয়ে সকল শাস্ত্রের অন্বয় রহিয়াছে।

আবার, যাহা প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির বিষয় নহে, তাহার যে প্রয়োজন নাই,

একথাও বলা যায় না। 'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে', 'ইহা সর্প নহে'—এরূপ উক্তি বস্তুর স্বরূপবোধক, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবিষয়ক নহে। কিন্তু এই জাতীয় উক্তির দ্বারাও আনন্দলাভ বা ভয়নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন সাধিত হয়,—ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। (পরমপুরুষার্থরূপে ব্রহ্মে সকলেরই প্রয়োজন রহিয়াছে; সুতরাং সিদ্ধবস্তু হইলেও, ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশক শাস্ত্র যে সপ্রয়োজন ও সার্থক,—এ-সম্বন্ধে কোন আশংকা বা সন্দেহ থাকিতে পারে না।)

রামানুজ দর্শন সম্বন্ধে এখানে দিগ্‌দর্শনমাত্রই করা হইল। বিস্তৃত আলোচনা মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। গ্রন্থবিস্তারভয়ে এখানে আর বিশেষ আলোচনা করা হইল না।

ইতি সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে রামানুজ দর্শন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ (মধ্ব) দর্শন

আনন্দতীর্থ (যিনি মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত) রামানুজের সহিত, জীবের অণুত্ব, মোক্ষাবস্থায় তাহার ভগবদ্দাসত্ব, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, সিদ্ধ বস্তু ব্রহ্ম বিষয়ে বেদের প্রমাণত্ব, স্বতঃ প্রামাণ্য, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দের প্রামাণিকত্ব, পঞ্চরাত্র গ্রন্থের উপর তাঁহার নির্ভরতা, রামানুজ প্রচারিত প্রপঞ্চভেদের সত্যতা ইত্যাদি স্বীকার করিয়াও, রামানুজ পরস্পর বিরুদ্ধ ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিনটি পক্ষ স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহার মতকে জৈনমতের মতই উপেক্ষার যোগ্য বলিয়া মনে করেন। তিনি 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি উপনিষৎ বাক্যের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যার সাহায্যে পৃথক্ তাৎপর্য্য নির্ধারণ করিয়া ব্রহ্ম-মীমাংসা বা বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক ভিন্ন দার্শনিক মত উপ-স্থাপিত করিয়াছেন।

[রামানুজ অদ্বৈত স্বীকার করেন, কিন্তু উহাকে বিশেষণযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের বিশেষণ। চিৎ বা জীব ও ব্রহ্মে ভেদ রহিয়াছে, অচিৎ বা জড়ের সহিত জীব ও ঈশ্বরের ভেদ রহিয়াছে। এইভাবে ভেদ ও অভেদ দুইটিকেই স্বীকার করেন। :কিন্তু মধ্ব বিশুদ্ধ ভেদবাদী, ভেদের দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই তিনি 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যের ব্যাখ্যা করেন ও ব্রহ্মসূত্রের ভিন্নরূপ বিশ্লেষণ প্রদান করেন।]

মধ্বের মতে স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্র ভেদে তত্ত্ব দুই প্রকার। তত্ত্ববিবেকে বলা হইয়াছে,—

> স্বতন্ত্রং পরতন্ত্রং চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।
> স্বতন্ত্রো ভগবান্‌বিষ্ণুর্নির্দ্দোষোঽশেষ সদ্‌গুণঃ।

তত্ত্ব দুই প্রকার, স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র। ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি সকল দোষরহিত ও অশেষ সদ্‌গুণের আধার, তিনিই স্বতন্ত্র তত্ত্ব।

এখানে (অদ্বৈতবাদীর পক্ষ হইতে) আপত্তি হইতে পারে, উপনিষদের বহু বাক্যে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদশূন্য নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন

করিয়াছেন ; এই অবস্থায় ব্রহ্মকে অশেষসদ্‌গুণসম্পন্ন (অর্থাৎ সগুণ বা সবিশেষ) বলা যাইতে পারে কিভাবে ? [একজাতীয় দুইটি বস্তুর মধ্যে যে ভেদ, তাহা সজাতীয় ভেদ, যথা, দুইটি গরুর মধ্যে ভেদ ; ভিন্ন জাতীয় বস্তুদ্বয়, যথা, গো ও মহিষের মধ্যে যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ ; অবয়বী ও অবয়বের মধ্যে ভেদকে স্বগত ভেদ বলা হয়। বৃক্ষের ফল, পুষ্প ইত্যাদির ভেদ, বা বিশেষ্য বিশেষণ, অর্থাৎ গুণী ও গুণের মধ্যে যে ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ। ব্রহ্মকে অশেষগুণসম্পন্ন বলিলে, গুণী ও গুণের মধ্যে ভেদ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, 'সদেবসৌম্য ইদমগ্র আসীৎ', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা সকল প্রকার ভেদের নিষেধ করা হইয়াছে।]

মধ্ব ইহার উত্তরে বলিবেন, এই আপত্তি গ্রহণ করা যায় না। কারণ,— ভেদের প্রতিষ্ঠাকারী বহু প্রমাণ রহিয়াছে বলিয়া এই জাতীয় ভেদবিরোধী উক্তির প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই 'ইহা উহা হইতে ভিন্ন',—এইভাবে নীল, পীত প্রভৃতির মধ্যে যে ভেদ রহিয়াছে, তাহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। (মধ্ব উপনিষদের এই জাতীয় উক্তিগুলির ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে করেন।)

ভেদের সত্যতা স্বীকারে এইরূপ আশংকা বা আপত্তি ঘটিতে পারে, প্রত্যক্ষ দ্বারা কি সাক্ষাৎভাবে ভেদের উপলব্ধি হয়, না ধর্মী ও প্রতি-যোগীর জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া ভেদের উপলব্ধি হয় ? প্রথমটি নহে, কারণ ভেদ ধর্মী এবং প্রতিযোগীসাপেক্ষ বলিয়া ধর্মী ও প্রতিযোগী-নিরপেক্ষভাবে সাক্ষাৎভাবে ভেদের উপলব্ধি হইতে পারে না। [ঘট পট হইতে ভিন্ন,— এখানে ঘট ভেদের ধর্মী এবং পট ভেদের প্রতিযোগী। এই দুইটির জ্ঞান হইলেই ভেদের জ্ঞান হয়, অন্যরূপে নহে।]

দ্বিতীয় বিকল্পে আবার প্রশ্ন উঠে, প্রথমে ধর্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান হইয়া কি পরে ভেদের জ্ঞান হয়, অথবা ধর্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান এবং ভেদের জ্ঞান একসঙ্গেই হয় ? প্রথমটি বলিতে পারা যায় না, কারণ ইহাতে দুইটি দোষ হয় ;—বলিতে হয়, প্রথমে বুদ্ধি ধর্মী ও প্রতিযোগীকে গ্রহণ করে ও কিছুক্ষণ বিরত থাকিয়া পরে ভেদকে গ্রহণ করে ; কিন্তু ইহা স্বীকার করা যায় না। [কাব্যপ্রদীপে বলা হইয়াছে, 'শব্দবুদ্ধি কর্মনাং বিরম্য ব্যাপারাভাবঃ' শব্দ, বুদ্ধি ও কর্ম বিরত হইয়া আবার ব্যাপারসম্পন্ন হয় না। গঙ্গায়াং

ঘোষঃ—এখানে গঙ্গা শব্দ জলকেই নির্দ্দেশ করে, অন্য কিছুকে নহে। উহার সহিত ঘোষ শব্দের অন্বয় করিতে যাইয়া যখন জল শব্দের সঙ্গতি দেখা যায় না, তখন জলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তীর পর্য্যন্ত অর্থকে লক্ষণা বা গৌণবৃত্তি দ্বারা টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু এই লক্ষণা শব্দের ব্যাপার নহে, অর্থের ব্যাপার। শব্দ তাহার বাচ্য জলকে বুঝাইয়াই বিরত হয়, তাহার আর কোন ব্যাপার নাই। কোন তীরকে যদি এক ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করা হয়, এবং উহা মধ্যপথে প্রতিহত হয়, তবে উহা মধ্যপথেই নিবৃত্ত হয়, আর অধিক দূর যাইতে পারে না। বিরত হইয়া পরে আর তাহার ব্যাপার থাকিতে পারে না। সেইরূপ যে বুদ্ধি ধর্মী এবং প্রতিযোগীকে বিষয় করিয়া ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা ঐগুলিকে বুঝাইয়াই শেষ হয়। সেই বুদ্ধি আবার দ্বিতীয়-বার ব্যাপারশীল হইয়া ভেদকে বিষয় করে না। সেই জন্যই বলা হইয়াছে, বুদ্ধি বিরত হইয়া আবার ব্যাপারবৎ হয় না।] দ্বিতীয় দোষ, এই বিকল্প গ্রহণ করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। ধর্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান হইতে ভেদের জ্ঞান হয়, আবার ভেদজ্ঞান না হইলে ধর্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান হয় না। পরবর্ত্তী বিকল্প, অর্থাৎ ধর্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান ও ভেদজ্ঞান একসঙ্গে হয়,—ইহাও গ্রহণ করা যায় না। ধর্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান যেখানে কারণ, এবং ভেদের জ্ঞান যেখানে কার্য্য, সেখানে কারণ ও কার্য্য এককালীন হয় না, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বাপরত্ব থাকে। কেবলমাত্র ধর্মী উপস্থিত থাকিলে ভেদ প্রতীতি হয় না। ভেদের প্রতীতির জন্য যেমন উহার প্রয়োজন, তেমনই প্রতি-যোগীর জ্ঞানেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। ধর্মী নিকটে থাকিলে, যদি প্রতি যোগীও তাহার সন্নিহিত হয়, তবে ভেদের প্রতীতি হয়। কিন্তু ধর্মী নিকটে থাকিলেও প্রতিযোগী দূরবর্ত্তী হইলে ভেদ প্রতীতি হয় না। অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা ধর্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান যে ভেদজ্ঞানের কারণ, তাহা জানিতে পারা যায়। (কার্য্য ও কারণের যুগপৎ প্রতীতি ন্যায়সিদ্ধ নহে বলিয়া পরবর্ত্তী বিকল্পও গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং—) ভেদপ্রত্যক্ষ যুক্তিসিদ্ধ নহে।

এই আপত্তির উত্তরে মধ্বের বক্তব্য,—যে দোষগুলির কথা বলা হইয়াছে সে-গুলি কি বস্তুস্বরূপভেদ বাদীদের প্রতি প্রযোজ্য, না ধর্মভেদবাদীদের প্রতি? (মধ্ব বস্তুস্বরূপভেদবাদী)। যদি বস্তুস্বরূপভেদবাদীদের প্রতি এই দোষ আরোপ করা হয়, তাহা হইলে চৌর্য্যঅপরাধে নির্দ্দোষ মাণ্ডব্যকে শাস্তি দেওয়ার মতই

অবস্থা হয়, কারণ এই দোষ আমাদের প্রতি প্রযোজ্য হইতেই পারে না। [বস্তু-স্বরূপভেদবাদীদের মতে, কম্বুগ্রীবাদিমান্ বস্তুরূপে ঘটের স্বরূপ হইতে ভেদ পৃথক্ নহে। কোন একটি বস্তুর স্বরূপকে জানার সঙ্গে সঙ্গেই উহা যে অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন তাহার জ্ঞান হইয়া যায়, সুতরাং ভেদ বস্তুর স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। ধর্মভেদবাদীদের মতে 'ঘট পট হইতে ভিন্ন,'—(বা ঘটে পটভিন্নত্বরূপ ধর্ম আছে), —এইভাবে ভেদ বস্তু হইতে পৃথক একটি ধর্মরূপে প্রতীত হয়। এখন, ভেদ যদি বস্তু হইতে পৃথক অর্থাৎ ধর্মরূপে প্রতীতির বিষয় হয়, তাহা হইলেই উহা প্রতিযোগী-জ্ঞান সাপেক্ষ হইবে ইহা স্বীকার করিতে হয়, এবং সেইক্ষেত্রেই প্রশ্ন উঠে, ভেদের জ্ঞান কি ধর্মী এবং প্রতিযোগীর জ্ঞানের পরে হয়, না ঐগুলির জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই হয়। অতএব যে দোষগুলির কথা অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন, তাহা ধর্মভেদবাদীদের প্রতিই প্রযোজ্য, বস্তুস্বরূপ ভেদবাদীদের প্রতি নহে।]

আবার আপত্তি হইবে, ঘট জ্ঞানে যেমন পট জ্ঞানের সাপেক্ষত্ব নাই, সেইরূপ ভেদকে বস্তুস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া মানিলে, ভেদজ্ঞানে প্রতিযোগীর জ্ঞানের প্রয়োজন বা সাপেক্ষত্ব থাকে না। কিন্তু ভেদজ্ঞান যে প্রতিযোগী জ্ঞান সাপেক্ষ, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার উত্তরে মধ্ব বলেন, এই আপত্তি অসংগত; কারণ, বস্তুর স্বরূপজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ইহা যে অন্যসকল বস্তু হইতে ভিন্ন—এই বোধ হইয়া যায়, (ইহার জন্য প্রতিযোগীর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই), কিন্তু পরে প্রতিযোগীর জ্ঞান হইলে, প্রতিযোগীর অপেক্ষায়, ঘট পটভিন্ন- এইরূপ বিশিষ্ট ব্যবহার (পটভিন্নত্ব এখানে ঘটের বিশেষণ—এইরূপে প্রয়োগ) সিদ্ধ হয়। [ভেদজ্ঞানের জন্য প্রতিযোগীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। এইবস্তু উহা হইতে ভিন্ন,—এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানের জন্য প্রতিযোগীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।]

উদাহরণস্বরূপ, পরিমাণযুক্ত রূপে বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান প্রথমেই হয়, পরে প্রতিযোগীবিশেষের জ্ঞান হইলে ইহা উহা হইতে হ্রস্ব বা দীর্ঘ—এইরূপ বিশিষ্ট বা বিশেষণযুক্ত প্রয়োগ হয়। বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ে বলিয়াছেন, "নচ বিশেষণবিশেষ্যতয়া ভেদসিদ্ধিঃ। বিশেষণবিশেষ্যভাবশ্চ ভেদাপেক্ষঃ। ধর্মিপ্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভেদ-সিদ্ধিঃ। ভেদাপেক্ষং চ ধর্মিপ্রতিযোগিত্বম্ ইতি অন্যোন্যাশ্রয়তয়া ভেদস্যাযুক্তিঃ। পদার্থস্বরূপত্বাদ্ ভেদস্য।" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—বিশেষণবিশেষ্য ভাবের দ্বারা ভেদের সিদ্ধি হয় না, কারণ বিশেষণবিশেষ্য ভাবই ভেদের অপেক্ষা রাখে। (ভেদের দ্বারাই বিশেষণ বিশেষ্য ভাব সিদ্ধ হয়, সুতরাং বিশেষণ বিশেষ্য ভাব ভেদের সাধক

হইতে পারে না)। আবার, 'ধর্মী এবং প্রতিযোগীর জ্ঞানের দ্বারা ভেদের জ্ঞান হয়, ভেদের প্রতীতি হইলে ধর্মী এবং প্রতিযোগীর জ্ঞান হয়,'—এইভাবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হওয়াতে এইভাবে ভেদের সিদ্ধি হইতে পারে না। অতএব বলিতে হয় পদার্থস্বরূপ রূপেই ভেদ সিদ্ধ হয়, (পদার্থ হইতে পৃথক ধর্মরূপে নহে)।

[ঘট পটপ্রতিযোগী ভেদযুক্ত—এখানে ঘট বিশেষ্য, ভেদ বিশেষণ ; আবার ঘটে পটপ্রতিযোগী ভেদ আছে,—এখানে ভেদ বিশেষ্য ঘট বিশেষণ। এইভাবে বিশেষণ বিশেষ্য ভাবের দ্বারা ভেদসিদ্ধি স্বীকার করিলে যে দোষগুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। আবার ধর্মী এবং প্রতিযোগীর জ্ঞান হইলে ভেদ জ্ঞান হয়, ভেদের জ্ঞান হইলে ধর্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান হয়,—এইভাবেই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। সুতরাং এইভাবে ভেদের পক্ষে যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে না। সেইজন্য আমরা এইভাবে ভেদের ব্যাখ্যা না করিয়া ভেদকে বস্তুস্বরূপের সহিত অভিন্ন বলিয়াই গ্রহণ করি। ইহাতে বিশেষ্যবিশেষণ ভাব অথবা ধর্মিপ্রতিযোগীর জ্ঞানের সাপেক্ষত্ব থাকে না]।

(একবস্তুর বৈশিষ্ট্য জ্ঞান অর্থাৎ অন্যবস্তু হইতে ভিন্নরূপে তাহার জ্ঞান যদি অন্যবস্তুর জ্ঞান-সাপেক্ষভাবে হইত, তবে গরুর অন্বেষণ করিতে গবয় দেখিতে হইত এবং গবয় দেখিলেই গরুর স্মরণ হইত। কিন্তু—) গবার্থী ব্যক্তি গবয় দেখিয়া গরুর অন্বেষণ করিতে যায় না, বা গবয় দেখিলেই তাহার গরুর কথা মনে হয় না। আবার প্রশ্ন উঠে, প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ জানিলেই যদি অন্যবস্তু হইতে তাহার ভেদের জ্ঞান হইয়া যায়, তবে জল ও দুধ একত্র মিশ্রিত থাকিলেও, তাহাদের পারস্পরিক ভেদ আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিতাম ; কিন্তু তাহা হয় না। ইহার উত্তরে বলা যায়, এরূপ ক্ষেত্রে সমানাভিহার (একত্রমিশ্রণ) প্রভৃতি প্রতিবন্ধক কারণগুলি উপস্থিত থাকার জন্যই ভেদজ্ঞানমূলক ব্যবহার সম্ভব হয় না। বলা হইয়াছে,

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয় ঘাতাৎ মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥ (সাংখ্যকারিকা)

অর্থাৎ পদার্থের জ্ঞানে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাহার কারণ— ১) অতিদূরত্ব—যেমন গিরিশিখরের পর্ব্বতাংশে বৃক্ষাদি দেখা যায় না ; (২) অতিসামীপ্য—যেমন

নিজের চোখের অঞ্জন প্রভৃতি দেখা যায় না; (৩) ইন্দ্রিয়বিঘাত—বিদ্যুতের আলোকে চোখ ঝলসিয়া গেলে কিছু দেখা যায় না। (৪) মনোঽনবস্থান—কামাদি দ্বারা মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে মনের অস্থিরতার জন্য অনেককিছু দেখা যায় না বা প্রচণ্ড আলোকে ঘটাদি পদার্থও দেখা যায় না; (৫) সূক্ষ্মতা—পরমাণু প্রভৃতি অতি সূক্ষ্মপদার্থ দেখা যায় না; (৬) ব্যবধান—কুটীরের অন্তরালে অবস্থিত বস্তু দেখা যায় না; (৭) অভিভব—দিনের আলোকে প্রদীপের আলোক দেখা যায় না; (৮) সমানাভিহার—জল ও দুধ একত্র মিশ্রিত থাকিলে উহাদের যথাযথ জ্ঞান হয় না।

(ধর্মভেদবাদ গ্রহণ করিলেও যে কোন দোষ হয় না, তাহাই এখন প্রমাণ করা হইবে)।

প্রথমে ধর্মীবস্তু ও প্রতিযোগী বস্তুর পৃথকভাবে গ্রহণ হয়, পরে (ধর্মী ও প্রতিযোগীরূপে তাহাদের বোধের সঙ্গে সঙ্গেই) তদ্‌ঘটিত ভেদের গ্রহণ হয়। [ধর্মী ঘট ও প্রতিযোগী পট। প্রথমে ঘটত্বযুক্তরূপে ঘটের ও পটত্বযুক্তরূপে পটের জ্ঞান হয়। পরে ধর্মী ঘট ও প্রতিযোগী পট,—এই বোধের সঙ্গে সঙ্গেই একই বুদ্ধির একটি সামগ্রিক ব্যাপারের দ্বারা ভেদের গ্রহণ হইয়া গেল। এখানে ঘটের ধর্মিত্ব ও পটের প্রতিযোগিত্ব বস্তুগতভাবেই সিদ্ধ। সুতরাং ঘট ও পটের জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহা ভেদজ্ঞানের সাধক হইল, কিন্তু কারণরূপে জ্ঞাত হইয়া হইল না। এখানে কারণবুদ্ধি ও কার্য্যবুদ্ধি জ্ঞানরূপে পৃথকভাবে অস্তিত্বশীল না হওয়াতে কারণবুদ্ধির ও কার্য্যবুদ্ধির যৌগপদ্য হইল না। সুতরাং এইজন্য যে দোষ আরোপ করা হইয়াছিল, তাহার অবকাশ থাকিল না। আপত্তি হইয়াছিল, কারণবুদ্ধি ও কার্য্যবুদ্ধি—বুদ্ধির দুইটি পৃথক ক্রিয়া বা ব্যাপার,—এইভাবে দেখিলে তাহাদের মধ্যে পরম্পরাক্রম থাকিবে, যৌগপদ্য থাকিতে পারিবে না কিন্তু এখানে বুদ্ধির ক্রিয়া বা ব্যাপার একটিই হওয়াতে দুইটি ব্যাপারের বা বুদ্ধিক্রিয়ার যৌগপদ্যের প্রশ্নেরও অবকাশ নাই। এই বুদ্ধি সামগ্রিকভাবে একটি সমূহাত্মক ক্রিয়ার দ্বারা ধর্মী, প্রতিযোগী ও তদ্‌ঘটিত ভেদকে গ্রহণ করিল। একটিকে কারণরূপে ও অন্যটিকে কার্য্যরূপে গ্রহণ করিল না।]

এখানে পরস্পরাশ্রয়ত্ব দোষও হইবে না। কারণ, ভেদশালী বস্তু ঘট পটাদির জ্ঞান অন্যনিরপেক্ষভাবেই হয়, এবং তাহাতেই ধর্মরূপে ভেদের গ্রহণ সম্ভব হয়। [প্রত্যেকটি বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ইতরবিলক্ষণরূপেই হয়। ঘটরূপে ঘটের জ্ঞান,

পটরূপে পটের জ্ঞান অন্যবস্তুর জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না; ইহাই তাহার স্বরূপ-জ্ঞান এবং এইজ্ঞানেই ভেদজ্ঞান হয়। অতএব ইতরবিলক্ষণরূপে বস্তুর জ্ঞান ভেদজ্ঞান সাপেক্ষ নহে। এইভাবে ভেদবিশিষ্ট ধর্ম্মী ও প্রতিযোগীর জ্ঞান ভেদ-জ্ঞান সাপেক্ষ না হওয়াতে পরস্পরাশ্রয়ত্ব দোষ হইল না। স্ব-স্বরূপেই বস্তু ভেদশালী, সুতরাং এখানে ধর্মভেদবাদানুযায়ীও ভেদের জ্ঞান হইল, অথচ এইজ্ঞান অন্যনিরপেক্ষভাবে হওয়াতে পরস্পরাশ্রয়ত্ব দোষ হইল না।] ভেদ-বিরোধীরা বলেন, ধর্মভেদবাদ স্বীকারে, একটি বস্তু যেমন একটি ভেদের দ্বারা অন্যবস্তু হইতে ভেদ্য, সেইরূপ ঐ ভেদ আর একটি ভেদের ভেদ্য, ঐ ভেদ আবার আর একটি ভেদের দ্বারা ভেদ্য,—এইভাবে অনবস্থারূপ দুরবস্থা হইতে থাকিবে। [ধর্মভেদবাদে ভেদ ধর্মরূপে ধর্ম্মী হইতে পৃথক্। এখন, ধরা যাক্, ঘট পট হইতে ভিন্ন। যে ভেদের দ্বারা ঘটকে পট হইতে পৃথক বা ভিন্ন করা হইয়াছে, তাহা ঘট নিষ্ঠ এবং পট প্রতিযোগী। এখন, এই যে প্রথম ভেদ, ইহাও ঘট হইতে ভিন্ন; এই প্রথম ভেদকে যাহা ঘট হইতে পৃথক করিয়া দেয়, তাহা আর একটি দ্বিতীয় ভেদ। এই দ্বিতীয় ভেদ আবার প্রথম ভেদ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রথম ভেদকে দ্বিতীয় ভেদ হইতে পৃথক করিবার জন্য আর একটি তৃতীয় ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। এইভাবে অনবস্থা চলিতে থাকিবে। অন্যভাবেও, একটি ভেদের দ্বারা ঘট পট হইতে ভিন্ন; এই ঘট আবার দ্বিতীয় একটি ভেদের দ্বারা প্রথম ভেদ হইতে ভিন্ন; আবার ঘট তৃতীয় একটি ভেদের দ্বারা দ্বিতীয় ভেদ হইতে ভিন্ন,—এইভাবে অনবস্থা চলিতে থাকিবে বলিয়া প্রতিবাদী ভেদের সত্যতাই অস্বীকার করেন।] কিন্তু এই আপত্তির কোন ভিত্তি নাই। কারণ, ভেদ ও ভেদীর ভিন্নরূপে কোন ব্যবহার না থাকাতে অনবস্থার মূলেই আঘাত পড়িল। [ঘট ও পটের মধ্যে যে ভেদ আছে, যাহা ঘটনিষ্ঠ ও পটপ্রতিযোগিক, তাহার ব্যবহার দেখা যায়; বলা হইয়াছে, এই প্রথম ভেদ দ্বিতীয় একটি ভেদের দ্বারা ঘট হইতে ভিন্ন বা পৃথক; এখানে প্রথম ভেদ হইল ভেদী; কিন্তু এই প্রথম ভেদ যে দ্বিতীয় একটি ভেদ হইতে ভিন্ন বা পৃথক,—এইরূপ ব্যবহার বা প্রয়োগ কোথাও কখনও হয় না। একটি ভেদের স্বীকারেই যেখানে কাজ চলিয়া যাইতেছে, সেখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভেদ স্বীকারের যৌক্তিকতা কোথায়? আর, এইভাবে দশটি ভেদ যদি স্বীকার না করি, তবে অনবস্থার কোন ভিত্তিই নাই। ভেদ সর্ব্বত্র একটিই, বহু নহে।]

প্রতিবাদী বলিবেন, একটি ভেদ স্বীকার করিলেই তাহার দৃষ্টান্তে দ্বিতীয় ভেদ,

তাহার সাহায্যে তৃতীয় ভেদ এইভাবে অন্য ভেদের অনুমান করা যায় (এবং তাহাতে অনবস্থা হইবে)। কিন্তু, এইরূপ আপত্তিতেও ক্ষতির কোন আশংকা নাই। এইরূপ অনুমানে দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম ভেদকে স্বীকার করিয়া লইয়াই অনুমানে অগ্রসর হইতে হইবে। সুতরাং ভেদকে স্বীকার করিতেই হইল বলিয়া অনবস্থাদোষেও কোন আপত্তি হইতে পারে না। [এই জাতীয় অনবস্থাকে নিবারণ করিবার দুইটি উপায় আছে, হয় ভেদ একটি বলিয়া স্বীকার কর, না হয় ভেদকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার কর। দৃষ্টান্তস্বরূপ নৈয়ায়িকের সামান্যের ধারণাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সামান্যেরও সামান্য স্বীকার করিলে তাহারও সামান্য, আবার ঐ সামান্যেরও সামান্য স্বীকার করিতে হইবে। এইভাবে বুদ্ধি বিশ্রাম লাভ না করিয়া চলিতে পারে না বলিয়া একটি সামান্যই নৈয়ায়িক স্বীকার করেন, সামান্যের সামান্য স্বীকার করেন না। অনুরূপভাবে ভেদের ভেদ, তাহার ভেদ—এইভাবে চলিতে থাকিলে বুদ্ধি বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না বলিয়া একটি ভেদ স্বীকারই সঙ্গত। আর, অনুমান যখন করিতেই ইচ্ছা, তখন দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথম ভেদকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে।] অগত্যা, যদি অনবস্থা স্বীকার করিয়া লওয়াও যায়, তাহাতেও বিশেষ আপত্তি নাই, কারণ ইহাতে আমাদের স্বীকৃত একটি ভেদের পরিবর্তে বহু ভেদকেই পাইতেছি। তৈলাভাবে খৈল দিয়া কাজ চালাইয়া নেওয়ার কথা চিন্তা করিয়া কেহ কিছু খৈল প্রার্থনা করিল, কিন্তু কোন সদাশয় ব্যক্তি তাহাকে খৈলের পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণ তৈল দান করিলে তাহার অসন্তুষ্ট হইবার কথা নহে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থাই হইল। আর, দৃষ্টান্তস্বরূপ যে প্রথম ভেদকে স্বীকার করিয়া অনুমান প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হইলে, তাহাকে যদি প্রথমেই অস্বীকার কর, তবে কোন অনুমানই অগ্রসর হইতে পারে না; এই অবস্থায় অনবস্থাদোষের উদ্ভাবনের কোন অবকাশই হয় না। যে অনুমান শেষ পর্য্যন্ত অনবস্থা দোষের দ্বারা খণ্ডিত হইয়া যায়, সেই অনুমান অবলম্বনীয় নহে; কন্যার সহিত যে বিবাহে বরের বিনাশ ঘটে, সেই বিবাহে কেহই অগ্রসর হয় না। আর অনুমান না হইলে অনবস্থার প্রসঙ্গই উঠে না। অতএব ধর্মভেদ বাদের বিরুদ্ধে তোমরা যে অনবস্থাদোষের উদ্ভাবন করিয়াছ, তাহাতে আমাদের ভেদবাদীদের কোন ক্ষতিই হয় না, কারণ ইহাতে মূলের বিনাশ হয় না। অর্থাৎ ভেদকে খণ্ডন করা যায় না। যে অনবস্থা মূলের ক্ষতিকর নহে, তাহাতে দোষ

হয় না। [মূলক্ষতিকরীমাহুরনবস্থা হি দূষণং। মূলসিদ্ধৌ ত্বরুচ্যাপি নানবস্থা নিবার্য্যতে।]

অনুমান প্রমাণের দ্বারাও ভেদের সিদ্ধি হয়। এইরূপ অনুমান প্রযোগ করা যাইতে পারে।—

'পরমেশ্বর জীব হইতে ভিন্ন ; (প্রতিজ্ঞা)
কারণ তিনি জীবের সেব্য ; ' (হেতু)

যিনি যাহার সেব্য, তিনি তাহা হইতে ভিন্ন ; যথা, রাজা (ভৃত্যের সেব্য বলিয়া) ভৃত্য হইতে ভিন্ন। (উদাহরণ)

"আমি (পরমেশ্বরের মত) সকল সুখ লাভ করিব, কোন দুঃখই আমার থাকিতে পারিবে না"—এইভাবে পরমার্থ লাভের প্রয়াসী যে জীব, সে যদি আপন পতি বা প্রভুব সমান অবস্থা লাভ করিতে চায়, তবে তাহার কিছুতেই কল্যাণ লাভ হইতে পারে না, বরং ইহাতে তাহার অনিষ্টই হয়। কিন্তু যিনি আপনার দীনহীনতা প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের গুণের উৎকর্ষ কীর্ত্তন করেন, ঈশ্বর তাঁহার স্তুতিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সকল অভীষ্ট বস্তু দান করেন। সেইজন্যই বলা হইয়াছে,

'ঘাতয়ন্তি হি রাজানঃ রাজাহমিতি বাদিনঃ।
দদত্যখিলমিষ্টং চ স্বগুণোৎ কর্ষবাদিনাম্ ॥'

অন্য যে ব্যক্তি বলে, 'আমি রাজা', রাজা তাহাকে হত্যা করেন। যে তাঁহার গুণোৎকর্ষ কীর্ত্তন করে, তাহাকে তিনি সকল ইষ্ট বস্তু দান করেন।

যাহারা পরমেশ্বরের সহিত নিজেদের অভেদ কামনা করিয়া বিষ্ণুর অশেষ-গুণকে মৃগতৃষ্ণিকার মত মিথ্যা বলিয়া প্রচার করে, তাহারা বিপুল কদলীফলের আশায় নিজেদের জিহ্বা ছেদন করে। এইরূপ বিষ্ণুবিদ্বেষের ফল অন্ধকারময় নরকে প্রবেশ। মধ্বাচার্য্য তাঁহার মহাভারত তাৎপর্য্য নির্ণয় গ্রন্থে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন,—

'অনাদিদ্বেষিণো দৈত্যা বিষ্ণৌ দ্বেষো বিবর্ধিতঃ।
তমস্যন্ধে পাতয়তি দৈত্যানন্তে বিনিশ্চয়াৎ ॥'

অনাদিকাল হইতে দৈত্যগণ বিষ্ণুদ্বেষীঃ; বিষ্ণুরও তাহাদের প্রতি দ্বেষ বর্ধিত হইলে তিনি অন্তকালে দৈত্যগণকে অন্ধ তমসাগর্ভে নিক্ষেপ করেন।

বিষ্ণুর সেবা তিনভাবে হয়, যথা, অংকন, নামকরণ ও ভজন। নারায়ণের রূপ স্মরণ ও অভীষ্ট অর্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহার অস্ত্রাদির চিহ্ন শরীরে ধারণই অংকন। শাকল্য সংহিতা পরিশিষ্টে বলা হইয়াছে,

'চক্রংবিভর্ত্তি পুরুষোঽভিতপ্তং
বলং দেবানামমৃতস্য বিষ্ণোঃ।
স যাতি নাকং দুরিতাবধূয়
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।।
দেবাসো যেন বিধৃতেন বাহুনা
সুদর্শনেন প্রয়াতাস্তমায়ন্।
যেনাঙ্কিতা মনবো লোকসৃষ্টিং
বিতন্বন্তি ব্রাহ্মণাস্তদ্বহন্তি'।।

যে পুরুষ দেবতাদের বলস্বরূপ অমৃত পুরুষ বিষ্ণুর অভিতপ্ত চক্র দেহে ধারণ করেন তাঁহার দুরিতক্ষয় হয়, এবং বীতরাগ ব্যক্তিগণ যেখানে প্রবেশ করেন, তিনি সেই স্বর্গলোকে গমন করেন। বাহুতে যে সুদর্শন ধারণ করিয়া চলিতে চলিতে দেবগণ স্বর্গলোকে প্রবেশ করেন, যে চক্র অংকন করিয়া মনুগণ লোকসৃষ্টি বিস্তার করেন, ব্রাহ্মণগণ তাহা নিজ দেহে বহন করেন।

'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যেন গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ।
উরুক্রমস্য চিহ্নৈরংকিতা লোকে সুভগা ভবামঃ'।।

যে চিহ্ন বহন করিয়া পুরুষগণ বিষ্ণুর পরম স্থান বৈকুণ্ঠে গমন করেন, বিষ্ণুর সেই চিহ্ন ধারণ করিয়া আমরাও ভাগ্যবান্ হইব।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের উক্তি, 'অতপ্ততনূর্ণ তদামো অশ্নুতে শ্রিতাসইদ্বহন্ত-স্তৎসমাসতঃ'—যাঁহার শরীর তপ্ত বা অংকিত নহে তিনি অপরিপক্ব ও স্বর্গ লাভ করেন না, উহা ধারণকারী ভক্তগণ স্বর্গলাভ করেন।

অংকনের স্থানবিশেষ অগ্নিপুরাণে এইভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে,—

'দক্ষিণে তু করে বিপ্রো বিভৃয়াচ্চ সুদর্শনম্।
সব্যেন শঙ্খং বিভৃয়া দিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ'।।

ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ দক্ষিণ হস্তে সুদর্শন এবং বামহস্তে শঙ্খচিহ্ন ধারণ করিবেন।

চক্রধারণের মন্ত্রও অন্যত্র নির্দেশ করা হইয়াছে,—

'সুদর্শন মহাজ্বাল কোটিসূর্য্য সমপ্রভ !
অজ্ঞানান্ধস্য মে নিত্যং বিষ্ণোর্মার্গং প্রদর্শয় ॥
ত্বং পুরা সাগরোৎপন্না বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
নমিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তুতে' ॥

মহাদীপ্তিময়, কোটিসূর্য্যের প্রভাযুক্ত হে সুদর্শন, অজ্ঞানান্ধ আমাকে নিত্য বিষ্ণুর পথ প্রদর্শন কর। হে পাঞ্চজন্য, তুমি পূর্ব্বে সাগর হইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণুর হস্তে স্থাপিত হইয়াছ ; সর্ব্বদেবের পূজ্য তোমাকে প্রণাম করি।

সর্ব্বদা বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিবার জন্য পুত্রাদির কেশব প্রভৃতি নাম রাখাই নামকরণ। ভজন দশ প্রকার,—বাক্যের দ্বারা সত্যভাষণ, হিতভাষণ, প্রিয়ভাষণ ও স্বাধ্যায় ; কায়ের দ্বারা, দান, পরিত্রাণ এবং রক্ষণ ; মনের দ্বারা দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা। ইহাদের প্রত্যেকটি সম্পাদন করিয়া নারায়ণে সমর্পণই ভজন। বলা হইয়াছে, 'অঙ্কনং নামকরণং ভজনং দশধা চ তৎ'।

এই প্রকারে জ্ঞেয়ত্বাদি হেতু হইতেও ভেদের অনুমান হয়। যিনি জ্ঞেয় তিনি জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন ; বিষ্ণু জ্ঞেয়, অতএব তিনি জ্ঞাতা জীব হইতে ভিন্ন।

শ্রুতি প্রমাণেও ভেদ স্বীকৃত। যথা,—'সত্যমেন মনু বিশ্বে মদন্তি রাতিং দেবস্য গৃণতো মঘোনঃ। সত্যঃ সো অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে। সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মৈবারুণ্যো মৈবারুণ্যো মৈবারুণ্য' ইতি।—স্তুতি করেন যে দেবতা ইন্দ্র, তাঁহার মিত্র বিষ্ণুর দ্বারা সকলে আনন্দ লাভ করেন। এই বিষ্ণুর মহিমা সত্য ; সুখের কামনা করিয়া বিপ্ররাজ্যে ইঁহার স্তুতি করি। আত্মা সত্য, জীব সত্য ভেদ সত্য। ইনি (পরমাত্মা) দুষ্টজনের ভজনীয় হন্ না।—এই শ্রুতিতে মোক্ষ, আনন্দ ও ভেদের সত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

গীতায় বলিয়াছেন,

'ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥

এই জ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্য আমার সাধর্ম্য লাভ করে। তাহারা সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করে না, প্রলয়েও দুঃখ লাভ করে না। (ইহা দ্বারা মোক্ষের

পরেও জীবের ঈশ্বর হইতে ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। জীব ঈশ্বরের সাধর্ম্য লাভ করে, ঈশ্বর হইয়া যায় না।) ব্রহ্মসূত্র—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্। প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ। মুক্তপুরুষ সৃষ্টিক্ষমতা ছাড়া অন্য ঐশ্বর্য্য লাভ করেন; জীবপ্রকরণেও জীবকে সৃষ্টি ব্যাপারের অসন্নিহিত, অর্থাৎ উহা হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। —ইত্যাদি বাক্য হইতেও জীবের ঈশ্বরভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হয়। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'—এই শ্রুতি বাক্যেও জীবের পরমেশ্বরত্ব লক্ষিত হয় নাই; 'সংপূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো ভবেৎ' (ব্রাহ্মণকে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়) এইরূপ উক্তির মত ঐ শ্রুতি প্রশংসা বা অতিশয়োক্তিসূচক।

অদ্বৈত ও দ্বৈত—

মাণ্ডুক্যকারিকায় বলিয়াছেন,

'প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ'॥

যদি প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়, তবে উহা নিবৃত্তও হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই দ্বৈত (বা বহুত্ব) মায়া বা ভ্রান্তিমাত্র; পারমার্থিকতঃ অদ্বৈতই সত্য।

এই বাক্য হইতে দ্বৈতমাত্রই যে কল্পিত, তাহাই জানিতে পারা যায়,—। অদ্বৈত পক্ষ হইতে এইরূপ উক্তির উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়াই ইহার ব্যাখ্যা করা হয়। ইহার অর্থ, যদি ইহা উৎপত্তিশীল হইত, তবে উহা নিবৃত্তও হইত। পঞ্চবিধ ভেদ যুক্ত প্রপঞ্চ অনাদি। ইহা অবিদ্যমান বা অসৎ নহে, কারণ ইহা মায়ামাত্র বা মায়াসৃষ্ট। মায়া শব্দের অর্থ ভগবদিচ্ছা (ভ্রান্তি নহে)।

পুরাণের উক্তি এইরূপ,—

'মাহামায়েত্য বিদ্যেতি নিয়তির্মোহিনীতি চ।
প্রকৃতির্বাসনেত্যেব তবেচ্ছানন্ত কথ্যতে॥
প্রকৃতিঃ প্রকৃষ্টকরণাদ্বাসনা বাসয়েদ্ যতঃ।
অ ইত্যুক্তো হরিস্তস্য মায়াবিদ্যেতি সংজ্ঞিতা॥
মায়েত্যুক্তা প্রকৃষ্টত্বাৎ প্রকৃষ্টে হি ময়াভিধা।
বিষ্ণোঃ প্রজ্ঞপ্তি রেবৈকা শব্দৈরেতৈরুদীর্য্যতে॥
প্রজ্ঞপ্তিরূপো হি হরিঃ সা চ স্বানন্দলক্ষণা'॥

হে অনন্ত, তোমার ইচ্ছাই মহামায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী, প্রকৃতি ও বাসনা বলিয়া কথিত হয়। প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্টির কারণ বলিয়া প্রকৃতি; সর্ব্ববস্তুর উৎপাদন করে বলিয়া বাসনা; 'অ' শব্দের অর্থ হরি। তাঁহার মায়াই অ-বিদ্যা। 'ময়' শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্বের জন্য মায়া শব্দবাচ্য। এই শব্দগুলির দ্বারা বিষ্ণুর প্রজ্ঞান বা ইচ্ছাকেই বুঝানো হইয়াছে। হরি প্রজ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার জ্ঞান নিত্য আনন্দযুক্ত।

এই বচনগুলির দ্বারা মায়াশব্দের অর্থ যে ভগবদিচ্ছা, তাহা জানিতে পারা যায়।

এই প্রজ্ঞা যাহার মান ও ত্রাণকর্ত্রী, অর্থাৎ যাহার পরিমাপক ও রক্ষক, তাহাই মায়া মাত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরমেশ্বর এই জগৎকে জানেন ও রক্ষা করেন বলিয়া দ্বৈত ভ্রান্তিকল্পিত নহে। ঈশ্বরের মধ্যে সকল পদার্থ বিষয়ে ভ্রান্তি রহিয়াছে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। বস্তুর বিশেষ বা অন্য বস্তু হইতে যাহা উহাকে পৃথক করিয়া দেয়, তাহার অদর্শনের হেতুই ভ্রান্তি। (কিন্তু ইহা ঈশ্বরে থাকিতে পারে না।)

যদি দ্বৈতই সত্য, তবে অদ্বৈতের উল্লেখ কেন করা হইয়াছে? ইহার উত্তর,—পরমার্থ অর্থাৎ পরমতত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠতত্ত্ব রূপে, সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে, বিষ্ণু-তত্ত্বের সমান বা তদপেক্ষা উত্তম কিছু নাই, এই অর্থে অদ্বৈত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ইহাই পরমশ্রুতি,—

'জীবেশ্বর ভিদা চৈব জড়েশ্বর ভিদা তথা।
জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীব ভিদা তথা॥
মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদ পঞ্চকঃ।
সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ॥
ন চ নাশং প্রয়াত্যেষ ন চাসৌ ভ্রান্তি কল্পিতঃ।
কল্পিতশ্চেন্নিবর্ত্তেত ন চাসৌ বিনিবর্ত্ততে॥
দ্বৈতং ন বিদ্যতে ইতি তস্মাদজ্ঞানিনাং মতম্।
মতং হি জ্ঞানিনামেতৎ মিতং ত্রাতং হি বিষ্ণুনা'॥

জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জড় ও ঈশ্বরে ভেদ, জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, জড়ে জীবে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ - এইভাবে প্রপঞ্চ পাঁচ প্রকার ভেদ যুক্ত; ইহা

সত্য এবং অনাদি ; যদি ইহা অনাদি না হইয়া সাদি হইত, তাহা হইলে ইহার বিনাশ হইত। ইহার বিনাশ (আত্যন্তিক নিষেধ) নাই, ইহা ভ্রান্তিদ্বারা কল্পিতও নহে। যদি কল্পিত হইত, তাহা হইলে নিবৃত্ত হইত, কিন্তু ইহার নিবৃত্তি নাই। সেইজন্য দ্বৈত নাই,—ইহা অজ্ঞানীদের মত ; জ্ঞানীগণের মতে ইহা বিষ্ণুর দ্বারা মিত বা জ্ঞাত এবং রক্ষিত। সেইজন্য ইহাকে 'মাত্র' বলা হইয়াছে (মা+ত্রা)। হরিই পরমতত্ত্ব।

অতএব বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বা সর্ব্বোৎকর্ষত্বকীর্ত্তনই সকল আগমের তাৎপর্য্য।

এই মত লক্ষ্য এবং সমর্থন করিয়া ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছেন,—

'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরাদতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্‌ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্ বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত'॥

সৃষ্টিতে পুরুষ (চেতনের প্রকাশ) দুই প্রকার, ক্ষর এবং অক্ষর। সর্ব্বভূত ক্ষরপদার্থ, ইহাদের মধ্যে অবিচল অক্ষর পদার্থ। ইহাদের ঊর্ধ্বে অন্য পুরুষ পরমাত্মারূপে আখ্যাত, যিনি ঈশ্বর বা অধীশ্বররূপে লোকত্রয়কে ধারণ করিয়া ভরণ করেন। আমি ক্ষর এবং অক্ষর উভয়েরই ঊর্ধ্বে বলিয়া পুরুষোত্তমরূপে লৌকিক ও বৈদিক উক্তিতে পরিচিত। যিনি মোহ হইতে মুক্ত হইয়া আমাকে এই পুরুষোত্তমরূপে জানেন, তিনি সর্ব্বতত্ত্ব জানিয়া আমাকে সর্ব্বভাবে ভজনা করেন। হে অনঘ (নিষ্পাপ), আমি এই গুহ্যতম তত্ত্ব প্রকাশ করিলাম। এই বুদ্ধির দ্বারা যিনি যুক্ত, তিনি কৃতকৃত্য হন, অর্থাৎ সর্ব্বার্থলাভ করেন।

মহাবরাহ পুরাণে বলিয়াছেন,

'মুখ্যং চ সর্ব্ববেদানাং তাৎপর্য্যং শ্রীপতৌ পরে।
উৎকর্ষে তু তদন্যত্র তাৎপর্য্যং স্যাদবান্তরম্' ॥

শ্রীপতি (বিষ্ণু) বা পরমেশ্বরই সকলবেদের মুখ্য তাৎপর্য্য। যদি কোথাও অন্য কোনও দেবতার গুণোৎকর্ষ তাৎপর্য্যরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহা অবান্তর বা গৌণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনিই যে সকল শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য ইহাই সংগত। আবার, মোক্ষই সকল পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভাল্লবেয় শ্রুতিতে বলিয়াছেন,

'ধমার্থকামাঃ সর্বেঽপি ন নিত্যা মোক্ষ এব হি।
নিত্যস্তস্মাত্তদর্থায় যতেত মতিমান্ নরঃ' ॥

ধর্ম, অর্থ ও কাম নিত্য নহে, মোক্ষই নিত্য; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মোক্ষের জন্যই চেষ্টা করেন।

বিষ্ণুর প্রসাদ বা প্রসন্নতা ব্যতীত মোক্ষলাভ করা যায় না। এ-বিষয়ে উক্তি,—

'যস্য প্রসাদাৎ পরমার্ত্তিরূপাৎ
অস্মাৎসংসারান্মুচ্যতে নাপরেণ।
নারায়ণোঽসৌ পরমো বিচিন্ত্যো
মুমুক্ষুভিঃ কর্মপাশাদমুস্মাৎ' ॥ (নারায়ণ শ্রুতি)

পরম আর্ত্তি বা দুঃখরূপ এই সংসার হইতে একমাত্র যাঁহার প্রসাদে জীব মুক্ত হয়, অন্য কোনভাবে নহে, সেই পরমপুরুষ নারায়ণকেই এই কর্মপাশ হইতে মুক্তিলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে চিন্তা করিবেন।

'তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যং
ধর্মার্থ কামৈরলমল্পকাস্তে।
সমাশ্রিতাৎ ব্রহ্মতরোরনন্তাৎ
নিঃসংশয়ং মুক্তিফলং প্রয়ান্তি' ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

তিনি প্রসন্ন হইলে কোন কিছুই অলভ্য থাকে না। ধর্ম, অর্থ বা কাম সামান্য কথা। অনন্ত ব্রহ্মতরুর সমাশ্রিত হইলে নিঃসংশয়ে মুক্তিরূপ ফল লাভ করিতে পারা যায়।

তাঁহার মধ্যে সর্ব্বগুণের উৎকর্ষ রহিয়াছে, এইরূপ জ্ঞান বা ভাবনা হইতেই প্রসাদ লাভ হয়, অভেদজ্ঞান হইতে নহে।—ইহাই তাৎপর্য্য।

তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যেও তাদাত্ম্য বিভ্রম হইতে পারে না। শ্রুতির তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বৃথা বাগাড়ম্বর হইতেই ঐরূপ বিভ্রম হয়।

'আহ নিত্যপরোক্ষং তু তচ্ছব্দো হ্যবিশেষতঃ।
ত্বংশব্দশ্চাপরোক্ষার্থং তয়োরৈক্যং কথং ভবেৎ'॥

তৎ-শব্দ সাধারণভাবে নিত্য এবং পরোক্ষ বিষয়কে বুঝায়; ত্বং শব্দ অপরোক্ষ বিষয়ের বোধক। ইহাদের অর্থের ঐক্য বা অভিন্নতা হইতে পারে না। [অতএব তত্ত্বমসি সারূপ্যবোধক, ঐক্যবোধক নহে। আদিত্যো যূপঃ - এই বৈদিক বাক্য যেমন সাদৃশ্য মাত্রেরই বোধক, এই শ্রুতিরও অর্থ অনুরূপভাবে বুঝিতে হইবে। অনুরূপভাবে, পরমশ্রুতি—

'জীবস্য পারমৈক্যং তু বুদ্ধিসারূপ্যমেব তু।
একস্থান নিবেশো বা ব্যক্তিস্থানমপেক্ষ্যসঃ॥
ন স্বরূপৈকতা তস্য মুক্তস্যাপি বিরূপতঃ।
স্বাতন্ত্র্যপূর্ণতেহল্পত্বপারতন্ত্র্যে বিরূপতে'॥

জীবের পরমৈক্য বা পরমাত্মার সহিত ঐক্য বলিতে তাঁহার সহিত জীবের বুদ্ধিসারূপ্যই বুঝিতে হইবে; [পরমাত্মার সহিত বুদ্ধিবিষয়ে জীবের সারূপ্য বা সাদৃশ্য বলিতে পরমাত্মার যাহা যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহার সবকিছুই জীবের জ্ঞানের বিষয় বুঝাইতেছে না। মুক্ত পুরুষের বুদ্ধি পরমাত্মার বুদ্ধির অনুসারিণী হয়, এইমাত্র। ইহার দ্বারা স্বরূপৈক্য লক্ষিত হয় নাই।] অথবা, পরমৈক্য বলিতে ঈশ্বরের সহিত বৈকুণ্ঠলোকে একস্থানে বাস বুঝিতে পারা যায়। একস্থান নিবেশ বলিতে আবার বদ্ধজীবের সহিত ভূলোকাদিতে পরমাত্মার অবস্থান বলা হয় নাই; মুক্তিলাভে জীবের যে বৈকুণ্ঠলোকে গতি হয়, অর্থাৎ তাহার মূল স্বরূপের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ঘটে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই একস্থান নিবেশের কথা বলা হইয়াছে, ইহাই জীবের পরমৈক্যের অর্থ। [তত্ত্বম্ তুমি তৎসদৃশ বা তদ্রূপ।]

বিরুদ্ধ ধর্ম যুক্ত হওয়াতে মুক্ত অবস্থায়ও জীবের পরমাত্মার সহিত স্বরূপৈক্য সম্ভব হইতে পারে না; কারণ ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণতা রহিয়াছে, কিন্তু জীবের মধ্যে অল্পতা ও পারতন্ত্র্য বা (ঈশ্বরাধীনত্ব) রূপ বিপরীত ধর্ম রহিয়াছে।

তত্ত্বমসির অপর অর্থ—

অথবা, তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যের অর্থ এইরূপ : স আত্মা=স এব আত্মা= তিনিই সেই স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি গুণযুক্ত আত্মা ; অতত্ত্বমসি=তুমি তাহা নও। কারণ তুমি ঐরূপ স্বাতন্ত্র্যাদি গুণ রহিত। এইভাবে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয়। [স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো=সঃ আত্মা অতৎ ত্বম অসি এইরূপ পদব্যবচ্ছেদ করিতে হইবে।]

বলা হইয়াছে,

'অতত্ত্বমিতি বা ছেদস্তেনৈক্যং সুনিরাকৃতম্'।

অতত্ত্বম্ শব্দগ্রহণ করিয়া পদচ্ছেদ করিলে ঐক্য সম্পূর্ণভাবে নিরাকৃত হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও 'স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ'—ইত্যাদিতে নয়টি দৃষ্টান্তের সাহায্যে জীব ও পরমাত্মার ভেদই পরিস্ফুট করিয়াছেন, অভেদের উপদেশ করেন নাই,—ইহাই তত্ত্বের রহস্য।

[দৃষ্টান্ত নবক—ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক আরুণি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন।

(১) যেমন সূত্রে আবদ্ধ কোন পক্ষী ইতস্ততঃ উড়িয়া কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে বন্ধনস্থানকেই আশ্রয় করে, সেইরূপ জীব স্বপ্নে ও জাগরণে ইতস্তত বিচরণ করিয়া অন্য কোথাও আশ্রয় না পাইয়া আত্মাকেই আশ্রয় করে, কারণ জীব পরমাত্মাতেই আশ্রিত। (ছাঃ ৬।৮।৩) (ইহাতে আশ্রয়, আশ্রিত ভেদ বলা হইয়াছে,।

(২) মধুকরগণ যখন মধু প্রস্তুত করে.নানা প্রকার বৃক্ষের রসসমূহকে একত্র সংগ্রহ করিয়া উক্ত রসকে একত্র মিশ্রিত করে, তখন সেই মধুর মধ্যবর্ত্তী রসগুলি 'আমি অমুক বৃক্ষের রস', 'আমি অমুক বৃক্ষের রস' এইভাবে নিজেদের পার্থক্য বুঝিতে পারে না, সেইরূপ এই জীবগণ সৎস্বরূপকে পাইয়াও 'আমি সৎস্বরূপ হইয়াছি ;—ইহা জানিতে পারে না। (ছাঃ ৬।৯।১—২) (এখানে মধ্বমতে ভেদ প্রতিপাদিত।)

(৩) পূর্ব্ববাহিনী নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয় ও পশ্চিমবাহিনী নদী-সমুহ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। তাহারা সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে লীন হয়। সমুদ্র মধ্যস্থ নদীগুলি যেমন 'আমি অমুক নদী' এইরূপে নিজের পরিচয় পায় না, সেইরূপ জীবগণ সৎ হইতে আসিয়া ও জানিতে পারে না যে তাহারা সৎ

হইতে আসিয়াছে। এই জীবগণ পূর্ব্বে ব্যাঘ্র, সিংহ ইত্যাদি যাহা ছিল, ফিরিয়া আসিয়াও তদ্রূপ থাকে (৬।১০।১–২) (মধ্বমতে ভেদ প্রতিপাদিত)।

(৪) বৃক্ষের মূলে, মধ্যে বা অগ্রভাগে কেহ আঘাত করিলে বৃক্ষটি বাঁচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে। বৃক্ষ মধ্যবর্ত্তী জীব বা আত্মা উহার শাখাকে ত্যাগ করিলে উহা শুকাইয়া যায়, এইরূপ অন্যশাখা বা বৃক্ষটিও শুকাইয়া যাইতে পারে। (বৃক্ষদেহস্থ জীব যেমন ঈশ্বরাধীন, মনুষ্যদেহস্থ আত্মাও সেইরূপ ঈশ্বরাধীন)। (৬।১১।১—২)

(৫) বটফল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বীজকে পাওয়া যায় ; কিন্তু বীজকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সূক্ষ্ম বীজাবয়ব দেখিতে পাওয়া যায় না। (৬।১২।১)। (সূক্ষ্ম বীজ হইতে যেমন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ কারণস্বরূপ ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু জীব ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না।

(৬) জলে লবণ মিশ্রিত হইলে, যেমন উহা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু স্পর্শাদি দ্বারা অনুভব করা যায়, সেইরূপ জীব সৎস্বরূপ ঈশ্বরকে জানিতে পারে না। (৬।১৩।১—২)।

(৭) গান্ধার দেশ হইতে আগত কোনব্যক্তিকে চোখ বাঁধিয়া জঙ্গলে ছাড়িয়া দিলে সে কোন দিক দেখিতে পায় না ও কোন পথ খুজিয়া পায় না, কিন্তু কেহ তাহার বন্ধন খুলিয়া পথ দেখাইয়া দিলে সে যথাস্থানে যাইতে পারে। সেইরূপ কর্ম্মের ফলে জ্ঞানহীন ব্যক্তি আপন আশ্রয় বা মূল ঈশ্বরকে জানিতে পারে না, কিন্তু কোন জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশে চলিয়া সে তাহার মূল বা আশ্রয় ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। (৬।১৪।১—২)।

(৮) মানুষ যখন মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহার বাক্য লোপ হয়, আত্মীয় বন্ধুকে চিনিতে পারে না। (৬।১৫।১)। (ইহাতে জীবের ঈশ্বরাধীনত্ব বলা হইয়াছে)।

(৯) চোর বলিয়া কোন ব্যক্তিকে রাজ পুরুষ ধরিয়া লইয়া গেলে, সে যদি অপরাধ অস্বীকার করে, তবে তাহার পরীক্ষার জন্য তপ্ত কুঠার প্রয়োগ করা হয়। মিথ্যাবাদী তাহাতে দগ্ধ হয়, কিন্তু সত্যবাদী কষ্ট পায় না। (সেইরূপ যে জীব তত্ত্বজ্ঞানী তাহার মুক্তি হয়, অ-জ্ঞানীর হয় না। জীবের ও ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞানই তত্ত্ব)।

এই নয়টি দৃষ্টান্তে, ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে ; পক্ষী এবং সূত্র, বিভিন্ন বৃক্ষের রস, নদী ও সমুদ্র, জীব ও বৃক্ষ, বৃক্ষ এবং সূক্ষ্মবীজ, লবণ ও জল, গান্ধারদেশ ও পুরুষ, মৃত্যুপথযাত্রী অচেতন ব্যক্তি এবং তাহার প্রাণাদির নিয়ামক, চোর এবং তাহার অপহৃত দ্রব্য—এইগুলির মধ্যে ভেদ রহিয়াছে, ঐক্য নাই। সেইরূপ জীবও ঈশ্বরেও ভেদ রহিয়াছে।]

মহোপনিষদে বলা হইয়াছে,

'যথা পক্ষীচ সূত্রংচ নানাবৃক্ষরসা যথা।
যথা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ শুদ্ধোদ লবণে যথা॥
চৌরাপহার্যৌচ যথা যথা পুংবিষয়াবপি।
তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্ব্বদৈব বিলক্ষণৌ॥
তথাপি সূক্ষ্মরূপত্বাৎ ন জীবাৎ পংমো হরিঃ।
ভেদেন মন্দদৃষ্টীনাং দৃশ্যতে প্রেরকোঽপি সন্॥
বৈলক্ষণ্যং তয়োর্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বধ্যতেঽন্যথা।'

পক্ষী এবং সূত্র, নানাবৃক্ষের রস, নদী এবং সমুদ্র, জল এবং লবণ, চোর এবং অপহার্য বস্তু, পুরুষ এবং তাহার বিষয় যেমন ভিন্ন, সেইরূপ জীবও ঈশ্বরও ভিন্ন এবং সর্ব্বদা পরস্পর বিলক্ষণ। সূক্ষ্মরূপে পরমতত্ত্ব হরি সর্ব্বভূতের নিয়ামক হইলেও মন্দদৃষ্টি ব্যক্তিগণ জীব হইতে হরিকে ভিন্নরূপে দেখিতে পায় না। জীবও ব্রহ্মের প্রভেদ জানিয়াই জীব মুক্তিলাভ করে, অন্যথাজ্ঞানে বদ্ধ হয়।

'ব্রহ্মা শিবঃ সুরাদ্যশ্চ শরীরক্ষরণাৎক্ষরাঃ।
লক্ষ্মীরক্ষর দেহত্বাদক্ষরা তৎপরো হরিঃ॥
স্বাতন্ত্র্যশক্তি বিজ্ঞান সুখাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ।
নিঃসীমত্বেন তে সর্ব্বে তদ্বশাঃ সর্ব্বদৈবচ॥
বিষ্ণুং সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণং জ্ঞাত্বা সংসারবর্জিতঃ।
নির্দুঃখানন্দভুঙ্ নিত্যং তৎসমীপে চ মোদতে॥
মুক্তানাং চাশ্রয়ো বিষ্ণুরধিকোঽধিপতিস্তথা।
তদ্বশা এব তে সর্ব্বে সর্ব্বদৈব স ঈশ্বরঃ'॥

ব্রহ্মা, শিব ও সুরগণের শরীর বিনাশশীল বলিয়া তাঁহারা ক্ষর ; অবিনাশী দেহযুক্তা বলিয়া লক্ষ্মী অক্ষরা ; ইহাদের উর্ধ্বে হরি। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য, শক্তি, জ্ঞান, সুখাদি-

গুণ অসীম, হরি এইসব অখিল গুণ সম্পন্ন বলিয়া অপর সকলে তাঁহার অধীন। সংসারবর্জিত যে পুরুষ বিষ্ণুকে সর্ব্বগুণে পূর্ণ বলিয়া জানেন, তিনি দুঃখলেশহীন, আনন্দের অধিকারী হইয়া তাঁহার সমীপে থাকিয়া হর্ষলাভ করেন। মুক্ত-পুরুষগণের আশ্রয় হরি, তাঁহাদের অধিপতি। তাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার অধীন বলিয়া তিনি ঈশ্বর।

একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের অর্থ এই যে, যাহা প্রধান ও বস্তুর কারণ, তাহাকে জানিলে অপ্রধান ও কার্য্যবস্তুগুলিকে জানা হইয়া যায়, ইহার দ্বারা সকল বস্তুর মিথ্যাত্ব উপপন্ন হয় না। সত্যবস্তুর জ্ঞান হইলে আর মিথ্যাবস্তুর জ্ঞান সম্ভব হয় না। কোন গ্রামের প্রধান পুরুষদের জ্ঞান হইলে ঐ গ্রামের সকলকে জানি, তাহা না জানিলে জানি না,—এইরূপ ব্যবহার সর্ব্বদাই হয়। [এখানে অপ্রধানের জ্ঞান বলিতে স্বরূপজ্ঞান নহে, ফলরূপ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে। প্রধান ব্যক্তিগণকে জানিলেই অপ্রধান ব্যক্তিগণকে জানার ফল লাভ করা যায়।] কারণভূত পিতাকে জানিলে পুত্রকেও জানি বলা যায়। অথবা এক স্ত্রীকে জানিলে সাদৃশ্য দ্বারা অন্য সকল স্ত্রীকে জানি বলিতে পারা যায়। (সেইরূপ প্রধান ও কারণভূত ঈশ্বরকে জানিলে অন্য সকল বস্তুকেই জানি বলিতে পারা যায়। সুতরাং এইরূপ প্রধানভূত ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জানিলে যে অন্যসকল বস্তু মিথ্যা হইয়া যায়, এইরূপ ব্যাখ্যা অযৌক্তিক)।

[এক স্ত্রীকে জানিলে তাহার সঙ্গে সাদৃশ্যবশতঃ অন্য সকল স্ত্রীলোক সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়া যায়; সেইরূপ একটি মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে তাহার সহিত সাদৃশ্য জ্ঞানের দ্বারা সকল মৃণ্ময় পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়া যায়।] "যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বংমৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"—ইত্যাদি উক্তিতে এই সাদৃশ্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহা না হইলে, "একেন মৃৎপিণ্ডেন"—এই কথাটির প্রয়োগ অর্থহীন হইয়া যায়। (উপাদান স্বরূপ) মৃত্তিকাকে জানিলে সকল মৃণ্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়,—এইরূপ বলিলেই যেখানে অর্থবোধ হয়, সেখানে 'একেন মৃৎপিণ্ডেন'—এই কথাটির উপর জোর দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। [একটি মৃৎপিণ্ডের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া উহার জ্ঞানের দ্বারা সদৃশ সকল মৃণ্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়,—ইহা বুঝাইবার জন্যই 'একেন মৃৎপিণ্ডেন' কথাটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। একটি মৃৎপিণ্ড সকল মৃণ্ময় বস্তুর উপাদান কারণ নহে, সুতরাং এখানে যে উপাদানের জ্ঞানে উপাদেয় জ্ঞান হয়,—তাহা বাক্যের লক্ষিত অর্থ

নহে। একটি মৃৎপিণ্ডের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই উহার দ্বারা অন্য সকল মৃদ্বস্তুর জ্ঞান হয়,—ইহা বলাই বক্তার উদ্দেশ্য।]

'বাচারম্ভণংবিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেবসত্যম্' - এই বাক্যের দ্বারা যে কার্য্যবস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা নহে। (এই বাক্য দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্ববাক্যের পূরক।) ইহার অর্থ, বাচারম্ভণ অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা উচ্চারিত যে সকল অসংস্কৃত শব্দ বা অনিত্য শব্দ, তাহার অবিকৃত নিত্য নামধেয় মৃত্তিকা ইত্যাদি, - এই বাক্য সত্য। এইরূপ অর্থ না করিলে নামধেয় এবং ইতি—এই দুই শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। অতএব কোথাও জগতের মিথ্যাত্বের কথা বলা হয় নাই।

['যথা ·····সত্যম্.' এই বাক্যের দুইটি অংশ। প্রথম অংশে, একই মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে, তাহার সহিত সাদৃশ্যহেতু সকল মৃণ্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়। এই কথা বলা হইয়াছে। ইহাই প্রধান বাক্য, এবং ইহার দ্বারাই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। বাচারম্ভণং হইতে আরম্ভ করিয়া যে দ্বিতীয় বাক্যাংশ, তাহাতে একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া প্রধান বাক্যের পরিপূরণ করা হইয়াছে, প্রধানের অতিরিক্ত কিছু বলা হয় নাই। শব্দ দুই প্রকার, সংস্কৃত বা নিত্য ও অসংস্কৃত বা অনিত্য। নিত্য শব্দই যথার্থ অভিব্যঞ্জক নাম; অনিত্য শব্দ বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা উচ্চারিত বিকার বা উৎপাদ্য ধ্বনি। মৃত্তিকা যথার্থ অভিব্যঞ্জক নিত্য শব্দ বা নামধেয়, অন্য শব্দগুলি অনিত্য বা বিকার। বাচারম্ভণং বিকারো—বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা উচ্চারিত উৎপন্ন শব্দগুলি যাহার বিকার (সেই,) নামধেয়ং মৃত্তিকা ইতি—তাহার যথার্থ নিত্য অভিব্যঞ্জক নামধেয় মৃত্তিকা,—এইরূপ জানিবে। এবং সত্যম্—আমার এই উক্তি যথার্থ। এই বাক্যাংশে কার্য্যবস্তু কারণবস্তুর বিকার ইহা বলা হয় নাই; অনিত্য শব্দগুলিকে নিত্য শব্দের বিকার বলা হইয়াছে। বহু অনিত্য শব্দের জ্ঞানে যে ফল, একটি নিত্য শব্দজ্ঞানেও সেই ফল হয়। সেইরূপ জগতের বহু বস্তুর জ্ঞানে যে ফল, এক ঈশ্বরের জ্ঞানে সেই ফল ইহা বলাই বাক্যের উদ্দেশ্য। এইরূপ অর্থ না করিলে নামধেয় এবং ইতি (মৃত্তিকেতি)—এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ বৃথা হয়, 'বাচারম্ভণংবিকারো মৃত্তিকা এব সত্যম্'—এইরূপ উক্তিই যথেষ্ট হইত।]

অদ্বৈত বলেন, প্রপঞ্চ মিথ্যা। এখন এখানে প্রশ্ন করা যায়, প্রপঞ্চের এই মিথ্যাত্ব সত্য কি অসত্য? যদি মিথ্যাত্ব সত্য হয়, তবে অদ্বৈতই সত্য—এই

উক্তি অসিদ্ধ হয়। আবার মিথ্যাত্বকে যদি অসত্য বলা হয়, তবে প্রপঞ্চের সত্যত্বই সিদ্ধ হয়।

এখানে আপত্তি হইতে পারে,— এইরূপ যুক্তিতে নিত্যসম-জাতিরূপ দোষ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, অনিত্যত্ব নিত্য কি অনিত্য?—এইরূপ বিকল্প স্থাপন করিলে উভয় বিকল্পেরই অসিদ্ধি হয় বলিয়া নিত্যসমজাতি দোষ হয়। অনুরূপ-ভাবে উল্লিখিত যুক্তিতেও নিত্যসম দোষ হয়। ন্যায়সূত্রকার গৌতমও বলিয়াছেন, অনিত্যত্বকে অনিত্য বলিলে অনিত্য ও নিত্য হইয়া পড়ে—ইহাতে নিত্যসম জাতি-রূপ দোষ হয়।

[ন্যায় শব্দের অনিত্যত্ববাদী। এখন প্রশ্ন করা যাইতে পারে, এই শব্দঘটিত অনিত্যত্ব নিত্য কি অনিত্য? যদি বলা যায় অনিত্যত্ব নিত্য, তবে ধর্ম নিত্য হওয়াতে ধর্মী ও নিত্য হইয়া পড়িবে। (এইভাবে সকল অনিত্য বস্তুই নিত্য হইয়া পড়ে।) আবার যদি বলা যায়, অনিত্যত্ব অনিত্য, তাহা হইলেও অনিত্য বস্তুমাত্রেই নিত্যত্ব আরোপিত হয়। পরের প্রশ্নের এরূপ অসমীচীন উত্তরে যে দোষ হয় তাহা নিত্যসমজাতি রূপ দোষ। (অনুরূপভাবে মিথ্যাত্ব কি সত্য, না অসত্য,—এইরূপ প্রশ্ন করিলেও নিত্যসম জাতিদোষ হয়)।] তার্কিকরক্ষায় বরদরাজও বলিয়াছেন,

> 'ধর্মস্য তদতদ্রূপপরিকল্পানুপপত্তিতঃ।
> ধর্মিণস্তদ্‌বিশিষ্টত্ব ভঙ্গো নিত্যসমো ভবেৎ'॥

কোন ধর্মীতে যে ধর্ম থাকে, তাহা সেইরূপ, কি অন্যরূপ—এই জাতীয় বিকল্পের যখন কোন উপপত্তি বা সমাধান হয় না, তখন ধর্মীতে সেই ধর্মের অবস্থিতি অস্বীকার করিলে নিত্যসম দোষ হয়।

নিত্যসম দোষের যে সংজ্ঞা, তাহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া প্রবোধ সিদ্ধি গ্রন্থে প্রস্তাবিত প্রসংগের (প্রপঞ্চমিথ্যাত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি) অর্থানুযায়ী উপরঞ্জ-কসম নামক দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। অতএব (পূর্ব্বপক্ষীর মতে) প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্বের বিরুদ্ধে মধ্বের যুক্তি দোষযুক্ত উত্তর।

ইহার উত্তরে মধ্বের বক্তব্য,—আমাদের যুক্তির বিরুদ্ধে জাতি বা অসদুত্তর রূপ যে দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা অশিক্ষিত লোকের ভয়ের কারণ হইতে পারে, আমাদের নহে। কারণ, দোষের মূল বা বীজই ইহাতে নিরূপিত

হয় না, অর্থাৎ, দোষের যাহা মুল বা হেতু তাহা আমাদের যুক্তিতে নাই। দোষের মূল দুই প্রকার, সাধারণ ও অসাধারণ। সাধারণ দোষবীজ তাহাই, যাহা স্বব্যাঘাতক, অর্থাৎ যাহা নিজের স্বীকৃত তত্ত্বেরও বিরোধী হয়। [পরমত খণ্ডনের জন্য যে যুক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহা যেমন পরের প্রতি প্রযোজ্য হয়, সেইরূপ নিজের স্বীকৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি প্রযুক্ত হইয়া নিজের অবস্থাকে খণ্ডিত করে।] অসাধারণ দোষমুল তিন প্রকার, যথা, যুক্তাঙ্গহীনত্ব, অযুক্তাঙ্গাধিকত্ব ও অবিষয় বৃত্তিত্ব। অসাধারণ দোষমুলের সাধারণ লক্ষণ হইল এই যে, পরের প্রতি প্রযুক্ত যুক্তি যেমন নিজের উক্তিরও বিরোধী বা খণ্ডনকারী হয় না, সেইরূপ পরের উক্তিরও ব্যাঘাতক বা খণ্ডনকারী হয় না। উহা তিন প্রকার বলা হইয়াছে।

যুক্তাঙ্গহীনত্ব—কোন ব্যক্তি সাধন করিলেন, পর্ব্বতে বহ্নি নাই; ইহার উত্তরে প্রতিবাদী বলিলেন, পর্ব্বতে বহ্নি আছে, যেমন, রন্ধনশালায় আছে। এখানে প্রতিবাদীর উত্তরে হেতু প্রদর্শন করা হয় নাই; সুতরাং ইহা যেমন তাঁহার নিজের সিদ্ধান্তকে স্থাপন করিতে পারিল না, সেইরূপ বাদীর উক্তিরও খণ্ডন করিতে পারিল না। ইহা যুক্তাঙ্গ হীনত্বের উদাহরণ। অযুক্তাঙ্গাধিকত্ব—অনুরূপভাবে, বাদীর উক্তির প্রতিবাদ করিতে যাইয়া উত্তর দেওয়া হইল, পর্ব্বতে বহ্নি আছে, কারণ উহাতে ধুম আছে, প্রকাশবত্তা আছে এবং পার্থিবত্ব আছে, যেমন রন্ধনশালা প্রভৃতিতে। এখানে ধুম বহ্নির হেতু, কিন্তু প্রকাশবত্তা বা পার্থিবত্ব থাকিলেও ঐগুলি বহ্নি থাকার হেতু নহে। এই অধিকোক্তি করা হইল বলিয়া যুক্তি যেমন প্রতিবাদীর নিজের সিদ্ধান্তের সাধক হইল না, সেইরূপ বাদীর উক্তিকেও খণ্ডন করিতে পারিল না। অধিক উক্তি নিজের যুক্তির অযোগ্যতা এবং তাহার প্রতি অবিশ্বাসের সূচক। অবিষয়বৃত্তিত্ব—পর্ব্বতে বহ্নি আছে ইহা প্রমাণ করিতে যাইয়া বলা হইল, কারণ,—পর্ব্বতে পার্থিবত্ব আছে, কারণ তাহাতে গন্ধবত্ব আছে, যেমন ঘটে। এখানে পার্থিবত্ব ও গন্ধবত্ত্বের সহিত বহ্নির থাকা না থাকার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া এই উত্তর প্রতিবাদীর নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিল না বাদীর উক্তির খণ্ডনও করিতে পারিল না।—ইহা অবিষয়বৃত্তিত্ব।]

এখন প্রপঞ্চ মিথ্যাত্বের বিরুদ্ধে মধ্বের যে যুক্তি তাহাতে সাধারণ দোষমুল নাই। কারণ তাঁহার প্রযুক্ত যুক্তি প্রপঞ্চ মিথ্যাত্বেরই বিরোধী. কিন্তু তাঁহার স্বীকৃত তত্ত্ব প্রপঞ্চ সত্যত্বকে স্পর্শ করে না। অসাধারণ দোষমুল ও

তাঁহার যুক্তিতে নাই, (কারণ উপযুক্ত অঙ্গের অভাব। প্রয়োজনের অধিক অঙ্গের অস্তিত্ব বা অবিষয়বৃত্তিত্ব—কোনটিই এখানে নাই।) ঘটের নাস্তিত্বের প্রতি নাস্তিত্বের সাধনে যেমন তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, সেইরূপ, প্রস্তাবিত যুক্তিতে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব প্রমাণে তাহার সত্যতাই প্রমাণিত হয়।

এখানে পূর্ব্বপক্ষীর আপত্তি হইতে পারে, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তাহার অসত্তা বা অবিদ্যমানত্ব স্বীকার করি না, অর্থাৎ সত্তা স্বীকার করি। ইহার উত্তরে মধ্ব ব'লিবেন, এইরূপ আপত্তিকারীকে সেই শকট চালকের সহিতই তুলনা করা যায়, যে শির কাটিয়া ফেলিলেও একশত মুদ্রা দিবে না, কিন্তু পাঁচবার বিশমুদ্রা করিয়া দিতে প্রস্তুত থাকিবে। (অর্থাৎ প্রকারান্তরে আমাদের যুক্তিই গ্রহণ করা হইল। মিথ্যাত্ব ও অসত্তা সমান অর্থবোধক পর্য্যায় শব্দ। অতএব মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে অসত্তাও স্বীকার করা হইল; মিথ্যা বলিলে সৎ বলা যায় না।)

সূত্রের অর্থ—বেদান্তশাস্ত্রের প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—ইহার অর্থ এইরূপ ;- অথ শব্দের মঙ্গল, অধিকার ও আনন্তর্য্য—এই তিনটি অর্থ স্বীকৃত। অতঃ শব্দ হেতুবোধক। গরুড় পুরাণে বলা হইয়াছে,

> 'অথাতঃ শব্দ পূর্ব্বাণি সূত্রাণি নিখিলান্যপি।
> প্রারভ্যন্তে নিয়ত্যৈব তৎ কিমত্র নিয়ামকম্ ॥
> কশ্চার্থস্তু তয়োর্বিদ্বন্ কথমুত্তমতা তয়োঃ।
> এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ যথা জ্ঞাস্যামি তত্ত্বতঃ ॥
> এবমুক্তো নারদেন ব্রহ্মা প্রোবাচ সত্তমঃ।
> আনন্তর্য্যাধিকারে চ মঙ্গলার্থে তথৈব চ ॥
> অথশব্দ স্ত্বতঃশব্দো হেত্বর্থে সমুদীরিতঃ'।

সকল শাস্ত্রই নিয়মানুযায়ী অথ এবং অতঃ—এই দুইটি শব্দের দ্বারা আরম্ভ করা হয় ; এই নিয়মের হেতু কি ? এই দুইটি শব্দের অর্থ কি ? ইহাদের শ্রেষ্ঠত্বেরই বা কারণ কি ? হে ব্রহ্মা আমাকে তাহা বলুন, আপনার নিকট হইতে আমি ইহা নিশ্চিতভাবে জানিব। নারদ এইরূপ প্রশ্ন করিলে ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, আনন্তর্য্য, অধিকার এবং মঙ্গলার্থে অথ শব্দের প্রয়োগ এবং 'এইহেতু'– এই অর্থে অতঃ শব্দের প্রয়োগ হয়।

[অথ শব্দের মঙ্গল, আনন্তর্য্য এবং অধিকার—এই তিনটি অর্থে প্রয়োগ হয়। অথ শব্দ মৃদঙ্গ ধ্বনির মত মঙ্গলসূচক বলিয়া অথ শব্দের দ্বারা সকল শাস্ত্রের উপদেশ আরম্ভ হয়। ওঙ্কার এবং অথ শব্দদ্বয় মঙ্গলসূচক। কিন্তু ইহা শব্দের বাচ্যার্থ নহে। অথ শব্দের বাচ্যার্থ আনন্তর্য্য, অর্থাৎ 'ইহার পর',—এই অর্থে অথ শব্দের প্রয়োগ। আনন্তর্য্য বলিতে কোন কিছুর পরে বুঝায়। অতএব প্রশ্ন উঠে, কিসের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য? ইহার উত্তর, ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার জন্মিলে পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য। এই অধিকার বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ সাপেক্ষ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিষয় কি, এবং তাহাতে প্রয়োজনই বা কাহার? এখানে পূর্ব্বপক্ষ হইবে, ব্রহ্মশব্দে আত্মা বুঝায়; এই আত্মা সকলেরই অনুভূতির বিষয়, তাহাছাড়া অন্য কোন আত্মা বা ব্রহ্ম নাই; অতএব, এই আত্মা আবার নূতন করিয়া জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং এই শাস্ত্র আরম্ভের যোগ্য নহে। ইহার উত্তরে বলা যায়, ব্রহ্মশব্দে আত্মাভিন্ন সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরকে বুঝাইতেছে। তিনি সাধারণ অনুভূতির বিষয় নহেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্র আরম্ভনীয়। এইভাবে বিষয় পাওয়া গেল। এখন ইহার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন মোক্ষলাভ। মোক্ষলাভের জন্য ঈশ্বরের প্রসাদ বা প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে, কারণ তিনি প্রসন্ন হইলে জীবকে বরণ বা গ্রহণ করিবেন। (যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যঃ)। তাঁহার প্রসাদলাভের জন্য তদ্বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন। অতএব শাস্ত্রের প্রয়োজনও সিদ্ধ হইল। শাস্ত্রের আলোচনার বিষয় যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তাহাতে মোক্ষার্থীর প্রয়োজন আছে বলিয়া শাস্ত্রের সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, ইহাও স্থির হইল। এই প্রয়োজন যাঁহার আছে, অর্থাৎ যিনি মোক্ষার্থী তিনিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী,—এইরূপ অধিকার লাভের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা,—ইহাই আনন্তর্য্যের তাৎপর্য্য। যে প্রয়োজনের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ, উহা সাধনের জন্যই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য। ইহা বুঝাইবার জন্যই হেতুবোধক অতঃ শব্দের প্রয়োগ। অতঃ=এইহেতু, এই প্রয়োজন সাধনের জন্য।]

(মোক্ষ জীবের পরম প্রয়োজন, কিন্তু—) নারায়ণের প্রসাদ বা প্রসন্নতা ভিন্ন মোক্ষলাভ হয় না: আবার জ্ঞান ভিন্ন প্রসাদ লাভ হয় না; অতএব (তাঁহার প্রসাদ এবং মোক্ষলাভ করিবার জন্য) ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য,—ইহাই প্রতিপাদিত হইল।

জিজ্ঞাসার বিষয় যে ব্রহ্ম, দ্বিতীয়সূত্রে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—ইহার দ্বারা সেই ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে। বাক্যের অর্থ, এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যাঁহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম। স্কন্দপুরাণের উক্তি—

'উৎপত্তিস্থিতিসংহারা নিয়তির্জ্ঞানমাবৃতিঃ।
বন্ধমোক্ষৌ চ পুরুষাদ্ যস্মাৎ স হরিরেকরাট্' ॥

উৎপত্তি, স্থিতি, সংহার, নিয়তি অর্থাৎ জগতের নিয়ন্ত্রণ, জ্ঞান এবং আবৃতি বা অজ্ঞান, বন্ধ, মোক্ষ,—এই সমস্ত কিছু যাঁহা হইতে হয়, অর্থাৎ যিনি সব কিছুর মুল, তিনিই হরি, তিনি স্বতন্ত্র বা সর্ব্বশক্তিমান্ অধিপতি।

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'—ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের মুল কর্ত্তা।

ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ কি,—ইহার উত্তরে তৃতীয় সূত্র,—শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। 'নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্' (তৈত্তিরীয়)—যিনি বেদবিদ্ নহেন, তিনি সেই মহান্ পুরুষকে জানিতে পারেন না; 'তং তু ঔপনিষদম্' (বৃহ)—সেই উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকে জানিতে চাই,—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এ-বিষয়ে প্রমাণ, এবং এইগুলির দ্বারা ব্রহ্মের অনুমানগম্যত্ব নিরাকরণ করা হইয়াছে। অনুমান স্বতন্ত্র বা শ্রুতিনিরপেক্ষরূপে ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। কূর্মপুরাণের উক্তি,—

'শ্রুতি সাহায্য রহিতমনুমানং ন কুত্রচিৎ।
নিশ্চয়াৎ সাধয়েদর্থং প্রমাণান্তরমেব চ ॥
শ্রুতিস্মৃতি সহায়ং যৎ প্রমাণান্তরমুত্তমম্।
প্রমাণপদবীং গচ্ছেন্নাত্র কার্য্যা বিচারণা' ॥

—শ্রুতির সাহায্য ভিন্ন অনুমান বা অন্য কোন প্রমাণ নিশ্চিতভাবে অদৃষ্ট বিষয়ের সাধন করিতে পারে না। অন্য দোষযুক্ত প্রমাণ শ্রুতি-স্মৃতির সাহায্য বা সমর্থন লাভ করিলেই যথার্থ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়,—এ-বিষয়ে অন্য বিচার অনাবশ্যক।

স্কন্দপুরাণে শাস্ত্রের স্বরূপ বলিয়াছেন।

'ঋক্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাচ ভারতং পাঞ্চরাত্রকম্।
মুলরামায়ণং চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তারোনৈবশাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ ॥'

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র ও মূল রামায়ণ—এইগুলিই শাস্ত্র। ইহাদের যাহা অনুকূল, সেইগুলিও শাস্ত্রপদবাচ্য। এইগুলি হইতে পৃথক (পাশুপত প্রভৃতি) গ্রন্থ শাস্ত্র নহে, ঐগুলি কুপথ মাত্র।

প্রত্যক্ষাদি দ্বারা ভেদের সিদ্ধি হইলেও, শাস্ত্রার্থ অনন্যলভ্য, অর্থাৎ শাস্ত্রের প্রতিপাদিত বিষয় শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণে পাওয়া যায় না, এই নিয়ম অনুসারে অদ্বৈতই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, ভেদ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে,—অদ্বৈতবাদীর এই প্রত্যাশা উপর্য্যুক্ত ভেদ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা খণ্ডিত হয়। [প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা ভেদই পাওয়া যায়, অদ্বৈত বা অভেদ পাওয়া যায় না। কিন্তু শাস্ত্রের যাহা বিষয় অর্থাৎ যাহা অদৃষ্ট বা অন্য প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞাত বস্তু, তাহার বিষয়ে শাস্ত্র হইতেই জানিতে হইবে;—এই ন্যায়ে অদ্বৈতই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, ভেদ নহে।—ইহাই অদ্বৈতবাদীর বক্তব্য। কিন্তু মধ্ব প্রমাণ করিলেন যে, শ্রুতিবাক্যগুলি ভেদকেই সমর্থন করে, অদ্বৈতকে করে না। সুতরাং শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারাও অদ্বৈত মত খণ্ডিত হইল।] অনুমানের দ্বারা যেমন ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরগত ভেদও (অর্থাৎ ঈশ্বর, জীবও জড়ের ভেদ) অনুমানের দ্বারা জানা যাইতে পারে না। [যদি অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যাইত, তবে অনুমানের দ্বারা ভেদকেও জানা যায়, ইহা বলা যাইত। ঈশ্বর যেরূপ শাস্ত্রপ্রমাণগম্য, অন্য প্রমাণগম্য নহেন, সেইরূপ ভেদও শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারাই পাওয়া যায়।] অতএব ভেদবোধক বাক্য অনুবাদমাত্রশাস্ত্র তাৎপর্য্য নহে; ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। ভেদেই শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। সেইজন্যই বলিয়াছেন,

> 'সদাগমৈকবিজ্ঞেয়ং সমতীতক্ষরাক্ষরম্।
> নারায়ণং সদা বন্দে, নির্দ্দোষাশেষসদ্‌গুণম্॥'

যিনি সর্ব্বদা কেবলমাত্র শাস্ত্রদ্বারাই জ্ঞেয়, যিনি ক্ষর ও অক্ষয়ের অতীত, সেই নির্মল অশেষ সদ্‌গুণের আধার নারায়ণকে সর্ব্বদা বন্দনা করি।

ব্রহ্মবিষয়ে শাস্ত্রই যে প্রমাণ, তাহা 'তত্তু সমন্বয়াৎ'—এই সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। [ব্রহ্মেই শ্রুতিবাক্যের সমন্বয় বা একার্থপরতা।] উপক্রম, উপসংহার প্রভৃতি লিঙ্গের দ্বারাই ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতিবাক্যসমূহের সমন্বয় জানিতে পারা যায়। বৃহৎ সংহিতায় বলা হইয়াছে,—

> 'উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
> অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে'॥

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই চিহ্ন-গুলির দ্বারাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য জানিতে পারা যায়।

[উপক্রম—গ্রন্থের প্রারম্ভেই বিচার্য্য বিষয়ের অবতারণা উপক্রম। উপসংহার--গ্রন্থশেষে সারাংশ বলিয়া গ্রন্থের সমাপন উপসংহার। আলোচ্য বিষয়ের বার-বার উল্লেখ অভ্যাস। অন্য প্রমাণের দ্বারা শাস্ত্রে আলোচিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি অপূর্ব্বতা। শাস্ত্রে আলোচিত বিষয়ের দ্বারা যে প্রয়োজন সাধিত হয়, তাহাই ফল। আলোচিত বিষয়ের প্রশংসা ও তাহার বিরুদ্ধবস্তুর নিন্দা অর্থবাদ। দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা বিষয়ের উপপাদন-ই উপপত্তি।]

এই চিহ্নগুলির সাহায্যে বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিলে ব্রহ্ম যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ইহাই 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রে বলিয়াছেন। এখানে দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল। আনন্দতীর্থকৃত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় অবশিষ্ট বিষয় জানিতে পারা যাইবে। গ্রন্থবিস্তারভয়ে আর অগ্রসর হওয়া গেল না।

পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্যমন্দির (মধ্বাচার্য্য), যিনি নিজেকে বায়ুর অবতার বলিয়া মনে করিতেন , এই রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন,—

'প্রথমস্তু হনুমান্স্যাদ্ দ্বিতীয়ো ভীম এব চ।
পূর্ণপ্রজ্ঞস্তৃতীয়শ্চ ভগবৎকার্য্য সাধকঃ'॥

প্রথম হনুমান্, দ্বিতীয় ভীম ও তৃতীয় পূর্ণপ্রজ্ঞ—এই তিনজন (বায়ুর অবতার) ভগবৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন।

এই অভিপ্রায়েই ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন,

'যস্য ত্রীণ্যুদিতানি বেদবচনে দিব্যানি রূপাণ্যলং।
বট্ তদ্দর্শতম্ ইত্থমেব নিহিতং দেবস্য ভর্গো মহৎ॥
বায়ো রামবচোনয়ং প্রথমকং পৃক্ষো দ্বিতীয়ং বপু-
র্মধ্বো যত্তু তৃতীয়মেতদমুনা গ্রন্থঃ কৃতঃ কেশবে'॥

(মহাভারত তাৎপর্য্য নির্ণয়)

যাঁহার তিনটি দিব্যরূপ বট্, তদ্দর্শতম্ ইত্যাদিরূপে বেদবাক্যে যথেষ্টভাবে প্রকাশিত, সেই দেবতা বায়ুর মহান্ ভরণ ও গমনরূপ গুণ (তিনরূপে) ঈশ্বর প্রেরিত; তাঁহার প্রথম দেহ রামের বার্ত্তাবাহী হনুমান্, দ্বিতীয় ভীম (পৃক্ষ), তৃতীয় দেহ মধ্ব,—ইনি কেশবার্থে গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই পদ্যের অর্থ, "বড়িত্থা

তদ্বপুষে ধায়ি দর্শতং দেবস্য ভর্গঃ সহসো যতোজনি" (ঋগবেদ সংহিতা) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের আলোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।

[**মন্ত্রের অর্থ**—দেবতার (বায়ুর) সেই দর্শনীয় বলাত্মক, ভরণ ও গমনাত্মক তেজ শরীর ব্যবহারের জন্য এইরূপে সকলে ধারণ করে, কারণ উহা বল হইতে উৎপন্ন।]

অতএব সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ইহাই, যে বিষ্ণুতত্ত্ব সর্ব্বোত্তম।

ইতি সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে পূর্ণ প্রজ্ঞদর্শন।

নকুলীশ পাশুপত দর্শন

মধ্ব প্রচারিত যে বৈষ্ণবমত আলোচনা করা হইল, তাহাতে মোক্ষাবস্থায়ও জীবের ভগবদ্দাসত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে ; কিন্তু এই অবস্থায় পরতন্ত্রত্ব বা পরাধীনত্ব বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ইহাতে দুঃখের সার্ব্বিক বিনাশ হইতে পারে না ; দুঃখান্তরূপ অভীষ্ট-বস্তু ইহাতে লাভ হইতে পারে না বলিয়া এই অবস্থা মাহেশ্বরপন্থীদের পক্ষে রুচিকর নহে। তাঁহারা (দুঃখান্তের জন্য) পরমেশ্বরত্ব কামনা করেন, এবং এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করেন,— (১) প্রতিপক্ষীদের মতে যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হইতে পারেন না ; কারণ তাঁহারা পরতন্ত্র, এবং পারমৈশ্বর্য্য বা পরমেশ্বরের অবস্থা (স্বাতন্ত্র্য) লাভ করেন না, যেমন, আমাদের মত সাধারণ বদ্ধজীব। (২) যাঁহারা প্রকৃত মুক্তাত্মা পুরুষ, তাঁহারা পরমেশ্বরের গুণযুক্ত ; কারণ, পূর্ণত্ব বা পুরুষত্ব লাভ করিয়া তাঁহারা সমস্ত দুঃখবীজ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ; যথা, পরমেশ্বর স্বয়ং (আপন স্বরূপে মুক্ত) ।—এইরূপ অনুমান প্রমাণকে আশ্রয় করিয়া কতিপয় মাহেশ্বরপন্থী পঞ্চপদার্থ উপদেশক পাশুপত মত অবলম্বন করেন।

[বৈষ্ণবমতে মুক্ত অবস্থায় জীব নিত্য ঈশ্বরের দাস। দাসত্ব যেখানে আছে, সেখানে পরাধীনত্ব রহিয়াছে। পরাধীনত্ব থাকিলে দুঃখ হইতে সার্ব্বিক মুক্তি ঘটিতে পারে না। ইহা সর্ব্বোচ্চ অবস্থাও হইতে পারে না। মাহেশ্বরপন্থীরা মনে করেন মুক্ত পুরুষ স্বতন্ত্র এবং পরমেশ্বরসদৃশ। তিনি পারমৈশ্বর্য্য বা পরমেশ্বরের অনুরূপ স্বাতন্ত্র্য, দৃক্‌শক্তি, সৃষ্টিশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি লাভ করেন। সুতরাং তাঁহারা ভগবদ্দাসত্বকে মুক্তির স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করেন না। পাশুপত মতে কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত—এই পঞ্চপদার্থ স্বীকৃত। পাশুপত বা শৈবমতের বহু শাখা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাদের একটি নকুলীশ পাশুপত মত। পাশুপতসূত্র ইহার মূল গ্রন্থ। ইহার কৌণ্ডিন্য রচিত ভাষ্য সমধিক প্রসিদ্ধ।]

পাশুপত সূত্রের প্রথম সূত্র,—'অথাতঃ পশুপতেঃ পাশুপত যোগবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ'—ইহার পর, এইহেতু পশুপতির পাশুপত যোগবিধি ব্যাখ্যা করিব। ইহার অর্থ এইরূপ :—পূর্ব্বে আরম্ভ করা হইয়াছে, এরূপ কোন কিছুর

অপেক্ষায় 'অথ' শব্দের প্রয়োগ (আনন্তর্য্যার্থ)। গুরুর প্রতি শিষ্যের প্রশ্নই এখানে পূর্ব্বের অপেক্ষিত অবস্থা। গুরুর স্বরূপ গণকারিকায় এইভাবে নিরূপিত হইয়াছে,—

'পঞ্চকাস্ত্বষ্টবিজ্ঞেয়া গণশ্চৈকস্ত্রিকাত্মকঃ।
বেত্তা নবগণস্যাস্য সংস্কর্ত্তা গুরুরুচ্যতে॥
লাভা মলা উপায়াশ্চ দেশাবস্থাবিশুদ্ধয়ঃ।
দীক্ষাকারি বলান্যষ্টৌ পঞ্চকাস্ত্রীণি বৃত্তয়ঃ'॥

(তিস্রোবৃত্তয়ঃ—এই শব্দদ্বয়ের বৈদিক বা ছান্দস প্রয়োগে ত্রীনি বৃত্তয়ঃ—এইরূপ হইয়াছে।)

আটটি পঞ্চকে (পাঁচটি করিয়া অবান্তর ভেদযুক্ত আটটি গণ) এবং একটি ত্রিকাত্মক (তিন ভেদযুক্ত) গণ,—এই নয়টি গণকে যিনি জানেন এবং যিনি শিষ্যের সংস্কারসাধন করিতে পারেন, তিনিই গুরু।

মল, উপায়, দেশ, অবস্থা, বিশুদ্ধি, দীক্ষাকারি, বল—এই আটটি পঞ্চক (অর্থাৎ প্রত্যেকটি পঞ্চভেদযুক্ত) এবং বৃত্তি (তিনটি ভেদযুক্ত)—এইগুলি গণ।

[নবগণ— (১) লাভ—ইহার ভেদ, জ্ঞান, তপঃ, নিত্যত্ব, স্থিতি, শুদ্ধি।
(২) মল—মিথ্যাজ্ঞান, অধর্ম, আসক্তিহেতু, চ্যুতি, পশুত্বমূল।
(৩) উপায়—বাসচর্য্যা, জপ, ধ্যান, রুদ্রস্মৃতি, প্রপত্তি।
(৪) দেশ—গুরু, জন, গুহাদেশ, শ্মশান, রুদ্র।
(৫) অবস্থা—ব্যক্তা, অব্যক্তা, জয়া, দান, নিষ্ঠা।
(৬) বিশুদ্ধি—মিথ্যাজ্ঞানহানি, অধর্মহানি, আসক্তিহেতুহানি, চ্যুতিহানি, পশুত্বমূল হানি।
(৭) দীক্ষাকারিন্—দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া, মূর্ত্তি, গুরু।
(৮) বল—গুরুভক্তি, বুদ্ধিপ্রসাদ, দ্বন্দ্বজয়, ধর্ম, অপ্রমাদ।
(৯) বৃত্তি—ভিক্ষা, উৎসৃষ্টগ্রহণ, যথালব্ধগ্রহণ।]

যে উপায় বিধান করা হয়, তাহাতে যে ফল পাওয়া যায়, তাহাই লাভ। জ্ঞান, তপঃ, নিত্যত্ব, স্থিতি ও শুদ্ধি,—ইঁহার পাঁচ ভেদ। হরদত্তাচার্য্যের উক্তি,—
"জ্ঞানং তপোঽথ নিত্যত্বং স্থিতিঃ শুদ্ধিশ্চ পঞ্চমম্।"

আত্মায় আশ্রিত যে দুষ্টভাব বা দোষ তাহাই মল। মিথ্যাজ্ঞানাদিভেদে ইহা পাঁচ প্রকার। গণকারিকার উক্তি,—

'মিথ্যাজ্ঞানমধর্মশ্চ সক্তিহেতুশ্চ্যুতিস্তথা।
পশুত্বমূলং পঞ্চৈতে তন্ত্রে হেয়া বিবিক্ততঃ' ॥

এই পাঁচটি মলকে তন্ত্রে বিবেকদ্বারা পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন। সাধকের শুদ্ধির যাহা হেতু, তাহাই উপায়। বাসচর্য্যাদিভেদে উহা পাঁচপ্রকার। গণকারিকার উক্তি—

'বাসচর্য্যা জপোধ্যানং সদা রুদ্রস্মৃতিস্তথা।
প্রপত্তিশ্চ লাভানাম্ উপায়াঃ পঞ্চ নিশ্চিতাঃ'॥

সম্যক্‌ভাবে বাস করা, জপ, ধ্যান, মহেশ্বর স্মরণ এবং শরণাগতি—লাভের এই পাঁচটি উপায়।

গুরু প্রভৃতির সন্নিধান, অর্থাৎ যেখানে থাকিয়া পঞ্চপদার্থের অনুসন্ধানের দ্বারা জ্ঞান, তপস্যা, প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, তাহাই দেশ।

"গুরুর্জনো গুহাদেশঃ শ্মশানং রুদ্র এবচ"।
(জন=জ্ঞানিগণের সভা।)

লাভের প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকের এক অবস্থায় যে অবস্থান, তাহাই অবস্থা। ব্যক্তাদিরূপ।—

"ব্যক্তাব্যক্তাজয়া দানং নিষ্ঠা চৈব হি পঞ্চমম্।"

ব্যক্ত (উপায়ানুষ্ঠানসহ প্রকাশ্য অবস্থা)। অব্যক্ত (গুপ্তভাবে সাধনা), জয় (মন এবং ইন্দ্রিয়বিজয়ের অবস্থায় থাকা), দান (সব পরিত্যাগ), নিষ্ঠা (মহেশ্বরে অবিচ্ছিন্ন ভক্তি)—এই পাঁচটি অবস্থা।

মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতির সর্ব্বথা বিনাশই বিশুদ্ধি। প্রতিযোগিভেদে উহা পাঁচ প্রকার।

'অজ্ঞানস্যাপ্যধর্মস্য হানিঃ সঙ্গকরস্য চ।
চ্যুতের্হানিঃ পশুত্বস্য শুদ্ধিঃ পঞ্চবিধা স্মৃতাঃ' ॥

অজ্ঞান ও অধর্মের হানি, আসক্তিহেতুর হানি। চ্যুতি ও পশুত্বের হানি এই পঞ্চবিধ শুদ্ধি।

পঞ্চ দীক্ষাকারি—দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া, মূর্ত্তি, গুরু।

পঞ্চবিধ বল —'গুরুভক্তিঃ প্রসাদশ্চ মতের্দ্বন্দ্ব জয়স্তথা।
ধর্মশ্চৈবাপ্রমাদশ্চ বলং পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ॥'

গুরুভক্তি, বুদ্ধির প্রসন্নতা, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বজয়, ধর্ম এবং অপ্রমাদ পঞ্চ বল।

পঞ্চমলের ক্ষয়সাধনের জন্য শাস্ত্রের অবিরোধী উপায়ে অন্নাদি বা জীবিকা অর্জ্জনকে বৃত্তি বলে। বৃত্তি তিন প্রকার, যথা, ভিক্ষা, উৎসৃষ্ট বা উৎসর্গিত বস্তুর গ্রহণ, এবং যথালব্ধ (অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে যাহা পাওয়া যায় তাহার) গ্রহণ।

অবশিষ্ট সব এ-বিষয়ে মূল গ্রন্থ হইতে দ্রষ্টব্য।

অতঃ বা এইহেতু কথা দ্বারা দুঃখান্তের বিষয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখের বিনাশ কিভাবে হয়, এই প্রশ্নের উত্তরেই যোগবিধির ব্যাখ্যা আরম্ভ করা হইয়াছে। পশুশব্দে সকল কার্য্যবস্তুকে বুঝানো হইয়াছে। এইগুলি পরতন্ত্র বা অধীন। [কার্য্যবস্তু কারণের অধীন ; ঈশ্বর ভিন্ন সমুদয় বস্তু ঈশ্বরাধীন।] পতি শব্দে জগৎকারণ ঈশ্বরকেই বুঝাইতেছেন। 'ঈশ্বরঃ পতিরীশিতা'—ঈশ্বর সকলের পতি অর্থাৎ অধিপতি বা শাসক।—ইহার দ্বারা ঈশ্বর যে জগৎকারণ, এবং সেইজন্য পতি শব্দের বাচ্য, এই কথাই বলা হইয়াছে। [চিৎ অচিৎ সকল পার্থিববস্তুই পরাধীন, অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন। কার্য্যবস্তুমাত্রই কারণবস্তুর অধীন। সেইজন্য শাস্ত্রের পরিভাষায় সকল পরতন্ত্র দ্রব্যই কার্য্য। যাহা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, তাহাই কারণ ; জগৎকারণ ঈশ্বর স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বলিয়া তিনি পতি শব্দের বাচ্য।]

যোগবিধি প্রসিদ্ধ। জপধ্যান প্রভৃতি যোগ। ভস্মস্নান প্রভৃতি ব্রত বিধি।

[প্রথম সূত্রেই এইভাবে, কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত—এই পাঁচটি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে। দুঃখান্ত পরম পুরুষার্থ। সেইজন্য উহা জ্ঞেয়। দুঃখান্ত সাধনের জন্য অন্যতত্ত্বগুলিকেও জানিতে হইবে। এইভাবে পাশুপত মতে পঞ্চপদার্থকে জানিতে পারিলেই জীব সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পারমৈশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে।]

দুঃখান্ত দুই প্রকার,—অনাত্মক ও সাত্মক। অনাত্মক দুঃখান্তের অর্থ সকল প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ। সাত্মক দুঃখান্তের অর্থ দৃকশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তির লক্ষণযুক্ত ঐশ্বর্য্যলাভ। দৃকশক্তি বা জ্ঞানশক্তি এক হইলেও বিষয়ভেদে পাঁচ প্রকার বলিয়া বর্ণিত হয়, যথা—দর্শন, স্মরণ, মনন, বিজ্ঞান বা বিবেক ও সর্ব্বজ্ঞত্ব। সূক্ষ্ম, ব্যবধানে বা অন্তরালে স্থিত এবং দূরস্থানে অবস্থিত চক্ষু, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য সকল বিষয়ের জ্ঞানকেই দর্শন বলা হয়। অশেষ প্রকার শব্দ (দূরস্থ, ব্যবধানযুক্ত, সূক্ষ্ম পশু পক্ষী প্রভৃতির শব্দ ইত্যাদি)—বিষয়ে সিদ্ধি, অর্থাৎ সকল প্রকার শব্দের গ্রহণের ক্ষমতালাভ শ্রবণ। [যোগের দ্বারা এরূপ বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হয়, সেইজন্য সাধারণভাবে শ্রবণ জ্ঞানের

অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাকে পৃথক করা হইয়াছে। চিন্তার যোগ্য যত বিষয় আছে, সবগুলির বিষয়ে চিন্তামাত্রেই জ্ঞানলাভরূপ যে সিদ্ধি—তাহাই মনন। নিখিল শাস্ত্রের বিষয়,—যাহা গ্রন্থে লিখিত,, এবং যাহা ঐগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ—এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহাকে বলে বিজ্ঞান। ইহা দ্বারা আপন শাস্ত্রবিষয়ে অসন্দিগ্ধ জ্ঞান হয়। উক্ত ও অনুক্ত সমুদয় পদার্থের বিষয়ে সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে, সমুদয় বিভাগ উপবিভাগ এবং উহাদের স্বরূপ বা তত্ত্বের জ্ঞানের সহিত যে জ্ঞানরূপ সিদ্ধি নিত্য জাগ্রত থাকে, কখনও বিনষ্ট বা আবৃত হয় না, তাহাই সর্ব্বজ্ঞত্ব। ইহাই দৃক্‌শক্তি বা জ্ঞান-শক্তির স্বরূপ।

ক্রিয়াশক্তিও এক হইলেও উহা তিনরূপে গৃহীত হয়। যথা, মনোজবিত্ব, কামরূপিত্ব ও বিকরণ ধর্মিত্ব। মনের তুল্য দ্রুতগতিতে গমন ও কর্মসম্পাদনের ক্ষমতা মনোজবিত্ব। কোনরূপ কর্ম বা চেষ্টা প্রয়োগ না করিয়া কেবল আপনার ইচ্ছামাত্রেই সলক্ষণ, বিলক্ষণ ও সমানরূপ অনন্ত করণের অধিষ্ঠাতৃত্ব, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি করণ সৃষ্টি করিয়া ঐগুলির কর্মসম্পাদন কামরূপিত্ব। [সলক্ষণ---মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের যে কোন একটির অনুরূপ ; বিলক্ষণ---একঅঙ্গ মনুষ্যের, অন্যঅঙ্গ পশুর, এইভাবে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত ; সরূপ=সমানরূপ—দেবদত্ত প্রভৃতি আপনার অনুরূপ ব্যক্তির লক্ষণযুক্ত ; করণ—দেহ, ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে যে কোন রূপ গ্রহণের ক্ষমতাই কামরূপিত্ব। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিবে, ঐরূপ অবস্থায় করণ নিরপেক্ষ-ভাবে কর্মসম্পাদন করিবার ক্ষমতা তো থাকে না, সুতরাং ক্রিয়াশক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। সেইজন্য ক্রিয়াশক্তির তৃতীয়রূপ বলিতেছেন।—] বিকরণ ধর্মিত্ব—করণাদি নিরপেক্ষভাবেও বা করণাদির ব্যবহার না করিয়াও সমস্ত কিছুর উপরে নিরতিশয় আধিপত্য লাভ অর্থাৎ যে কোন দ্রব্যকে যে কোনও ভাবে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা লাভ। এইগুলি ক্রিয়াশক্তির বিভিন্নরূপ।

যাহা কিছু অস্বতন্ত্র, অর্থাৎ পরতন্ত্র, তাহাই কার্য্য। কার্য্য তিনপ্রকার,--- বিদ্যা, কলা ও পশু। এইগুলির যথাযথ জ্ঞান হইতে সংশয় প্রভৃতি দূর হয়। [জীববর্গ, জড়বর্গ, এবং তাহাদের গুণ অস্বতন্ত্র বলিয়া কার্য্য। গুণগুলি তাহাদের আশ্রয়দ্রব্যের অধীন ; জড় বস্তুসমূহ জীবের অধীন ; আবার জীবের মধ্যে স্ত্রী পতি প্রভৃতির অধীন, ভৃত্য প্রভুর অধীন। কিন্তু সকল দ্রব্যই ঈশ্বরের অধীন।

পশুশব্দে জীববর্গ, বিদ্যা শব্দের দ্বারা জীবের গুণ ও কলাশব্দের দ্বারা জড়বর্গ ও তাহাদের গুণ বুঝায়। এগুলির সকল ভেদের সহিত যথাযথ জ্ঞান হইলে এগুলি যে কার্য্যরূপ এইতত্ত্ব বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না।]

পশুর গুণ বিদ্যা। বিদ্যা দুইপ্রকার, যথা, বোধস্বভাব ও অবোধস্বভাব। বোধস্বভাব বিদ্যা বিবেক প্রবৃত্তি ও অবিবেক প্রবৃত্তি ভেদে দুইপ্রকার। বোধস্বভাব বিদ্যাকে সাধারণভাবে চিত্তশব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। চিত্ত বোধস্বভাব এই বোধস্বভাবের দ্বারাই সাধারণভাবে সকল বিষয় প্রকাশিত হয়। ঐ বিষয় যথাযথভাবে বিবেচিত অর্থাৎ বিচারযুক্ত হইতেও পারে, না হইতেও পারে। এইভাবে চিত্তদ্বারাই সকল প্রাণী বিষয়কে জানিতে পারে। (চেতয়তে = জানাতি ; চিৎ = জ্ঞান)। [চিত্ত এখানে অন্তঃকরণের প্রকারবিশেষ নহে ; উহা জীবের একটি বিশেষ গুণ। সূর্য্য বা আলোক যেমন বস্তুকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ-ভাবে চিত্তও তাহার বোধস্বভাবের দ্বারা বিষয়কে জীবের নিকট প্রকাশিত করিয়া দেয়। বস্তুর জ্ঞান বা চেতনা ইহার দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহাকে চিত্ত বলা হয়। বস্তুর এই প্রকাশ বিবেক বা বস্তুরূপের বিশেষ বিচারের সহিত যুক্ত হইতেও পারে, না হইতেও পারে। সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে বস্তুকে জীবের নিকট—প্রকাশিত করিয়া দেওয়াই বোধস্বভাব বিদ্যার কার্য্য।]

বিবেক প্রবৃত্তিযুক্ত বোধস্বভাব বিদ্যা প্রমাণজ্ঞানের রূপে অভিব্যক্ত হয়। (ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদিরূপে বিবেকযুক্ত বোধস্বভাব বিদ্যার প্রকাশ ঘটে। এইরূপ বিশেষ জ্ঞান বা বিবেকপ্রবৃত্তি রহিতভাবেও সাধারণভাবে বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু উহাকে প্রমাণজ্ঞান বলা হয় না)। পশুত্ব প্রাপ্তির হেতু যে ধর্মাধর্মরূপ সংস্কার,—তাহাই অবোধাত্মিকা বিদ্যা। (ধর্মাধর্ম-রূপ সংস্কারচেতন জীবের গুণ, কিন্তু উহা বোধস্বভাব নহে)। যাহা চেতনের অধীন কিন্তু অচেতন (অর্থাৎ জড়দ্রব্যসমূহ ও তাহাদের গুণ), তাহাই কলা। কার্য্যরূপ ও কারণরূপ ভেদে কলা দুইপ্রকার। পৃথিবী, জল, তেজঃ বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি তত্ত্ব, এবং তাহাদের গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ,—এই দশটি কার্য্যরূপা কলা। কারণরূপা কলা ত্রয়োদশটি, যথা—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি, অহংকার ও মনরূপ তিনটি অন্তঃকরণ। বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়, অহংকারের বৃত্তি অভিমান, এবং মনের বৃত্তি সংকল্প। [অধ্যবসায় নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি, অহংকার অহম্ এইরূপ অভিমানের কারণ, সংকল্প বা ইচ্ছা মনের কার্য্য। জ্ঞেয় বিষয়গুলি কার্য্যরূপ কলা, এবং তাহাদের

জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কারণরূপ কলা। কিন্তু সাধারণভাবে সকল কলাই কার্য্যবস্তু, তাহা কার্য্যরূপই হউক, আর কারণরূপই হউক।]

যাহা পশুত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, অর্থাৎ পশুত্ব ধর্মযুক্ত, তাহাই পশু। (পরতন্ত্র যে চেতন, যাহা পুনর্জন্মাদিযুক্ত, তাহাই পশু)। পশু দুইপ্রকার, সাঞ্জন ও নিরঞ্জন। শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পশু সাঞ্জন; ঐরূপ সম্বন্ধ রহিত পশু নিরঞ্জন। এইগুলির বিস্তৃত বিবরণ পঞ্চার্থ ভাষ্যদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

সকল বস্তুর সৃষ্টি, সংহার ও অনুগ্রহকারী যে তত্ত্ব (মহেশ্বররূপী), তাহাই কারণ। কারণরূপ মহেশ্বর যদিও এক, তথাপি তাঁহার সত্ত্বাদি গুণ, এবং তজ্জনিত ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন রূপ বা বিভাগ কল্পিত। 'পতিঃসাদ্যঃ' (পতি, আদ্যগুণ যুক্ত) ইত্যাদি সূত্রে ঐ বিভাগ কথিত। তিনি নিরতিশয় দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন, এবং এই ঐশ্বর্য্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া, তিনি পতি। অপরাপর অনাগন্তুক বা নিত্য ঐশ্বর্য্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত রূপে তাঁহাকে আদ্য বলা হয়। আদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থে তীর্থকরগণ এইগুলির নিরূপণ করিয়াছেন।

চিত্তের দ্বারপথে জীবের সহিত মহেশ্বরের সম্বন্ধ যে উপায়ে স্থাপিত হয়, তাহাই যোগ। উহা দুইপ্রকার, ক্রিয়ালক্ষণ ও ক্রিয়ানিবৃত্তিলক্ষণ। জপ, ধ্যান প্রভৃতি ক্রিয়ালক্ষণ যোগ; মহেশ্বরে নিষ্ঠা বা অব্যভিচারিণী ভক্তি, তত্ত্বজ্ঞান বা সংবিৎ এবং শরণাগতি প্রভৃতি ক্রিয়ানিবৃত্তিলক্ষণ যোগ।

ধর্ম অর্থাৎ মহেশ্বররূপ লক্ষ্য যাহার দ্বারা সাধিত হয়। অর্থাৎ যেরূপ কার্য্যের দ্বারা মহেশ্বরের সামীপ্য লাভ করা যায় তাহাই বিধি। উহা দুইপ্রকার, প্রধানভূত এবং গুণভূত। সাক্ষাৎভাবে ধর্মের হেতু যে চর্য্যা তাহাই প্রধানভূত বিধি। ইহা দুইপ্রকার, ব্রত এবং দ্বার। ভস্মস্নান, ভস্মে শয়ন, উপহার বা নিয়ম পালন, জপ ও প্রদক্ষিণ,—এইগুলি ব্রত। ভগবান্ নকুলীশ বলিয়াছেন, 'ভস্মের দ্বারা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় স্নান করিবে, ভস্মে শয়ন করিবে'। উপহার নিয়ম; উহা ছয়টি অঙ্গ বিশিষ্ট। সূত্রকার বলিয়াছেন; 'হসিত, গীত, নৃত্য, হুড়ুক্কার, নমস্কার, জপ্য—এই ষড়ঙ্গ উপহারের দ্বারা পূজা করিবে'। কণ্ঠ এবং ওষ্ঠপুট স্ফুরিত করিয়া অহহহ শব্দে অট্টহাস্য করা হসিত। গান্ধর্ব শাস্ত্রের নিয়মানুসারে মহেশ্বরের গুণ ও ধর্মাদি চিন্তন বা কীর্ত্তন গীত। নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুসারে হস্তপাদাদির উৎক্ষেপণ যুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের দ্বারা মানসিক ভাবের অভিব্যক্তি নৃত্য। জিহ্বা এবং তালুর সংযোগে নিষ্পাদ্য পুণ্য বৃষভনাদের মত শব্দ করা হুড়ুক্কার। ইহা বষট্ শব্দের মত হুড়ুক্ শব্দের অনুকরণ।

লোকালয়ে থাকিলে এইগুলি গোপনে প্রয়োগ করিতে হয়। নমস্কার ও জপের অর্থ প্রসিদ্ধ। ক্রাথন, স্পন্দন, মন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতৎকরণ, অবিতদ্ভাষণ—এইগুলিকে দ্বার বলা হয়। জাগ্রত থাকিয়া নিজেকে নিদ্রিত ব্যক্তির মত প্রদর্শন এবং তদ্রূপ আচরণ ক্রাথন। বায়ুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির মত নিজের অঙ্গের কম্পন প্রদর্শন করা স্পন্দন। খোঁড়ার মত চলা মন্দন। রূপবতী স্ত্রীলোককে দেখিয়া কামুক ব্যক্তি যেরূপ বিলাস প্রদর্শন করে, তাহার অনুকরণ শৃঙ্গারণ। কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানহীন ব্যক্তি যেরূপ লোকনিন্দিত আচরণ করে, তাহার অনুকরণ অবিতৎ করণ। সামঞ্জস্যহীন, অর্থহীন বাক্যের উচ্চারণ অবিতদ্ভাষণ। [প্রকৃতপক্ষে সাধকের এই দোষগুলি থাকে না। কিন্তু লোকসমক্ষে নিজেকে গোপন করিবার জন্যই এইরূপ আচরণ করেন।]

(ব্রত এবং দ্বার রূপ যে চর্য্যা তাহা অশুচি অবস্থায় অনুষ্ঠান করিতে হয় না। আহারের পর প্রক্ষালনাদি না করিলে উচ্ছিষ্ট দোষ হয়; মলমূত্র পরিত্যাগের পর স্নানাদি না করিলে অশুচিত্ব হয়। এইগুলি থাকিলে চর্য্যার যোগ্যতা হয় না। সেইজন্য—) চর্য্যার অনুগ্রাহক অনুস্নান প্রভৃতির সাহায্যে, উচ্ছিষ্টদোষ এবং তাহার জন্য যে অযোগ্যতা জন্মে, সেইগুলির নিবারণ-ই গুণভূত বিধি। সেই জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন, অনুস্নান, নির্মাল্য ধারণ এবং নানারূপ (পবিত্র) লিংগ বা চিহ্নধারণকারী ব্যক্তি (পবিত্র হয়)। [অনুস্নান প্রভৃতি গৌণ বিধির সাহায্যে প্রধানবিধি বা চর্য্যার যোগ্যতা লাভ করিতে হয়।]

(সর্ব্বজ্ঞত্বের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'উক্তানুক্তাশেষার্থেষু সমাসবিস্তরবিভাগবিশেষতশ্চ তত্ত্বব্যাপ্তসদোদিতসিদ্ধিজ্ঞানম্ সর্ব্বজ্ঞত্বম্'। এই সংজ্ঞায় সমাস বিস্তর, বিশেষ ও বিভাগ শব্দগুলি যে অর্থে-ব্যবহার করা হইয়াছে, এখন তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন।)

কেবলমাত্র ধর্মীর নাম উচ্চারণ করাকে বলা হইয়াছে সমাস বা সংক্ষেপে বলা। প্রথমসূত্রে এইরূপভাবেই বলিয়াছেন, অর্থাৎ সংক্ষেপে পদার্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (এখানে উদ্দেশ মাত্র করা হইয়াছে, লক্ষণ নির্ধারণ হয় নাই।) প্রমাণসহযোগে পঞ্চপদার্থের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়াই বিস্তর শব্দের লক্ষিত অর্থ। রাশীকরকৃত সূত্রভাষ্যে ইহা করা হইয়াছে। যথাসম্ভব লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করিয়া দেখানোই বিভাগ। শাস্ত্রে ইহা যথাযথভাবে করা হইয়াছে। অন্যশাস্ত্রে এই পদার্থগুলিকে যেভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, এই শাস্ত্রে তাহা হইতে কিছুটা পৃথকভাবে তাহাদের

গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে। শাস্ত্রে স্বীকৃত পদার্থগুলির গুণের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া বর্ণনাই 'বিশেষ' কথাটির অর্থ। উদাহরণস্বরূপ, দুঃখনিবৃত্তি মাত্রকেই অন্যশাস্ত্রে দুঃখান্ত বলা হইয়াছে, কিন্তু পাশুপত-শাস্ত্রে পারমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তিকেই দুঃখান্তের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্য শাস্ত্রে যাহা পূর্ব্বে ছিল্ না, পরে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকেই কার্য্য বলা হইয়াছে, (যথা, ন্যায়ে কার্য্য প্রাগভাব প্রতিযোগী), কিন্তু এই শাস্ত্রে পশু প্রভৃতি নিত্য পদার্থকেও কার্য্য বলা হইয়াছে। অন্যত্র, কারণ অন্যবস্তু সাপেক্ষ (সৃষ্টিক্রিয়ায় ঈশ্বর জীবের কৃত কর্মের অপেক্ষা রাখেন), কিন্তু এই শাস্ত্রে অন্যনিরপেক্ষ ভগবান্‌কেই কারণ বলা হইয়াছে। অন্যশাস্ত্রে যেরূপ ক্রিয়ার দ্বারা কৈবল্য প্রভৃতি ফল লাভ হয়, তাহাকেই যোগ বলা হইয়াছে; এই শাস্ত্রে যাহার সাহায্যে পারমৈশ্বর্য্য রূপ দুঃখান্ত লাভ হয়, তাহাকেই যোগ বলা হইয়াছে। অন্যত্র (যথা মীমাংসাদর্শনে) যেরূপ কর্মের দ্বারা সংসারে আগমন করিতে হয় না এবং স্বর্গাদি ফল লাভ হয়, তাহাকেই বিধি বলা হইয়াছে। এই শাস্ত্রে যাহার দ্বারা পুনরাবৃত্তি হয় না এবং মহেশ্বর সামীপ্য প্রভৃতি ফল লাভ হয়, তাহাকেই বিধি বলা হইয়াছে।

[ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে, 'বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি'। ঈশ্বরের প্রতি বৈষম্য বা নিষ্ঠুরতা আরোপ করা যায় না, কারণ তিনি জীবের পূর্ব্বকৃত কর্মের অপেক্ষায় সৃষ্টি করেন। সুতরাং সৃষ্টিক্রিয়ায় জগৎ-কারণ ঈশ্বর নিরপেক্ষ নহেন। কিন্তু পাশুপত মতে ঈশ্বর অন্যনিরপেক্ষ রূপে কারণ। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছায় অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা না করিয়াই সৃষ্টি প্রভৃতি কর্ম সাধন করেন।]

কিন্তু ঈশ্বরকে ধর্মাধর্ম নিরপেক্ষভাবে কারণ বলিয়া স্বীকার করিল, অর্থাৎ প্রাণীর পূর্ব্বকৃত কর্মফল অপেক্ষা না করিয়া যদি তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় সৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তবে সমগ্র সৃষ্টি কর্মকে এক বিরাট ইন্দ্রজাল বলিতে হয়। কারণ. ইহাতে জীবের কৃত সকল কর্ম এবং তাহার দ্বারা অর্জিত পাপপুণ্য রূপ ধর্মাধর্ম বিফল হইয়া যায়, এবং সকল কর্মের একসময়ে উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়।—এই দুইটিই দোষ। [পূর্ব্বকৃত কর্ম এবং তাহার দ্বারা অর্জিত পাপপুণ্যরূপ ধর্মাধর্মের অপেক্ষা না রাখিয়াই যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, তবে সকল জীবের কর্ম একই সঙ্গে আরম্ভ হইবে এবং তাহার ফলও একসঙ্গে ভোগ

করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। কোন এক সময়ে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন রূপ কর্ম করে ও ভিন্ন ভিন্ন ফল ভোগ করে।]

কিন্তু এই আপত্তি ভিত্তিহীন। কারণ, কর্ম এবং অদৃষ্টের আধার এক (অর্থাৎ জীব) এবং সৃষ্টি ব্যাপাররূপ ক্রিয়ার আধার অন্য (অর্থাৎ ঈশ্বর); ইহাদের অধিকরণ বা আধার ভিন্ন হওয়াতে এক অধিকরণের বিষয় (অর্থাৎ প্রাণিনিষ্ঠ কর্ম ও কর্মফল), অন্য অধিকরণের ক্রিয়ার (অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি ক্রিয়ার) কারণ হইতে পারে না। নিরপেক্ষভাবে কারণত্ব ঈশ্বরের; কর্মের বিফলতা জীবের; জীবের কর্মবিফলতায় ঈশ্বরের কিছুই যায় আসে না, অর্থাৎ তাঁহার কারণত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। বলা যাইতে পারে, যদি জীবের কর্ম বিফল হয়, তবে সেই কর্মের প্রয়োজন কি? অর্থাৎ কর্মের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। উত্তরে বলা যায়, কর্মের প্রয়োজনাভাব, যাহা কর্মের বিফলতার কারণ,—তাহা কি কর্ম করে যে জীব তাহার, না ঈশ্বরের? প্রথমটি হইতে পারে না, অর্থাৎ জীবের প্রয়োজনাভাব তাহার কর্মের বিফলতার কারণ বলা যাইতে পারে না, কারণ ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা অনুগৃহীত যে কর্ম তাহাই সফল হয়। [অর্থাৎ কর্মের প্রয়োজনসিদ্ধি বা তাহার অভাব কর্মের সাফল্য বা বৈফল্যের হেতু নহে; ঈশ্বরেচ্ছাই কর্মের সফলতা বা বিফলতার কারণ। ঈশ্বরের কারণত্ব কর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু কর্মের ফলদান ঈশ্বর নিরপেক্ষ নহে। ঈশ্বরের কৃপা হইলে কর্ম ফলদায়ী হইবে, না হইলে হইবে না। সুতরাং কর্মের সফলতা বা বিফলতা প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে।] যযাতি প্রভৃতির কর্মের মত, ঈশ্বরের দ্বারা অনুগৃহীত না হইলে কখনও কখনও কর্ম নিষ্ফলও হইতে পারে। আবার, আপত্তি হইবে, যদি কর্ম বিফল হইতে পারে ইহা মনে করা যায়, তবে কর্মে প্রবৃত্তি হইবে কেন? কিন্তু ইহা কোন যুক্তিই নহে। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হইবে জানিয়াও কি কৃষক কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হয় না? আবার পশুগণের যে কর্ম, তাহা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরেচ্ছার অধীন (কারণ প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা পশুদের নাই)। দ্বিতীয় বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নহে, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রয়োজন সাধিত হয় না বলিয়া কর্ম বিফল হইল একথা বলা যায় না, কারণ আপ্তকাম ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না, অতএব কর্মের দ্বারা তাঁহার কোন প্রয়োজন সাধিত হয় বা হয় না,—ইহা বলিতে পারা যায় না।

আবার, ঈশ্বরের কারণত্ব কর্মনিরপেক্ষ হইলে, সকল প্রকার কর্ম একসঙ্গেই উৎপন্ন হইবে এইরূপে আপত্তিও ভিত্তিহীন। অচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের

ক্রিয়াশক্তি সম্পূর্ণভাবে তাঁহার ইচ্ছাধীন, এবং নিত্য অব্যাহত বলিয়া উহার কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার ইচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেইজন্য পাশুপত সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,

'কর্মাদিনিরপেক্ষস্তু স্বেচ্ছাচারী যতোহ্যয়ম্ ।
ততঃ কারণতঃ শাস্ত্রে সর্ব্বকারণ কারণম্' ॥

ঈশ্বর সর্ব্বকর্মনিরপেক্ষ এবং সম্পূর্ণভাবে আপন ইচ্ছায় কর্ম করেন ; সেইজন্য তাঁহাকে শাস্ত্রে সর্ব্বকারণ কারণ বলা হইয়াছে।

এখন, বলা যাইতে পারে যে, অন্য দর্শনেও ঈশ্বরের যথাযথ জ্ঞান হইতে মোক্ষ লাভ হয়, একথা বলা হইয়াছে। সুতরাং এ-বিষয়ে পাশুপতদর্শনের বৈশিষ্ট্য কোথায়? ইহার উত্তরে তিনটি বিকল্প উপস্থাপিত করা যাইতেছে। —(১) ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞান মাত্রই কি মোক্ষের কারণ? না, (২) ঈশ্বর সাক্ষাৎকার মোক্ষের সাধক, না, (৩) যথাযথভাবে তত্ত্বের জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়?

প্রথম বিকল্পে, কোনরূপ শাস্ত্রোপদেশ ছাড়াই প্রাকৃত জনের মত যে কোন ব্যক্তি, 'মহাদেব সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ' এইরূপ জ্ঞান মাত্রের দ্বারাই মোক্ষলাভ করিতে পারে ; সুতরাং ইহাতে শাস্ত্র এবং অভ্যাস বিফল হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় বিকল্পও গ্রহণযোগ্য নহে ; কারণ, অনেক মল বা দোষ সঙ্কয়ের জন্য পশুদের দৃষ্টি দূষিত হওয়াতে, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার সম্ভব নহে।

তৃতীয় বিকল্পে আমাদের মতই গ্রহণ করিতে হইবে। পাশুপতশাস্ত্রভিন্ন, অন্য শাস্ত্র হইতে যথাযথ তত্ত্ব নিশ্চয় হইতে পারে না। সেইজন্য আচার্য্য বলিয়াছেন,

'জ্ঞানমাত্রে বৃথা শাস্ত্রং সাক্ষাদ দৃষ্টিস্তু দুর্লভা।
পঞ্চার্থাদন্যতো নাস্তি যথাবৎ তত্ত্বনিশ্চয়ঃ' ॥

জ্ঞানমাত্রের দ্বারাই যদি মোক্ষলাভ হয়, তবে শাস্ত্র নিষ্ফল। ঈশ্বরসাক্ষাৎকার দুর্লভ। পঞ্চ পদার্থের প্রতিপাদক পাশুপত শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন কিছুর দ্বারা যথাযথ তত্ত্বনিশ্চয় হইতে পারে না।

অতএব যে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ পুরুষার্থ কামনা করেন, তাঁহারা পঞ্চপদার্থ প্রতিপাদনকারী পাশুপত শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, ইহাই সুন্দরভাবে স্থাপিত হইল।

ইতি সায়ণমাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে নকুলীশ পাশুপত দর্শন।

শৈব দর্শন

কর্মনিরপেক্ষভাবে পরমেশ্বরের কারণত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার প্রতি-বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা—এই দুইটি দোষ আরোপিত হয় : সেইজন্য কতিপয় মাহেশ্বর পন্থী শৈব আগম সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে আলোচনা করিয়া পাশুপত মত হইতে ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং কর্মাদিসাপেক্ষভাবেই ঈশ্বরের কারণত্ব স্বীকার করেন। তাঁহারা পতি, পশু ও পাশ-এই তিনটিকে পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন। [প্রাণীগণের মধ্যে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, তাহাদের অবস্থার বৈষম্য রহিয়াছে। এই বৈষম্যের কারণ জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম। যদি বলা যায়, ঈশ্বর প্রাণিকর্মের অপেক্ষা না রাখিয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীনভাবে সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা আরোপিত হয়, কারণ কর্মনিরপেক্ষভাবেই তিনি কোন জীবকে সুখী, কোন জীবকে দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব এই দুইটি দোষ পরিহার করিবার জন্য বলিতে হয়, ঈশ্বর কর্মসাপেক্ষভাবেই জগৎ কারণ। জীবের অবস্থা ভেদের জন্য তাহার পূর্ব্বকৃত কর্মই দায়ী। ঈশ্বর তাহার কর্মানুযায়ী জীবকে ফল প্রদান করেন। ইহাতে তাঁহার ঈশ্বরত্বের হানি হয় না। ভৃত্যগণ যেরূপ সেবা দান করে, তাহাদিগকে তদনুযায়ী ফল প্রদান করিলে রাজার স্বাতন্ত্র্য-হানি হয় না।]

তন্ত্রতত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়াছেন,

'ত্রিপদার্থং চতুষ্পাদং মহাতন্ত্রং জগদ্‌গুরুঃ।
সূত্রেণৈকেন সংক্ষিপ্য প্রাহ বিস্তরতঃ পুনঃ' ॥

ত্রিপদার্থ এবং চতুষ্পাদ মহাতন্ত্র একটি সূত্রে সংগ্রথিত করিয়া জগদ্‌গুরু পুনরায় উহা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন।

ইহার অর্থ—পতি, পশু ও পাশ,—এই তিনটি পদার্থ যে শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা ত্রিপদার্থ। বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও চর্য্যা—এই চারিটি পাদ যে শাস্ত্রে, তাহা চতুষ্পাদ মহাতন্ত্র।

পশু অস্বতন্ত্র বা পরাধীন ; পাশ অচেতন ; সেইজন্য ঐগুলি হইতে ভিন্ন পতির

কথাই প্রথমে বলিয়াছেন। চৈতন্যরূপ ধর্মে পতির সহিত সাধর্ম্য রহিয়াছে বলিয়া পতির পরেই পশুর উল্লেখ করিয়াছেন। পাশগুলির কথা ইহার পরে বলা হইয়াছে।—এইভাবেই ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরম পুরুষার্থ লাভের উপায় দীক্ষা; পশু, পাশ ও ঈশ্বরের তত্ত্ব বা স্বরূপ মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর প্রভৃতির মাহাত্ম্য নিশ্চায়ক জ্ঞান ভিন্ন জানিতে পারা যায় না। আবার, পশু, পাশ ও ঈশ্বরের স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান না জন্মিলে দীক্ষায় উপযোগিতা জন্মে না। সেই জন্য মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর ইত্যাদির মাহাত্ম্যবোধক বিদ্যা পাদ প্রথমেই উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহার পরেই দীক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ ও নিয়ম নির্দ্দেশক ক্রিয়াপাদের আলোচনা করা হইয়াছে। যোগ ভিন্ন অভিমত বস্তুর লাভ হয় না বলিয়া ক্রিয়াপাদের পরেই বিভিন্ন অঙ্গযুক্ত যোগের আলোচনা করা হইয়াছে যোগপাদে। শাস্ত্রবিহিত আচরণ এবং নিষিদ্ধ বর্জন রূপ চর্য্যা ভিন্ন যোগ সম্পাদিত হয় না বলিয়া সকলের শেষে ঐরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশক চর্য্যাপাদ উপদিষ্ট হইয়াছে।

পতিপদের অর্থ শিব। বিদ্যেশ্বরাদি মুক্তাত্মাগণ যদিও শিবত্ব গুণ লাভ করিতে পারেন, তথাপি তাঁহারা পরমেশ্বরের অধীন বলিয়া তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই। [বিদ্যেশ্বরাদি—এক শ্রেণীর মুক্ত আত্মা; ইঁহাদের কথা পরে আলোচিত হইবে। পাশুপত মতে যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহারা শিবত্ব লাভের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যও লাভ করেন। কিন্তু শৈব দর্শনে বিদ্যেশ্বরাদি মুক্ত পুরুষের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয় নাই। অতএব তাঁহারা অপরামুক্তির অধিকারী; পরামুক্তি অর্থে যদি পরমেশ্বরত্ব বুঝায়, তবে তাহা মুক্তাত্মাগণ লাভ করেন না। তাঁহারা পরমেশ্বরের অধীন থাকিয়াই যান।] শরীর, ইন্দ্রিয় ও ভুবনাদি অর্থাৎ বিশ্বের সমুদয় বস্তু অবয়ব সন্নিবেশের দ্বারা রচিত; ইহা হইতে ঐগুলি যে কার্য্য বস্তু তাহা জানিতে পারা যায়। এইগুলির কার্য্যত্ব রূপ হেতু হইতে, এইগুলি যে কোন বুদ্ধিযুক্ত কর্ত্তার দ্বারা রচিত তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। এইরূপ অনু-মানের দ্বারা পরমেশ্বরই যে এইগুলির প্রসিদ্ধ কর্ত্তা তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এখানে আপত্তি হইতে পারে, দেহ যে কার্য্য বস্তু তাহাই তো সিদ্ধ হয় নাই। কেহ কখনও কাহারও দ্বারা দেহ নির্মিত হইতে দেখে নাই। উত্তরে বলা যায়, একথা সত্য; কিন্তু কেহ কোনদিন দেহ নির্মিত হইতে দেখে নাই বলিয়াই যে কর্ত্তার জ্ঞান হয় না, বা কর্ত্তার অস্তিত্ব অসিদ্ধ, একথা যুক্তি সংগত নহে। প্রত্যক্ষের দ্বারা না হইলেও অনুমানের দ্বারাও কর্ত্তার অস্তিত্ব সিদ্ধ

হইতে পারে। অনুমান প্রয়োগ এইভাবে হইতে পারে, দেহাদিকে কার্য্য বলিতে পারা যায়, কারণ এইগুলি অবয়ব সন্নিবেশের দ্বারা গঠিত এবং বিনশ্বর; যথা ঘটাদি বস্তু। এইভাবে দেহাদি কার্য্য বস্তু বলিয়া জানিলে, এগুলি যে কোন বুদ্ধি-যুক্ত পুরুষের রচনা, এইরূপ অনুমান সহজেই করিতে পারা যায়। বিবাদাস্পদ দেহ, ইন্দ্রিয়, ভুবন প্রভৃতি সকর্ত্তৃক, কারণ ঐগুলি কার্য্য; যথা ঘট পট—প্রভৃতি। যেখানে যেখানে এই হেতু বা সাধন (অর্থাৎ কার্য্যত্ব) আছে, সেখানে সেখানে উক্ত সাধ্য অর্থাৎ (সকর্ত্তৃকত্ব) আছে। আবার যেখানে যেখানে উক্ত সাধ্য (সকর্ত্তৃকত্ব) নাই, সেখানে সেখানে উক্ত সাধন (কার্য্যত্ব)ও নাই, যথা আত্মাদি পদার্থ। (কার্য্য মাত্রই যে সকর্ত্তৃক তাহা এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি দ্বারা স্থাপিত হয়। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কার্য্য বস্তু, অতএব তাহাদের সকর্ত্তৃকত্ব সিদ্ধ।) ঈশ্বরানুমানের প্রামাণিকত্ব অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর উহা বিশেষভাবে আলোচিত হইল না।

[জীবের দেহ ইন্দ্রিয়াদির পৃথক কর্ত্তা, এবং তাহার সুখ-দুঃখের পৃথক নিয়ন্তা যদি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে সে নিজেই এগুলির কর্ত্তা এবং নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা। নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা নিজেই হইলে জীব দুঃখবরণ করিবে কেন? জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সুখের অন্বেষণ করা। কিন্তু সুখ-দুঃখ ইত্যাদি যখন নিজের অধীন নহে, তখন বুঝিতে হইবে জীবের ভাগ্যের নিয়ন্তা সে নিজে নহে, অন্য। সেইজন্য স্বীকার করিতে হয় যে, সে ঈশ্বরাধীন, এবং ঈশ্বর তাহার কর্মানুযায়ী তাহার সুখ ও দুঃখের বিধান করেন। ইহাতে ঈশ্বরের বিষমদৃষ্টি বা নিষ্ঠুরতার প্রশ্ন উঠে না। সেই জন্যই বলা হইয়াছে,—]

'অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা'॥

জীব জ্ঞানহীন; তাহার সুখ-দুঃখ বিষয়ে সে স্বাধীন কর্ত্তা নহে। ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই সে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে।

এই নিয়ম অনুযায়ীই প্রাণিকৃত কর্মের অপেক্ষায় পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।

ইহাতে যে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যের হানি হয়, একথা বলা যায় না। কর্ত্তা করণের দ্বারাই তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করেন, ইহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। রাজা কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতির মাধ্যমেই তাঁহার অনুগ্রহ

বিতরণ করেন, ইহাতে রাজার স্বাধীন ইচ্ছা ব্যাহত হয় না। সিদ্ধগুরুগণও বলিয়াছেন,

'স্বতন্ত্রস্যাপ্রযোজ্যত্বং করণাদি প্রযোক্তৃতা।
কর্ত্তুঃ স্বাতন্ত্র্যমেতদ্ধি ন কর্মাদ্যনেপক্ষতা'॥

স্বতন্ত্র বা স্বাধীন পুরুষের অন্য কোন প্রযোজক কর্ত্তা নাই, তিনি নিজেই করণাদিকে প্রয়োগ করেন। ইহাই কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্যের অর্থ; স্বাতন্ত্র্যের অর্থ কর্মের অনপেক্ষতা নহে।

অতএব, জীবের কর্ম ও তজ্জনিত পাপপুণ্যের ফলে জীবের ভোগ কিরূপ হইবে, তাহা, ভোগ্যবস্তু ও ঐগুলির উপাদানাদি বিষয়ে যাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে, সেইরূপ কর্ত্তা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমানাদির দ্বারা সিদ্ধ হয়। ভগবান্ বৃহস্পতিও বলিয়াছেন,

'ইহ ভোগ্যভোগসাধনতদুপাদানাদি যো বিজানাতি।
তমৃতে ভবেন্ন হীদং পুংস্কর্মাশয়বিপাকজ্ঞম্'॥

এই সংসারে (কর্মানুযায়ী) জীবের ভোগ বা সুখ-দুঃখ, ভোগের সাধন ও উপাদানাদি বিষয়ে যিনি বিশেষভাবে জানেন, সেই (সর্ব্বজ্ঞ) ঈশ্বর ভিন্ন পুরুষের কর্মসমূহের পরিণাম আর কেহই জানিতে পারেন না।

অন্যত্রও বলিয়াছেন,

'বিবাদাধ্যাসিতং সর্ব্বং বুদ্ধিমৎকর্তৃপূর্ব্বকম্।
কার্য্যত্বাদ্ আবয়োঃ সিদ্ধং কার্য্যকুম্ভাদিকং যথা'॥

(জগৎ বুদ্ধিমান্ স্রষ্টার সৃষ্টি কি না—ইহাই প্রশ্ন। সুতরাং জগৎ পক্ষ)। জগৎ বুদ্ধিযুক্ত কর্ত্তার সৃষ্টি; কারণ ইহা কার্য্যবস্তু। কুম্ভাদি কার্য্যবস্তু যে কুম্ভকার প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত, এই দৃষ্টান্ত বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই স্বীকৃত।

বস্তু বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি কোন বস্তুর কর্ত্তা হইতে পারে না। ঈশ্বর জগতের সকল বস্তুর কর্ত্তা; অতএব তিনি সর্ব্বজ্ঞ,—ইহা সিদ্ধ হয়। আচার্য্য শ্রীমৃগেন্দ্রও বলিয়াছেন,

'সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্তৃত্বাৎ সাধনাঙ্গফলৈঃ সহ।
যো যজ্জানাতি কুরুতে স তদেবেতি সুস্থিতম্'॥

দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞের সাধন (সমিৎ পুরোডাশ প্রভৃতি), অঙ্গ (প্রযাজ প্রভৃতি) ও ফল (স্বর্গাদি) যিনি জানেন, তিনিই উহা করেন। যিনি যাহা জানেন তিনিই তাহা করেন। যেহেতু, ঈশ্বর সকল কিছুর কর্ত্তা, সেইজন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ। [যুক্তিগুলির সারকথা এইভাবে বলা যাইতে পারে।—কার্য্য-বস্তু মাত্রেই অবয়বসন্নিবেশ দ্বারা গঠিত এবং বিনশ্বর। এরূপ কার্য্যবস্তু কোন বুদ্ধিযুক্ত কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব ছাড়া উৎপন্ন হইতে পারে না। জগতের সকল বস্তুই, জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সহ, অবয়বসন্নিবেশের দ্বারা রচিত এবং বিনশ্বর। সুতরাং এইগুলি কার্য্যবস্তু। কার্য্যবস্তু বলিয়াই, এইগুলি কোন বুদ্ধিযুক্ত পুরুষের রচিত। এইরূপ পুরুষ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না। সুতরাং ঈশ্বর যে জগতের কর্ত্তা ইহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ। যদি জীব নিজের দেহাদির স্রষ্টা হইত, তবে সে তাহার ভাগ্যের কর্ত্তা হইত, অর্থাৎ এমনভাবে নিজের দেহেন্দ্রিয়াদি রচনা করিত যে তাহার দুঃখভোগ করিতে হইত না। কিন্তু এরূপ কখনও দেখা যায় না। সুতরাং জীব যেমন তাহার সুখ-দুঃখের কর্ত্তা নহে, সেইরূপ সে তাহার দেহেন্দ্রিয়াদিরও কর্ত্তা নহে। সুতরাং জীবের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা ও তাহার দেহেন্দ্রিয়াদির ও ভোগ্যবস্তুর স্রষ্টা কর্ত্তারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি জীবের কৃতকর্মের অনুযায়ী পাপপুণ্য ভোগের উপযোগী দেহাদি নির্মাণ করেন ও জীবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। জীব অজ্ঞ; সেইজন্য কিরূপ কর্মের কি ফল হইবে তাহা সে জানে না। ঈশ্বরের নিয়মাধীনে সে স্বর্গ-নরক প্রভৃতি ভোগ করে। জীবের কৃত কর্মানুযায়ী ফলদান করেন বলিয়া বৈষম্য বা নিষ্ঠুরতা ঈশ্বরের প্রতি আরোপিত হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর স্বেচ্ছাচারী নহেন। তিনি কর্মনিরপেক্ষভাবে জগৎকারণ নহেন, কর্মসাপেক্ষভাবেই তিনি কারণ। সৃষ্টিকর্মে কর্মের অপেক্ষা রাখেন বলিয়া যে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য হানি ঘটে, তাহাও নহে! কর্ত্তা তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি করণের দ্বারাই আপন ইচ্ছায় কর্মসম্পাদন করেন, তাহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটে না। রাজা তাঁহার কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমেই অনুগ্রহ বিতরণ করেন, তাহাতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যহানি ঘটে না। করণাদি কর্ত্তার দ্বারা প্রবৃক্ত হইয়া কর্মসাধন করে বলিয়া ঐগুলি পরতন্ত্র। জীব ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুযায়ী সুখ-দুঃখাদি কর্মফল ভোগ করে বলিয়া সেও স্বতন্ত্র নহে। ঈশ্বর অন্য কাহারও দ্বারা প্রযুক্ত না হইয়া নিজের ইচ্ছা অনুসারে জীবের কর্মানুযায়ী তাহাকে ফলদান করেন ও তাহার ভোগ্যবস্তুসমূহ সৃষ্টি করেন বলিয়া তিনি স্বতন্ত্র কর্ত্তা। কর্মাদির

সাপেক্ষত্বে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যহানি ঘটে না। অন্যের দ্বারা প্রযুক্ত হওয়াই স্বাতন্ত্র্যের বাধক, কর্মসাপেক্ষত্ব স্বাতন্ত্র্যের বাধক নহে, কারণ কর্ম ও তদনুযায়ী ফলের বিধান, ঈশ্বরের দ্বারাই সৃষ্ট বিধান। আবার যিনি যাহা নির্মাণ করেন, তিনি তাহার প্রকৃতি, উপাদান, কার্য্যকারিতা,—সবই জানেন। বস্তুস্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি সেই বস্তুর কর্ত্তা হইতে পারে না। ঈশ্বর সমুদয় বস্তুর কর্ত্তা, অতএব তিনি সমুদয় বস্তুর তত্ত্ব অবগত আছেন। সেইজন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞও বটে।]

বেশ, স্বীকার করিয়া নেওয়া গেল, স্বতন্ত্র ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা। কিন্তু তিনি তো অশরীর। (যিনি অশরীর তিনি কিভাবে শরীরীবস্তুর কর্ত্তা হইতে পারেন? কারণ, তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদি করণ নাই।) ঘটাদি বস্তুর উৎপাদনে কুম্ভকার প্রভৃতি শরীরযুক্ত কর্ত্তাই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ঈশ্বরের শরীর আছে একথা স্বীকার করিলে তাঁহাকে আমাদেরই মত ক্লেশাদিযুক্ত, অসর্ব্বজ্ঞ ও পরিমিতশক্তি বলিয়া মানিতে হয়। উত্তরে বলা যায়, এই আপত্তির কোন অবকাশ নাই, কারণ, আত্মা অশরীর, কিন্তু নিজের শরীর চালনায় তাহার কর্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এখন, প্রতিবাদীর বক্তব্য যদি স্বীকারও করা যায়, (অর্থাৎ যদি বলা যায়, যেখানে কর্তৃত্ব দেখা যায়, সেখানে শরীরের সহায়ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব ঈশ্বর যে অশরীর,—একথা অনুমানের দ্বারা পাওয়া যায় না বলিয়া তাঁহার সশরীরত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।) তাহা হইলেও আমাদের বক্তব্য,—পরমেশ্বরের শরীর আছে স্বীকার করিলেও, ক্লেশ প্রভৃতি যে দোষের কথা বলা হইয়াছে, ঐগুলি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। কারণ, অনাদিমুক্তপুরুষ পরমেশ্বরের মল, কর্ম, পাশ প্রভৃতি সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহার প্রাকৃত শরীর থাকিতে পারে না। তাঁহার শাক্ত বা শক্তি নির্ম্মিত শরীর কল্পিত। ঈশান প্রভৃতি পাঁচটি মন্ত্রের দ্বারা কল্পিত তাঁহার শক্তিরূপ শরীর প্রসিদ্ধ। যথা, ঈশান তাঁহার মস্তক, তৎপুরুষ তাঁহার মুখ, অঘোর হৃদয়, বামদেব গুহ্য, সদ্যোজাত তাঁহার পদ,—এইরূপ প্রসিদ্ধি রহিয়াছে; অনুগ্রহ, তিরোভাব, আদান, স্থিতি, উদ্ভব,—যথাক্রমে এই পঞ্চকৃত্যের সাধনের জন্য তাঁহার মন্ত্ররূপ স্বেচ্ছানির্মিত শরীর আমাদের মত নহে।

[তন্ত্রশাস্ত্রে মন্ত্রকে শক্তিরূপ বলিয়াছেন। মন্ত্রের এক একটি অক্ষর বা মাতৃকা শক্তির প্রতীক এবং শক্তি শিবাত্মিকা। ঈশান, বামদেব প্রভৃতি পঞ্চমন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট ঈশ্বরের পঞ্চশরীর মন্ত্রময়, শক্তিরূপ। পাঁচটি মন্ত্রশরীরের দ্বারা অনুগ্রহ

প্রভৃতি পঞ্চকৃত্য সম্পাদিত হয়। অনুগ্রহ—দয়া; তিরোভাব—অন্তর্ধান; আদান সংহার; স্থিতি—পালন; উদ্ভব—সৃষ্টি;—এই পঞ্চকৃত্য।] অন্যত্রও বলা হইয়াছে,—

'তদ্বপুঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ পঞ্চকৃত্যোপযোগিভিঃ।
ঈশতৎপুরুষাঘোরবামাদ্যৈর্মস্তকাদিবৎ'॥

ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, প্রভৃতির দ্বারা মস্তকাদিযুক্ত পঞ্চমন্ত্রের দ্বারা রচিত পঞ্চকৃত্য সাধনের উপযোগী তাঁহার শরীর।

কেহ বলিতে পারেন, আগমে পাঁচটি মুখ, পঞ্চদশ চক্ষু—ইত্যাদি বর্ণনার দ্বারা পরমেশ্বরের (আমাদের মত) মুখ্যত শরীরেন্দ্রিয় সংযোগের কথাই বলা হইয়াছে। উত্তরে বলা যায়, নিরাকারের ধ্যান বা পূজা সম্ভব নহে বলিয়া ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ঈশ্বর ঐরূপ আকার গ্রহণ করিতে পারেন,—ইহাতে কোন বিরোধ বা অসংগতি নাই।

শ্রীমৎ পৌস্করেও বলিয়াছেন,

'সাধকস্য তু রক্ষার্থং তস্য রূপমিদং স্মৃতম্'।

সাধকের রক্ষার জন্যই তাঁহার এরূপ কল্পনা প্রসিদ্ধ।

অন্যত্রও বলিয়াছেন,

'আকারবাংস্ত্বং নিয়মাদুপাস্যঃ।
ন বস্ত্বনাকারমুপৈতি বুদ্ধিঃ'।

আকারবান্ রূপেই তুমি যথানিয়মে উপাসনার যোগ্য হও; কারণ, বুদ্ধি আকারহীন বস্তুকে ধরিতে পারে না।

ভোজরাজ কৃত্যপঞ্চক এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,

'পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং সৃষ্টিস্থিতিসংহারতিরোভাবঃ।
তদ্বদনুগ্রহকরণং প্রোক্তং সততোদিতস্যাস্য'॥

পরমেশ্বরের কর্ম পাঁচ প্রকার, যথা, সৃষ্টি. স্থিতি, সংহার, তিরোভাব, অনুগ্রহ;—এইগুলি তাঁহার মধ্যে নিত্য জাগ্রত।

শুদ্ধঅধ্বায় অর্থাৎ মায়ার অতীত রাজ্যে সাক্ষাৎ শিব এই পঞ্চকৃত্যের প্রযোজক; কৃচ্ছ্র বা কৃষ্ণ বা অহিত অধ্বায় অর্থাৎ মায়ার রাজ্যে অনন্তপ্রভৃতি বিঘ্নেশ্বর কর্তৃক এই পঞ্চকৃত্য প্রযুক্ত। শ্রীমৎকরণে বলিয়াছেন,

'শুদ্ধেঽধ্বনি শিবঃ কর্তা প্রোক্তোঽনন্তোঽহিতে প্রভোঃ'।

(পতিশব্দে শিব বুঝায়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু শিবশব্দের অর্থ ব্যাপক। শিব শব্দের দ্বারা যাঁহারা শিবত্বযুক্ত, তাহাদের সকলকেই বুঝায় ; (অর্থাৎ শিবত্বধর্ম যুক্ত) শিব শব্দের দ্বারা শিবত্বের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত যাহা কিছু বুঝায়, অর্থাৎ মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর, বিদ্যেশ্বর ও মুক্তাত্মাগণ;—এইগুলি, এবং তাহাদের বাচক সমস্ত কিছু, শিবত্ব সাধক দীক্ষা প্রভৃতি উপায়ের সহিত পতিপদার্থের বিবেচনায় সংগৃহীত হইয়াছে। —এইরূপে পতিপদার্থ নিরূপিত হইল।

এখন পশুপদার্থ নিরূপণ করা যাইতেছে। অনণু অর্থাৎ বিভুপদার্থ, ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের বাচ্য যে জীবাত্মা তাহাই পশু শব্দের অর্থ। (ক্ষেত্র শরীরাদি ভোগায়তন; যিনি এই শরীরকে নিজের ভোগায়তন বলিয়া জানেন, সেই জীবাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ)। চার্ব্বাকমতে দেহই জীবাত্মা, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যে আমি উপলব্ধি করিয়াছি, সেই আমি স্মরণ করিতেছি, এইরূপ স্মৃতি দেহের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহার কর্ত্তা দেহস্থ জীবাত্মা। দেহের বাল্য, তারুণ্য প্রভৃতি অবস্থা ভেদ আছে। সুতরাং দেহকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করিলে, যে আত্মা বাল্যে উপলব্ধির কর্ত্তা,* সে তারুণ্যে স্মরণের কর্ত্তা হইতে পারে না; আত্মার এইরূপ অবস্থাভেদ হয় না। সুতরাং আত্মা দেহরূপ নহে। নৈয়ায়িকদের মত আত্মা অন্য জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয় বলা যায় না, কারণ ইহাতে অনবস্থা দোষ হইবে। [আত্মা যদি অন্য জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয় হন, তবে তাঁহার জ্ঞাতা তাহা হইতে ভিন্ন হইবে। সেই জ্ঞাতা আবার অন্য জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয়, তিনি আবার অন্য জ্ঞাতার জ্ঞেয়,—এইভাবে অনবস্থা চলিতে থাকিবে। (প্রবৃত্ত্যাদি অনু- মেয়োঽয়ং রথগত্যেব সারথি :—ভাষা পরিচ্ছেদ)। সেইজন্য বলা হইয়াছে,—

'আত্মা যদি ভবেন্মেয়স্তস্য মাতা ভবেৎপরঃ।
পরআত্মা তদানীং স্যাৎ স পরো যদি দৃশ্যতে'॥

আত্মা যদি মেয় বা জ্ঞেয় হয়, তবে তাহার মাতা বা জ্ঞাতা অন্য হইবে। একই দেহে আর একটি আত্মা জ্ঞাতারূপে স্বীকারকরা যায়, যদি ঐরূপ একটি আত্মা অনুভবের বিষয় হয়। (কিন্তু তাহা হয় না।) [যদি জ্ঞাতার জ্ঞাতা স্বীকার করিতে হয়, তবে অনবস্থা হয় ; আর যদি একই দেহে এইরূপ একটি জ্ঞেয় ও আর একটি জ্ঞাতা আত্মা মানিতে হয়, তবে উহা অনুভবের দ্বারা সমর্থিত হয় না।]

জৈনদের মত আত্মাকে অব্যাপক (দেহ পরিমাণ) বলা যায় না ; বৌদ্ধদের মত ইহাকে ক্ষণিক বলা যায় না। কারণ আত্মা দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত বা অবচ্ছিন্ন নহে। [জৈনমতে আত্মা দেহ পরিমাণ অর্থাৎ দেহের যে দেশপরিমাণ,

তাহার দ্বারা অবচ্ছিন্ন। আবার বৌদ্ধমতে আত্মা ক্ষণিক অর্থাৎ কালের পরিমাণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা সীমিত। কিন্তু আত্মাকে বিভু অর্থাৎ ব্যাপক ও নিত্য বলিয়া মানিলে জৈন বা বৌদ্ধমত গ্রহণ করা যায় না। যাহা দেশ ও কালের দ্বারা সীমিত, তাহা অনিত্য, যথা ঘটাদি। কিন্তু আত্মা অজড় নিত্য পদার্থ।] সেই জন্য বলা হইয়াছে,

'অনবচ্ছিন্ন সদ্ভাবং বস্তু যদ্দেশকালতঃ।
তন্নিত্যং বিভু চেচ্ছন্তীত্যাত্মনো বিভুনিত্যতা' ॥

যে বস্তু দেশ ও কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন এবং সৎস্বরূপ, তাহা নিত্য এবং বিভু। আত্মার বিভুত্ব ও নিত্যত্ব এইভাবে ঈপ্সিত।

অদ্বৈতবাদীদের মত আত্মা এক—একথাও বলা যায় না। কারণ, ভোগ বা সুখ-দুঃখ প্রতিব্যক্তিতে ভিন্ন। একজনের সুখ বা দুঃখরূপ ভোগ অন্য ব্যক্তির সুখ বা দুঃখভোগ হইতে ভিন্ন। একের কর্ম ও অপরের ভোগের কারণ হয় না। সেইজন্য সকলের আত্মা এক হইতে পারে না। সাংখ্য দার্শনিকগণ আত্মাকে অকর্ত্তা (নিষ্ক্রিয়) বলেন, কিন্তু তাহাও সিদ্ধ নহে। পাশসমূহ হইতে মুক্ত হইলে আত্মা নিরতিশয় দৃক্‌শক্তি (জ্ঞানশক্তি) ও ক্রিয়াশক্তি লাভ করেন; দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি চৈতন্যেরই স্বরূপ। ইহা লাভ করিয়া জীব শিবত্ব লাভ করে,—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। পাশমুক্ত হইলে জীব যে শিবস্বরূপ হয়, তাহা শ্রীমৎ মৃগেন্দ্রের উক্তিতে সমর্থিত। আরও বলা হইয়াছে,—

'চৈতন্যং দৃক্-ক্রিয়ারূপং তদস্ত্যাত্মনি সর্ব্বদা।
সর্ব্বতশ্চ যতো মুক্তৌ শ্রূয়তে সর্ব্বতোমুখম্' ॥

চৈতন্য দৃকশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ; উহা আত্মাতে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে বর্ত্তমান থাকে; মুক্তিতে উহা সর্ব্বতোমুখ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক রহিত অবস্থায় থাকে বলিয়া জানিতে পারা যায়। [মুক্ত অবস্থাই আত্মার স্বরূপাবস্থা। এই অবস্থায় আত্মার দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সর্ব্বভাবে বাধারহিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং চৈতন্যের এই দুইটি অবস্থা আত্মায় নিত্য বর্ত্তমান থাকে বলিয়া বুঝিতে হইবে। বদ্ধাবস্থায় উহার প্রকাশ পাশজালের দ্বারা রুদ্ধ থাকে মাত্র।] তত্ত্ব প্রকাশেও বলিয়াছেন,

'মুক্তাত্মানোঽপি শিবাঃ কিং ত্বেতে যৎপ্রসাদতঃ মুক্তাঃ।
সোঽনাদিমুক্ত একো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমন্ত্রতনুঃ' ॥

মুক্তাত্মাগণ ও শিবস্বরূপ ; কিন্তু ইহারা যাঁহার প্রসাদে মুক্তি লাভ করেন, সেই অনাদিমুক্ত পঞ্চমন্ত্রশরীরযুক্ত পরমেশ্বর বা পরম শিব এক।

পশু তিনপ্রকার, যথা, বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল ও সকল। [কলা মায়ার আদি পরিণাম। কলা হইতে আরম্ভ করিয়া শরীর পর্যান্ত মায়া পরিণাম। জীব কর্মভোগের ও তাহার দ্বারা কর্মক্ষয়ের জন্য কলা হইতে আরম্ভ করিয়া শরীর পর্য্যন্ত যাহা ভোগসাধন, তাহার সহিত যুক্ত হয়। কলাদি হইতে যিনি বিযুক্ত, তিনি অকল. বিজ্ঞানের দ্বারা অকল বিজ্ঞানাকল; প্রলয়ের দ্বারা অকল প্রলয়াকল ও কলাদির সহিত যুক্ত সকল। বিজ্ঞানাকল ও প্রলয়াকল মায়া পরিণাম যুক্ত নহেন বলিয়া মুক্ত। কিন্তু একান্তভাবে মায়ার উর্ধ্বে কেবলমাত্র পরম শিব,—তিনি অনাদি মুক্ত। বিদ্যেশ্বরাদি অপরমুক্ত, মায়ার উর্ধ্বে নহেন।]

পরমেশ্বরতত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বারা, বা যোগের (জপ ধ্যান প্রভৃতির) দ্বারা, কর্মসন্ন্যাসের দ্বারা বা কর্মভোগের দ্বারা যাঁহাদের কর্মক্ষয় হইয়াছে এবং কর্মক্ষয়ের জন্য কলা হইতে শরীর পর্য্যন্ত যে ভোগ সাধন, তাহা হইতে যাঁহারা মুক্ত হইয়া, কেবলমাত্র মলযুক্ত রহিয়াছেন (মল পাশচতুষ্টয়ের একটি), তাঁহারা বিজ্ঞানাকল। প্রলয়ে কলাদির উপসংহার বা বিনাশ হইলে যাঁহারা কলাদি হইতে বিযুক্ত হন্, কিন্তু মল ও কর্মযুক্ত থাকেন (আত্মায় বীজরূপে কর্মাদি থাকে), তাঁহারা প্রলয়াকল। যাহারা মল, মায়া ও কর্ম এই ত্রিবিধ পাশ বা বন্ধনযুক্ত এবং কলাদির সহিত বর্ত্তমান, তাহারা সকল। ইহারা সাধারণ বদ্ধজীব। [মল, কর্ম ও মায়া—আত্মার পাশ ; এগুলির কথা পরে বলা হইতেছে। মতান্তরে মল ও মায়া প্রলয়াকলে থাকে। মল পরমশিবাবস্থা হইতে পার্থক্যের কারণ অপূর্ণতা; কর্ম বাসনার রূপ ; মায়া কার্য্যের ফল জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভ্রমণ।]

বিজ্ঞানাকল আবার দুইপ্রকার, যথা, সমাপ্তকলুষ এবং অসমাপ্তকলুষ। যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর, তাঁহাদের কলুষ বা মল পরিপক বা জীর্ণ হইয়াছে, ফলে স্বরূপ আবরণকারী রোধশক্তির উপসংহার হইয়াছে ; (কর্মের অভাবে পূর্ব্বের সঞ্চিত মলের শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে) ; এইরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠগণকে তাহাদের অধিকারযোগ্য অনন্তাদি অষ্ট বিদ্যেশ্বরের পদ পরমশিব দান করেন। বহু দৈবত্যে অষ্টবিদ্যেশ্বরের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।—

'অনন্তশ্চৈব, সূক্ষ্মশ্চ তথৈব চ শিবোত্তমঃ।
একনেত্রস্তথৈবৈকরুদ্রশ্চাপি ত্রিমূর্ত্তিকঃ' ॥

ষ্ঠশ্চ শিখণ্ডীচ প্রোক্তা বিদ্যেশ্বরা ইমে।' [অনন্ত, সূক্ষ্ম, শিবোত্তম, একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিমূর্ত্তিক; শ্রীকণ্ঠ, শিখণ্ডী-ইঁহারা বিদ্যেশ্বর।

অসমাপ্তকলুষ বিজ্ঞানাকল সাতকোটি সংখ্যক; ইঁহাদিগকে পরমশিব মন্ত্র পদ দান করেন; ইহারা অন্যজীবের অনুগ্রহকারী হন্। তত্ত্ব প্রকাশে বলা হইয়াছে,

'পশবস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা বিজ্ঞান প্রলয় কেবলৌ সকলঃ।
মলযুক্তস্তত্রাদ্যো মলকর্মযুতো দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ॥
মলমায়া কর্ম্মযুতঃ সকলস্তেষু দ্বিধা ভবেদাদ্যঃ।
আদ্যঃ সমাপ্ত কলুষঃ অসমাপ্ত কলুষঃ দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ॥
আদ্যানমুগৃহ্য শিবো বিদ্যেশত্বে নিয়োজয়ত্যষ্টৌ।
মন্ত্রাংশ্চ করোত্যপরাংস্তে চোক্তাঃ কোটয়ঃ সপ্ত'॥

পশু তিন প্রকার, বিজ্ঞানকেবল, প্রলয়কেবল ও সকল। বিজ্ঞানকেবলগণ কেবল মলমাত্রযুক্ত; প্রলয়কেবল মলও কর্মযুক্ত ও সকল মল, মায়া ও কর্ম্মযুক্ত। বিজ্ঞানাকল দুই প্রকার সমাপ্তকলুষ ও অসমাপ্তকলুষ। সমাপ্তকলুষগণকে অনুগ্রহ করিয়া শিব অষ্ট বিদ্যেশ্বরত্ব প্রদান করেন, এবং অন্যদেরে মন্ত্র পদ দান করেন। শেষোক্তগণ সংখ্যায় সাতকোটি।

সোমশম্ভুও বলিয়াছেন,

'বিজ্ঞানাকলনামৈকো দ্বিতীয়ঃ প্রলয়াকলঃ।
তৃতীয়ঃ সকলঃ শাস্ত্রেঽনুগ্রাহ্যস্ত্রিবিধো মতঃ॥
তত্রাদ্যো মলমাত্রেণ যুক্তোঽন্যো মল কর্মভিঃ।
কলাদি ভূমিপর্য্যন্ততত্ত্বৈস্তু সকলো যুতঃ॥'

প্রথম বিজ্ঞানাকল, দ্বিতীয় প্রলয়াকল, তৃতীয় সকল—ইহারা শিবের অনুগ্রহের পাত্র। বিজ্ঞানাকল কেবলমাত্র মল-যুক্ত, প্রলয়াকল মলও কর্মের দ্বারা যুক্ত, এবং সকল পশু কলা হইতে ভূমি পর্য্যন্ত মায়া পরিণামের সহিত যুক্ত।

[কলাদি ভূমি পর্যন্ত—মুল কারণ মায়া প্রলয়ে ও বিনষ্ট হয় না। কলা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল মায়া পরিণাম প্রলয়ে বিনষ্ট হয়। এই মায়া সাংখ্যের প্রকৃতি নহে। কলাদি সপ্তক–প্রথম পরিণাম কলা—উহা মায়া অপেক্ষা স্থূল। দ্বিতীয় পরিণাম কাল। সকল বস্তু কালের অধীন। তাহার পর নিয়তি। কাল এক, কিন্তু কালাধীন নিয়তি প্রত্যেক জীবের জন্য ভিন্ন; উহা কালের নিয়ম অনুযায়ী জীবের কর্মানুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ করায়। তৎপর বিদ্যা,– যাহাকে জীবগুণ চিত্ত

ও বলা হয় ; বিদ্যা হইতে রাগ বা বিষয়াসক্তি। তাহার পর প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে গুণ—এই কলা সপ্তক ; অন্তঃকরণ ত্রিবিধ, অহংকার, মন ও বুদ্ধি ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ; পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ স্থূলভূত—এই ত্রিশটি তত্ত্বযুক্ত পশু সকল।]

প্রলয়াকল পশু দুইপ্রকার, যথা—পক্ক পাশদ্বয় এবং তাহা হইতে ভিন্ন। প্রথম শ্রেণীর জীব মোক্ষলাভ করে ; দ্বিতীয় শ্রেণী পুর্য্যষ্টক বা শরীর যুক্ত হইয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভ্রমণ করে।

[পাশদ্বয় যতক্ষণ ক্রিয়াশীল, ততক্ষণ ভোগ। পাশ পক্ক বা জীর্ণ হইলে উহা নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, তখন আর কর্ম বা ফলভোগ হয় না। এই অবস্থায় জীব মোক্ষ লাভ করে। ত্রিংশৎ তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন দেহকে পুর্যষ্টক বলা হইয়াছে।]

তত্ত্ব প্রকাশে বলা হইয়াছে,—

'প্রলয়াকলেষু যেষামপক্ক মল কর্মণী ব্রজন্ত্যেতে।
পুর্যষ্টকদেহযুতা যোনিষু নিখিলাসু কর্মবশাৎ'॥

(প্রলয়াকল অবস্থায় কলাদি ধ্বংস হইয়া গেলেও জীব মোক্ষ লাভ করে না, কারণ বীজরূপে কর্মাদি থাকে। মল ও কর্ম পক্ক না হওয়া পর্য্যন্ত মোক্ষের সম্ভাবনা নাই।)

প্রলয়াকল পশুদের মধ্যে, যাহাদের মল ও কর্ম ইতিপূর্ব্বে পক্ক হয় নাই, তাহারা পুর্য্যষ্টকদেহের সহিত যুক্ত থাকিয়া কর্মবশে জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভ্রমণ করে।

পুর্য্যষ্টকের বর্ণনা এইভাবে করা হইয়াছে।

স্যাৎপুর্য্যষ্টকমন্তঃকরণং ধীকর্ম করণানি ইতি। (কলাদি সপ্তকযুক্ত) অন্তঃ-করণত্রয়, ধীকর্ম অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় (পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত), জ্ঞানের করণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) ;—এই ত্রিশতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন শরীর পুর্য্যষ্টক।

অঘোর শিবাচার্য্য বলিয়াছেন, প্রতিজীবে পৃথকভাবে ও সুনির্দিষ্ট বিধানে সংশ্লিষ্ট, সৃষ্টিকাল হইতে কল্পান্তে বা মোক্ষলাভান্তে ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত পৃথিবী (স্থূলভূত) হইতে কলা পর্য্যন্ত—এই ত্রিশটি তত্ত্বের দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দেহকে পুর্য্যষ্টক বলা হয়। [এখানে পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত বা পরিণতরূপে ব্যক্ত (যেমন একটি বিশিষ্ট দেহে) না থাকিতেও পারে বলিয়া সূক্ষ্ম দেহ বলা হইয়াছে ; এই

সূক্ষ্ম দেহ অভৌতিক দেহ নহে। মৃত্যুর পরে পঞ্চভূতের মিশ্রিত পরিণাম এই দেহ বিনষ্ট হইলেও পঞ্চভূত সূক্ষ্মরূপে জীবের সহিত নির্দ্দিষ্টভাবে সংযুক্ত থাকে। সুতরা এই সূক্ষ্ম দেহ ও বেদান্তের সূক্ষ্ম দেহ একরূপ নহে।]

তত্ত্ব সংগ্রহে বলিয়াছেন,

'বসুধাদ্যস্তত্ত্বগণঃ প্রতিপুংনিয়তঃ কলান্তোঽয়ম্।
পর্য্যটতি কর্মবশাদ্ভুবনজদেহেষ্বয়ং চ সর্ব্বেষু'॥

বসুধা হইতে কলা পর্য্যন্ত তত্ত্ব প্রতি জীবে নির্দ্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তাহাদের সকল ভুবনজ বা পার্থিব দেহের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করে।
[পুর্য্যষ্টক যে পরিণামভূত ভৌতিক দেহ নহে, উহার সহিত নিত্যযুক্ত সূক্ষ্ম দ্রব্য, তাহা এইরূপ উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে।]

অতএব তত্ত্ব প্রকাশের উক্তি, "স্যাৎপুর্য্যষ্টকমন্তঃকরণং ধীকর্মকরণানি চ" ইহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ পাওয়া যাইতেছে ;—অন্তঃকরণ শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র মন, বুদ্ধি ও অন্তঃকরণকে লক্ষ্য করা হয় নাই, ইহা দ্বারা কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা, রাগ, প্রকৃতি ও গুণ—এই সাতটি তত্ত্বকেও,—অর্থাৎ যাহা যাহা পুরুষের ভোগক্রিয়ায় অন্তরঙ্গ সাধন, তাহাদের সবগুলিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'ধীকর্ম' শব্দের দ্বারা ধী অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ম, অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ, যথা পঞ্চতন্মাত্র ও তাহার কার্য্য পঞ্চভূতকে বুঝাইতেছে। করণ শব্দের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়,—এই দশটিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(পুর্য্যষ্টক শব্দে 'অষ্টক' কথার অর্থ বিশ্লেষণ –)
(উপরের ত্রিশটি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং এইগুলি দ্বারা পুর্য্যষ্টক গঠিত বলা হইয়াছে।) কিন্তু শ্রীমৎ কালোত্তরে বলা হইয়াছে,

'শব্দস্পর্শস্তথা রূপং রসোগন্ধশ্চ পঞ্চকম্।
বুদ্ধির্মনস্ত্বহংকারঃ পুর্য্যষ্টকমুদাহৃতম্'॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি, এবং বুদ্ধি, মন এবং অহংকার,—এই-গুলিকে পুর্য্যষ্টক বলা হয়। এখানে পুর্য্যষ্টকের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। ইহার উত্তরে বলা যায়, এখানে কোন বিরোধ প্রকৃতপক্ষে নাই। পূজ্যপাদ রামকাণ্ড এই সূত্রকে ত্রিংশৎতত্ত্ববোধক বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ আটটি-তত্ত্বের মধ্যেই বাকী সবগুলিকে ধারণা লওয়া হইয়াছে। তবুও

প্রশ্ন থাকিয়া যায়, পুর্য্যষ্টক শব্দের 'অষ্টক'—এইভাবে সংখ্যানির্দ্দেশের তাৎপর্য্য কি? (অর্থাৎ ত্রিশটি তত্ত্বকে কি নিয়মে আটটির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে,—ইহাই প্রশ্ন।) ইহার উত্তর।—(অবান্তর ভেদগুলিকে আটটি বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে)। (১) পঞ্চভূত, (২) পঞ্চতন্মাত্র; (৩) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; (৪) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; (৫) মন, বুদ্ধি ও অন্তঃকরণ; (৬) ইহাদের কারণ তিনটি গুণ; (৭) তাহাদের কারণ প্রকৃতি; (৮) কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা ও রাগ—এই পাঁচটি তত্ত্ব,—এই আটটি বর্গকে পুর্য্যষ্টক বলা হইয়াছে, সুতরাং কোন বিরোধ নাই। অনন্তরূপী মহেশ্বর বা বিদ্যেশ্বর, এই পুর্য্যষ্টকযুক্ত বিশিষ্ট পুণ্য সম্পন্ন কোন কোন জীবকে অনুগ্রহ করিয়া এই সংসারে ভুবনপতিত্ব প্রদান করেন। সেইজন্য বলা হইয়াছে,

'কাংশ্চিদনুগৃহ্যবিতরতি ভুবনপতিত্বংমহেশ্বরস্তেষাম্'

(এখানে মহেশ্বর কথার অর্থ বিদ্যেশ্বর)।

সকল পুরুষ দুই প্রকার, যথা, পক্বকলুষ ও অপক্ব কলুষ। পক্বকলুষগণের কলুষ পরিপাকের প্রণালী অনুসারে যথাযথ শক্তিপাতের দ্বারা মহেশ্বর তাহাদিগকে মণ্ডলী প্রভৃতি একশত আঠারো মন্ত্রেশ্বর পদ দান করেন। সেইজন্য বলা হইয়াছে,

'শেষাভবন্তি সকলাঃ কলাদিযোগাদহর্মুখে কালে।
শতমষ্টাদশ তেষাং কুরুতে স্বয়মেব মন্ত্রেশান্॥
তত্রাষ্টৌ মণ্ডলিনঃ ক্রোধাদ্যাঃ তৎ সমাশ্চ বীরেশঃ।
শ্রীকণ্ঠঃ শতরুদ্রাঃ শতমিত্যষ্টদশাভ্যধিকম্'॥

(বিজ্ঞানাকল ও প্রলয়াকল ভিন্ন) অন্যদের কলাদির সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া তাহারা সকল। ইহাদের মধ্য হইতে সৃষ্টির প্রারম্ভকালে অধিকারিগণকে এক শত আঠারো মন্ত্রেশ্বর পদ দেওয়া হয়। মণ্ডলী আট, ক্রোধাদি তত্ত্ব আট, বীরেশ, শ্রীকণ্ঠ ও একশত রুদ্র—এই একশত আঠারো মন্ত্রেশ্বর। [সাতকোটি সংখ্যক মন্ত্রের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইহাদের মধ্য হইতেই অধিকারিগণকে একশত আঠারো মন্ত্রেশ্বর পদ দেওয়া হয়।] কলুষের পরিপাক বা পক্বতা যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিলে পরমেশ্বর আপনশক্তিকে সংকুচিত করিয়া আচার্য্যমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং দীক্ষা দ্বারা মোক্ষলাভের সহায়তা করেন। [মলাদি পাশ পক্ব বা জীর্ণ হইলে উহাদের দৃক্ক্রিয়া আচ্ছাদনকারী রোধশক্তি বা আবরকশক্তির হ্রাস হয়। তখন এরূপ জীব মোক্ষলাভের অধিকারী হন্। পরমেশ্বর তখন

আচার্য্যমুর্ত্তি ধারণ করিয়া ইহাদের দীক্ষা প্রদান করেন ও মোক্ষলাভের পথে লইয়া যান।]

সেইজন্যও বলা হইয়াছে,

'পরিপক্কমলানেতান্ উৎসাদন হেতুশক্তি পাতেন।
যোজয়তি পরে তত্ত্বে স দীক্ষয়াচার্য্য মুর্ত্তিস্থঃ' ॥

ইহাদের মল সম্পূর্ণ পরিপক্ক বা জীর্ণ হইলে মলগত রোধশক্তির বিনাশক শক্তি-পাতের দ্বারা আচার্য্যমুর্ত্তি পরমেশ্বর তাহাদিগকে পরমতত্ত্বের সহিত যুক্ত করেন। শ্রীমৎ মৃগেন্দ্রও বলিয়াছেন,

পূর্ব্বং ব্যত্যাসিতস্যাণোঃ পাশজালম্ অপোহতি।

পুর্ব্বের অনাদি জীব সংস্কার হইতে মুক্তি ঘটিলে পরমেশ্বর জীবের পাশজাল দূর করেন।

নারায়ণকণ্ঠ এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতেই সব জানিতে পারা যাইবে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এ-বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া গেল না।

যে পশুগণ অপক্ককলুষ, অর্থাৎ যাহাদের মলাদি পরিপক্ক বা জীর্ণ হয় নাই, তাহারা বদ্ধ ; পরমেশ্বর তাহাদের কর্মানুযায়ী তাহাদের ভোগের বিধান করেন। ইহাও বলা হইয়াছে,

বদ্ধান্ শেষানপরান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে ভোগভুক্তয়ে পুংসঃ।
তৎকর্ম্মণামনুগমাৎ ইত্যেবং কীর্ত্তিতাঃ পশবঃ।

অবশিষ্ট পশুগণ, যাহারা বদ্ধজীব, তাহাদের কর্মানুযায়ী ভোগের জন্য পরমেশ্বর তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন।।—এইভাবে পশুগণের কথা বলা হইল।

এখন পাশ পদার্থের কথা বলা যাইতেছে। পাশ চারিপ্রকার, যথা, মল, কর্ম, মায়া এবং রোধশক্তি, এখানে আপত্তি হইতে পারে, শৈব আগমে পতি, পশু ও পাশ, যথাক্রমে এই তিন পদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে ; পতি শিব, জীব পশু এবং পঞ্চপদার্থ পাশ বলা হইয়াছে। এখানে পাশ পাঁচ প্রকার বলা হইয়াছে ; সুতরাং পাশ চারি প্রকার বলিলে আগমের সহিত বিরোধ হয়।

ইহার উত্তরে বলা যায়, (আগমে বিন্দুকে একটি পাশ বলা হইয়াছে, কিন্তু,) বিন্দু মায়াত্মক বা মায়াতত্ত্বরূপ ও উহা শিবতত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত। যাঁহারা পরামুক্তি লাভ করিয়া শিবস্বরূপ হইয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই মায়াতত্ত্ব বা

বিন্দুর ঊর্ধ্বে ; কিন্তু বিজ্ঞেশ্বরাদিমুক্ত জীব অপরামুক্তি লাভ করেন, এবং ইঁহাদের মায়ার সহিত সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং পরামুক্তির অপেক্ষায় বিন্দু পাশ বলিয়া গণ্য হইলেও, অপরামুক্তির অপেক্ষায় উহা পাশ নহে, কারণ উহা অপরামুক্তির প্রতিবন্ধক নহে। অতএব এখানে কোন বিরোধ নাই। সেইজন্য তত্ত্বপ্রকাশেও পাশ চারিপ্রকার বলা হইয়াছে। শ্রীমৎ মৃগেন্দ্র বলিয়াছেন,

'প্রাবৃতীশো বলং কর্ম মায়াকার্য্যং চতুর্ব্বিধম্।
পাশজালং সমাসেন ধর্মা নাম্নৈব কীর্ত্তিতাঃ ॥'

আবরণ কারী (মল), বলবান্ রোধশক্তি, কর্ম ও মায়াকার্য্য—এই চারিপ্রকার পাশ; ইহাদের নাম বা অভিধা হইতেই সংক্ষেপে ইহাদের ধর্ম জানিতে পারা যায়।

উক্তির অর্থ—প্রাবৃণোতি অর্থাৎ প্রকৃষ্টভাবে আচ্ছাদন করে ; যাহা আত্মার স্বাভাবিক দৃক্শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছাদন করে, তাহাই অশুচি মল। ঈশ—যাহা স্বতন্ত্রভাবে আপনার স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা শাসন করে, অর্থাৎ আপন কার্য্য সাধন করে। (প্রাবৃতি এবং ঈশ কথার দ্বারা মলকেই বুঝানো হইয়াছে।) বলা হইয়াছে,

'একোহি অনেকশক্তির্দৃক্ ক্রিয়য়োশ্ছাদকো মলঃ পুংসঃ।
তুষতণ্ডুলবদ্ জ্ঞেয়স্তাম্রাশ্রিতকালিকাবদ্ বা' ॥

এক হইলেও আচ্ছাদনশক্তি, নিয়মনশক্তি ইত্যাদিরূপ অনেকশক্তিযুক্ত মল পুরুষের দৃক্শক্তি ও ক্রিয়াশক্তির আচ্ছাদক। তুষ যেমন তণ্ডুলকে আচ্ছাদিত করে, অথবা তাম্রাশ্রিত কালিকা যেমন তাম্রকে আবৃত করে, সেইরূপ মল জীবের স্বরূপকে আবৃত করে।

বল রোধশক্তি। শিবশক্তি বস্তুতে পাশরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া পুরুষের স্বরূপকে আবৃত করে বলিয়া ইহাকে ঔপচারিক বা গৌণভাবে পাশ বলা হইয়াছে। [প্রত্যেক বস্তুর স্বভাবগত যে শক্তি, তাহাই শিবশক্তি ; যথা, অগ্নির দাহিকাশক্তি, জলের শৈত্যশক্তি ইত্যাদি। এই শক্তি বস্তুর স্বরূপ অনুযায়ী দোষ বা গুণের কারক হয়। সুতরাং ইহা স্বতন্ত্র নহে, বস্তুতন্ত্র। সেইজন্য এই শক্তিকে গৌণভাবে পাশ বলা হইয়াছে। সেইজন্য বলা হইয়াছে,

'তাসামহং বরাশক্তিঃ সর্ব্বানুগ্রাহিকা শিবা।
ধর্মানুবর্ত্তনাদেব পাশ ইত্যুপচর্য্যতে ॥'

আমি সকল শক্তির শ্রেষ্ঠা বরণীয়া শক্তি, সকলের অনুগ্রহকারিণী শিব বা কল্যাণ-স্বরূপা। সকল বস্তুর ধর্ম অনুসারে আমি ঐগুলিকে প্রবর্ত্তিত করি বলিয়া আমার পাশ আখ্যা ঔপচারিকী।

[মল স্বতন্ত্র, কিন্তু মলগত শক্তি মলের ধর্ম অনুসারে দৃক্‌ক্রিয়াশক্তির আচ্ছাদক হয় বলিয়া বল বা রোধশক্তি গৌণভাবে পাশ বলিয়া কথিত হয়]।

ফললাভে ইচ্ছুক ফলকামনায় যাহা করে, তাহাই কর্ম ; কর্ম ধর্মাধর্মাত্মক, অর্থাৎ কর্মের ফলে ধর্ম ও অধর্ম বা পুণ্য পাপ অর্জিত হয়। এই কর্মপ্রবাহ বীজাংকুরের মত অনাদি। শ্রীমৎ কিরণে বলিয়াছেন,

'যথানাদি মলস্তস্য কর্মাল্পকমনাদিকম্ ।
যদ্যনাদি ন সংসিদ্ধং বৈচিত্র্যং কেন হেতুনা ॥'

মল যেমন অনাদি, সেইরূপ জীবের সীমিতকর্মও অনাদি ; কর্ম অনাদি স্বীকার না করিলে কর্মের বৈচিত্র্য সিদ্ধ হয় না। [কর্ম, ফল, আবার কর্ম—এইভাবে অনাদিপ্রবাহ। কোনও অবস্থাতে জীবের কর্মবৈচিত্র্যের কারণ পূর্ব্বকৃত কর্মের ফল। সুতরাং কর্মপ্রবাহ অনাদি।]

মাতি (√মা হইতে) = প্রলয়ে শক্তিরূপে সমগ্র জগৎ উপসংহৃত হয়, আবার আয়াতি (আ+যা)=সৃষ্টিকালে অভিব্যক্তি লাভ করে যাহার দ্বারা, তাহাই মায়া। শ্রীমৎ সৌরভেয়ে বলিয়াছেন,

'শক্তিরূপেণ কার্য্যাণি তল্লীনানি মহাক্ষয়ে।
বিকৃতৌ ব্যক্তিমায়াতি সা কার্য্যেণ কলাদিনা ॥'

মহাপ্রলয়ে কার্য্যসমূহ শক্তিরূপে তাহাতে লীন হয় ; আবার বিকৃতি বা পরিণামে বা অভিব্যক্তিতে, সেই শক্তি কলাদি কার্য্যরূপে প্রকাশ লাভ করে।

এই দর্শনের বিষয়ে বহু বক্তব্য আছে, কিন্তু গ্রন্থবিস্তারভয়ে আর বলা গেল না। পতি, পশু ও পাশ পদার্থ এইভাবে প্রদর্শিত হইল। জ্ঞানরত্নাবলী প্রভৃতিতে প্রকারান্তরে ছয়টি পদার্থের কথা বলা হইয়াছে, যথা,

'পতিবিদ্যে তথবিদ্যা পশুঃ পাশশ্চ কারণং।
তন্নিবৃত্তাবিতি প্রোক্তাঃ পদার্থাঃ ষট্ সমাসতঃ ॥'

পতি, বিদ্যা, অবিদ্যা, পশু, পাশ, পাশনিবৃত্তির কারণ বা উপায়—সংক্ষেপে এই ছয় পদার্থ কথিত। (ইহাদের সবগুলির কথাই বলা হইয়াছে)। উপরের আলোচনায় সবগুলিই জানিতে পারা যায় ; অতএব কোন অসমঞ্জস্য নাই।

ইতি সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে শৈবদর্শন।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন

[শৈবদর্শনে ঈশ্বর কর্মসাপেক্ষভাবে জগৎকর্ত্তা হইলেও কর্ম বা পাশ অনপেক্ষ-ভাবে বন্ধনের কারণ। কর্ম অনাদি।] পাশ বা কর্ম জড়। কিন্তু জড় কর্ম অনপেক্ষভাবে কারণ হইতে পারে না, অতএব উক্ত শৈব মতে অন্য মাহেশ্বর পন্থীরা সন্তুষ্ট নহেন। সেইজন্য তাঁহারা অন্য মত গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে (সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র) পরমেশ্বরের ইচ্ছা বশেই জগৎসৃষ্টি হয়। [আলোচিত শৈবমতে পরমেশ্বর কর্মসাপেক্ষভাবে জগৎকারণ। জীবের সুখদুঃখ বিষয়ে কর্মই সাক্ষাৎ-কারণ, পরমেশ্বর সাক্ষাৎভাবে কারণ নহেন। এখানে প্রত্যভিজ্ঞাবাদীর বক্তব্য,—কর্ম বা পাশ অচেতন ; অচেতন পদার্থের কারণত্ব সম্ভব হইতে পারে না। লৌকিক প্রয়োগে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতিকে আমরা ঘটের কারণ বলি। কিন্তু মৃত্তিকা, দণ্ড বা চক্র ঘট নির্মাণ করে না, এখানে অন্যবস্তুর সাপেক্ষত্ব রহিয়াছে, এবং যাহার সাপেক্ষত্ব রহিয়াছে, তাহা চেতন কুম্ভকার। অতএব কুম্ভকাররূপ চেতনেরই কারণত্ব স্বীকার করিতে হয়, মৃত্তিকাদির নহে। কারণ, মৃত্তিকাদি অচেতন। অনুরূপভাবে কর্ম অচেতন বলিয়া তাহার কারণত্ব সিদ্ধ হয় না, ঈশ্বরেরই কারণত্ব মানিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে যদি কর্মসাপেক্ষভাবে কারণ বলিতে হয়, তবে তিনি কর্মের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়েন, এবং ফলে জগৎ-কারণত্বে ঈশ্বরের পূর্ণস্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। পূর্ণস্বাতন্ত্র্যের অর্থ, কোনও ভাবে অন্যবস্তুর উপর নির্ভর না করিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষভাবে জগৎকর্ত্তৃত্ব। অতএব পরমেশ্বরকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অন্যনিরপেক্ষভাবে আকাশাদি ভাববস্তুর স্রষ্টা বলিতে হয়।] স্বানুভব অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার, যুক্তি ও আগমসমূহের দ্বারা পরমেশ্বরের সহিত প্রত্যগাত্মার তাদাত্ম্য বা অভেদ সিদ্ধ ; মান, মেয় প্রভৃতি নানাবিধ ভেদযুক্ত (চেতনাচেতনাত্মক) জগৎ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন ; অতএব পরমেশ্বর ভেদাভেদশালী। [যদিও জীবসমূহ পরস্পরের অপেক্ষায় ভিন্ন, মান, মেয়াদি ভেদে জগৎ নানাত্ব যুক্ত, তথাপি পরমেশ্বরের অপেক্ষায় কোন কিছুই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। বৃক্ষের পাতা, ফল ইত্যাদি পরস্পর হইতে ভিন্ন, কিন্তু বৃক্ষের সহিত তাহাদের সকলেরই অভেদ রহিয়াছে। অতএব নানাত্বকে গ্রহণ

করিয়া পরমেশ্বর ভেদাভেদশালী।] এই পরমেশ্বর সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যযুক্ত বলিয়া অন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি আপনার আত্মদর্পণে প্রতিবিম্বের মত সমুদয় জগৎকে অবভাসিত বা প্রকাশিত করেন। [লৌকিকদর্পণে বাহ্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হয় ; কিন্তু পরমেশ্বর তঁাহার আত্মদর্পণে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে, আপনার অপ্রতিহত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সমুদয় জগৎ প্রতিবিম্বিত বা উদ্‌ভাসিত করেন।]—এইরূপ মতবাদ পোষণ করিয়া এই মাহেশ্বরপন্থীগণ বলেন, নানাবিধ ক্লেশকর বাহ্য ও আভ্যন্তর চর্য্যা, (ভস্মস্নান ইত্যাদি বাহ্য চর্য্যা ও ক্রাথন প্রভৃতি আভ্যন্তর চর্য্যা) প্রাণায়াম ইত্যাদি অভ্যাস না করিয়াও সকলের পক্ষে অনায়াসলভ্য (আমিই ঈশ্বর, এইরূপ) প্রত্যভিজ্ঞামাত্রের দ্বারাই পর ও অপর সিদ্ধিলাভ সম্ভব হইতে পারে। সেইজন্য এই মাহেশ্বর পন্থীগণ প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্র অবলম্বন করেন। [আমিই ঈশ্বর, তঁাহা হইতে ভিন্ন নহি,—এরূপ উপলব্ধি প্রত্যভিজ্ঞা। পরাসিদ্ধি মুক্তি ; অপরাসিদ্ধি—দেবলোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি। মান-জ্ঞান ; মেয়—জ্ঞেয়রূপে ভিন্ন। ত্রিকদর্শনে ভেদ, ভেদাভেদ ও অভেদের অথবা পর, পরাপর ও অপর শিব তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। স্বাত্মদর্পণ—দর্পণে প্রতিবিম্বিত চিত্র দর্পণের মধ্যেই এবং তাহা হইতে অভিন্ন। সেইরূপ উদ্‌ভাসিত জগৎ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। তবে লৌকিক দর্পণে প্রতিফলন বাহ্যবস্তুর সাহায্যেই হয়। কিন্তু পরমেশ্বরের আত্মদর্পণে প্রতিফলিত চিত্র তঁাহার বিমর্শিনী শক্তির সৃষ্টি বলিয়া বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা নাই।]

পরীক্ষকগণ এই শাস্ত্রের সীমা এইভাবে নিরূপণ করিয়াছেন,—

'সূত্রং বৃত্তিবিবৃতির্লঘ্বী বৃহতীত্যুভে বিমর্শিনৌ।
প্রকরণবিবরণপঞ্চকমিতি শাস্ত্রং প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ॥'

সূত্র (সংক্ষেপে বস্তুনির্দেশ), বৃত্তি (সূত্রের সম্পূর্ণ অর্থনির্দেশ), বিবৃতি (পদান্তরের দ্বারা অর্থবিস্তার,) লঘু ও বৃহৎ বিমর্শিনীদ্বয় (অধিকঅর্থবিচার)—এই পাঁচ প্রকার প্রকরণ গ্রন্থ ও তাহাদের বিবরণ বা বিস্তৃত ব্যাখ্যা—ইহাই প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের শাস্ত্র।

প্রথম সূত্র—

'কথঞ্চিদাসাদ্য মহেশ্বরস্য
দাস্যং জনস্যাপ্যুপকারমিচ্ছন্।
সমস্ত সম্পৎ সমবাপ্তি হেতুং
তৎ প্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি॥'

কোনও প্রকারে মহেশ্বরের দাসপদ লাভ করিয়া ও মানবের উপকার কামনা করিয়া সমস্ত সম্পদ লাভের কারণভূত প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছি।

কথঞ্চিৎ (কোনও প্রকারে)—অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন যে গুরু, তাঁহার চরণপদ্মযুগলের আরাধনার দ্বারা,—ইহাও পরমেশ্বরের ইচ্ছায়ই সংঘটিত হয়। আসাদ্য—সর্ব্বতোভাবে ও সম্পূর্ণভাবে লাভ করিয়া, অর্থাৎ আপনার উপভোগ বা উপলব্ধি ও সন্তুষ্টি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইয়া ; যিনি বিদিতবেদ্য হইয়াছেন, অর্থাৎ সকল জ্ঞেয় বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা মানুষের উপকার হইবে--ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই শাস্ত্রপ্রণয়নে অধিকারী হইয়াছেন। তাহা না হইলে, অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয় ও তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞানের অপূর্ণতা ও সংশয় থাকিলে শাস্ত্র রচনা প্রতারণা মাত্রই হইবে। [মহেশ্বরের পূর্ণ দাসত্ব যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই দাসের অধিকার নির্বাধে ভোগ করিয়াছেন। তিনি সমুদয় জ্ঞেয় বিষয়ের পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া তাহার উপকারিতা সম্বন্ধেও নিশ্চিত ও নিঃসংশয় হইয়াছেন। এরূপ ব্যক্তিই শাস্ত্র রচনায় অধিকারী। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ না করিলে ও এই শাস্ত্রের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইলে শাস্ত্র রচনা প্রতারণা মাত্রই হইত।]

(এখন মহেশ্বর কথার অর্থ বলিতেছেন।) বিষ্ণু, ব্রহ্মা প্রভৃতি মায়ার ঊর্ধ্বে থাকিলেও মহামায়ার অধিকারে থাকিয়া যাঁহার ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র লাভ করিয়াছেন, নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ, আনন্দ এবং স্বাতন্ত্র্যরূপ তত্ত্বই যাঁহার স্বরূপ, তিনিই পরমশিব, মহেশ্বর। [চিতিশক্তি এবং পরমশিব অভিন্ন। সৃষ্টিক্রিয়া মায়ার স্তরে, কিন্তু মায়ার ঊর্ধ্বে মহামায়া পরমশিবের চিদ্‌বিলাস। ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি মহামায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন না, যদিও তাঁহারা মায়োত্তীর্ণ। পরমশিব নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ, আনন্দ ও স্বাতন্ত্র্য-স্বরূপ,—অহন্তা ও ইদন্তার ঊর্ধ্বে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়-ভেদশূন্য সর্ব্বময়। সদাশিব তত্ত্বে পূর্ণ অহন্তা ; ঈশ্বর তত্ত্বে অহন্তা ও ইদন্তার সামানাধিকরণ্য ; শুদ্ধবিদ্যায় ইদন্তারূপে বিশ্ব প্রমেয়। কিন্তু এই তত্ত্ব-গুলিতে বিশ্ব বা জ্ঞেয় জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন নহে। ভেদের উদয় মায়ার রাজ্যে, যেখানে আত্মার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং কর্তৃত্ব সংকুচিত ও পরিচ্ছিন্ন।] মহেশ্বরের দাস্য—অভিলষিত সমস্ত কিছুই প্রভু যাঁহাকে দান করেন, তিনিই দাস। পর-মেশ্বরের স্বরূপ যে স্বাতন্ত্র্য, তাহার অংশমাত্র দাসকে প্রদান করেন। [পূর্ণস্বাতন্ত্র্য প্রভুরই থাকে। জন শব্দের দ্বারা, কে অধিকারী,—এ বিষয়ে নিয়মের বিশেষ

বিধানের শিথিলতাই বুঝাইতেছেন। [পূর্ব্বোক্ত শৈব দর্শনে ভস্মস্নানাদি দ্বারা যিনি শুদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই শাস্ত্রে অধিকারী বলা হইয়াছে। এখানে এরূপ কোন বিশেষ নিয়মের কঠোরতা নাই। মুমুক্ষুমাত্রই অধিকারী। এই অর্থেই জন শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।] মহেশ্বরের স্বরূপ যাহার নিকটেই প্রকাশিত হয়, তাহাকেই উহা মহাফল প্রদান করে। [মহেশ্বরই সব, তিনি ভিন্ন কিছুই নাই এইরূপ তত্ত্বের প্রকাশ যাঁহার নিকট হয়, তাঁহার নিকট প্রত্যভিজ্ঞার দ্বার উন্মুক্ত হয়, এবং তিনি পরিণামে মহাফল লাভ করেন।] প্রজ্ঞান বা বা প্রত্যভিজ্ঞা, অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর,—এইরূপ তত্ত্বের প্রকাশ বা সাক্ষাৎকার পরমার্থের সাধক হয়। পরমগুরু সোমানন্দনাথ পাদ শিবদৃষ্টিতে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,

'একবারং প্রমাণেন শাস্ত্রাদ্বা গুরু বাক্যতঃ।
জ্ঞাতে শিবত্বে সর্ব্বস্থে প্রতিপত্ত্যা দৃঢ়াত্মনা॥
করণেন নাস্তি কৃত্যং ক্বাপি ভাবনয়াপি বা।
জ্ঞাতে সুবর্ণে করণং ভাবনাং বা পরিত্যজেৎ॥'

প্রমাণ বা শাস্ত্র বা গুরুর উপদেশের দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিপত্তি সহ সর্ব্বগত শিব-তত্ত্ব একবার জ্ঞাত হইয়া গেলে আর করণের অর্থাৎ শাস্ত্রাদি প্রমাণের বা কোনরূপ ভাবনার প্রয়োজন থাকে না। 'ইহা সুবর্ণ' এইরূপ নিশ্চিত জ্ঞান হইয়া গেলে সুবর্ণ পরীক্ষাকারী সাধন বা 'ইহা সুবর্ণ কিনা'—এইরূপ ভাবনা পরিত্যাগ করিতে হয়। [ইহা সুবর্ণ কিনা এরূপ সংশয় থাকা পর্য্যন্ত সুবর্ণ পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। তাহার জন্য করণ ইত্যাদিরও প্রয়োজন থাকে। কিন্তু ইহা সুবর্ণ—এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞান হইয়া গেলে আর ঐরূপ করণ বা কোন ভাবনার প্রয়োজন থাকে না। সেইরূপ শিবতত্ত্ব নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রমাণাদির ও শিব বিষয়ক ভাবনার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু সর্ব্বগত শিবতত্ত্ব একবার সম্যক্‌ভাবে জ্ঞাত হইয়া গেলে আর ঐ সমস্ত করণের বা ভাবনারও কোন প্রয়োজন নাই। রোগ সারিয়া গেলে ঔষধের আর কোন অপেক্ষা থাকে না। এইভাবে প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা অল্প আয়াসেই সুফল লাভ করা যায়, প্রচুর পরিশ্রমসাধ্য চর্য্যা-প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না।]

অপি শব্দের অর্থ—পরমেশ্বরের সহিত আপনার অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হইলে যিনি পূর্ণকাম হইয়া যান, তাঁহার নিজের আর কিছু প্রাপ্য থাকে না, তখন পরের উপকার ভিন্ন আর কোন প্রয়োজন তাঁহার থাকে না। সেইজন্য অপরের

কল্যাণ সাধনের জন্য, অর্থাৎ নিজে যেরূপ পরমেশ্বরের দাসত্ব লাভ করিয়া পূর্ণকাম হইয়াছেন, অপরেও যাহাতে সেইরূপ পরমেশ্বরদাসত্ব লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সূত্র রচনা করেন। (সেইজন্যই বলিয়াছেন, জনস্যাপি উপকার মিচ্ছন্ ।) (কেবল নিজের মুক্তিই যে একমাত্র প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা বলা যায় না,) পরার্থ বা পরের কল্যাণ সাধনও প্রয়োজন হইতে বাধা নাই। কেবলমাত্র স্বার্থ সাধনই মানুষের প্রয়োজন হইতে পারে, পরার্থ সাধন তাহার প্রয়োজন হইতে পারে না, মানুষের উপর দেবতার এইরূপ কোন অভিশাপ নাই। অক্ষপাদ গৌতমও বলিয়াছেন, যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্—যে বিষয়কে অবলম্বন বা লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রয়োজন। (পরোপকার যদি অভীষ্ট লক্ষ্য হয়, তবে তাহাও প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইতে পারে।)

উপকারের উপশব্দ সামীপ্য বুঝায়। জীবকে পরমেশ্বরের সমীপে লইয়া আসাই প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রের উপদেশের ফল, ইহাই উপকার শব্দের অর্থ। সেইজন্য আরও বলিয়াছেন, 'সমস্ত সম্পৎ-সমবাপ্তি হেতুং' অর্থাৎ সকল সম্পৎলাভের কারণ (প্রত্যভিজ্ঞা)। পরমেশ্বরতা বা পরমেশ্বরসামীপ্য লাভ করিলে তাহা হইতে সকল সম্পদ্ বা অভীষ্ট প্রবাহিত হইয়া করতলগত হয়, যেমন, স্বর্ণময় মেরু-পর্ব্বতকে লাভ করিলে, সকল রত্ন সম্পদ উহা হইতেই লাভ হয়। পরমেশ্বরের পদ লাভ করিতে পারিলে জীবের আর কিছু প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না।

উৎপলাচার্য্যও বলিয়াছেন,

> 'ভক্তি লক্ষ্মীসমৃদ্ধানাং কিমন্যদুপযাচিতম্।
> এতয়া বা দরিদ্রানাং কিমন্যদপযাচিতম্ ।।'

ভক্তি, অর্থাৎ পরমেশ্বরের দাস্যরূপ লক্ষ্মী বা সম্পদের দ্বারা যিনি সমৃদ্ধ, তাঁহার অন্য কিছুই আকাঙ্খিত থাকিতে পারে না (কারণ তিনি অনুকূল বা অভীষ্ট সব কিছুই লাভ করেন)। আবার এই সম্পদে যিনি দরিদ্র, তাঁহার ত্যাজ্যও কোন কিছু নাই (কারণ তিনি সর্ব্বসম্পৎহীন)। সমস্ত সম্পৎসমবাপ্তিহেতুং—কথাটিকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সমস্ত সম্পদপ্রাপ্তির যাহা হেতু—এইরূপ অর্থ ধরিয়া শাস্ত্রের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখন উহাকে বহুব্রীহি সমাসে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইতেছে। (সমস্ত সম্পদ প্রাপ্তি হেতু যাহার, সেইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা, বহুব্রীহি সমাস করিলে এইরূপ ব্যাসবাক্য হইবে। এখানে সমস্ত সম্পদের লাভ প্রত্যভিজ্ঞার লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে)। বাহ্য ও আভ্যন্তর নিত্য সুখাদির প্রাপ্তি রূপ সম্পৎসিদ্ধি অর্থাৎ এইভাবে প্রকাশ

যে প্রত্যভিজ্ঞার লক্ষণ, সেই মহেশ্বরের প্রত্যভিজ্ঞা। নিত্য সুখাদির জ্ঞান যে পর্য্যন্ত হয় নাই, সেই পর্য্যন্ত প্রত্যভিজ্ঞার উদয় হয় নাই বুঝিতে হইবে। সমস্ত সম্পদের প্রাপ্তিই এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞার চিহ্ন বা লক্ষণ। সেই মহেশ্বরের প্রত্যভিজ্ঞা —প্রতি অর্থাৎ অভিমুখে জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা। লৌকিক ব্যবহারে, যখন বলি এই সেই চৈত্র, তখন চৈত্রের অভিমুখে যে স্মরণপূর্ব্বক জ্ঞান হয়, তাহাকেই প্রত্যভিজ্ঞা বলা হয়। এখানে, প্রসিদ্ধ পুরাণ, সিদ্ধ আগম এবং অনুমানাদি দ্বারা পরিপূর্ণ শক্তি পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়, তৎপর আত্মার অভিমুখী হইয়া তাহার জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির স্মরণ হয়; ফলে, এই আত্মাই সেই ঈশ্বর এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। আমিই ঈশ্বর—এই জ্ঞানই প্রত্যভিজ্ঞা।

সূত্রকার বলিতেছেন, এই প্রত্যভিজ্ঞা আমি উপপাদন করিব; উপপত্তির অর্থ সম্ভব। অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞার সম্ভাব্যতা সূত্রকার প্রদর্শন করিবেন। এখানে সূত্রকার প্রযোজক। প্রত্যভিজ্ঞার বিরোধী ভাবনাগুলিকে নিরস্ত করিয়া জীবের ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা যে সম্ভব, ইহাই সূত্রকার প্রদর্শন করিবেন বলিতেছেন।

উপপত্তির প্রয়োজন,—

এখানে প্রশ্ন উঠে, আত্মা যদি ঈশ্বরস্বভাব হয়, এবং তাহার প্রকাশ যদি তৎস্বরূপেই হয়, তবে প্রত্যভিজ্ঞার সম্ভাবনা প্রদর্শন করিবার এই প্রয়াস কেন? [আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপৈক্য সিদ্ধ হইলে আমি ঈশ্বর এই উপলব্ধি প্রথম হইতেই থাকিবে, উহার জন্য আবার প্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজন কি? আত্মাতো ঈশ্বররূপে নিত্য প্রকাশিত।] এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়,—দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ চৈতন্য স্বপ্রকাশ বলিয়া আত্মায় উহা নিত্য প্রকাশিত; তথাপি মায়া বশে আত্মাতে উহা অংশতই প্রকাশিত হয়, পূর্ণভাবে হয় না; প্রত্যভিজ্ঞা আত্মার দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তির উদ্বোধন বা আবিষ্কারের দ্বারা এই চৈতন্য যে পূর্ণভাবে আত্মায় বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা সাধন করে। সেইজন্যই প্রত্যভিজ্ঞার উপপাদন করা যাইতেছে। [জীবাত্মায় মায়াবৃত চৈতন্য অংশতঃ প্রকাশিত হয়, পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না। কিন্তু এই চৈতন্য যে পূর্ণভাবে তাহার দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিসহ আত্মায় বর্ত্তমান রহিয়াছে,—ইহার আবিষ্কার প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা হয়; ফলে আমি ঈশ্বর এইরূপ উপলব্ধি সম্ভব হয়, অতএব প্রত্যভিজ্ঞা ব্যর্থ নহে।

(উল্লিখিত ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবেদান্তের মত মায়াবাদকে গ্রহণ করিয়া আত্মায় যে ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব তাহা প্রদর্শন করা হইল। এখন, নৈয়ায়িকের পঞ্চাবয়ব

ন্যায়কে অবলম্বন করিয়াও আত্মায় ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞার সম্ভাবনা প্রদর্শন করা যাইতেছে।)

এইরূপ অনুমানও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, —এই আত্মা (জীবাত্মা) পরমেশ্বররূপে জ্ঞাত হইবার যোগ্য ; (প্রতিজ্ঞা) ; কারণ, ইনি জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি যুক্ত (হেতু) ; যিনি যে পরিমাণে জ্ঞাতা এবং কর্তা, তিনি সেই পরিমাণে ঈশ্বর, যথা, লোকপ্রসিদ্ধ ঈশ্বর, বা লোকসিদ্ধ রাজা (উদাহরণ) ; এই আত্মা বিশ্বের জ্ঞাতা এবং কর্তা (উপনয়) ; অতএব এই আত্মা (জীবাত্মা) ঈশ্বর (বা পরমেশ্বররূপে জ্ঞাত হইবার যোগ্য) (নিগমন)।

মায়াবাদের মত-পঞ্চাবয়ব অনুমানের দ্বারাও প্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা এইভাবে সাধন করা যায়।

উদয়াকর পুত্রও বলিয়াছেন,

'কর্তরি জ্ঞাতরি স্বাত্মন্যাদিসিদ্ধে মহেশ্বরে।
অজড়াত্মা সিদ্ধিং বা নিষেধং বা বিদধীত কঃ॥
কিন্তু মোহবশাদস্মিন্ দৃষ্টেঽপ্যনুপলক্ষিতে।
শক্ত্যাবিষ্করণেনেয়ং প্রত্যভিজ্ঞোপদর্শ্যতে॥'

কর্তা এবং জ্ঞাতারূপ এই আত্মাই আদিসিদ্ধ মহেশ্বর, (তদ্ভিন্ন নহেন) ; বস্তুস্থিতি এইরূপ হওয়াতে কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ইহার নিষেধে বা সাধনে যত্নশীল হন্ না। [আত্মা ঈশ্বররূপে সিদ্ধ--ইহার নিষেধ হইতে পারে না, আবার যাহা সিদ্ধবস্তু তাহার সাধনের কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই।]

এই আত্মা নিত্য প্রকাশিত হইলেও মোহবশে ঈশ্বররূপে উপলক্ষিত (লক্ষণযুক্ত রূপে দৃষ্ট) হন না। দৃক্শক্তি ও ক্রিয়াশক্তির আবিষ্কারের দ্বারাই যে আত্মায় ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহাই প্রদর্শন করা যাইতেছে। [প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন মায়া-বাদের মত অদ্বৈতবাদী। কিন্তু অদ্বৈত যে ভাবরূপ অজ্ঞানরূপে মায়াতত্ত্ব গ্রহণ করেন, প্রত্যভিজ্ঞায় মায়ার অর্থ ঐরূপ নহে। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মূলতত্ত্ব যে মায়াবাদীর দ্বারাও প্রতিপাদিত তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই মায়াশব্দের অদ্বৈতসম্মত ব্যবহার করিয়াছেন।]

জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—

আরও বলা হইয়াছে।

'সর্ব্বেষামিহ ভূতানাং প্রতিষ্ঠা জীবদাশ্রয়া।
জ্ঞানং ক্রিয়াচ ভূতানাং জীবতাং জীবনং মতম্ ॥
তত্র জ্ঞানং স্বতঃসিদ্ধং ক্রিয়া কার্য্যাশ্রিতা সতী।
পরৈরপ্যুপলক্ষ্যেত তথান্য জ্ঞানমুচ্যতে ॥
যাচৈষাং প্রতিভা তত্তৎ পদার্থক্রমরূপিতা।
অক্রমানন্দ চিদ্রূপঃ প্রমাতা স মহেশ্বরঃ ॥'

জীব বা আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই সংসারে সকল প্রাণীর স্থিতি বা প্রতিষ্ঠা। জ্ঞান এবং ক্রিয়াকেই প্রাণিগণের জীবন বা চৈতন্য বলা হয়। (অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই দুই রূপেই চৈতন্যের প্রকাশ)। ইহাদের মধ্যে জীবের আত্মগত জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ রূপেই অনুভূত হয়, অর্থাৎ ইহা অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ক্রিয়াশক্তি বিভিন্ন কার্য্যকে আশ্রয় করিয়াই অভিব্যক্ত হয়। ক্রিয়া পরের কার্য্যের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়াও প্রকাশিত বা জ্ঞাত হয় (ইহা আমার কার্য্য, ইহা অপরের কার্য্য—এইরূপে)। অনুরূপভাবে জ্ঞানও (কার্য্যে পরিণত হইলে) অপরের জ্ঞানরূপে বিশিষ্টভাবেও জ্ঞাত হয়। এই যে জ্ঞানশক্তি, ইহা জ্ঞেয়পদার্থের ক্রমভেদে ক্রমিকভাবে অভিব্যক্ত হয় (এখন ঘট-জানিতেছি, পরে পট জানিতেছি—এইভাবে)। কিন্তু ক্রমরহিতভাবে যে জ্ঞান, অর্থাৎ নিত্য আনন্দ ও চৈতন্য রূপ যে নিরুপাধিক জ্ঞান,—তাহার প্রমাতা বা জ্ঞাতা মহেশ্বর। [জীবের জ্ঞান দেশ, কাল ও উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু মহেশ্বরের যে জ্ঞান তাহা নিত্য, নিরুপাধিক, ক্রমরহিত, দেশকালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, এবং নিত্য আনন্দ ও চৈতন্যস্বরূপ। নিরুপাধিক নিত্যজ্ঞানের প্রমাতা মহেশ্বর।]

সোমানন্দনাথও বলিয়াছেন,

সদাশিবাত্মানা বেত্তি সদাবেত্তি মদাত্মনা।

মহেশ্বরের দাস সর্ব্বদা নিজেকে বা আত্মাকে শিবরূপে জানে; সে আত্মাকে শিব-শক্তিরূপে জানে।

জ্ঞানাধিকরণের পরিসমাপ্তিতেও বলিয়াছেন,

'তদৈক্যেন বিনা নাস্তি সংবিদাং লোকপদ্ধতিঃ
প্রকাশৈক্যাত্তদেকত্বং মাতৈকঃ স ইতি স্থিতিঃ ॥
স এব বিমৃশত্বেন নিয়তেন মহেশ্বরঃ।
বিমর্শ এব দেবস্য শুদ্ধে জ্ঞানক্রিয়ে যতঃ ॥'

চিৎস্বরূপ মহেশ্বরের সহিত ঐক্য বা অভিন্নতা না থাকিলে জ্ঞান লোকব্যবহারে

সম্ভব হইত না, অর্থাৎ উহা জ্ঞানরূপে বস্তুর প্রকাশক হইতে পারিত না। [তিনি প্রকাশস্বরূপ ; তাই জ্ঞান তাঁহার সহিত অভিন্ন না হইলে প্রকাশধর্মী হইত না।] প্রকাশ একরূপ ও অখণ্ড বলিয়া মহেশ্বরের সহিত জীবের জ্ঞানের একত্ব, এবং সেই জ্ঞানের প্রমাতা একমাত্র মহেশ্বর। শুদ্ধজ্ঞানক্রিয়ারূপ তাঁহার বিমর্শ নিত্য ও নিয়ত বলিয়া তিনি মহেশ্বর। শুদ্ধ, নিরুপাধিক ও নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানক্রিয়াই তাঁহার বিমর্শ। [বিষয়াবভাসরূপ ক্রিয়াই বিমর্শ। বিমর্শের দ্বারাই তিনি আত্মদর্পণে জগৎ অবভাসিত করেন।]

আচার্য্য অভিনবগুপ্ত এইসব তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিস্তৃত করিয়াছেন। "তমেব ভান্ত-মনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (কঠ) এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারাও জানিতে পারা যায় যে, মহেশ্বরের প্রকাশ-রূপ যে চৈতন্য তাহার শক্তিতেই সকল অবভাসক বস্তু ভাসক হইয়া থাকে। [সেই মহেশ্বর দীপ্তি বা প্রকাশ স্বরূপ বলিয়া তাঁহার দীপ্তির দ্বারা সূর্য্য নক্ষত্রাদি দীপ্তিমান্। অখণ্ড প্রকাশ-স্বরূপ বলিয়া সকল প্রকাশে তিনিই প্রমাতা বা মূল কর্ত্তা।] নীলের প্রকাশ, পীতের প্রকাশ, ইত্যাদি রূপে যে বিষয়ের প্রকাশ ঘটে তাহা বিষয়ের উপরাগ বশতঃ প্রকাশের প্রকারভেদ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে দেশ, কাল ইত্যাদির দ্বারা সংকুচিত বা সীমিত হইলেও প্রকাশ সর্ব্বত্র এক ও অভিন্ন। (শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন বলিয়া) এই চৈতন্য স্বরূপ প্রকাশই একমাত্র প্রমাতা। শিবসূত্রেও বলা হইয়াছে, চৈতন্যই আত্মা। তাঁহার (অর্থাৎ মহেশ্বরের) চৈতন্যরূপত্ব, অনবচ্ছিন্ন বিমর্শত্ব (অর্থাৎ নিরুপাধিক নিত্য জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি), অনন্যোন্মুখত্ব (অর্থাৎ সম্পূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য-শক্তি), অখণ্ড আনন্দরূপত্ব ও মহেশ্বরত্ব—একার্থক পর্য্যায় শব্দ। তিনি নিত্য এই ভাব বা ধর্ম-যুক্ত। শুদ্ধ পারমার্থিক জ্ঞানক্রিয়াই তাঁহার বিমর্শ। জ্ঞান প্রকাশস্বরূপতা; স্বেচ্ছাবশে জগৎ নির্মাতৃত্বই তাঁহার ক্রিয়া বা ক্রিয়াশক্তি। ক্রিয়াধিকারে ইহা নিরূপণ করিয়াছেন,

'এষ চানন্তশক্তিত্বাদেবমাভাসয়ত্য মূন্।
ভাবানিচ্ছাবশাদেষাং ক্রিয়া নির্মাতৃতাস্য সা॥'

ইনি (মহেশ্বর) অনন্ত শক্তিযুক্ত বলিয়া জগতের দৃশ্যমান সকল অস্তিত্বশীল বস্তুকে প্রকাশিত করেন, (ইহা তাঁহার জ্ঞানশক্তি) ; ইচ্ছাবশেই তিনি এই সমুদয় বস্তু নির্মাণ করেন,—ইহা তাঁহার ক্রিয়াশক্তি।

উপসংহারেও বলিয়াছেন,

'ইত্থং তথা ঘটপটাদ্যাকার জগদাত্মনা।
তিষ্ঠাসোরেবমিচ্ছৈব হেতুকর্তৃকৃতা ক্রিয়া ॥'

এইভাবে ঘট পটাদি আকারযুক্ত জগদ্রূপে অধিষ্ঠিত বা প্রকাশিত হইতে যিনি ইচ্ছা করিলেন, সেই প্রযোজক কর্ত্তা মহেশ্বরের ইচ্ছাই তাঁহার ক্রিয়া। [একোঽহং বহু স্যাম প্রজায়েয় এই রূপ ইচ্ছা করিলেন যে মহেশ্বর, তিনিই হেতুকর্ত্তা বা প্রযোজককর্ত্তা। তাঁহার ইচ্ছাই, তাঁহার ক্রিয়া বা ক্রিয়াশক্তি। প্রকাশ তাঁহার জ্ঞান; ইচ্ছা তাঁহার ক্রিয়া। ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি ইত্যাদি।]

ঈশ্বরেচ্ছামাত্রে জগদুৎপত্তি—

'তস্মিন্ সতীদমস্তি ইতি কার্য্যকারণতাঽপি যা।
সাপ্যপেক্ষাবিহীনানাং জড়ানাং নোপপদ্যতে ॥'

তস্মিন্ সতি ইদমস্তি=উহা থাকিলে ইহা হইবে; বীজ থাকিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে,—ইহাই কার্য্যকারণ ভাব। এইরূপ সাপেক্ষত্ব জড়ের প্রতি থাকে না। কার্য্য উৎপত্তিতে জড়ের অপেক্ষা নাই; মৃত্তিকা থাকিলেই ঘট হয় না; কুম্ভকার থাকিলেই ঘট হইবে। এইরূপে কার্য্যোৎপাদনে জড় বস্তুর অপেক্ষা নাই, চেতনেরই অপেক্ষা। অতএব জড়ের কারণতা নাই। অনুরূপভাবে অনীশ্বর (প্রকৃতির উপর যাহার কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই সেইরূপ) চেতন জীবেরও কারণতা সিদ্ধ হয় না। (ঘটাদি বিষয়ে জীবের কারণত্ব সম্ভব হইলেও জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে অসামর্থ্যের জন্য জীবের জগৎকারণত্ব থাকিতে পারে না।) জগতের সমুদয় বস্তুর জন্ম, স্থিতি বিনাশ ইত্যাদি বিকার (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম ক্ষয় ও বিনাশ— ষড়্বিধ বিকার) ও তাহাদের অনন্ত ভেদ রহিয়াছে; এই সমস্ত বিভিন্নরূপে বা অবস্থায় অবস্থিত হইতে ইচ্ছা বা সংকল্প করেন যে স্বতন্ত্র ভগবান্ মহেশ্বর, তাঁহার ইচ্ছারূপ ক্রিয়া —যাহা ক্রমবর্দ্ধমান ও প্রবহমান,- ইহাই তাঁহার বিশ্বকর্তৃত্ব। [ঈশ্বরের ইচ্ছা-মাত্রেই জগৎ সৃষ্টি,— তাঁহার ইচ্ছাই এখানে উপাদান তদ্ভিন্ন কোন উপাদান কারণের অপেক্ষা নাই। এখানে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণের দ্বৈত নাই। উপনিষৎ মতে ব্রহ্মই একমাত্র জগৎকারণ; ত্রিকমতেও স্বতন্ত্র মহেশ্বরই একমাত্র জগৎ কারণ; তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই।]

ইচ্ছামাত্রেই যে পরমেশ্বর জগৎ নির্মাণ করিতে পারেন, সে-বিষয়ে দৃষ্টান্তও রহিয়াছে,

'যোগিনাং মৃদ্বীজে বিনৈবেচ্ছাবশেন যৎ।
ঘটাদি জায়তে তত্তৎস্থিরভাবক্রিয়া কর্মম্ ॥'

মৃত্তিকা বা বীজ প্রভৃতি উপাদানের সহায়তা ছাড়াই যোগীগণের ইচ্ছা মাত্রেই ঘট, অংকুর প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন বস্তুগুলি অন্য (উপাদানাদি হইতে উৎপন্ন) বস্তুর মতই স্থির স্বভাব সম্পন্ন ও ক্রিয়া সাধনকারী হইয়া থাকে। [ইচ্ছামাত্রে উৎপন্ন বলিয়া যে এইগুলি ঐন্দ্রজালিক বস্তুর মত মিলাইয়া যায় তাহা নহে, এইগুলি স্থিরভাবেই থাকে এবং জল আহরণ বা ফলাদি দানরূপ কার্য যথাযথভাবেই সম্পাদন করে।] ঘট প্রভৃতির উৎপাদনে মৃত্তিকা প্রভৃতি যদি পারমার্থিকভাবেই কারণ হইত, তবে যোগীর ইচ্ছামাত্রেই ঘটাদির উৎপত্তি হইত না। কিন্তু আবার বলা যাইতে পারে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট ও যোগীর ইচ্ছা বশে উপৎন্ন ঘট পরস্পর হইতে ভিন্ন হইবে, একই বস্তু হইবে না। ইহার উত্তরে বলা যায়, সামগ্রী বা উপাদান ভেদে বস্তু ভিন্ন হয়,—ইহা লোকসিদ্ধ। উপাদান ভেদে দুইটি ঘটের মধ্যে ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ঘটত্ব বা ঘটসামান্য উভয়টিতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, একথা অনস্বীকার্য্য। অতএব কার্য্য-কারিতা একপ্রকারই হইবে।)

আবার অন্যেরা বলিতে পারেন, প্রকৃতপক্ষে উপাদান ছাড়া ঘটাদির উৎপত্তি হইতে পারে না ; যোগী তাঁহার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরমাণুগুলিকে সংহত করিয়াই ঘটাদির উৎপত্তি সাধন করেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য, দৃষ্ট কার্য ঘটাদি এবং তাহাদের দৃষ্ট কারণ মৃত্তিকাদি—ইহাদের কার্য কারণ ভাবের ব্যতিক্রম যদি অসম্ভব হয়, তবে ঘট উৎপাদনে মৃত্তিকাদির, বা দেহ উৎপাদনে স্ত্রী পুরুষের সংযোগের সাপেক্ষত্ব সর্ব্বত্রই স্বীকার করিতে হইবে. এবং এইরূপ অবস্থায় যোগীর ইচ্ছামাত্রে ঘট বা দেহের উৎপত্তি কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না বলিতে হইবে। (কিন্তু যোগীর ইচ্ছা মাত্রেই যেখানে কার্যের উৎপত্তি হয়, সেখানে পরমাণুপুঞ্জকে সংহত করিয়া কার্য্য উৎপাদন করা হয়,—এরূপ কল্পনার অবকাশ নাই। উপাদান কারণকে সংহত করিয়া কার্য উৎপাদন করা বিলম্বের ব্যাপার, উহা ইচ্ছামত্রেই হয় না। অতএব যোগীর ইচ্ছামাত্রেই যদি এরূপ কার্য সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলে কার্য উৎপাদনে উপাদান কারণের সাপেক্ষত্ব যে অবশ্য প্রয়োজনীয়, একথা বলা যায় না)।

অথবা, অপর চেতন জীব বা আত্মার পক্ষে, এইভাবে উপাদান কারণের উপর নির্ভর না করিয়া কার্য উৎপাদন স্বীকারে যদিও বা অসংগতি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তথাপি মহেশ্বরের পক্ষে এরূপ কার্যে কোন অসংগতি থাকিতে পারে না মহৈশ্বর্যশালী ভগবান্ মহেশ্বর নিয়তি বা বস্তু ধর্মের অনুবর্ত্তন করিবেন, কি ঐ বস্তু ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য করিবেন,—এ-বিষয়ে তাঁহার পূর্ণস্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে ;

সুতরাং উপাদান নিরপেক্ষভাবে কার্য উৎপাদনে তাঁহার পক্ষে কোন অসংগতিই থাকিতে পারে না। আচার্য্য বসুগুপ্তও বলিয়াছেন,

'নিরুপাদান সম্ভারমভিত্তৌ তন্বতে।
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলানাথায় শূলিনে ॥

কোনরূপ উপাদান সংগ্রহ ব্যতিরেকেই, কোন ভিত্তিকেও আশ্রয় না করিয়া যিনি জগচ্চিত্র রচনা করিতে পারেন, সকল কলার অধীশ্বর সেই শূলী মহেশ্বরকে নমস্কার।

জীবের সংসার সম্বন্ধ—

প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা পরমেশ্বর যদি অভিন্ন হন, তবে জীবের সংসার বন্ধন কি ভাবে হয়? ইহার উত্তরে আগমাধিকারে বলা হইয়াছে,

'এষ প্রমাতা মায়ান্ধঃ সংসারী কর্মবন্ধনঃ।
বিদ্যাদিজ্ঞাপিতৈশ্বর্য্যশ্চিদ্ ঘনো মুক্ত উচ্যতে ॥'

এই প্রমাতা চৈতন্য মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিতস্বরূপ হইয়া কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সংসারে পরিভ্রমণ করেন। আবার বিদ্যা, অর্থাৎ 'আমি ঈশ্বর'—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা বা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরত্ববোধ হইলে তিনি পরিপূর্ণ দৃকক্রিয়া শক্তিরূপ চৈতন্যে জাগ্রত হইয়া মুক্ত হন। [মায়ার দ্বারা আপন স্বরূপ আচ্ছাদিত হইলে ঈশ্বর সংসারী জীব বা অণু সাজেন। আবার প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা পরিপূর্ণ ঈশ্বরত্বের উদ্বোধনে পূর্ণদৃকক্রিয়া শক্তিযুক্ত ঈশ্বর বলিয়া নিজেকে জানিতে পারেন।

জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন; ঈশ্বরই জগদ্রূপ হইয়াছেন, সুতরাং প্রমাতা ও প্রমেয় অভিন্ন। এই অবস্থায়, প্রমেয়ের প্রতি বদ্ধ ও মুক্ত জীবের দৃষ্টির পার্থক্য কোথায়? ইহার উত্তরে তত্ত্বার্থসংগ্রহাধিকারে বলিয়াছেন,—

'মেয়ং সাধারণং মুক্তঃ স্বাত্মাভেদেন মন্যতে।
মহেশ্বরো যথা বদ্ধঃ পুনরত্যন্তভেদবৎ ॥'

মহেশ্বর যেমন সকল প্রমেয় পদার্থকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া জানেন, মুক্ত জীবও সেইরূপ পৃথিবী প্রভৃতি সকল প্রমেয় পদার্থকে আত্মার সহিত অভিন্নরূপেই দেখেন; কিন্তু বদ্ধ জীব (অভেদ জ্ঞানের অভাবহেতু) প্রমেয় পদার্থকে ভিন্ন বলিয়াই জানেন।

প্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা ফলশ্রুতি—

আত্মার পরমেশ্বরত্ব যদি স্বাভাবিক হয়, অর্থাৎ জীব স্বরূপত যদি পরমেশ্বর হয়,

তবে প্রত্যভিজ্ঞার কোন প্রয়োজনই থাকে না। মাটি, জল প্রভৃতি সকল সহকারী বর্ত্তমান থাকিলে বীজ অজ্ঞাত থাকিলেও উহা হইতে অংকুরোৎপাদন হইবেই। সেইরূপ, আমি ঈশ্বর—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হউক বা না হউক, যেহেতু জীব ঈশ্বর-স্বরূপ, সেইজন্য সে নিত্যমুক্ত অবস্থায় থাকিবেই,—ইহার জন্য প্রত্যভিজ্ঞার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। সুতরাং আত্মপ্রত্যভিজ্ঞা নিরর্থক। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,— অর্থক্রিয়া দুইপ্রকার; বাহ্য ও আন্তর। বীজাদি হইতে অংকুরের উৎপত্তি—বাহ্য অর্থক্রিয়া; আন্তর অর্থক্রিয়া আত্মপ্রীতিরূপ, যাহাতে প্রমাতা সর্ব্বপ্রকার কর্ম বা চেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া আত্মগত আনন্দরসে মগ্ন হয়। প্রথমপ্রকার অর্থাৎ বাহ্য অর্থক্রিয়ায় প্রত্যভিজ্ঞার কোন অপেক্ষা নাই। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার আন্তর অর্থক্রিয়ায় প্রত্যভিজ্ঞার অপেক্ষা রহিয়াছে। [আমার পুত্র জন্মলাভ করিয়াছে জানিতে পারিলে, আমার তখন কোন বাহ্যক্রিয়া থাকে না, কিন্তু অন্তরের অনাবিল আনন্দরসে মগ্ন হইয়া সুখভোগ করি,—ইহা আন্তর অর্থক্রিয়া; পুত্রের জন্ম হইয়াছে,—ইহা জানিতে না পারিলে এইরূপ আন্তর আনন্দভোগ হয় না। অতএব প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা একরূপ আন্তর অর্থক্রিয়া সম্পাদিত হয়।] ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞায়ও আমি ঈশ্বর—এইরূপ উপলব্ধি দ্বারা অপূর্ব্ব আত্মানন্দ-লাভ রূপ যে অর্থক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাতে জীব ও পরমেশ্বরের ঐক্য ও পরিপূর্ণ দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি রূপ চৈতন্যের উপলব্ধির ফলে পরসিদ্ধি ও অপর-সিদ্ধি লাভ হয়। এইরূপ অর্থক্রিয়ায় স্বরূপ প্রত্যভিজ্ঞার অপেক্ষা নিশ্চয়ই রহিয়াছে। [পরসিদ্ধি মোক্ষ; অপর সিদ্ধি অভ্যুদয়। এইগুলির কারণ জীব ও পরমেশ্বরের ঐক্য সাক্ষাৎকার। প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা আত্মগত পরিপূর্ণ দৃক্‌শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-রূপ চৈতন্যের আবিষ্কার বা উদ্বোধনের দ্বারাই ইহা সম্পাদিত হয়। এইরূপ পূর্ণতার উদ্বোধনে যে অপূর্ব্ব আনন্দরসের আস্বাদন হয়, তাহা প্রত্যভিজ্ঞারই ফলশ্রুতি। এইরূপ আন্তর উপলব্ধির তারতম্যে সিদ্ধিরও তারতম্য হয়। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজন নিশ্চয়ই রহিয়াছে।]

প্রমাতা বা জ্ঞাতার এই অপূর্ব্ব আত্মগত আনন্দরসের আস্বাদন, যাহা প্রত্যভিজ্ঞা ভিন্ন উপলব্ধি করা যায় না, তাহা যে প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা লাভ করা যায়, ইহা কিভাবে বুঝিতে পারি? ইহার উত্তরে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।-

নায়কের গুণ শুনিয়া কোন নারী তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল; সেই নারী মদন-বিহ্বলা হইয়া নায়কের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রেমপত্রে নায়কের নিকট নিজের অবস্থা নিবেদন করিল। সেই নারী পরে দ্রুতগতিতে সেই নায়কের নিকট

উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেখিল ; কিন্তু নায়কের গুণ সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা বা ভাবনা না থাকাতে সে তাহাকে সাধারণ লোকের মতই মনে করিল। ফলে সে নায়ককে দেখিয়াও কোনরূপ সন্তোষ বা আনন্দ লাভ করিল না। কিন্তু দূতী সেখানে উপস্থিত হইয়া যখন তাহার নিকট নায়কের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল, তখনই সেই নারী-হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত হইল, এবং যে পূর্ণ সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করিল। [নায়কের গুণ সম্বন্ধে সম্যক্ ভাবনা না হওয়া পর্য্যন্ত নায়িকা তাহাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। গুণপরামর্শের ফলেই তাহার হৃদয়ে পূর্ণ প্রেম জাগ্রত হইল।] অনুরূপভাবে, যদিও আত্মায় পূর্ণচৈতন্যরূপী বিশ্বেশ্বর ভাসমান, তবুও আত্মার গুণাবলীর ভাবনার অভাবে আত্মায় বিশ্বেশ্বরের এই অবভাস পূর্ণভাবে অনুভূতিতে আসে না। যখন গুরুবাক্য প্রভৃতির সাহায্যে আত্মায় পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রভৃতি গুণের ধারণা বা জ্ঞান হয়, তখনই 'বিশ্বেশ্বরের সকল জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিযুক্ত আমিই বিশ্বেশ্বর,—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধির পূর্ণতা সাধিত হয়। [অতএব প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা এই উপলব্ধিই হয় যে, পরমেশ্বরের সকল চৈতন্যশক্তি আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব আমি ও পরমেশ্বর অভিন্ন।— এইখানেই প্রত্যভিজ্ঞার সার্থকতা।]

সেইজন্য চতুর্থ বিমর্শে বলিয়াছেন,

'তৈস্তৈরপ্যুপযাচিতৈরুপনতস্তন্ব্যাঃ স্থিতোঽপ্যন্তিকে
কান্তো লোকসমান এবমপরিজ্ঞাতো ন রন্তুং যথা।
লোকস্যৈষ তথানবেক্ষিতগুণঃ স্বাত্মাপিবিশ্বেশ্বরো
নৈবায়ং নিজবৈভবায় তদিয়ং তৎপ্রত্যভিজ্ঞোদিতা ॥'
(ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা।)

বিভিন্ন প্রকার প্রার্থনার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া যখন নায়ক-নায়িকার নিকটে উপস্থিত হয়, তখন তাহার গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় নায়িকা তাহাকে সাধারণ লোকের মতই মনে করে ও তাহার সহিত মিলিত হয় না ; সেইরূপ আপন আত্মা বিশ্বেশ্বর স্বরূপ হইলেও, তাঁহার গুণ অনালোচিত বলিয়া আত্মা আপন ঐশ্বর্যে পরিস্ফুট হন না ; সেইজন্য (যাহাতে আত্মা আপন ঐশ্বর্যে জাগ্রত হইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে) প্রত্যভিজ্ঞা উপদিষ্ট হইতেছে।

অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আচার্যগণ এই তত্ত্বের যথাযথ বিস্তারপূর্ব্বক আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এখানে সংক্ষেপে আমরা আলোচনা করিলাম। ইতি। সকলই শিবস্বরূপ।

ইতি সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন।

অথ চার্ব্বাকদর্শনম্

নিত্যজ্ঞানাশ্রয়ং বন্দে নিঃশ্রেয়সনিধিং শিবম্ ।
যেনৈব জাতং মহ্যাদি তেনৈবেদং সকর্তৃকম্ ॥
পারং গতং সকলদর্শনসাগরাণা-
মাত্মোচিতার্থচরিতার্থিতসর্ব্বলোকম্ ।
শ্রীশার্ঙ্গপাণিতনয়ং নিখিলাগমজ্ঞং
সর্ব্বজ্ঞবিষ্ণুগুরুমন্বহমাশ্রয়েঽহম্ ॥ ২ ॥
শ্রীমৎসায়ণদুগ্ধাব্ধিকৌস্তুভেন মহৌজসা ।
ক্রিয়তে মাধবাচার্য্যেণ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ ॥ ৩ ॥
পূর্ব্বেষামতিদুস্তরাণি সুতরামালোড্য শাস্ত্রাণ্যসৌ ।
শ্রীমৎসায়ণমাধবঃ প্রভুরুপন্যাস্থৎ সতাং প্রীতয়ে ॥
দূরোৎসারিতমৎসরেণ মনসা শৃণ্বন্তু তৎ সজ্জনা
মাল্যং কস্য বিচিত্রপুষ্পরচিতং প্রীত্যৈ ন সংজায়তে ॥ ৪ ॥

অথ কথং পরমেশ্বরস্য নিঃশ্রেয়সপ্রদত্বমভিধীয়তে। বৃহস্পতিমতানুসারিণা নাস্তিকশিরোমণিনা চার্ব্বাকেন তস্য দূরোৎসারিতত্বাৎ। দুরুচ্ছেদং হি চার্ব্বাকস্য চেষ্টিতম্। প্রায়েণ সর্ব্বপ্রাণিনস্তাবৎ

যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥ ৫ ॥

—ইতি লোকগাথামনুরুন্ধানা নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাবেব পুরুষার্থৌ মন্যমানাঃ পারলৌকিকমর্থমপহ্নুবানাশ্চার্ব্বাকমতমনুবর্ত্তমানা এবানুভূয়ন্তে। অতএব তস্য চার্ব্বাকমতস্য লোকায়তমিত্যন্বর্থমপরং নামধেয়ম্ ॥ ৬ ॥

তত্র পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি। তেভ্য এব দেহাকারপরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যোমদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে তেষু বিনষ্টেষু সৎস্বয়ং বিনশ্যতি। তদহিঃ বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি ॥ ৭ ॥

তৎ চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এবাত্মা। দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ।

প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদিতয়া অনুমানাদেরনঙ্গীকারেণ প্রামাণ্যাভাবাৎ ॥ ৮ ॥

অঙ্গনালিঙ্গনাদিজন্যং সুখমেব পুরুষার্থঃ। ন চাস্য দুঃখসংভিন্নতয়া পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি মন্তব্যম্ অবর্জ্জনীয়তয়াপ্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্রস্যৈব ভোক্তব্যত্বাৎ। তদ্ যথা মৎস্যার্থী সশল্কান্ সকণ্টকান্ মৎস্যানুপাদত্তে স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। যথাবা ধান্যার্থী সপলালানি ধান্যান্যাহরতি স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। তস্মাদ্ দুঃখভয়ান্নানুকুলবেদনীয়ং সুখং ত্যক্তুমুচিতম্। ন হি মৃগাঃ সন্তীতি শালয়ো নোপ্যন্তে। ন হি ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি স্থাল্যো নাধিশ্রীয়ন্তে। যদি কশ্চিদ্ ভীরুর্দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ তর্হি স পশুবন্মূর্খো ভবেৎ ॥ ৯ ॥

তদুক্তম্—ত্যাজ্যং সুখং বিষয়সঙ্গমজন্ম পুংসাং
দুঃখোপসৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা।
ব্রীহীন্ জিহাসতি সিতোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্
কো নাম ভোস্তুষকণোপহিতান্ হিতার্থী ॥ ১০ ॥

নমু পারলৌকিকসুখাভাবে বহুবিত্তব্যয়শরীরায়াসসাধ্যে অগ্নিহোত্রাদৌ বিদ্যাবৃদ্ধাঃ কথং প্রবর্ত্তিষ্যন্তে ইতি চেৎ তদপি ন প্রমাণকোটিং প্রবেষ্টুমীষ্টে। অনৃতব্যাঘাতপুনরুক্তদোষৈর্দূষিততয়া বৈদিকম্মন্যৈরেব ধূর্ত্তবকৈঃ পরস্পরং কর্ম্মকাণ্ডপ্রামাণ্যবাদিভির্জ্ঞানকাণ্ডস্য জ্ঞানকাণ্ডপ্রামাণ্যবাদিভিঃ কর্ম্মকাণ্ডস্য চ প্রতিক্ষিপ্তত্বেন ত্রয্যা ধূর্ত্তপ্রলাপমাত্রত্বেন অগ্নিহোত্রাদের্জীবিকামাত্রপ্রয়োজনত্বাৎ। তথা চাভানকঃ—

অগ্নিহোত্রস্ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ ॥ ১১ ॥

অতএব কণ্টকাদিজন্যং দুঃখমেবনরকং লোকসিদ্ধো রাজা পরমেশ্বরঃ দেহোচ্ছেদো মোক্ষঃ। দেহাত্মবাদে চ স্থূলোহহং কৃশোহহং কৃষ্ণোহহমিত্যাদিসামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ। মম শরীরমিতি ব্যবহারো রাহোঃ শির ইত্যাদিবদৌপচারিকঃ ॥ ১২ ॥

তদেতৎ সর্ব্বং সমগ্রাহি—
অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে ॥ ১৩ ॥
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ।
অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ ॥ ১৪ ॥

দেহঃ স্থৌল্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ।
মম দেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকীতি ॥ ১৫ ॥

স্যাদেতৎ। স্যাদেষ মনোরথো যদ্যনুমানাদেঃ প্রামাণ্যং ন স্যাৎ। অস্তি চ প্রামাণ্যং। কথমন্যথা ধূমোপলম্ভানন্তরং ধূমধ্বজে প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তিরুপপদ্যেত। নদ্যাস্তীরে ফলানি সন্তীতি বচনশ্রবণসমনন্তরং ফলার্থিনাং নদীতীরে প্রবৃত্তিরিতি॥ তদেতন্মনোরাজ্যবিজৃম্ভণম্ ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতাশালি হি লিঙ্গং গমকমভ্যুপগতমনুমান-প্রমাণ্যবাদিভিঃ। ব্যাপ্তিশ্চোভয়বিধোপাধিবিধুরঃ সম্বন্ধঃ। স চ সত্তয়া চক্ষুরাদিবন্নাঙ্গ-ভাবং ভজতে কিন্তু জ্ঞাততয়া। কঃ খলু জ্ঞানোপায়ো ভবেৎ। নতাবৎ প্রত্যক্ষং। তচ্চ বাহ্যমান্তরং বাভিমতম্। ন প্রথমঃ তস্য সম্প্রযুক্তবিষয়জ্ঞানজনকত্বেন ভবতি প্রসরসম্ভবেঽপি ভূতভবিষ্যতোস্তদসম্ভবেন সর্ব্বোপসংহারবত্যা ব্যাপ্তের্দুর্জ্ঞানত্বাৎ। ন চ ব্যাপ্তিজ্ঞানং সামান্যগোচরমিতি মন্তব্যং ব্যক্ত্যোরবিনাভাবপ্রসঙ্গাৎ। নাপি চরমঃ অন্তকরণস্য বহিরিন্দ্রিয়তন্ত্রত্বেন বাহ্যেঽর্থে স্বাতন্ত্র্যেণ ঃ বৃত্ত্যনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

তদুক্তং—চক্ষুরাদ্যুক্তবিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্মন ইতি। নাপ্যনুমানং ব্যাপ্তিজ্ঞানো-পায়ঃ। তত্র তত্রাপ্যেবমিতি অনবস্থাদোঃস্যপ্রসঙ্গাৎ। নাপি শব্দস্তদুপায়ঃ। কাণাদ-মতানুসারেণানুমান এবান্তর্ভাবাৎ। অনন্তর্ভাবে বা বৃদ্ধবহাররূপলিঙ্গাবগতি-সাপেক্ষতয়া প্রাগুক্তদূষণলঙ্ঘনাজজ্ঘালত্বাৎ। ধূমধূমধ্বজয়োরবিনাভাবোঽস্তীতি বচনমাত্রেমন্বাদিবদ্ বিশ্বাসাভাবাচ্চ। অনুপদিষ্টাবিনাভাবস্য পুরুষস্যার্থান্তরদর্শনে-নার্থান্তরানুমিত্যভাবে স্বার্থানুমানকথায়াঃ কথাশেষত্বপ্রসঙ্গাচ্চ। কৈব কথা পরার্থানুমানস্য। উপমানাদিকন্তু দূরাপাস্তং তেষাং সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধাদিবোধন-বত্বেনানৌপাধিকসম্বন্ধবোধকত্বসম্ভবাৎ। কিঞ্চ উপাধ্যভাবোপি দুরবগমঃ। উপাধীনাং প্রত্যক্ষত্বনিয়মাসম্ভবেন প্রত্যক্ষাণামভাবস্য প্রত্যক্ষত্বেঽপি অপ্রত্যক্ষাণামভাবস্যা-প্রত্যক্ষতয়া অনুমানাদ্যপেক্ষায়ামুক্তদূষণানতিবৃত্তেঃ ॥ ১৭ ॥

অপি চ সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যসমব্যাপ্তিরিতি তল্লক্ষণং কক্ষীকর্ত্তব্যম্। তদুক্তম্ অব্যাপ্তসাধনো যঃ সাধ্যসমব্যাপ্তিরুচ্যতে স উপাধিরিতি ॥ ১৮ ॥

শব্দেঽনিত্যত্বে সাধ্যে সকর্ত্তৃকত্বং ঘটত্বমশ্রবতাঞ্চ ব্যাবর্ত্তয়িতুমুপাত্তান্যত্র ক্রমতো বিশেষণানি ত্রীণি। তস্মাদিদমনবদ্যং সমাসমেত্যাদিনোক্তমাচার্য্যৈশ্চেতি॥ তত্র বিধ্যধ্যবসায়পূর্ব্বকত্বান্নিষেধাধ্যবসায়স্যোপাধিজ্ঞানে জাতে তদভাববিশিষ্টসম্বন্ধ-রূপং ব্যাপ্তিজ্ঞানং ব্যাপ্তিজ্ঞানাধীনং চোপাধিজ্ঞানমিতি পরস্পরাশ্রয়বজ্রপ্রহার দোষো বজ্রলেপায়তে। তস্মাদবিনাভাবস্য দুর্বোধতয়া নানুমানাদ্যবকাশঃ। ধূমাদি-

জ্ঞানানন্তরমগ্ন্যাদিজ্ঞানে প্রবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষমূলতয়া ভ্রান্ত্যা বা যুজ্যতে। ক্বচিৎ ফল-প্রতিলম্ভস্তু মণিমন্ত্রৌষধাদিবৎ যাদৃচ্ছিকঃ। অতস্তৎসাধ্যমদৃষ্টাদিকমপি নাস্তি। নম্বদৃষ্টানিষ্টৌ জগদ্বৈচিত্র্যমাকস্মিকং স্যাদিতি চেৎ ন তদ্ ভদ্রং। 'অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং শীতস্পর্শস্তথানিলঃ। কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্ব্যবস্থিতিরিতি' ॥ ১৯ ॥

তদেতৎ সর্ব্বং বৃহস্পতিনাপ্যুক্তম্—

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥ ২০ ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা ॥ ২১ ॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে ॥ ২২ ॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্দ্ধয়েৎ শিখাম্ ॥ ২৩ ॥
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্।
গেহস্থকৃতশ্রাদ্ধেন পথি তৃপ্তিরবারিতা ॥ ২৪ ॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে ॥ ২৫ ॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥ ২৬ ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ ॥ ২৭ ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি ন ত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৮ ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্ ॥ ২৯ ॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নস্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩০ ॥
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরসমীরিতমিতি ॥

তস্মাদ্ বহূনাং প্রাণিনামনুগ্রহার্থং চার্ব্বাকমতমাশ্রয়ণীয়মিতি রমণীয়ম্ ॥

ইতি সায়ণমাধবীয়ে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাকদর্শনং সমাপ্তম্।

অথ বৌদ্ধদর্শনম্

অত্র বৌদ্ধৈরভিধীয়তে। যদভ্যধাপি অবিনাভাবো দুর্বোধ ইতি তদসাধীয়ঃ তাদাত্ম্যতদুৎপত্তিভ্যামবিনাভাবস্য সুজ্ঞানত্বাৎ। তদুক্তম্—

কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বানিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মোঽদর্শনান্নদর্শনাদিতি ॥ ১ ॥

অন্বয়ব্যতিরেকাববিনাভাবনিশ্চায়কাবিতি পক্ষে সাধ্যসাধনয়োরব্যভিচারো দুরবধারণো ভবেৎ। ভূতে ভবিষ্যতি বর্ত্তমানে অনুপলভ্যমানে অর্থে চ ব্যভিচারশঙ্কায়া অনিবারণাৎ। ননু তথাবিধস্থলে তাবকেঽপি মতে ব্যভিচারশঙ্কা দুষ্পরিহরেতি চেৎ মৈবং বোচঃ। বিনাপি কারণং কার্য্যমুৎপদ্যতামিত্যেবং বিধায়াঃ শঙ্কায়া ব্যাঘাতাবধিকতয়া নিবৃত্তত্বাৎ। তদেব হ্যাশঙ্ক্যেত যস্মিন্নাশঙ্ক্যমানে ব্যাঘাতাদয়ো নাবতরেয়ুঃ। তদুক্তম্-ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কেতি। তস্মাত্তদুৎপত্তিনিশ্চয়েন অবিনাভাবো নিশ্চীয়তে। তদুৎপত্তিনিশ্চয়শ্চ কার্য্যহেত্বোঃ প্রত্যক্ষোপলম্ভানুপলম্ভপঞ্চকনিবন্ধনঃ। কার্য্যস্যোৎপত্তেঃ প্রাগনুপলম্ভঃ কারণোপলম্ভেসত্যুপলম্ভঃ উপলব্ধস্য পশ্চাৎ কারণানুপলম্ভাদনুপলম্ভ ইতি পঞ্চকারণ্যা ধূমধূমধ্বজয়োঃ কার্য্যকারণভাবো নিশ্চীয়তে। তথা তাদাত্ম্যনিশ্চয়েনাপ্যবিনাভাবো নিশ্চীয়তে। যদি শিংশপা বৃক্ষত্বমতিপতেৎ স্বাত্মানমেব জহ্যাদিতি বিপক্ষে বাধকপ্রবৃত্তেঃ। অপ্রবৃত্তে তু বাধকে ভূয়ঃ সহভাবোপলম্ভেঽপি ব্যভিচারশঙ্কায়াঃ কো নিবারয়িতা। শিংশপাবৃক্ষয়োশ্চ তাদাত্ম্যনিশ্চয়ো বৃক্ষোঽয়ং শিংশপেতি সামানাধিকরণ্যবলাদুপপদ্যতে। ন হ্যত্যন্তাভেদে তৎ সম্ভবতি পর্য্যায়ত্বেন যুগপদপি প্রয়োগাযোগাৎ। নাপ্যত্যন্তভেদে। গবাশ্বয়োরনুপলম্ভাৎ। তস্মাৎ কার্য্যাত্মানৌ কারণমাত্মানমনুমাপয়ত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২ ॥

যদি কশ্চিৎ প্রামাণ্যমনুমানস্য নাঙ্গীকুর্য্যাৎ তং প্রতি ব্রূয়াৎ। অনুমানং প্রমাণং ন ভবতীত্যেতাবন্মাত্রমুচ্যতে তত্র ন কিঞ্চন সাধনমুপন্যস্যতে উপন্যস্যতে বা। ন প্রথমঃ অশিরস্ক বচনস্যোপন্যাসে সাধ্যাসিদ্ধেঃ। একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েদিতি ন্যায়াৎ। নাপি চরমঃ অনুমানং প্রমাণং ন ভবতীতি ব্রুবাণেন বচন প্রমাণমনভ্যুপগচ্ছতা ত্বয়া স্বপরকীয় শাস্ত্রে প্রামাণ্যেনোপগৃহীতস্য বচনস্যোপন্যাসে মম মাতা বন্ধ্যেতিবদ্ব্যাঘাতাপাতাৎ। কিঞ্চ প্রমাণতদাভাসব্যবস্থাপনং তৎসমানজাতীয়ত্বাদিতি বদতা ভবতৈব স্বীকৃতং স্বভাবানুমানম্। পরগতা বিপ্রতিপত্তিস্ত বচনলিঙ্গেনেতি ব্রুবতা কার্য্যলিঙ্গকমনুমানম্।

অনুপলব্ধ্যা কস্যচিদর্থং প্রতিষেধয়তামনুপলব্ধিলিঙ্গকমনু মানম্। তথাচোক্তং তথাগতৈঃ—

প্রমাণান্তরসামান্যস্থিতেরন্যধিয়ো গতে
প্রমাণান্তরসদ্ভাবঃ প্রতিষেধাচ্চ কস্যচিদিতি ॥

পরাক্রান্তঞ্চাত্রসূরিভিরিতি গ্রন্থভূয়স্ত্বভয়াদুপরম্যতে ॥ ৩ ॥

তে চ বৌদ্ধাশ্চতুর্ব্বিধয়া ভাবনয়া পরমপুরুষার্থং কথয়ন্তি। তেচ মাধ্যমিক যোগাচার সৌত্রান্তিক বৈভাষিকসংজ্ঞাভিঃ প্রসিদ্ধাঃ বৌদ্ধা যথাক্রমং সর্ব্ব-শূন্যত্ব-বাহ্যশূন্যত্ব-বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব-বাহ্যর্থপ্রত্যক্ষত্ববাদানাতিষ্ঠন্তে ॥ ৪ ॥

যদ্যপি ভগবান্ বুদ্ধ এক এব বোধয়িতা তথ্যাপি বোদ্ধব্যানাং বুদ্ধিভেদাচ্চা-তুর্ব্বিধ্যং। যথা গতোঽস্তমর্ক ইত্যুক্তে জারচৌরানুচানাদয়ঃ স্বেষ্টানুসারেণাভিসরণ-পরস্বহরণসদাচরণাদিসময়ং বুধ্যন্তে। সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যমিতি ভাবনাচতুষ্টয়মুপদিষ্টং দ্রষ্টব্যম্। তত্র ক্ষণিকত্বং নীলাদিক্ষণানাং সত্ত্বেনানুমাতব্যং যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরপটলং সন্তশ্চামী ভাবা ইতি। ন চায়মসিদ্ধো হেতুঃ অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণস্য সত্ত্বস্য নীলাদি-ক্ষণানাং প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ। ব্যাপকব্যাবৃত্ত্যা ব্যাপ্যব্যাবৃত্তিন্যায়েন ব্যাপকক্রমাক্রম-ব্যাবৃত্তাবক্ষণিকাৎ সত্ত্বব্যাবৃত্তেঃ সিদ্ধত্বাচ্চ। তচ্চার্থক্রিয়াকারিত্বং ক্রমাক্রমাভ্যাং ব্যাপ্তং। ন চ ক্রমাক্রমাভ্যামন্যঃ প্রকারঃ সমস্তি—

পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ।
নৈকতাপি বিরুদ্ধানামুক্তিমাত্রবিরোধতঃ ॥

ইতি ন্যায়েন ব্যাঘাতস্যোদ্ভটত্বাৎ। তৌ চ ক্রমাক্রমৌ স্থায়িনঃ সকাশাদ্ব্যাবর্ত্তমানৌ অর্থক্রিয়ামপি ব্যাবর্ত্তয়ন্তৌ ক্ষণিকত্বপক্ষ এব সত্ত্বং ব্যবস্থাপয়ত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৫ ॥

নন্বক্ষণিকস্যার্থক্রিয়াকারিত্বং কিং ন স্যাদিতি চেৎ তদযুক্তং। বিকল্পাসহত্বাৎ। তথা হি বর্ত্তমানার্থক্রিয়াকরণকালে অতীতানাগতয়োঃ কিমর্থক্রিয়য়োঃ স্থায়িনঃসামর্থ্যমস্তি ? নো বা ? আদ্যে তয়োরনিরাকরণপ্রসঙ্গঃ সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ। যৎ যদা যৎকরণ-সমর্থং তৎ তদা তৎকরোত্যেব যথাসামগ্রী স্বকার্য্যং। সমর্থশ্চায়ং ভাব ইতি প্রসঙ্গানু-মানাচ্চ। দ্বিতীয়েঽপি কদাপি ন কুর্য্যাৎ সামর্থ্যমাত্রানুবন্ধিত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বস্য। যৎ যদা যন্ন করোতি তৎ তদা তত্রাসমর্থং যথা হি শিলাশকলমঙ্কুরে। ন চৈব বর্ত্ত-মানার্থক্রিয়াকরণকালে বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণে অর্থক্রিয়ে করোতীতি তদ্বিপর্য্যয়াচ্চ ॥ ৬ ॥

নন্বু ক্রমবৎসহকারিলাভাৎ স্থায়িনঃ অতীতানাগতয়োঃ ক্রমেণ করণমুপপদ্যতে

ইতি চেৎ—তত্রেদং ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং। সহকারিণঃ কিং ভাবস্যোপকুর্ব্বন্তি? ন বা? ন চেৎ নাপেক্ষণীয়াস্তে। অকিঞ্চিৎকুর্ব্বতাং তেষাং তাদর্থ্যাযোগাৎ। অথ ভাবস্তৈঃ সহকারিভিঃ সহৈব কার্য্যং করোতীতি স্বভাব ইতি চেৎ অঙ্গ তর্হি সহকারিণো ন জহ্যাৎ প্রত্যুত পলায়মানানপি গলে পাশেন বদ্ধা কৃত্যং কার্য্যং কুর্য্যাৎ। স্বভাবস্যানপায়াৎ। উপকারকত্বপক্ষে সোঽয়মুপকারঃ কিং ভাবাদ্ভিদ্যতে? ন বা? ভেদপক্ষে আগন্তুকস্যৈব তস্য কারণত্বং স্যাৎ ন ভাবস্যাক্ষণিকস্য আগন্তুকাতিশয়ান্বয়ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বাৎ কার্য্যস্য। তদুক্তম্—

বর্ষাতপাভ্যাং কিং ব্যোম্নশ্চর্ম্মণ্যস্তি তয়োঃ ফলম্।
চর্ম্মোপমশ্চেৎ সোঽনিত্যঃ খতুল্যশ্চেদসৎফলম্ ইতি ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ সহকারিজন্যোঽতিশয়ঃ কিমতিশয়ান্তরমারভতে ন বা। উভয়থাপি প্রাগুক্তদূষণপাষাণবর্ষণপ্রসঙ্গঃ। অতিশয়ান্তরারম্ভপক্ষে বহুমুখানবস্থাদোঃস্থ্যমপি স্যাৎ। অতিশয়ে জনয়িতব্যে সহকার্য্যন্তরাপেক্ষায়াং তৎপরম্পরাপাত ইত্যেকানবস্থা আস্থেয়া। তথাহি সহকারিভিঃ সলিলপবনাদিভিঃ পদার্থসার্থৈরাধীয়মানে বীজস্যাতিশয়ে বীজমুৎপাদকমভ্যুপেয়ম্। অপরথা তদভাবেঽপ্যতিশয়ঃ প্রাদুর্ভবেৎ। বীজঞ্চাতিশয়মাদধানং সহকারিসাপেক্ষমেবাধত্তে। অন্যথা সর্ব্বদোপকারাপত্তৌ অঙ্কুরস্যাপি সদোদয়ঃ প্রসজ্যেত। তস্মাদতিশয়ার্থমপেক্ষমাণৈঃ সহকারিভিরতিশয়ান্তরমাধেয়ং বীজে। তস্মিন্নপ্যুপকারে পূর্ব্বন্যায়েন সহকারিসাপেক্ষস্য বীজস্য জনকত্বে সহকারিসম্পাদ্য বীজগতাতিশয়ানবস্থা প্রথমা ব্যবস্থিতা ॥ ৮ ॥

অথোপকারঃ কার্য্যার্থমপেক্ষমাণোঽপি বীজাদিনিরপেক্ষং কার্য্যং জনয়তি তৎসাপেক্ষং বা। প্রথমে বীজাদেরহেতুত্বমাপতেৎ। দ্বিতীয়ে অপেক্ষ্যমাণেন বীজাদিনা উপকারে অতিশয় আধেয় এবং তত্র তত্রাপীতি বীজাদিজন্যাতিশয়নিষ্ঠাতিশয়পরম্পরাপাত ইতি দ্বিতীয়ানবস্থা স্থিরা ভবেৎ। এবমপেক্ষ্যমাণেনোপকারেণ বীজাদৌ ধর্ম্মিণ্যুপকারান্তরমাধেয়মিত্যুপকারাধেয়বীজাশ্রয়াতিশয়পরম্পরাপাত ইতি তৃতীয়ানবস্থা দুরবস্থা স্যাৎ। অথ ভাবাদভিন্নোঽতিশয়ঃ সহকারিভিরাধীয়ত ইত্যভ্যুপগম্যতে তর্হি প্রাচীনো ভাবোঽনতিশয়াত্মা নিবৃত্তঃ অন্যশ্চাতিশয়াত্মা কুর্ব্বদ্রূপাদিপদবেদনীয়ো জায়ত ইতি ফলিতং মমাপি মনোরথদ্রুমেণ ॥ ৯ ॥

তস্মাদক্ষণিকস্যার্থক্রিয়া দুর্ঘটা। নাপ্যক্রমেণ ঘটতে। বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি যুগপৎসকলকার্য্যকরণসমর্থঃ স্বভাবস্তদুত্তরকালমনুবর্ত্ততে ন বা। প্রথমে তৎকালবৎ

কালান্তরেঽপি তাবৎ কার্য্যকরণমাপতেৎ। দ্বিতীয়ে স্থায়িত্ববৃত্ত্যাশা মুষিক-ভক্ষিতবীজাদাবঙ্কুরাদিজননপ্রার্থনামনুহরেৎ। যৎবিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যস্তং তন্নানা যথা শীতোষ্ণে। বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যস্তশ্চায়মিতি জলধরে ব্যাপ্তিসিদ্ধি। ন চায়মসিদ্ধো হেতুঃ স্থায়িনি কালভেদেন সামর্থ্যাসামর্থ্যয়োঃ প্রসঙ্গতদ্বিপর্য্যয়সিদ্ধত্বাত্তত্রাসামর্থ্যসাধকৌ প্রসঙ্গতদ্বিপর্য্যয়ৌ প্রাগুক্তৌ। সামর্থ্যসাধকাবভিধীয়তে। যদ্যদা যজ্জননাসমর্থং তত্তদা তন্ন করোতি যথা শিলাশকলমঙ্কুরম্। অসমর্থশ্চায়ং বর্তমানার্থক্রিয়াকরণ-কালে অতীতানাগতয়োরর্থক্রিয়য়ো রিতিপ্রসঙ্গঃ। যদযদা যৎ করোতি তত্তদা তত্র সমর্থং যথা সামগ্রী স্বকার্য্যে। করোতি চায়মতীতানাগতকালে তৎকালবর্ত্তিন্যা-বর্থক্রিয়ে ভাব ইতি প্রসঙ্গব্যত্যয়ঃ বিপর্য্যয়ঃ। তস্মাদ্বিপক্ষে ক্রমযৌগপদ্যব্যাবৃত্ত্যা ব্যাপকানুপলম্ভেনাধিগতব্যতিরেকব্যাপ্তিকং প্রসঙ্গতদ্বিপর্য্যয়বলাৎ গৃহীতান্বয়ব্যাপ্তিকং চ সত্ত্বং ক্ষণিকত্বপক্ষ এব ব্যবস্থাস্যতীতি সিদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

তদুক্তং জ্ঞানশ্রিয়া—যৎ সত্তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী। সত্তা-শক্তিরিহার্থকর্ম্মণি মিতেঃ সিদ্ধেষু সিদ্ধা ন সা॥ নাপ্যেকৈব বিধান্যথা পরকৃতে-নাপি ক্রিয়াদির্ভবেৎ। দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গসঙ্গতিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতীতি ॥ ১১ ॥

ন চ কণভক্ষাক্ষচরণাদিপক্ষকক্ষীকারেণ সত্তাসামান্যযোগিত্বমেব সত্ত্বমিতি মন্তব্যং। সামান্যবিশেষসমবায়ানামসত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তত্র স্বরূপসত্তানিবন্ধনঃ সদ্ব্যবহারঃ। প্রয়োজকগৌরবাপত্তেঃ। অনুগতত্বানমুগতত্ববিকল্পরাহতেশ্চ। সর্ষপ-মহীধরাদিষু বিলক্ষণেষু ক্ষণেষ্বনুগতস্যাকারস্য মণিষু সূত্রবদ্ভৃতগণেষু গুণবচ্চা-প্রতিভাসনাচ্চ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ সামান্যং সর্ব্বগতং স্বাশ্রয়সর্ব্বগতং বা। প্রথমে সর্ব্ববস্তুসঙ্করপ্রসঙ্গঃ। অপ-সিদ্ধান্তাপত্তিশ্চ। যতঃ প্রোক্তং প্রশস্তপাদেন স্ববিষয়সর্ব্বগতমিতি। কিঞ্চ বিদ্য-মানে ঘটে বর্ত্তমানং সামান্যমন্যত্র জায়মানেন সম্বধ্যমানং তস্মাদাগচ্ছৎ সম্বধ্যতে অনাগচ্ছদ্বা। আদ্যে দ্রব্যত্বাপত্তিঃ দ্বিতীয়ে সম্বন্ধানুপপত্তিঃ। কিঞ্চ বিনষ্টে ঘটে সামান্যমবতিষ্ঠতে বিনশ্যতি স্থানান্তরং গচ্ছতি বা। প্রথমে নিরাধারত্বাপত্তিঃ দ্বিতীয়ে নিত্যত্ববাচো যুক্ত্যযুক্তিঃ। তৃতীয়ে দ্রব্যত্বপ্রসক্তিঃ ইত্যাদি দূষণগ্রহগ্রস্তত্বাৎ সামান্যম-প্রামাণিকম্ ॥ ১৩ ॥

তদুক্তম্—অন্যত্র বর্ত্তমানস্য ততোঽন্যস্থানজন্মনি।
তস্মাদচলতঃ স্থানাদবৃত্তিরিত্যতিযুক্ততা ॥
যত্রাসৌ বর্ত্ততে ভাবস্তেন সম্বধ্যতে ন তু।
তদ্দেশিনঞ্চ ব্যাপ্নোতি কিমপ্যেতন্মহাদ্ভুতম্ ॥

ন যাতি ন চ তত্রাসীদস্তি পশ্চান্নচাংশবৎ।
জহাতি পূর্ব্বং নাধারমহো ব্যসনসন্ততিরিতি ॥

অনুবৃত্তপ্রত্যয়ঃ কিমালম্বন ইতি চেৎ-অঙ্গ অন্যাপোহালম্বন এবেতি সন্তোষ্টব্যমায়ুষ্মতেতি অলমতিপ্রসঙ্গেন ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বস্য সংসারস্য দুঃখাত্মকত্বং সর্বতীর্থকরসম্মতম্ অন্যথা তন্নিবর্ত্তয়িষুণাং তেষাং তন্নিবৃত্ত্যুপায়ে প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং দুঃখং দুঃখমিতি ভাবনীয়ম্। নমু কিং বদিতি পৃষ্টে দৃষ্টান্তঃ কথনীয় ইতি চেন্নৈবং। স্বলক্ষণানাং ক্ষণানাং ক্ষণিকত্বয়া সালক্ষণ্যাভাবাৎ এতেন সদৃশমপরমিতি বক্তুমশক্যত্বাৎ। ততঃ স্বলক্ষণং স্বলক্ষণমিতি ভাবনীয়ম্। এবং শূন্যং শূন্যমপি ভাবনীয়ং। স্বপ্নে জাগরণে চ ন ময়া দৃষ্টমিদং রজতাদীতি বিশিষ্টনিষেধস্যোপলম্ভাৎ। যদি দৃষ্টং সৎ তদা তদ্বিশিষ্টস্য দর্শনস্যেদন্তায়া অধিষ্ঠানস্য চ তস্মিন্নধ্যস্তস্য রজতত্বাদেস্তৎসম্বন্ধস্য চ সমবায়াদেঃ সত্ত্বং স্যাৎ। ন চৈতদিষ্টং কস্যচিদ্বাদিনঃ। ন চার্দ্ধজরতীয়মুচিতং। ন হি কুক্কুট্যা একো ভাগঃ পাকায় অপরো ভাগঃ প্রসবায় কল্প্যতামিতি কল্প্যতে। তস্মাদধ্যস্তাধিষ্ঠানতৎসম্বন্ধদর্শনদ্রষ্টৄণাং মধ্যে একস্যানেকস্য বা অসত্ত্বে নিষেধবিষয়ত্বেন সর্ব্বস্যাসত্ত্বং বলাদাপতেদিতি ভগবতোপদিষ্টে মাধ্যমিকাস্তাবদুত্তমপ্রজ্ঞা ইত্থমচীকথন্। ভিক্ষুপাদপ্রসারণন্যায়েন ক্ষণভঙ্গাদ্যভিধানমুখেন স্থায়িত্বানুকূলবেদনীয়ত্বানুগতত্বসর্ব্বসত্যত্বভ্রমব্যাবর্ত্তনেন সর্ব্বশূন্যতায়ামেব পর্য্যবসানম্। অতস্তত্ত্বং সদসদুভয়ানুভয়াত্মকচতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যমেব। তথাহি যদি ঘটাদেঃ সত্ত্বং স্বভাবস্তর্হি কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যম্। অসৎ স্বভাব ইতি পক্ষে প্রাচীন এব দোষ প্রাদুঃষ্যাৎ ॥ ১৫ ॥

যথোক্তম্—ন সতঃ কারণাপেক্ষা ব্যোমাদেরিব যুজ্যতে। কার্য্যস্যাসম্ভবী হেতুঃ খপুষ্পাদেরিবাসত ইতি ॥

বিরোধাদিতরৌ পক্ষাবনুপপন্নৌ। তদুক্তং ভগবতা লঙ্কাবতারে—

বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্য্যতে।
অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দর্শিতা ইতি ॥
ইদং বস্তুবলায়াতং যদ্বদন্তি বিপশ্চিতঃ।
যথা যথার্থাশ্চিন্ত্যন্তে বিশীর্য্যন্তে তথা তথেতি চ ॥

ন কচিদপি পক্ষে ব্যবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। দৃষ্টার্থব্যবহারশ্চ ন স্বপ্নব্যবহারবৎ সংবৃত্ত্যা সঙ্গচ্ছতে।

অত এবোক্তম্—পরিব্রাট্ কামুকশুনামেকস্যাং প্রমদাতনৌ।
কুণপঃ কামিনীভক্ষ্য ইতি তিস্রো বিকল্পনা ইতি ॥ ১৬ ॥

তদেবং ভাবনাচতুষ্টয়বশান্নিখিলবাসনানিবৃত্তৌ পরনির্ব্বাণং শূন্যরূপং সেৎস্যতীতি বয়ং কৃতার্থাঃ নাস্মাকমুপদেশ্যং কিঞ্চিদস্তীতি। শিষ্যৈস্তাবদ্‌যোগশ্চাচারশ্চেতি দ্বয়ং করণীয়ম্। তত্রাপ্রাপ্তস্যার্থস্য প্রাপ্তয়ে পর্য্যনুযোগো যোগঃ। গুরূক্তস্যার্থস্যাঙ্গীকরণমাচারঃ। গুরূক্তস্যাঙ্গীকরণাদুত্তমাঃ পর্য্যনুযোগস্যাকরণাদধমাশ্চ। অতস্তেষাং মাধ্যমিকা ইতি প্রসিদ্ধিঃ। গুরূক্তভাবনাচতুষ্টয়ং বাহ্যার্থস্য শূন্যত্বং চাঙ্গীকৃত্যান্তরস্য শূন্যত্বঞ্চাঙ্গীকৃতং কথমিতি? পর্য্যনুযোগস্য করণাৎ কেষাঞ্চিদ্ যোগাচারপ্রথা। এষা হি তেষাং পরিভাষা-স্বয়ং বেদনং তাবদঙ্গীকার্য্যম্ অন্যথা জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত। তৎকীর্ত্তিতং ধর্ম্মকীর্ত্তিনা—

অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতীতি। বাহ্যং গ্রাহ্যং নোপপদ্যত এব বিকল্পানুপপত্তেঃ। অর্থো জ্ঞানগ্রাহ্যো ভবন্নুৎপন্নো ভবতি অনুৎপন্নো বা। ন পূর্ব্বঃ উৎপন্নস্য স্থিত্যভাবাৎ। নাপরঃ অনুৎপন্নস্যাসত্ত্বাৎ। অথ মন্যেথাঃ অতীত এবার্থো জ্ঞানগ্রাহ্যঃ তজ্জনকত্বাদিতি তদপি বালভাষিতং। বর্ত্তমানতাবভাসবিরোধাৎ। ইন্দ্রিয়াদেরপি জ্ঞানজনকত্বেন গ্রাহ্যত্বপ্রসঙ্গাচ্চ ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ গ্রাহ্যঃ কিং পরমাণুরূপোঽর্থঃ অবয়বিরূপো বা। ন চরমঃ কৃৎস্নৈকদেশবিকল্পাদিনা তন্নিরাকরণাৎ। ন প্রথমঃ অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। ষট্‌কেন যুগপদ্‌যোগস্য বাধকত্বাচ্চ।

যথোক্তম্—

ষট্‌কেন যুগপদ্যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা।
তেষামপ্যেকদেশত্বে পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রক ইতি ॥

তস্মাৎ স্বব্যতিরিক্তগ্রাহ্যবিরহাত্তদাত্মিকাবুদ্ধিঃ স্বয়মেব স্বাত্মরূপপ্রকাশিকা প্রকাশবদিতি সিদ্ধম্। তদুক্তম্—

নান্যোঽনুভাব্যো বুদ্ধ্যাস্তি তস্যা নানুভবোঽপরঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে ইতি ॥ ১৯ ॥

গ্রাহ্যগ্রাহকয়োরভেদশ্চানুমাতব্যঃ। যদ্বেদ্যতে যেন বেদনেন তত্ততো ন ভিদ্যতে যথা জ্ঞানেনাত্মা। বেদ্যন্তে তৈশ্চ নীলাদয়ঃ। ভেদে হি সত্যধুনা অনেনার্থস্য সম্বন্ধিত্বং ন স্যাৎ। তাদাত্ম্যস্য নিয়মহেতোরভাবাৎ তদুৎপত্তেরনিয়ামকত্বাৎ যশ্চায়ং গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তীনাং পৃথগবভাসঃ স একস্মিংশ্চন্দ্রমসি দ্বিত্বাবভাস ইব ভ্রমঃ অত্রাপ্যনাদিরবিচ্ছিন্নপ্রবাহাভেদবাসনৈব নিমিত্তম্।

যথোক্তম্—

সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে ইতি ॥
অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যত ইতি চ ॥

ন চ রসবীর্য্যবিপাকাদি সমানমাশামোদকোপার্জ্জিত মোদকানাং স্যাদিতি বেদিতব্যং। বস্তুতো বেদ্যবেদকাকারবিধুরায়া অপি বুদ্ধের্ব্যবহর্তৃপরিজ্ঞানানুরোধেন বিভিন্নগ্রাহ্যগ্রাহকাকাররূপবত্তয়া তিমিরাদ্যুপহতাক্ষাং কেশোণ্ডুক-নাড়ী-জ্ঞান ভেদবদনাদ্যুপপ্লববাসনাসামর্থ্যাদ্ব্যবস্থোপপত্তেঃ পর্য্যনুযোগাযোগাৎ। যথোক্তম্—

অবেদ্যবেদকাকারা যথা ভ্রান্তৈর্নিরীক্ষ্যতে।
বিভক্তলক্ষণগ্রাহ্যগ্রাহকাকারবিপ্লবা ॥
তথা কৃতব্যবস্থেয়ং কেশাদিজ্ঞানভেদবৎ।
যদা তদা ন সঞ্চোদ্যা গ্রাহ্যগ্রাহকলক্ষণেতি ॥

তস্মাদ্-বুদ্ধিরেবানাদি-বাসনাবশাদনেকাকারাবভাসত ইতি সিদ্ধম্। ততশ্চ প্রাগুক্তভাবনাপ্রচয়বলান্নিখিলবাসনোচ্ছেদবিগলিতবিবিধবিষয়াকারোপপ্লববিশুদ্ধ-বিজ্ঞানোদয়ো মহোদয় ইতি ॥ ২০ ॥

অন্যে তু মন্যন্তে। যথোক্তং বাহ্যং বস্তুজাতং নাস্তীতি তদযুক্তং প্রমাণাভাবাৎ। ন চ সহোপলম্ভনিয়মঃ প্রমাণমিতি বক্তব্যং বেদ্যবেদকয়োরভেদসাধকত্বেনাভিমতস্য তস্যাপ্রয়োজকত্বেন সন্দিগ্ধবিপক্ষব্যাবৃত্তিকত্বাৎ। নহু ভেদে সহোপলম্ভনিয়মাত্মকং সাধনং ন স্যাদিতি চেন্ন জ্ঞানস্যান্তর্মুখতয়া জ্ঞেয়স্য বহির্মুখতয়া চ ভেদেন প্রতিভাসমানত্বাৎ। একদেশত্বৈককালত্বলক্ষণসহত্বনিয়মাসম্ভবাচ্চ। নীলাদ্যর্থস্য জ্ঞানাকারত্বে অহমিতি প্রতিভাসঃ স্যাৎ নত্বিদমিতি প্রতিপত্তিঃ প্রত্যয়াদব্যতিরেকাৎ। অথোচ্যতে জ্ঞানস্বরূপোঽপি নীলাকারো ভ্রান্ত্যা বহির্ব্বদ্ভেদেন প্রতিভাসত ইতি ন চ তত্রাহমুল্লেখ ইতি। তথোক্তম্—

পরিচ্ছেদান্তরাদ্যোয়ং ভাগো বহিরিব স্থিতঃ।
জ্ঞানস্যাভেদিনো ভেদপ্রতিভাসোঽপ্যুপপ্লব ইতি।
যদন্তর্জ্ঞেয়তত্ত্বং তদ্বহির্ব্বদবভাসত ইতি চ ॥ ২১ ॥

তদযুক্তং। বাহ্যার্থাভাবে তদুৎপত্তিরহিততয়া বহির্ব্বদিত্যুপমানোক্তেরযুক্তেঃ। ন হি বসুমিত্রো বন্ধ্যাপুত্রবদবভাসত ইতি প্রেক্ষাবানাচক্ষীত। ভেদপ্রতিভাসস্য

ভ্রান্তত্বে অভেদপ্রতিভাসস্য প্রামাণ্যং তৎপ্রামাণ্যে চ ভেদপ্রতিভাসস্য ভ্রান্তত্ব-মিতি পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গাচ্চ। অবিসংবাদান্নীলতাদিকমেব সংবিদানা বাহ্যমেবো-পাদদতে জগত্যপেক্ষন্তেচান্তরমিতি ব্যবস্থাদর্শনাচ্চ। এবঞ্চায়মভেদসাধকো হেতুর্গোময়পায়সীয়ন্যায়বদাভাসতাং ভজেৎ। অতোবহির্ব্বদিতি বদতা বাহ্যং গ্রাহ্য-মেবেতি ভাবনীয়মিতি ভবদীয় এব বাণো ভবন্তং প্রহরেৎ॥ ২২॥

নহু জ্ঞানাভিন্নকালস্যার্থস্য গ্রাহ্যত্বমনুপপন্নমিতি চেৎ-তদনুপপন্নম্। ইন্দ্রিয়সন্নি-কৃষ্টস্য বিষয়স্যোৎপাদ্যে জ্ঞানে স্বাকারসমর্পকতয়া সমর্পিতেন চাকারেণ তস্যার্থ-স্যানুমেয়তোপপত্তেঃ। অতএব পর্য্যনুযোগপরিহারৌ সমগ্রাহীষাতাম্।—

ভিন্নকালং কথং গ্রাহ্যমিতি চেৎ গ্রাহ্যতাং বিদুঃ।
হেতুত্বমেব চ ব্যক্তের্জ্ঞানাকারার্পণক্ষমমিতি॥

তথাচ যথা পুষ্ট্যা ভোজনমনুমীয়তে যথা চ ভাষয়া দেশঃ যথা বা সম্ভ্রমেণ স্নেহঃ তথা জ্ঞানাকারেণ জ্ঞেয়মনুমেয়ম্। তদুক্তম্—

অর্থেন ঘটয়ত্যেনাং ন হি মুক্ত্বার্থরূপতাম্।
তস্মাৎ প্রমেয়াধিগতেঃ প্রমাণং মেয়রূপতেতি॥ ২৩॥

ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্বেদনা যুক্তা তস্যাঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ। তান্তু সারূপ্যমাবিশৎ সরূপয়িতুং ঘটয়েদিতি চ। তথাচ বাহ্যার্থসদ্ভাবে প্রয়োগঃ- যে যস্মিন্ সত্যপি কাদাচিৎকাঃ তে সর্ব্বে তদতিরিক্তসাপেক্ষাঃ। যথা অবিবক্ষতি অজিগমিষতি ময়ি বচনগমনপ্রতিভাসা বিবক্ষুজিগমিষু-পুরুষান্তরসন্তান-সাপেক্ষা। তথাচ বিবাদা-ধ্যাসিতাঃ প্রবৃত্তিপ্রত্যয়াঃ সত্যপ্যালয়বিজ্ঞানে কদাচিদেব নীলাদ্যুল্লেখিন ইতি। তত্রালয়বিজ্ঞানং নামাহমাস্পদং বিজ্ঞানং। নীলাদ্যুল্লেখি চ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানম্। যথোক্তম্—

তৎ স্যাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহমাস্পদম্।
তৎ স্যাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং যন্নীলাদিকমুল্লিখেদিতি॥ ২৪॥

তস্মাদালয়বিজ্ঞানসন্তানাতিরিক্তঃ কাদাচিৎকঃ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানহেতুর্ব্বাহ্যোঽর্থো গ্রাহ্য এব ন বাসনাপরিপাকপ্রত্যয়ঃ কাদাচিৎকত্বাৎ কদাচিদুৎপাদ ইতি বেদিত-ব্যম্। বিজ্ঞানবাদিনয়ে হি বাসনানামৈকসন্তানবর্তিনামালয়বিজ্ঞানানাং তত্তৎ-প্রবৃত্তিবিজ্ঞানজননশক্তিঃ। তস্যাশ্চ স্বকার্য্যোৎপাদং প্রত্যাভিমুখ্যং পরিপাকঃ। তস্য চ প্রত্যয়ঃ কারণংস্বসন্তানবর্ত্তিপূর্ব্বক্ষণঃ কক্ষীক্রিয়তে। সন্তানান্তরনিবন্ধনত্বানঙ্গী-

কারাৎ। ততশ্চ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানজনকালয়বিজ্ঞানবর্ত্তিবাসনাপরিপাকং প্রতি সর্ব্বে-ঽপ্যালয়বিজ্ঞানবর্ত্তিনঃ ক্ষণাঃ সমর্থা এবেতি বক্তব্যম্। ন চেদেকোঽপি ন সমর্থঃ স্যাদালয়বিজ্ঞানসন্তানবর্ত্তিত্বাবিশেষাৎ। সর্ব্বে সমর্থা ইতি পক্ষে কার্য্যক্ষেপা-নুপপত্তিঃ। ততশ্চ কাদাচিৎকত্বনির্ব্বাহায় শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবিষয়াঃ সুখাদিবিষয়াঃ ষড়পি প্রত্যয়াশ্চতুরঃ প্রত্যয়ান্ প্রতীত্যোৎপদ্যন্তে ইতি চতুরেণানিচ্ছতাপ্যচ্ছমতিনা স্বানুভবমনাচ্ছাদ্য পরিচ্ছেত্তব্যম্। তে চত্বারঃ প্রত্যয়াঃ প্রসিদ্ধাঃ আলম্বনসমনন্তর-সহকার্য্যধিপতিরূপাঃ। তত্র জ্ঞানপদবেদনীয়স্য নীলাদ্যবভাসস্য চিত্তস্য নীলালম্বন-প্রত্যয়াৎ নীলাকারতা ভবতি। সমনন্তরপ্রত্যয়াৎ প্রাচীনজ্ঞানাদ্‌বোধরূপতা। সহ-কারীপ্রত্যয়াদালোকাৎস্পষ্টতা চক্ষুষোঽধিপতিপ্রত্যয়াদ্বিষয়গ্রহণপ্রতিনিয়মঃ। উদিতস্য জ্ঞানস্য রসাদিসাধারণ্যপ্রাপ্তের্নিয়ামকং চক্ষুরধিপতির্ভবিতুমর্হতিলোকে নিয়ামকস্যাধি-পতিত্বোপলম্ভাৎ। এবং চিত্তচৈত্তাত্মকানাং সুখাদীনাং চত্বারি কারণানি দ্রষ্টব্যানি। সোঽয়ং চিত্তচৈত্তাত্মকস্কন্ধঃ পঞ্চবিধঃ রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারসংজ্ঞকঃ। তত্র রূপ্যন্তে এভির্বিষয়া ইতি রূপ্যন্তে ইতি চ ব্যুৎপত্ত্যা সবিষয়াণীন্দ্রিয়াণি রূপস্কন্ধঃ। আলয়বিজ্ঞানপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানপ্রবাহো বিজ্ঞানস্কন্ধঃ। প্রাগুক্তস্কন্ধদ্বয়সম্বন্ধজন্যঃ সুখ-দুঃখাদিপ্রত্যয়প্রবাহো বেদনাস্কন্ধঃ। গৌরিত্যাদিশব্দোল্লেখিসংবিজ্ঞানপ্রবাহঃ সংজ্ঞাস্কন্ধঃ। বেদনাস্কন্ধনিবন্ধনা রাগদ্বেষাদয়ঃ ক্লেশা উপক্লেশাশ্চ মদমানাদয়ো ধর্মাধর্মৌ চ সংস্কারস্কন্ধঃ॥ ২৫॥

তদিদং সর্ব্বং দুঃখং দুঃখায়তনং দুঃখসাধনঞ্চেতি ভাবয়িত্বা তন্নিরোধোপায়ং তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদয়েৎ। অত এবোক্তং দুঃখসমুদায়নিরোধমার্গাশ্চত্বারঃ আর্য্য বুদ্ধস্যাভিমতানি তত্ত্বানি। তত্র দুঃখং প্রসিদ্ধং। সমুদায়ো দুঃখকারণং তদ্‌দ্বিবিধং প্রত্যয়োপনিবন্ধনো হেতুপনিবন্ধনশ্চ। তত্র প্রত্যয়োপনিবন্ধনস্য সংগ্রাহকং সূত্রম্-ইদং-প্রত্যয়ফলমিতি ইদং কার্য্যং যে অন্যে হেতবঃ প্রত্যয়ন্তি গচ্ছন্তি তেষাময়মানানাং হেতুনাংভাবঃপ্রত্যয়ত্বং কারণসমবায়ঃ,তন্মাত্রস্য ফলং ন চেতনস্য কস্যচিদিতি সূত্রার্থং। যথা বীজহেতুরঙ্কুরো ধাতুনাং ষন্নাং সমবায়াজ্জায়তে। তত্র পৃথিবীধাতুরঙ্কুরস্য কাঠিন্যং গন্ধঞ্চ জনয়তি অব্ধাতুঃ স্নেহং রসঞ্চ জনয়তি তেজোধাতু রূপমৌষ্ণ্যঞ্চ বায়ুধাতুঃ স্পর্শনং চলনঞ্চ। আকাশধাতুরবকাশং শব্দঞ্চ। ঋতুধাতুর্যথাযোগং পৃথি-ব্যাদিকম্। হেতুপনিবন্ধনস্য চ সংগ্রাহকং সূত্রম্—উৎপাদাদ্বা তথাগতানাম-নুৎপাদাদ্বা স্থিতৈবৈষাং ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মতা ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা চ প্রতীত্য সমুৎপাদানুলোমতেতি। তথাগতানাং বুদ্ধানাং মতে ধর্ম্মাণাং কার্য্যকারণ-রূপাণাং যা ধর্ম্মতা কার্য্যকারণভাবরূপা এষোৎপাদাদনুৎপাদাদ্বা স্থিতা। যস্মিন্

সতি যদুৎপদ্যতে যস্মিন্নসতি যন্নোৎপদ্যতে তত্তস্য কারণস্য কার্য্যমিতি। ধর্ম্মতেত্যস্য বিবরণং ধর্ম্মস্য ধর্ম্মস্থিতিতেত্যাদি। কার্য্যস্য কারণানতিক্রমেণ স্থিতিঃ। স্বার্থিকস্তল প্রত্যয়ঃ। ধর্ম্মস্য কারণস্য কার্য্যং প্রতি নিয়ামকতা ॥ ২৬ ॥

নন্বয়ং কার্য্যকারণভাবশ্চেতনমন্তরেণ ন সম্ভবতীতি অত উক্তং প্রতীত্যেতি কারণে সতি তৎপ্রতীত্য প্রাপ্য সমুৎপাদে অনুলোমতা অনুসারিতা যা সৈব ধর্ম্মতা উৎপাদাদনুৎপাদাদ্বা ধর্ম্মাণাং স্থিতা। ন চাত্র কশ্চিচ্চেতনোঽধিষ্ঠাতোপলভ্যত ইতি সূত্রার্থঃ। প্রতীত্য সমুৎপাদস্য হেতুপনিবন্ধঃ যথা বীজাদঙ্কুরোঽঙ্কুরাৎ কাণ্ডং কাণ্ডান্নালো নালাদ্ গর্ভস্ততঃ শূকং ততঃ পুষ্পং ততঃ ফলং। ন চাত্র বাহ্যে সমুদায়ে কারণং বীজাদি কার্য্যমঙ্কুরাদি বা চেতয়তে অহমঙ্কুরং নির্ব্বর্ত্তয়ামি অহং বীজেন নির্ব্বর্ত্তিত ইতি। এবমাধ্যাত্মিকেষ্বপি কারণদ্বয়মবগন্তব্যম্। পুরঃস্থিতে প্রমেয়াব্ধৌ গ্রন্থবিস্তরভীরুভিরুপরম্যতে ॥ ২৭ ॥

তদুভয়নিরোধঃ তদনন্তরং বিমলজ্ঞানোদয়ো মুক্তিঃ। তন্নিরোধোপায়োমার্গঃ। স চ তত্ত্বজ্ঞানং। তচ্চ প্রাচীন ভাবনাবলাদ্ভবতীতি পরমং রহস্যম্। সূত্রাস্যান্তং পৃচ্ছতাং কথিতং ভবন্তশ্চ সূত্রস্যান্তং পৃষ্টবন্তঃ সৌত্রান্তিকা ভবন্তিতি ভগবতাভি-হিততয়া সৌত্রান্তিকসংজ্ঞা সঞ্জাতেতি ॥ ২৮ ॥

কেচন বৌদ্ধাঃ বাহ্যেষু গন্ধাদিষু অন্তরেষু রূপাদিস্কন্ধেষু সৎস্বপি তত্রানাস্থামুৎ-পাদয়িতুং সর্বং শূন্যমিতি প্রাথমিকান্ বিনেয়ান্ অচকথদ্ভগবান্ দ্বিতীয়াংস্তু বিজ্ঞান-মাত্রগ্রহাবিষ্টান্ বিজ্ঞান মেবৈকং সদিতি তৃতীয়ানুভয়ং সত্যমিত্যাস্থিতান্ বিজ্ঞেয়মনুমেয়মিতি সেয়ং বিরুদ্ধা ভাষেতি বর্ণয়ন্তঃ—বৈভাষিকাখ্যয়া খ্যাতা;। এষা হি তেষাং পরিভাষা সমুন্মিষতি। বিজ্ঞেয়ানুমেয়ত্ববাদে প্রাত্যক্ষিকস্য কস্যচিদপ্যর্থস্যা-ভাবেন ব্যাপ্তিসংবেদনস্থানাভাবেন অনুমান প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ সকললোকানুভব-বিরোধশ্চ। ততশ্চার্থো দ্বিবিধঃ গ্রাহ্যোঽধ্যবসেয়শ্চ। তত্র গ্রহণং নির্বিকল্পরূপং প্রমাণম্। কল্পনাপোঢ়ত্বাৎ। অধ্যবসায়ঃ সবিকল্পরূপোঽপ্রমাণম্। কল্পনাজ্ঞানত্বাৎ। তদুক্তম্—

কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষং নির্বিকল্পকম্।
বিকল্পো বস্তু নির্ভাসাদসংবাদাদুপপ্লবঃ ॥
গ্রাহ্যং বস্তু প্রমাণং হি গ্রহণং যদিতোঽন্যথা।
ন তদ্বস্তু ন তন্মানং শব্দলিঙ্গেন্দ্রিয়াদিজম্ ॥

ননু সবিকল্পকস্যাপ্রামাণ্যে কথং ততঃ প্রবৃত্তস্যার্থপ্রাপ্তিঃ সংবাদশ্চোপ-পদ্যেয়াতাম ইতি চেৎ-ন তদ্ভদ্রম্। মণিপ্রভাবিষয়মণি বিকল্পন্যায়েন পারম্পর্যেন

অর্থ প্রতিলম্ভ সম্ভবেন তদুপপত্তেঃ। অবশিষ্টং সৌত্রান্তিকপ্রস্তাবে প্রপঞ্চিতমিতি নেহ প্রতন্যতে। নচ বিনেয়াশয়ানুরোধেন উপদেশভেদঃ সাম্প্রদায়িকো ন ভবতীতি ভণিতব্যম্ যতো ভণিতং বোধচিত্তবিবরণে—

দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয় বশানুগাঃ।
ভিদ্যতে বহুধা লোক উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ ॥

গম্ভীরোত্তানভেদেন ক্বচিচ্চোভয়লক্ষণা।
ভিন্না হি দেশনাভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণেতি ॥ ৩২ ॥

দ্বাদশায়তনপূজা শ্রেয়স্করীতি বৌদ্ধনয়ে প্রসিদ্ধম্।

অর্থানুপার্জ্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ।
পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
মনোবুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈরিতি ॥ ৩৪ ॥

বিবেকবিলাসে বৌদ্ধমতমিত্থমভাধায়ি।

বৌদ্ধানাং সুগতো দেবো বিশ্বঞ্চ ক্ষণভঙ্গুরম্।
আর্য্যসত্যাখ্যয়া তত্ত্বচতুষ্টয়মিদং ক্রমাৎ ॥ ৩৫ ॥

দুঃখমায়তনঞ্চৈব ততঃ সমুদয়ো মতঃ।
মার্গশ্চেত্যস্য চ ব্যাখ্যা ক্রমেণ শ্রূয়তামতঃ ॥ ৩৬ ॥

দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ ॥ ৩৭ ॥

পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দাদ্যা বিষয়াঃ পঞ্চ মানসম্।
ধর্ম্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়তনানি তু ॥ ৩৮ ॥

রাগাদীনাং গণোযস্মাৎ সমুদেতি নৃণাং হৃদি।
আত্মাত্মীয়স্বভাবাখ্যঃ স স্যাৎ সমুদয়ঃ পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

ক্ষণিকাঃ সর্ব্বসংস্কারা ইতি যা বাসনা স্থিরা।
স মার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স চ মোক্ষোঽভিধীয়তে ॥ ৪০ ॥

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণদ্বিতয়ং তথা।
চতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অর্থো জ্ঞানান্বিতো বৈভাষিকেণ বহু মন্যতে।
সৌত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষগ্রাহ্যোঽর্থো ন বহির্মতঃ ॥ ৪২ ॥

আকারসহিতা বুদ্ধির্যোগাচারস্য সম্মতা।

কেবলাং সবিদং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥
রাগাদিজ্ঞানসন্তানবাসনোচ্ছেদসম্ভবা।
চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪৪ ॥
কৃত্তিঃ কমণ্ডলুর্মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্নভোজনম্।
সঙ্ঘো রক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিরিতি ॥ ৪৫ ॥
ইতি সায়ণমাধবীয়ে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শনম্

আর্হত দর্শনম্

তদিত্থং মুক্তকচ্ছানাং মতমসহমানা বিবসনাঃ কথঞ্চিৎ স্থায়িত্বমাস্থায় ক্ষণিকত্ব-পক্ষং প্রতিক্ষিপন্তি। যদ্যাত্মা কশ্চিন্নাস্থীয়েত স্থায়ী তদৈহ লৌকিকপারলৌকিকফল-সাধনসম্পাদনং বিফলং ভবেৎ। ন হ্যেতৎ সম্ভবতি অন্যঃ করোত্যন্যো ভুঙ্ক্তে ইতি। তস্মাদ্যোঽহং প্রাক্ কর্মাকরবং সোঽহং সম্প্রতি তৎফলং ভুঞ্জে ইতি-পূর্ব্বাপরকালানুযায়িনঃ স্থায়িনস্তস্য স্পষ্টপ্রমাণাবসিকতয়া পূর্ব্বাপরভাগবিকলকাল-কলাবস্থিতিলক্ষণক্ষণিকতাপরীক্ষকৈরর্হদ্ভির্ন পরিগ্রহার্হা। অথমন্যেথাঃ প্রমাণ-বত্ত্বাদায়াতঃ প্রবাহঃ কেন বার্য্যত ইতি ন্যায়েন যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকমিত্যাদিনা প্রমাণেন ক্ষণিকতায়াঃ প্রমিততয়া তদনুসারেণ সমানসন্তানবর্ত্তিনামেব প্রাচীনঃ প্রত্যয়ঃ কর্মকর্ত্তা উত্তরঃ প্রত্যয়ঃ ফলভোক্তা ॥ ১ ॥

ন চাতিপ্রসঙ্গঃ। কার্য্যকারণভাবস্য নিয়ামকত্বাৎ। যথা মধুররসভাবিতা-নামাম্রবীজানাং পরিকর্ষিতায়াং ভূমাবুপ্তানামঙ্কুরকাণ্ডস্কন্ধশাখাপল্লবাদিষু তদ্দ্বারা পরম্পরয়া ফলে মাধুর্য্যনিয়মঃ। যথা বা লাক্ষারসাবসিক্তানাং কার্পাসবীজাদীনাম-ঙ্কুরাদিপারম্পর্য্যেণ কার্পাসাদৌ রক্তিমনিয়মঃ।

যথোক্তম্—

যস্মিন্নেব হি সন্তানে আহিতা কর্ম্মবাসনা।
ফলং তত্রৈব বধ্নাতি কার্পাসে রক্ততা যথা ॥
কুসুমে বীজপূরাদের্যল্লাক্ষাদ্যবসিচ্যতে।
শক্তিরাধীয়তে তত্র কাচিত্তাং কিং ন পশ্যসীতি ॥
তদপি কাশকুশাবলম্বনকল্পং। বিকল্পাসহত্বাৎ ॥ ২ ॥

জলধরাদৌ দৃষ্টান্তে ক্ষণিকত্বমনেন প্রমাণেন প্রমিতং প্রমাণান্তরেণ বা। নাদ্যঃ

ভবদভিমতস্য ক্ষণিকত্বস্য ক্বচিদপ্যদৃষ্টচরত্বেন দৃষ্টান্তাসিদ্ধাবস্যাঽনুমানস্যানুত্থানাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ। তেনৈব ন্যায়েন সর্ব্বত্র ক্ষণিকত্বসিদ্ধৌ সত্ত্বানুমানবৈফল্যাপত্তেঃ। অর্থক্রিয়াকারিত্বং সত্ত্বমিত্যঙ্গীকারে মিথ্যাসর্পদংশাদেরপি অর্থক্রিয়াকারিত্বেন সত্ত্বাপাতাচ্চ। অতএবোক্তম্ উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সদিতি ॥ ৩ ॥

অথোচ্যতে সামর্থ্যাসামর্থ্যলক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসাত্তৎসিদ্ধিরিতি তদসাধু। স্যাদ্-বাদিনামনেকান্ততাবাদস্যেষ্টতয়া বিরোধাসিদ্ধেঃ। যদুক্তং কার্পাসাদিদৃষ্টান্ত ইতি তদুক্তিমাত্রং। যুক্তেরনুক্তেঃ। তত্রাপি নিরন্বয়নাশস্যানঙ্গীকারাচ্চ। ন চ সন্তানিব্যতিরেকেণ সন্তানঃ প্রমাণপদবীমুপারোঢুমর্হতি। তদুক্তম্ —

সজাতীয়াঃ ক্রমোৎপন্নাঃ প্রত্যাসন্নাঃ পরস্পরম্।
ব্যক্তয়স্তাসু সন্তানঃ স চৈক ইতি গীয়ত ইতি ॥ ৪ ॥

ন চ কার্য্যকারণভাবনিয়মোঽতিপ্রসঙ্গং ভঙ্ক্তুমর্হতি। তথাহি উপাধ্যায়-বুদ্ধ্যনুভূতস্য শিষ্যবুদ্ধিঃ স্মরেৎ তদুপচিতকর্ম্মফলমনুভবেদ্বা। তথাচ কৃতপ্রণাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ। তদুক্তং সিদ্ধসেনবাক্যকারেণ—

'কৃতপ্রণাশাকৃতকর্ম্মভোগভবপ্রমোক্ষস্মৃতিভঙ্গদোষান্। উপেক্ষ্য সাক্ষাৎক্ষণভঙ্গনিচ্ছন্নহো মহাসাহসিকঃ পরোঽসাবিতি' ॥ কিঞ্চ ক্ষণিকত্বপক্ষে জ্ঞানকালে জ্ঞেয়স্যাসত্ত্বেন জ্ঞেয়কালে জ্ঞানস্যাসত্ত্বেন চ গ্রাহ্যগ্রাহকভাবানুপপত্তৌ সকললোকযাত্রাস্তমিয়াৎ। ন চ সমসময়বর্ত্তিতা শঙ্কনীয়া। সব্যেতরবিষাণবৎ কার্য্যকারণভাবাসম্ভবেনাগ্রাহ্যস্যালম্বনপ্রত্যয়ত্বানুপপত্তেঃ। অথ ভিন্নকালস্যাপি তস্যাকারার্পকত্বেন গ্রাহ্যত্বং তদপ্যপেশলং। ক্ষণিকস্য জ্ঞানস্যাকারার্পকতাশ্রয়তায়া দুর্ব্বচত্বেন সাকার জ্ঞানবাদপ্রত্যাদেশাৎ। নিরাকারজ্ঞানবাদেঽপি যোগ্যতাবশেন প্রতিকর্ম্মব্যবস্থায়াঃ স্থিতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

তথা হি প্রত্যক্ষেণ বিষয়াকাররহিতমেব জ্ঞানং প্রতিপুরুষমহমহমিকয়া ঘটাদিগ্রাহকমনুভূয়তে ন তু দর্পণাদিবৎ প্রতিবিম্বাক্রান্তম্। বিষয়াকারধারিত্বে চ জ্ঞানস্যার্থে দূরনিকটাদিব্যবহারায় জলাঞ্জলির্ব্বিতীর্য্যেত। ন চেদমিষ্টাপাদনমেষ্টব্যং। দবীয়ান্ মহীধরো নেদিয়ান্ দীর্ঘো বাহুরিতিব্যবহারস্য নিরাবাধং জাগরূকত্বাৎ। ন চাকারাধায়কস্য তস্য দবীয়স্ত্বাদিশালিতয়া তথা ব্যবহার ইতি কথনীয়ম্। দর্পণাদৌ তথানুপলম্ভাৎ। কিঞ্চার্থাদুপজায়মানং জ্ঞানং যথা তস্য নীলাকারতামনুকরোতি তথা যদি জড়তামপি তর্হ্যর্থবৎ তদপি জড়ং স্যাৎ। তথাচ বুদ্ধিমিষ্টবতো মূলমপি তে নষ্টং স্যাদিতি মহৎকষ্টমাপন্নম্ ॥ ৬ ॥

অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া জ্ঞানং জড়তাং নানুকরোতীতি ব্রূষে হন্ত তর্হি তস্যা-গ্রহণং ন স্যাদিত্যেকমনুসন্ধিৎসতোঽপরং প্রচ্যবত ইতি ন্যায়াপাতঃ। নমু মা ভূৎ জড়তায়া গ্রহণং। কিং নশ্ছিন্নং। তদগ্রহণেঽপি নীলাকারগ্রহণে তয়োর্ভেদোঽনেকান্তোবাভবেৎ। নীলাকারগ্রহণে চাগৃহীতা জড়তা কথং তস্যস্বরূপং স্যাৎ অপরথা গৃহীতস্য স্তম্ভস্যাগৃহীতং ত্রৈলোক্যম-পি রূপং ভবেৎ। তদেতৎ প্রমেয়জাতং প্রভাচন্দ্রপ্রভৃতিভিরর্হন্মতানুসারিভিঃ প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডাদৌ প্রবন্ধে প্রপঞ্চিতমিতি গ্রন্থভূয়স্ত্বভয়ান্নোপন্যস্তম্। তস্মাৎ পুরুষার্থাভিলাষুকৈঃ পুরুষৈঃ সৌগতী গতির্নানুগন্তব্যা। অপিত্বার্হত্যেবাহর্ণীয়া। অর্হৎস্বরূপঞ্চ হেমচন্দ্রসূরিভিরাপ্তনিশ্চয়ালঙ্কারে নিরটঙ্কি। 'সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদি-দোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ। যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বর ইতি' ॥ ৭ ॥

নমু ন কশ্চিৎ পুরুষবিশেষঃ সর্ব্বজ্ঞপদবেদনীয়ঃ প্রমাণপদ্ধতিমধ্যাস্তে। তৎসদ্ভাব-গ্রাহকস্য প্রমাণপঞ্চকস্য তত্রানুপলম্ভাৎ। তথাচোক্তং তৌতাতিতৈঃ—

সর্ব্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্নেদানীমস্মদাদিভিঃ।
দৃষ্টো ন চৈকদেশোঽস্তি লিঙ্গং বা যোঽনুমাপয়েৎ ॥ ৮ ॥

ন চাগমবিধিঃ কশ্চিন্নিত্যসর্ব্বজ্ঞবোধকঃ।
ন চ তত্রার্থবাদানাং তাৎপর্য্যমপি কল্প্যতে ॥ ৯ ॥

ন চান্যার্থ প্রধানৈস্তৈস্তদস্তিত্বং বিধীয়তে।
ন চানুবদিতুং শক্যঃ পূর্ব্বমন্যৈরবোধিতঃ ॥ ১০ ॥

অনাদেরাগমস্যার্থো ন চ সর্ব্বজ্ঞ আদিমান্।
কৃত্রিমেণ ত্বসত্যেন স কথং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১১ ॥

অথ তদ্বচনেনৈব সর্ব্বজ্ঞোঽজ্ঞৈঃ প্রতীয়তে।
প্রকল্প্যেত কথং সিদ্ধিরন্যোন্যাশ্রয়য়োস্তয়োঃ ॥ ১২ ॥

সর্ব্বজ্ঞোক্ততয়া বাক্যং সত্যং তেন তদস্তিতা।
কথং তদুভয়ং সিধ্যেৎ সিদ্ধমূলান্তরাদৃতে ॥ ১৩ ॥

অসর্ব্বজ্ঞপ্রণীতাত্তু বচনান্মূলবর্জ্জিতাৎ।
সর্ব্বজ্ঞমবগচ্ছন্তস্তদ্বাক্যাৎকিং ন জানতে ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বজ্ঞসদৃশং কঞ্চিদ্ যদি পশ্যেম সম্প্রতি।
উপমানেন সর্ব্বজ্ঞং জানীয়াম ততো বয়ম্ ॥ ১৫ ॥

উপদেশোঽপি বুদ্ধস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদিগোচরঃ।
অন্যথা নোপপদ্যেত সার্ব্বজ্ঞ্যং যদি নাভবদিত্যাদি ॥ ১৬ ॥

এবমর্থাপত্তিরপি প্রমাণং নাত্র যুজ্যতে। উপদেশস্য সত্যত্বং যতো নাধ্যক্ষমী-ক্ষ্যতে ॥ অত্র প্রতিবিধীয়তে। যদভ্যধায়ি তৎসদ্ভাব গ্রাহকস্যপ্রমাণপঞ্চকস্য তত্রানুপ-

লত্তাদিতি তদযুক্তং। তৎ সম্ভাবাবেদকস্যানু-মানাদেঃ সম্ভাবাৎ। তথাহি কশ্চিদাত্মা সকলপদার্থসাক্ষাৎকারী তদ্‌ গ্রহণস্বভাবত্বে সতি প্রক্ষীণপ্রতিবন্ধপ্রত্যয়ত্বাৎ যত্তদ্‌ গ্রহণ স্বভাবত্বে সতি প্রক্ষীণ প্রতিবন্ধ প্রত্যয়ং তৎ তৎসাক্ষাৎকারি যথা অপগততিমিরাদিপ্রতিবন্ধং লোচনবিজ্ঞানং রূপসাক্ষাৎকারী। তদ্‌ গ্রহণস্বভাবত্বে সতি প্রক্ষীণপ্রতিবন্ধপ্রত্যয়শ্চ কশ্চিদাত্মা। তস্মাৎ সকলপদার্থসাক্ষাৎকারীতি ॥ ১৭ ॥

ন তাবদশেষার্থগ্রহণস্বভাবত্বমাত্মনোঽসিদ্ধং। চোদনাবলান্নিখিলার্থজ্ঞানোৎপত্ত্যন্যথানুপপত্ত্যা সর্ব্বমনেকান্তাত্মকং সত্ত্বাদিতি ব্যাপ্তিজ্ঞানোৎপত্তেশ্চ। চোদনা হি ভূতং ভবন্তং ভবিষ্যন্তং সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং জাতীয়কমর্থমবগময়তীত্যেবং জাতীয়কৈরধ্বরমীমাংসাগুরুভির্বিধিপ্রতিষেধবিচারণানিবন্ধনং সকলার্থবিষয়জ্ঞানং প্রতিপদ্যমানৈঃ সকলার্থগ্রহণস্বভাবকত্বমাত্মনোঽভ্যুপগতম্। ন চাখিলার্থপ্রতিবন্ধকাবরণপ্রক্ষয়ানুপপত্তিঃ। সম্যগ্দর্শনাদিত্রয়লক্ষণস্যাবরণপ্রক্ষয়হেতুভূতস্য সামগ্রীবিশেষস্য প্রতীতত্বাৎ। অনয়া মুদ্রয়াপি ক্ষুদ্রোপদ্রবা বিদ্রাব্যাঃ ॥ ১৮ ॥

নন্বাবরণপ্রক্ষয়বশাদশেষবিষয়ং বিজ্ঞানংবিশদং মুখ্যপ্রত্যক্ষং প্রভবতীত্যুক্তং তদযুক্তং। তস্য সর্ব্বজ্ঞস্যানাদিমুক্তত্বেনাবরণস্যৈবাসম্ভবাদিতি চেত্তন্ন। অনাদিমুক্তত্বস্যৈবাসিদ্ধের্ন সর্ব্বজ্ঞোঽনাদিমুক্তঃ মুক্তত্বাদিতরমুক্তবৎ। বন্ধাপেক্ষয়া চ মুক্তব্যপদেশঃ তদ্রহিতে চাস্যাপ্যভাবঃ স্যাদাকাশবৎ। নন্বনাদেঃ ক্ষিত্যাদিকার্য্যপরম্পরায়াঃ কর্ত্তৃত্বেন তৎসিদ্ধিঃ। তথাহি ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাদ্ঘটবদিতি। তদপ্যসমীচীনং। কার্য্যত্বস্যৈবাসিদ্ধেঃ। ন চ সাবয়বত্বেন তৎসাধনমিত্যভিধাতব্যম্ যস্মাদিদং বিকল্পজালমবতরতি ॥ ১৯ ॥

সাবয়বত্বং কিমবয়বসংযোগিত্বম্ অবয়বসমবায়িত্বম্ অবয়বজন্যত্বং সমবেতদ্রব্যত্বং সাবয়ববুদ্ধিবিষয়ত্বং বা। ন প্রথমঃ আকাশাদাবনৈকান্ত্যাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ সামান্যাদৌ ব্যভিচারাৎ। ন তৃতীয়ঃ সাধ্যাবিশিষ্টত্বাৎ। ন চতুর্থঃ বিকল্পযুগলার্গলগ্রহগলত্বাৎ। সমবায়সম্বন্ধমাত্রবদ্‌ দ্রব্যত্বং সমবেতদ্রব্যত্বং অন্যত্র সমবেতদ্রব্যত্বং বা বিবক্ষিতং হেতু ক্রিয়তে। আদ্যে গগনাদৌ ব্যভিচারঃ। তস্যাপি গুণাদি সমবায়বত্ত্বদ্রব্যত্বয়োঃ সম্ভবাৎ। দ্বিতীয়ে সাধ্যাবিশিষ্টতা। অন্যশব্দার্থেষু সমবায়কারণভূতেষ্ববয়বেষু সমবায়স্য সাধনীয়ত্বাৎ। অভ্যুপগম্যৈ তদভাণি। বস্তুতস্তু সমবায় এব ন সমস্তি প্রমাণাভাবাৎ। নাপি পঞ্চমঃ আত্মাদিনানৈকান্তাত্তস্য সাবয়ববুদ্ধিবিষয়ত্বেঽপি কার্য্যত্বাভাবাৎ ॥ ২০ ॥

ন চ নিরবয়বত্বেঽপ্যস্য সাবয়বার্থসম্বন্ধেন সাবয়ববুদ্ধিবিষয়ত্বমৌপচারিকমিত্যেষ্টব্যং। নিরবয়বত্বে ব্যাপিত্ববিরোধাৎ পরমাণুবৎ। কিঞ্চ কিমেকঃ কর্ত্তা সাধ্যতে

কিং বা অনেকে। প্রথমে প্রাসাদাদৌ ব্যভিচারঃ। স্থপত্যাদীনাং বহূনাং পুরুষাণাং তত্র কর্ত্তৃত্বোপলম্ভাৎ। দ্বিতীয়ে বহূনাং বিশ্বনির্মাতৃত্বে তেষু মিথো বৈমত্যসম্ভাবনায়াঃ অনিবার্যত্বাদেকৈ কস্য বস্তুনোন্যান্যরূপতয়া নির্মাণে সর্বমসমঞ্জসমাপদ্যেত। সর্বেষাং সামর্থ্যসাম্যেনৈকেনৈব সকল জগদুৎপত্তি-সিদ্ধাবিতরবৈয়র্থ্যঞ্চ ॥ ২১ ॥

তদুক্তং বীতরাগস্তুতৌ-

কর্ত্তাস্তি কশ্চিদ্ জগতঃ স চৈকঃ

স সর্ব্বগঃ সঃ স্ববশঃ স নিত্যঃ।

ইমাঃ কুহেবাক্ বিড়ম্বনাঃ স্যু-

স্তেষাং ন যেষামনুশাসকস্ত্বমিতি ॥ ২২ ॥

অন্যত্রাপি—কর্ত্তা ন তাবদিহ কোঽপি যথেচ্ছয়া বা

দৃষ্টোঽন্যথা কটকৃতাবপি তৎপ্রসঙ্গঃ।

কার্য্যং কিমত্র ভবতাপি চ তক্ষকাদ্যৈ-

রাহত্য চ ত্রিভুবনং পুরুষঃ করোতীতি ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ প্রাগুক্তকারণত্রিতয়বলাদাবরণপ্রক্ষয়ে সার্ব্বজ্ঞ্যং যুক্তম্। ন চাস্যোপদেষ্ট্রন্তরাভাবাৎ সম্যগ্দর্শনাদিত্রিতয়ানুপপত্তিরিতি ভণনীয়ং। পূর্ব্বসর্ব্বজ্ঞপ্রণীতাগমপ্রভবত্বাদমুষ্যাশেষার্থজ্ঞানস্য। ন চান্যোন্যাশ্রয়তাদিদোষঃ আগমসর্ব্বজ্ঞপরম্পরায়া বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বাঙ্গীকারাদিত্যলম্ ॥ ২৪ ॥

রত্নত্রয়পদবেদনীয়তয়া প্রসিদ্ধং সম্যগ্দর্শনাদিত্রিতয়মর্হৎপ্রবচনসংগ্রহপরে পরমাগমসারে প্ররূপিতং সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গ ইতি। বিবৃতঞ্চ যোগদেবেন যেন রূপেণ জীবাদ্যর্থো ব্যবস্থিতস্তেন রূপেণার্হতা প্রতিপাদিতে তত্ত্বার্থে বিপরীতাভিনিবেশরহিতত্বাদ্যপরপর্য্যায়ং শ্রদ্ধানং সম্যগ্দর্শনং। তথাচ তত্ত্বার্থসূত্রং—তত্ত্বার্থং শ্রদ্ধানং সম্যগ্দর্শনমিতি ॥ ২৫ ॥

অন্যদপি—

রুচির্জিনোক্ত-তত্ত্বেষু সম্যক্ শ্রদ্ধানমুচ্যতে।

জায়তে তন্নিসর্গেণ গুরোরধিগমেন বেতি ॥ ২৬ ॥

পরোপদেশনিরপেক্ষমাত্মস্বরূপং নিসর্গঃ। ব্যাখ্যানাদিরূপপরোপদেশজনিতং জ্ঞানমধিগমঃ। যেন স্বভাবেন জীবাদয়ঃ পদার্থাঃ ব্যবস্থিতাঃ তেন স্বভাবেন মোহসংশয়রহিতত্বেনাবগমঃ সম্যগ্জ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

যথোক্তং—

যথাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ বা।

যোঽববোধস্তমত্রাহুঃ সম্যগ্জ্ঞানং মনীষিণ ইতি ॥ ২৮ ॥

তজ্‌জ্ঞানং পঞ্চবিধং মতিশ্রুতাবধিমনঃপর্য্যায়কেবলভেদেন। তদুক্তং মতি-শ্রুতাবধিমনঃপর্য্যায়কেবলানি জ্ঞানমিতি। অস্যার্থঃ—জ্ঞানাবরণক্ষয়োপশমে সতি ইন্দ্রিয়মনসী পুরস্কৃত্য ব্যাপৃতঃ সন্‌ যথার্থং মনুতে সা মতিঃ। জ্ঞানাবরণ-ক্ষয়োপশমে সতি মতিজনিতং স্পষ্টং জ্ঞানং শ্রুতম্‌। সম্যগ্‌দর্শনাদিগুণজ-নিতক্ষয়োপশমনিমিত্তম্‌ অবচ্ছিন্নবিষয়ং জ্ঞানমবধিঃ। ঈর্ষ্যান্তরায়জ্ঞানাবরণক্ষয়ো-পশমে সতি পরমনোগতস্যার্থস্য স্ফুটং পরিচ্ছেদকং জ্ঞানং মনঃপর্য্যায়ঃ। তপঃ-ক্রিয়াবিশেষান্‌ যদর্থং সেবন্তে তপস্বিনস্তজ্‌জ্ঞানমন্যজ্ঞানাসংস্পৃষ্টং কেবলম্‌। তত্রাদ্যং পরোক্ষম্‌ প্রত্যক্ষমন্যৎ। তদুক্তং

বিজ্ঞানং স্বপরাভাসি প্রমাণং বাধবর্জ্জিতম্‌।
প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ দ্বিধা মেয়বিনিশ্চয়াদিতি॥ ২৯॥

অন্তর্গণিকভেদস্তু সবিস্তরস্তত্রৈবাগমেঽবগন্তব্যঃ। সংসরণকর্ম্মোচ্ছিত্তাবুদ্যতস্য শ্রদ্দধানস্য জ্ঞানবতঃ পাপগমনকারণক্রিয়ানিবৃত্তিঃ সম্যক্‌চারিত্রম্‌। তদেতৎ সপ্রপঞ্চমুক্তমর্হতা॥ ৩০॥

সর্ব্বথাবদ্যযোগানাং ত্যাগশ্চারিত্রমুচ্যতে।
কীর্ত্তিতং তদহিংসাদিব্রতভেদেন পঞ্চধা।
অহিংসাসূনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ॥ ৩১॥
ন যৎপ্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণম্‌।
চরাণাং স্থাবরাণাঞ্চ তদহিংসাব্রতং মতম্‌॥ ৩২॥
প্রিয়ং পথ্যং বচস্তথ্যং সূনৃতং ব্রতমুচ্যতে।
তত্তথ্যমপি নো তথ্যমপ্রিয়ঞ্চাহিতঞ্চ যৎ॥ ৩৩॥
অনাদানমদত্তস্যাস্তেয়ব্রতমুদীরিতম্‌॥ ৩৪॥
বাহ্যাঃ প্রাণাঃ নৃণামর্থো হরতা তং হতা হি তে।
দিব্যৌদরিককামানাং কৃতানুমতকারিতৈঃ।
মনোবাকায়তস্ত্যাগো ব্রাহ্মাষ্টাদশধা মতম্‌॥ ৩৫॥
সর্ব্বভাবেষু মূর্চ্ছায়াস্ত্যাগঃ স্যাদপরিগ্রহঃ
যদসৎস্বপি জায়েত মূর্চ্ছয়া চিত্তবিপ্লবঃ॥ ৩৬॥
ভাবনাভির্ভাবিতানি পঞ্চভিঃ পঞ্চধা ক্রমাৎ।
মহাব্রতানি লোকস্য সাধয়ন্ত্যব্যয়ং পদমিতি॥ ৩৭॥
ভাবনাপঞ্চকপ্রপঞ্চনঞ্চ প্ররূপিতম্‌—
হাস্যলোভভয়ক্রোধপ্রত্যাখ্যানৈর্নিরন্তরম্‌।

আলোচ্য ভাষণেনাপি ভাবয়েৎ সূনৃতং ব্রতমিত্যাদিনা ॥ ৩৮ ॥

এতানি সম্যগদর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মিলিতানি মোক্ষকারণং। ন প্রত্যেকং। যথা রসায়নম্ তথাচাত্রজ্ঞান শ্রদ্ধানাচরণানি সম্ভূয় ফলং সাধয়ন্তি ন প্রত্যেকম্ ॥ ৩৯ ॥

অত্র সংক্ষেপতস্তাবজ্জীবাজীবাখ্যে দ্বে তত্ত্বে স্তঃ। তত্র বোধাত্মকো জীবঃ অবোধাত্মকস্ত্বজীবঃ। তদুক্তং পদ্মনন্দিনা—

চিদচিদ্ দ্বে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্বিবেচনম্।
উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ঞ্চ কুর্ব্বতঃ ॥ ৪০ ॥
হেয়ং হি কর্ত্তৃ রাগাদি তৎকার্য্যমবিবেকিতা।
উপাদেয়ং পরং জ্যোতিরুপযোগৈকলক্ষণমিতি ॥ ৪১ ॥

সহজচিদ্রূপপরিণতিং স্বীকুর্বাণে জ্ঞানদর্শনে উপযোগঃ। স পরস্পরপ্রদেশানাম্ প্রদেশবন্ধাৎ কর্ম্মণৈকীভূতস্যাত্মনোঽন্যত্বপ্রতিপত্তিকারণং ভবতি। সকলজীবসাধারণং চৈতন্যমুপশমক্ষয়ক্ষয়োপশমবশাদৌপশমিকক্ষয়াত্মকক্ষায়োপশমিকভাবেন কর্ম্মোদয়বশাৎ কলুষান্যাকারেণ চ পরিণতজীবপর্য্যায়বিবক্ষায়াং জীবস্বরূপং ভবতি ॥ ৪২ ॥

যদবোচদ্বাচকাচার্যঃ ঔপশমিকক্ষায়িকৌ ভাবৌ মিশ্রশ্চ জীবস্য স্বতত্ত্বমৌদয়িকপারিণামিকৌ চেতি। অনুদয়প্রাপ্তিরূপে কর্ম্মণ উপশমে সতি জীবস্যোৎপদ্যমানো ভাবঃ ঔপশমিকঃ। যথা পঙ্কে কলুষতাং কুর্ব্বতি কতকাদিদ্রব্যসম্বন্ধাদধঃ পতিতে জলস্য স্বচ্ছতা। আর্হত তত্ত্বানুসন্ধান বশাদ্রাগাদি পঙ্কক্ষালনেন নির্মলতাপাদকঃক্ষায়িকো ভাবঃ। কর্মণঃ ক্ষয়েসতি জায়মানো ভাবঃ ক্ষায়িকঃ। যথা পঙ্কাৎপৃথগ্ ভূতস্য নির্মলস্য স্ফাটিকাদি ভাজনান্তর্গতস্য জলস্য স্বচ্ছতা। যথা মোক্ষঃ। উভয়াত্মা ভাবো মিশ্রঃ। যথা জলস্যার্দ্ধস্বচ্ছতা। কর্ম্মোদয়ে সতি ভবন্ ভাব ঔদয়িকঃ। কর্ম্মোপশমাদ্যনপেক্ষঃ সহজো ভাবশ্চেতনত্বাদিঃ পারিণামিকঃ। তদেতৎ যথাসম্ভবং ভব্যস্যাভব্যস্য বা জীবস্য স্বরূপমিতিসূত্রার্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তদুক্তং স্বরূপসম্বোধনে—
জ্ঞানাদ্ভিন্নো ননাভিন্নো ভিন্নাভিন্নঃ কথঞ্চন।
জ্ঞানং পূর্বাপরীভূতং সোঽয়মাত্মেতি কীর্ত্তিত ইতি ॥ ৪৪ ॥

নমু ভেদাভেদয়োঃ পরস্পরপরিহারেণাবস্থানাদন্যতরস্যৈব বাস্তবত্বাদুভয়াত্মকত্বমযুক্তমিতি চেত্তদযুক্তং বাধে প্রমাণাভাবাৎ। অনুপলম্ভো হি বাধকং প্রমাণং। ন সোঽস্তি। সমস্তেষু বস্তুষনেকান্তাত্মকত্বস্য স্যাদ্বাদিনো মতে সুপ্রসিদ্ধত্বাদিত্যলম ॥ ৪৫ ॥

অপরে পুনর্জীবাজীবয়োরপরং প্রপঞ্চমাচক্ষতে জীবাকাশধর্মাধর্মপুদ্গলাস্তিকায়ভেদাৎ। এতেষু পঞ্চসু তত্ত্বেষু কালত্রয়সম্বন্ধিতয়া অস্তীতি স্থিতিব্যপদেশঃ। অনেকপ্রদেশত্বেন শরীরবৎ কায়ব্যপদেশঃ। তত্র জীবা দ্বিবিধাঃ সংসারিণো মুক্তাশ্চ। ভবাদ্ভবান্তরপ্রাপ্তিমন্তঃ সংসারিণঃ। তে চ দ্বিবিধা সমনস্কা অমনস্কাশ্চ। তত্র সংজ্ঞিনঃ সমনস্কাঃ। শিক্ষাক্রিয়ালাপগ্রহণরূপা সংজ্ঞা। তদ্বিধুরাস্ত্বমনস্কাঃ। তে চামনস্কা দ্বিবিধাঃ ত্রসস্থাবরভেদাৎ। তত্র দ্বীন্দ্রিয়াদয়ঃ শঙ্খগণ্ডোলকপ্রভৃতয়শ্চতুর্বিধাস্ত্রসাঃ। পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুবনস্পতয়ঃ স্থাবরাঃ। তত্রমার্গগতধূলিঃ পৃথিবী। ইষ্টকাদিঃ পৃথিবীকায়ঃপৃথিবী কায়ত্বেনযেন গৃহীতাস পৃথিবীকায়িকঃ। পৃথিবীং কায়ত্বেন যো গ্রহীষ্যতি স পৃথিবীজীবঃ। এবমবাদিষ্বপি ভেদচতুষ্টয়ং যোজ্যম্। তত্রপৃথিব্যাদি কায়ত্বেন গৃহীতবন্তো গ্রহীষ্যন্তশ্চ স্থাবরা গৃহ্যন্তে ন পৃথিব্যাদিপৃথিবীকায়াদয়ঃ। তেষামজীবত্বাৎ। তে চ স্থাবরাঃ স্পর্শনৈকেন্দ্রিয়াঃ। ভবান্তরপ্রাপ্তিবিধুরা মুক্তাঃ। ধর্মাধর্মাকাশাস্তিকায়াস্তে একত্বশালিনো নিষ্ক্রিয়াশ্চ দ্রব্যস্য দেশান্তরপ্রাপ্তিহেতবঃ ॥ ৪৬ ॥

তত্র ধর্মাধর্ম্মৌ প্রসিদ্ধৌ। আলোকেনাবিচ্ছিন্নে নভসি লোকাকাশপদবেদনীয়ে তয়োঃ সর্বত্রাবস্থিতিঃগতিস্থিত্যুপগ্রহো ধর্মাধর্ময়োরুপকারঃ। অতএব ধর্মাস্তিকায়ঃ প্রবৃত্ত্যনুমেয়ঃ। অধর্মাস্তিকায়ঃ স্থিত্যনুমেয়ঃ। অন্যবস্তুপ্রদেশমধ্যেঽন্যস্য বস্তুনঃ প্রবেশোঽবগাহঃ তদাকাশকৃত্যম্। স্পর্শরসবর্ণবন্তঃ পুদ্গলাঃ। তে চ দ্বিবিধাঃ অণবঃ স্কন্ধাশ্চ। ভোক্তুমশক্যা অণবঃ দ্ব্যণুকাদয়ঃ স্কন্ধাঃ। তত্র দ্ব্যণুকাদিস্কন্ধভেদাদণ্বাদিরুৎপদ্যতে অণ্বাদিসংঘাতাৎ দ্ব্যণুকাদিরুৎপদ্যতে। ক্বচিদ্ভেদসংঘাতাভ্যাং স্কন্ধোৎপত্তিঃ। অতএব পূরয়ন্তি গলন্তীতি পুদ্গলাঃ। কালস্যানেকপ্রদেশত্বাভাবেনাস্তিকায়ত্বাভাবেঽপি দ্রব্যত্বমস্তি। তল্লক্ষণযোগাৎ ॥ ৪৭ ॥

তদুক্তং গুণপর্য্যায়বদ্দ্রব্যমিতি। দ্রব্যাশ্রয়া নির্গুণা গুণাঃ। যথা জীবস্য জ্ঞানত্বাদিধর্মরূপাঃ পুদ্গলস্য রূপত্বাদিসামান্যস্বভাবাঃ। ধর্মাধর্মাকাশকালানাং যথাসম্ভবং গতিস্থিত্যবগাহহেতুত্বাদিসামান্যানি গুণাঃ। তস্য দ্রব্যস্যোক্তরূপেণ ভবনংপর্যায়ঃ। উৎপাদঃ তদ্ভাবঃ পরিণামঃ পর্য্যায় ইতি পর্য্যায়াঃ। যথা জীবস্য ঘটাদিজ্ঞানসুখক্লেশাদয়ঃ। পুদ্গলস্য মৃৎপিণ্ডঘটাদয়ঃ। ধর্মাদীনাং গত্যাদিবিশেষাঃ। অতএব ষট্দ্রব্যাণীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৮ ॥

কেচন সপ্ত তত্ত্বানীতি বর্ণয়ন্তি। তদাহ জীবাজীবাস্রববন্ধসম্বরনির্জরমোক্ষাস্তত্ত্বানীতি। তত্র জীবাজীবৌ নিরূপিতৌ। আস্রবো নিরূপ্যতে-ঔদারিকাদিকায়াদিচলনদ্বারেণাত্মনশ্চলনং যোগপদবেদনীয়মাস্রবঃ। যথা সলিলাবগাহি দ্বারং জলাস্যাস্রব।

কারণত্বাদাস্রব ইতি নিগদ্যতে তথা যোগপ্রণাভিকয়া কর্মাস্রবতীতি স যোগ আস্রবঃ। যথা আর্দ্রং বস্ত্রং সমন্তাদ্বাতানীতং রেণুজাতমুপাদত্তে তথা কষায়জলার্দ্র আত্মা যোগানীতং কর্ম সর্ব্বপ্রদেশৈর্গৃহ্নাতি। যথা বা নিষ্টপ্তায়ঃপিণ্ডো জলে ক্ষিপ্তো অন্তঃ সমন্তাদ্ গৃহ্নাতি তথা কষায়োষ্ণো জীবো যোগানীতং কর্ম সমন্তাদাদত্তে। কষতি হিনস্ত্যাত্মানং কুগতিপ্রাপণাদিতি কষায়ঃ ক্রোধো মানো মায়া লোভশ্চ। আস্রবঃ দ্বিবিধঃ শুভাশুভভেদাৎ। তত্রাহিংসাদিঃ শুভঃ কায়যোগঃ সত্যমিতহিতভাষণাদিঃ শুভো বাগ্ যোগঃ। অর্হৎসিদ্ধাচার্যোপাধ্যায় সাধু-নামধেয় পঞ্চপরমেষ্ঠিভক্তিতপোরুচিশ্রুতবিনয়াদিঃ শুভো মনোযোগঃ। এতদ্বিপরীতস্তু অশুভোযোগঃ। তদেতদাস্রবভেদপ্রভেদজাতং কায়বাঙ্মনঃকর্মযোগঃ। স আস্রবঃ। শুভঃ পুণ্যস্য। অশুভঃ পাপস্যেত্যাদিনা সূত্রসন্দর্ভেণ সসংরম্ভমভাণি। অপরে ত্বেবং মেনিরে-আস্রবয়তি পুরুষং বিষয়েষ্বিন্দ্রিয়প্রবৃত্তিরাস্রবঃ। ইন্দ্রিয়দ্বারা হি পৌরুষং জ্যোতির্বিষয়ান্ স্পৃশদ্রূপাদিজ্ঞানরূপেণ পরিণমত ইতি ॥ ৪৯ ॥

মিথ্যাদর্শনাবিরতিপ্রমাদকষায়বশাদ্ যোগবশাচ্চাত্মা সূক্ষ্মৈকক্ষেত্রাবগাহিনামনন্তপ্রদেশানাং পুদ্গলানাং কর্মবন্ধযোগ্যানামাদানমুপশ্লেষণং যৎ করোতি স বন্ধঃ। তদুক্তং সকষায়ো জীবঃ কর্মভাবযোগ্যান্ পুদ্গলানাদত্তে স বন্ধ ইতি। তত্র কষায়গ্রহণং সর্ব্ববন্ধহেতুপলক্ষণার্থম্। বন্ধহেতূন্ পপাঠ বাচকাচার্য্যঃ-মিথ্যাদর্শনাবিরতি প্রমাদকষায়া বন্ধহেতব ইতি।

মিথ্যাদর্শনং দ্বিবিধং মিথ্যাকর্ম্মোদয়াৎ পরোপদেশানপেক্ষং তত্ত্বাশ্রদ্ধানং নৈসর্গিকমেকং। অপরং পরোপদেশজম্। পৃথিব্যাদিষট্কোপাদানকং ষড়িন্দ্রিয়াসংযমনঞ্চ অবিরতিঃ। পঞ্চসমিতিগুপ্তিষ্বনুৎসাহঃ প্রমাদঃ। কষায়ঃ ক্রোধাদিঃ। তত্র কষায়ান্তাঃ স্থিত্যনুভববন্ধহেতবঃ প্রকৃতিপ্রদেশবন্ধহেতুর্যোগ ইতি বিভাগঃ ॥ ৫০ ॥

বন্ধশ্চতুর্বিধ ইত্যুক্তং প্রকৃতিস্থিত্যনুভবপ্রদেশাস্ত তদ্বিধয় ইতি। যথা নিম্বগুড়াদেস্তিক্তমধুরত্বাদিস্বভাবঃ এবমাবরণীয়স্য জ্ঞানদর্শনাবরণত্বমাদিত্যপ্রভাচ্ছাদকাম্ভোধরবৎ প্রদীপপ্রভাতিরোধায়ককুম্ভবচ্চ। সদসদ্বেদনীয়স্য সুখদুঃখোৎপাদকত্বমসিধারামধুলেহনবদ্দর্শনেমোহনীয়স্য তত্ত্বার্থাশ্রদ্ধানকারিত্বং দুর্জনসঙ্গবচ্চারিত্রে মোহিনীয়স্যাসংযমহেতুত্বং মত্তমদবদায়ুষো দেহবন্ধকর্তৃত্বং জলবৎ। নাম্নো বিচিত্রনামকারিত্বং চিত্রিকবদ্গোত্রস্যোচ্চনীচকারিত্বং কুম্ভকারবদ্দানাদীনাং বিঘ্নিদানত্বমন্তরায়স্য স্বভাবঃ কোশাধ্যক্ষবৎ। সোঽয়ং প্রকৃতিবন্ধোঽষ্টবিধঃ দ্রব্যকর্ম্মাবান্তরভেদমূলপ্রকৃতিবেদনীয়ঃ। তথাবোচদুমাস্বাতিবাচকাচার্য্যঃ আদ্যো জ্ঞানদর্শনাবরণবেদনীয়মোহনীয়ায়ুর্নামগোত্রান্তরায়া ইতি। তদ্ভেদঞ্চ সমগৃহ্নাৎ পঞ্চনবদ্ব্যষ্টাবিংশতিচতুর্দ্বিচত্বারিং-

শদ্ দ্বিপঞ্চভেদা যথাক্রমমিতি। এতচ্চ সর্ব্বং বিদ্যানন্দাদিভির্বিবৃতমিতি বিস্তরভয়ান্ন প্রস্তূয়তে ॥ ৫১ ॥

যথা অজাগোমহিষ্যাদিক্ষীরাণামেতাবন্তমনেহসং মাধুর্য্যস্বভাবাদপ্রচ্যুতি স্থিতিঃ তথা জ্ঞানাবরণাদীনাং মূলপ্রকৃতীনামাদিতস্তিসৃণামন্তরায়স্য চ ত্রিংশৎসাগরোপমকোটিকোট্যঃ পরা স্থিতিরিত্যাদ্যুক্তং কালতুর্দাস্তবৎ স্বীয়স্বভাবাদপ্রচ্যুতি স্থিতিঃ ॥ ৫২ ॥

যথা অজাগোমহিষ্যাদিক্ষীরাণাং তীব্রমন্দাদিভাবেন স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যবিশেষোঽনুভাবঃ তথা কর্মপুদ্গলানাং স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যবিশেষোঽনুভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

কর্মভাবপরিণতপুদ্গলস্কন্ধানামনন্তানন্তপ্রদেশানাম্ আত্মপ্রদেশানুপ্রবেশঃ প্রদেশবন্ধঃ ॥ ৫৪ ॥

আস্রবনিরোধঃ সম্বরঃ। যেনাত্মনি প্রবিশৎ কর্ম প্রতিষিধ্যতে স গুপ্তিসমিত্যাদিঃ সম্বরঃ। সংসারকারণাদ্ যোগাদাত্মনো গোপনং গুপ্তিঃ। সা ত্রিবিধা কায়বাঙ্মনোনিগ্রহভেদাৎ। প্রাণিপীড়াপরিহারেণ সম্যগয়নং সমিতিঃ। সা ঈর্যাভাষাদিভেদাৎ পঞ্চধা ॥ ৫৫ ॥

প্রপঞ্চিতঞ্চ হেমচন্দ্রাচার্য্যৈঃ—

লোকাতিবাহিতে মার্গে চুম্বিতে ভাস্বদংশুভিঃ।
জন্তুরক্ষার্থমালোক্য গতিরীর্যা মতা সতাম্ ॥ ৫৬ ॥
অনবদ্যমৃতং সর্ব্বজনীনং মিতভাষণম্।
প্রিয়া বাচংযমানাং সা ভাষাসমিতিরুচ্যতে ॥ ৫৭ ॥
দ্বিচত্বারিংশতা ভিক্ষাদোষৈর্নিত্যমদূষিতম্।
মুনির্যদন্নমাদত্তে সৈষণাসমিতির্মতা ॥ ৫৮ ॥
আসনাদীনি সংবীক্ষ্য প্রতিলভ্য চ যত্নতঃ।
গৃহ্নীয়ান্নিক্ষিপেদ্ধ্যায়েৎ সাদানসমিতিঃ স্মৃতা ॥ ৫৯ ॥
কফমূত্রমলপ্রায়ৈর্নির্জন্তুজগতীতলে।
যত্নাদ্ যদুৎসৃজেৎ সাধুঃ সোৎসর্গসমিতির্ভবেৎ ॥ ৬০ ॥

অতএবাস্রবঃ স্রোতসো দ্বারং সংবৃণোতীতি সম্বর ইতি নিরাহুঃ। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ

আস্রবো ভবহেতুঃ স্যাৎ সম্বরো মোক্ষকারণম্।
ইতীয়মার্হতী দৃষ্টিরন্যদস্যাঃ প্রপঞ্চনম্ ॥ ৬১ ॥

অর্জিতস্য কর্মণস্তপঃপ্রভৃতিভির্নির্জরণং নির্জরাখ্যং তত্ত্বং। চিরকালপ্রবৃত্তকষায়-কলাপং পুণ্যং সুখদুঃখে চ দেহেন জরয়তি নাশয়তি কেশোল্লুঞ্চনাদিকং তপ উচ্যতে ॥ ৬২ ॥

সা নির্জরা দ্বিবিধা যথাকালোপক্রমিকভেদাৎ তত্র প্রথমা যস্মিন্ কালে যৎ কর্ম ফলপ্রদত্বেনাভিমতং তস্মিন্নেব কালে ফলদানাদ্ভবন্তী নির্জরা কামাদিপাকজেতি চ জেগীয়তে। যৎ কর্ম তপোবলাৎ স্বকামনয়োদয়াবলিং প্রবেশ্য প্রপদ্যতে সাঔপক্রমিকনির্জরা ॥ ৬৩ ॥

যদাহ

সংসারবীজভূতানাং কর্মণাং জরণাদিহ।

নির্জরা সম্মতা দ্বেধা সকামাকামনির্জরা ॥

স্মৃতা সকামা যমিনামকামা ত্বন্যদেহিনামিতি ॥ ৬৪ ॥

মিথ্যাদর্শনাদীনাং বন্ধহেতুনাং নিরোধ অভিনবকর্মাভাবাৎ নির্জরাহেতু-সন্নিধানেনার্জ্জিতস্য কর্মণো নিরসনাদাত্যন্তিককর্মমোক্ষণং মোক্ষঃ। বন্ধহেত্বভাব-নির্জরাভ্যাং কৃৎস্নকর্মবিপ্রমোক্ষণং মোক্ষ ইতি তদনন্তরমূর্দ্ধং গচ্ছত্যালোকান্তাৎ। যথা হস্তদণ্ডাদিভ্রমিপ্রেরিতং কুলালচক্রমুপরতেঽপি তস্মিন্ তদ্‌বলাদেবাসংস্কারক্ষয়ং ভ্রমতি তথা ভবস্থেনাত্মনা অপবর্গপ্রাপ্তয়ে বহুশো যৎ কৃতং প্রণিধানং মুক্তস্য তদভাবেঽপি পূর্বসংস্কারাদালোকান্তং গমনমুপপদ্যতে। যথা বা মৃত্তিকালেপকৃতমলা-বুদ্রব্যংজলেঽধঃপততি পুনরপেতমৃত্তিকাবন্ধমূর্দ্ধং গচ্ছতি তথা কর্মরহিত আত্মা অসঙ্গত্বাদূর্দ্ধং গচ্ছতি। বন্ধচ্ছেদাদেরণ্ডবীজবচ্চোর্দ্ধগতিস্বভাবাচ্চাগ্নিশিখাবৎ ॥ ৬৫ ॥

অন্যোন্যং প্রদেশানুপ্রবেশে সত্যবিভাগেনাবস্থানং বন্ধঃ। পরস্পরপ্রাপ্তিমাত্রং সঙ্গঃ। তদুক্তং পূর্ব্বপ্রযোগাদ-সঙ্গত্বাদ্‌বন্ধচ্ছেদাত্তথা গতিপরিণামাচ্চ। আবিদ্ধকুলালচক্রবদ্‌ব্যপগতলেপালাবুবদেরণ্ডবীজবদগ্নিশিখাবচ্চেতি ॥ ৬৬ ॥

অতএব পঠন্তি

গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।

অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ত্বলোকাকাশমাগতা ইতি ॥৬৭॥

অন্যে তু গতসমস্তক্লেশতদ্বাসনস্যানাবরণজ্ঞানস্য সুখৈ-কতানস্যাত্মন উপরিদেশাব-স্থানং মুক্তিরিত্যাস্থিষত। এবমুক্তানি সুখদুঃখসাধনাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং সহিতানি নব পদার্থান্ কেচনাঙ্গীচক্রুঃ। তদুক্তং সিদ্ধান্তে জীবা-জীবৌ

পুণ্যপাপপুতাবাস্রবঃ সম্বরো নির্জ্জরণং বন্ধো মোক্ষশ্চ নব তত্ত্বানীতি। সংগ্রহে প্রবৃত্তা বয়মুপরতাঃ স্ম ॥ ৬৮ ॥

অত্র সর্ব্বত্র সপ্তভঙ্গিনয়াখ্যং ন্যায়মবতারয়ন্তি জৈনাঃ। স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি স্যাদস্তি চ নাস্তি চ স্যাদবক্তব্যঃ স্যাদস্তি চাবক্তব্যঃ স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যঃ স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্য ইতি ॥ ৬৯ ॥

তৎসর্ব্বমনন্তবীর্য্যঃ প্রত্যপীপদৎ—
তদ্বিধানবিবক্ষায়াং স্যাদস্তীতি গতির্ভবেৎ।
স্যান্নাস্তীতি প্রয়োগঃ স্যাত্তন্নিষেধে বিবক্ষিতে ॥ ৭০ ॥
ক্রমেণোভয়বাঞ্ছায়াং প্রয়োগঃ সমুদায়ভাক্।
যুগপত্তদ্বিবক্ষায়াং স্যাদবাচ্যমশক্তিতঃ ॥ ৭১ ॥
আদ্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং পঞ্চমো ভঙ্গ ইষ্যতে।
অন্ত্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং ষষ্ঠভঙ্গসমুদ্ভবঃ ॥
সমুচ্চয়েন যুক্তশ্চ সপ্তমো ভঙ্গ উচ্যত ইতি ॥ ৭২ ॥

স্যাচ্ছব্দঃ খল্বয়ং নিপাতঃ তিঙন্তপ্রতিরূপকোঽনেকান্তদ্যোতকঃ। যথোক্তং
বাক্যেষ্বনেকান্তদ্যোতীগম্যং প্রতি বিশেষণম।
স্যান্নিপাতোঽর্থযোগিত্বাত্তিঙন্তপ্রতিরূপক ইতি ॥ ৭৩ ॥

যদি পুনরেকান্তদ্যোতকঃ স্যাচ্ছব্দোঽয়ং স্যাত্তদা স্যাদস্তীতি বাক্যে স্যাৎপদমনর্থকং স্যাৎ। অনেকান্ত দ্যোতকত্বে তু স্যাদস্তি কথঞ্চিদস্তীতি স্যাৎপদাৎ কথঞ্চিদিতি অয়মর্থো লভ্যত ইতি নানর্থক্যম্ ॥ ৭৪ ॥

তদাহ
স্যাদ্বাদঃ সর্ব্বথৈকান্তত্যাগাৎ কিং বৃত্তচিদ্বিধেঃ।
সপ্তভঙ্গিনয়াপেক্ষো হেয়াদেয়বিশেষক ইতি ॥ ৭৫ ॥

যদি বস্তুন্যেকান্ততঃ সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনাস্তীতি ন উপাদিৎসাজিহাসাভ্যাং কচিৎ কদাচিৎ কেনচিৎ প্রবর্ত্তেত নিবর্ত্তেত বা। প্রাপ্তাপ্রাপণীয়ত্বাদ্-হেয়হানানুপপত্তেশ্চ। অনেকান্তপক্ষে তু কথঞ্চিৎ কচিৎ কেনচিৎ সত্ত্বেন হানোপাদানে প্রেক্ষাবতামুপপদ্যেতে। কিন্তু বস্তুনঃ সত্ত্বং স্বভাবঃ অসত্ত্বং বেত্যাদি প্রষ্টব্যং। ন তাবদস্তিত্বং বস্তুনঃ স্বভাব ইতি সমস্তি ঘটোঽস্তীত্যনয়োঃ পর্য্যায়তয়া যুগপৎ-প্রয়োগাযোগাৎ। নাস্তীতি প্রয়োগবিরোধাচ্চ। এবমন্যত্রাপি যোজ্যম ॥ ৭৬ ॥

যথোক্তং—

ঘটোঽস্তীতি ন বক্তব্যং সন্নেব হি যতো ঘটঃ।
নাস্তীত্যপি ন বক্তব্যং বিরোধাৎ সদসত্ত্বয়োরিত্যাদি ॥ ৭৭ ॥

তস্মাদিত্থং বক্তব্যং সদসৎসদসদনির্ব্বচনীয়বাদভেদেন প্রতিবাদিনশ্চতুর্ব্বিধাঃ। পুনরপ্যনির্ব্বচনীয়মতেনমিশ্রিতানি সদসদাদিমতানীতি ত্রিবিধাঃ। তান্ প্রতি কিং বস্ত্বস্তীত্যাদিপর্য্যনুযোগে কথঞ্চিদস্তীত্যাদিপ্রতিবচনসম্ভবেন তে বাদিনঃ সর্ব্বে নির্ব্বিণ্ণাঃ সন্তঃ তুষ্ণীমাসত ইতি সম্পূর্ণার্থবিনিশ্চায়িনঃ স্যাদ্বাদমঙ্গীকুর্ব্বতস্তত্র তত্র বিজয় ইতি সর্ব্বমুপপন্নম্ ॥ ৭৮ ॥

যদবোচদাচার্য্যঃ স্যাদ্বাদমঞ্জর্য্যাম—
অনেকান্তাত্মকং বস্তু গোচরঃ সর্বসম্বিদাম্।
একদেশবিশিষ্টোঽর্থো নয়স্য বিষয়ো মতঃ ॥ ৭৯ ॥
ন্যায়ানামেকনিষ্ঠানাং প্রবৃত্তৌ শ্রুতবর্ত্মনি।
সম্পূর্ণার্থবিনিশ্চায়ি স্যাদ্বস্তু শ্রুতমুচ্যত ইতি ॥ ৮০ ॥
অন্যোন্যপক্ষ প্রতিপক্ষ ভাবাদ্যথাপরে মৎসরিণঃ প্রবাদাঃ। নয়ানশেষানবিশেষমিচ্ছন্নপক্ষপাতী সময়স্তথার্হত ইতি ॥ ৮১ ॥

জিনদত্তসূরিণা জৈনং মতর্মথমুক্তম্।—
বলভোগোপভোগানামুভয়োর্দানলাভয়োঃ।
অন্তরায়স্তথা নিদ্রা ভীরজ্ঞানং জুগুপ্সিতম্ ॥ ৮২ ॥
হিংসা রত্যরতী রাগদ্বেষৌ অবিরতিঃস্মরঃ।
শোকো মিথ্যাত্বমেতেঽষ্টাদশ দোষা ন যস্য সঃ ॥ ৮৩ ॥
জিনো দেবো গুরুঃ সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশকঃ।
জ্ঞানদর্শনচারিত্রাণ্যপবর্গস্য বর্তনী ॥ ৮৪ ॥
স্যাদ্বাদস্য প্রমাণে দ্বে প্রত্যক্ষমনুমাপি চ।
নিত্যানিত্যাত্মকং সর্ব্বং নব তত্ত্বানি সপ্ত বা ॥ ৮৫ ॥
জীবাজীবৌ পুণ্যপাপে চাস্রবঃ সম্বরোঽপি চ ॥
বন্ধো নির্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে ॥ ৮৬ ॥
চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীবস্তদন্যকঃ
সৎকর্ম পুদ্গলাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৮৭ ॥
আস্রবঃ স্রোত সোদ্বারং সংবৃণোতীতি সংবরঃ।
প্রবেশঃ কর্ম্মণাং বন্ধো নির্জরস্তদ্বয়োজনম্ ॥
অষ্টকর্ম্মক্ষয়াম্মোক্ষোঽথান্তর্ভাবশ্চ কৈশ্চন।

পুণ্যস্য সংবরে পাপস্যাস্রবে ক্রিয়তে পুনঃ ॥ ৮৮ ॥
লব্ধানন্তচতুষ্কস্য লোকাগূঢ়স্য চাত্মনঃ।
ক্ষীণাষ্টকর্ম্মণো মুক্তির্নির্ব্যাবৃত্তির্জিনোদিতা ॥ ৮৯ ॥
সরজোহরণা ভৈক্ষভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলাঃ নিঃশঙ্কা জৈনসাধবঃ ॥ ৯০ ॥
লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
ঊর্দ্ধাশিনো গৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যুর্জিনর্ষয়ঃ ॥ ৯১ ॥
ভুংক্তেন কেবলী ন স্ত্রী মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ।
প্রাহুরেষাময়ং ভেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ ॥ ৯২ ॥
ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে আর্হতদর্শনম্।

রামানুজদর্শনম্

তদেতদার্হতমতং প্রামাণিকগর্হণমর্হতি। ন হ্যেকস্মিন্ বস্তুনি পরমার্থে সতি পরমার্থসতাং যুগপৎ সদসত্ত্বাদিধর্ম্মাণাং সমাবেশঃ সম্ভবতি। ন চ সদসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ সমুচ্চয়াসম্ভবে বিকল্পঃ কিং ন স্যাদিতি বদিতব্যং। ক্রিয়া হি বিকল্প্যতে ন বস্ত্বিতি ন্যায়াৎ ॥ ১ ॥

ন চানেকান্তং জগৎ সর্ব্বং হেরম্বনরসিংহবদিতি দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভবশাদেষ্টব্যং। একস্মিন্ দেশে গজত্বং সিংহত্বং বা অপরস্মিন্ নরত্বমিতি দেশভেদেন বিরোধাভাবেন তস্যৈকস্মিন্ দেশ এব সত্ত্বাসত্ত্বাদিনা অনেকান্তত্বাভিধানে দৃষ্টান্তানুপপত্তেঃ। নম্ন দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বং পর্য্যায়াত্মনা তদভাব ইত্যুভয়মপ্যুপপন্নমিতি চেন্নৈবং। কালভেদেন হি কস্যচিৎ সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ স্বভাব ইতি ন কশ্চিদ্দোষঃ ॥ ২ ॥

ন চৈকস্য হ্রস্বত্বদীর্ঘত্ববদনেকান্তত্বং জগতঃ স্যাদিতি বাচ্যং। প্রতিযোগিভেদেন বিরোধাভাবাৎ। তস্মাৎ প্রমাণাভাবাৎ যুগপৎ সত্ত্বাসত্ত্বে পরস্পরবিরুদ্ধে নৈকস্মিন্বস্তুনি বক্তুং যুক্তে। এবমন্যাসামপি ভঙ্গীনাং ভঙ্গোহবগন্তব্যঃ ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ সর্ব্বস্যাস্য মূলভূতঃ সপ্তভঙ্গিনয়ঃ স্বয়মেকান্তঃ অনেকান্তো বা। আদ্যে সর্ব্বমনেকান্তমিতি প্রতিজ্ঞাব্যাঘাতঃ। দ্বিতীয়ে বিবক্ষিতার্থাসিদ্ধিঃ। অনেকান্তত্বেনাসাধকত্বাৎ। তথা চেয়মুভয়তঃ পাশা রজ্জুঃ স্যাদ্বাদিনঃ স্যাৎ ॥ ৪ ॥

অপি চ নবত্বসপ্তত্বাদিনির্দ্ধারণস্য ফলস্য তন্নির্দ্ধারয়িতুঃ প্রমাতুশ্চ তৎকরণস্য প্রমাণস্য প্রমেয়স্য নবত্বাদেরনিয়মে সাধু সমর্থিতমাত্মনস্তীর্থকরত্বং দেবানাং প্রিয়েণার্হতমতপ্রবর্ত্তকেন। তথা জীবস্য দেহানুরূপপরিমাণতাঙ্গীকারে যোগবলাদনেকদেহপরি-

গ্রাহকযোগিশরীরেষু প্রতিশরীরং জীববিচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত। মনুজশরীরপরিমাণো জীবো মতঙ্গজ-দেহং কৃৎস্নং প্রবেষ্টুং ন প্রভবেৎ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ গজাদিশরীরং পরিত্যজ্য পিপীলিকাশরীরং বিশতঃ প্রাচীনশরীরসন্নিবেশ-বিনাশোঽপি প্রাপ্নুয়াৎ। ন চ যথা প্রদীপপ্রভাবিশেষঃ প্রপাপ্রাসাদাদ্যুদরবর্ত্তিস-ঙ্কোচবিকাশবান্ তথা জীবোঽপি মনুজমতঙ্গজাদিশরীরেষু স্যাদিত্যেষিতব্যং প্রদীপবদেব সবিকারত্বেনানিত্যত্বপ্রাপ্তৌ কৃতপ্রণাশাকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গাৎ ॥ ৬ ॥

এবং প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েন জীবপদার্থদূষণাভিধানদিশান্যত্রাপি দূষণমুৎপ্রেক্ষ ণীয়ম। তস্মান্নিত্যনির্দোষশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাদিদমুপাদেয়ং ন ভবতি। তদুক্তং ভগবতা ব্যাসেন নৈকস্মিন্নসম্ভবাদিতি। রামানুজেন চ জৈনমতনিরাকরণপরত্বেন তদিদং সূত্রং ব্যাকারি। এষ হি তস্য সিদ্ধান্তঃ-চিদচিদীশ্বরভেদেন ভোক্তৃভোগ্যনিয়ামকভেদেন চ ব্যবস্থিতাস্ত্রয়ঃ পদার্থা ইতি ॥ ৭ ॥

তদুক্তং

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনরিতি ॥ ৮ ॥

অপরে পুনরশেষবিশেষপ্রত্যনীকং চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ। তচ্চ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তস্বভাবমপি তত্ত্বমস্যাদিসামানাধিকরণ্যাধিগতজীবৈক্যং বধ্যতে মুচ্যতে চ। তদ-তিরিক্তনানাবিধভোক্তৃভোক্তব্যাদিভেদপ্রপঞ্চঃ সর্বোঽপি তস্মিন্নবিদ্যয়া পরিকল্পিতঃ সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদিবচননিচয় প্রামাণ্যাদিতি ব্রুবাণা-স্তরতি শোকমাত্মবিদিত্যাদিশ্রুতিশিরঃশতবশেন নির্বিশেষব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যয়া অনাদ্যবিদ্যানিবৃত্তিমঙ্গীকুর্ব্বাণাঃ মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতীতি ভেদনিন্দাশ্রবণেন পারমার্থিকং ভেদং নিরাচক্ষাণাঃ বিচক্ষণম্মন্যাস্তমিমং বিভাগং ন সহন্তে ॥ ৯ ॥

তত্রায়ং সমাধিরভিধীয়তে। ভবেদেতদেবং যদ্যবিদ্যায়াং প্রমাণং বিদ্যেত। নন্বিদমনাদিভাবরূপং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যমজ্ঞানমহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামীতি প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধম্ ॥ ১০ ॥

তদুক্তং

অনাদিভাবরূপং যদ্বিজ্ঞানেন বিলীয়তে।
তদজ্ঞানমিতি প্রাজ্ঞা লক্ষণং সম্প্রচক্ষত ইতি ॥ ১১ ॥

ন চৈতৎ জ্ঞানাভাববিষয়মিত্যাশঙ্কনীয়ং কো হি কং ব্রূয়াৎ প্রভাকরকরাবলম্বী ভট্টদত্তহস্তো বা। নাদ্যঃ।

স্বরূপপররূপাভ্যাং নিত্যং সদসদাত্মকে।
বস্তুনি জ্ঞায়তে কিঞ্চিৎ কৈশ্চিদ্রূপং কদাচনেতি ॥ ১২ ॥
ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়া।
ভাবান্তরাদভাবোহন্যো ন কশ্চিদনিরূপণাৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি বদতা ভাবব্যতিরিক্তস্যাভাবস্যানভ্যুপগমাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ। অভাবস্য ষষ্ঠপ্রমাণগোচরত্বেন জ্ঞানস্য নিত্যানুমেয়ত্বেন চ তদভাবস্য প্রত্যক্ষবিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। যদি পুনঃ প্রত্যক্ষভাববাদী কশ্চিদেবমাচক্ষীত তং প্রত্যাচক্ষীত অহমজ্ঞ ইত্যস্মিন্ননুভবে অহমিত্যাত্মনোহভাবধর্মিতয়া জ্ঞানস্য প্রতিযোগিতয়া চাবগতিরস্তি নবা। অস্তি চেদ্বিরোধাদেব ন জ্ঞানাভাবানুভবসম্ভবঃ ॥

ন চেদ্ধর্মিপ্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষো জ্ঞানাভাবানুভবঃ সুতরাং ন সম্ভবতি। তস্যাজ্ঞানস্য ভাবরূপত্বে প্রাগুক্তদূষণাভাবাদয়মনুভবো ভাবরূপাজ্ঞানগোচর এবাভ্যুপগন্তব্য ইতি। তদেতৎ গগনরোমন্থায়িতং। ভাবরূপস্যাজ্ঞানস্য জ্ঞানাভাবসমান যোগক্ষেমত্বাৎ। তথাহি বিষয়ত্বেনাশ্রয়ত্বেন চ জ্ঞানস্য ব্যাবর্ত্তকতয়া প্রত্যগর্থঃ প্রতিপন্নো ন বা। প্রতিপন্নশ্চেৎ স্বরূপজ্ঞাননিবর্ত্ত্যং তদজ্ঞানমিতি তস্মিন্ প্রতিপন্নে কথঙ্কারমবতিষ্ঠতে। অপ্রতিপন্নশ্চেদ্ব্যাবর্ত্তকাশ্রয়বিষয়শূন্যমজ্ঞানং কথমনুভূয়েত ॥ ১৫ ॥

অথ বিশদঃ স্বরূপাবভাস এবাজ্ঞানবিরোধিনা জ্ঞানেনসহভাসত ইতি আশ্রয়বিষয়জ্ঞানে সত্যপি নাজ্ঞানানুভববিরোধ ইতি হন্ত তর্হি জ্ঞানাভাবেঽপি সমানমেতৎ অন্যত্রাভিনিবেশাৎ। তস্মাদুভয়াভ্যুপগতজ্ঞানাভাব এবাহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামীত্যনুভবগোচর ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্ ॥ ১৬ ॥

অস্তু তর্হি নু মানং মানং-বিবাদাস্পদং প্রমাজ্ঞানংস্বপ্রাগভাবব্যতিরিক্তস্ববিষয়াবরণ-স্বনিবর্ত্যস্বদেশগতবস্ত্বন্তরপূর্ব্বকম্ অ কাশিতার্থপ্রকাশকত্বাৎ অন্ধকারে প্রথমোৎপন্নপ্রদীপপ্রভাবদিতি। তদপি ন ক্ষোদক্ষমম্। অজ্ঞানেঽপ্যনভিমতাজ্ঞানান্তরসাধনে অপসিদ্ধান্তাপাতাৎ। তদসাধনে অনৈকান্তিকত্বাৎ দৃষ্টান্তস্য সাধনবিকলত্বাচ্চ। ন হি প্রদীপপ্রভায়া অপ্রকাশিতার্থপ্রকাশকত্বং সম্ভবতি জ্ঞানস্যৈব প্রকাশকত্বাৎ। সত্যপি প্রদীপে জ্ঞানেন বিষয়প্রকাশসম্ভবাৎ। প্রভায়াস্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য জ্ঞানং সমুৎপাদয়তো বিরোধিসন্তমসনিরসনদ্বারেণোপকারকত্বমাত্রমেবেত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ৭ ॥

প্রতিপ্রয়োগশ্চ বিবাদাধ্যাসিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্রব্রহ্মাশ্রিতং অজ্ঞানত্বাচ্ছুক্তিকাদ্যজ্ঞানবদিতি। নমু শুক্তিকাদ্যজ্ঞানস্যাশ্রয়স্য প্রত্যগর্থস্য জ্ঞানমাত্রস্বভাবত্বমেবেতি চেন্নৈবং শঙ্কিষ্ঠাঃ। অনুভূতির্হি স্বসত্তাবৈনৈব কস্যচিদ্বস্তুনো ব্যবহারানুগুণত্বা-

পাদনস্বভাবো জ্ঞানাবগতিসংবিদাদ্যপরনামা সকর্ম্মকোহনুভবিতুরাত্মনো ধর্ম্মবিশেষঃ। অনুভবিতুরাত্মত্বমাত্মবৃত্তিগুণবিশেষস্য জ্ঞানত্বমিত্যাশ্রয়ণাৎ।

নন্থ জ্ঞানরূপস্যাত্মনঃ কথং জ্ঞানগুণকত্বমিতি চেত্তদসারং। যথা হি মণিদ্যুমণি-প্রভৃতি তেজোদ্রব্যং প্রভাবদ্রূপেণাবতিষ্ঠমানং প্রভারূপগুণাশ্রয়ঃ। স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্ত্তমানত্বেন রূপবত্ত্বেন চ প্রভাদ্রব্যরূপাপি তচ্ছেষত্বনিবন্ধনগুণব্যবহারা। এবময়মাত্মা স্বপ্রকাশচিদ্রূপ এব চৈতন্যগুণঃ ॥ ১৯ ॥

তথা চ শ্রুতিঃ। স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নোরসঘনএব এবং বা অরে অয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতি-র্ভবতি। ন বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে। অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা। যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃপুরুষঃ। এষ হি দ্রষ্টাস্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মাপুরুষ ইত্যাদিকা শ্রুতিরস্তি। ন চানৃতেন হি প্রত্যূঢ়া ইতি শ্রুতিরবিদ্যায়াং প্রমাণমিত্যাশ্রয়িতুং শক্যম্। ঋতেতরবিষয়ো হ্যনৃতশব্দঃঋতশব্দশ্চ কর্ম্মবচনঃ ঋতং পিবন্তাবিতি বচনাৎ। ঋতংকর্ম্ম ফলাভিসন্ধির-হিতং পরমপুরুষারাধনবৈব তৎপ্রাপ্তিফলম্। অত্র তদ্ব্যতিরিক্তং সাংসারিকাল্পফলং কর্ম্মানৃতং ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি। য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি অনৃতেন হি প্রত্যূঢা ইতি বচনাৎ ॥ ২০ ॥

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাদিত্যাদৌ মায়াশব্দো বিচিত্রার্থসর্গকরত্রিগুণাত্মকপ্রকৃত্য-ভিধায়কো নানির্ব্বচনীয়াজ্ঞানবচনঃ ॥

তেন মায়াসহস্রং তচ্ছম্বরস্যাশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকাংশেনসূদিতম্ ॥ ২১ ॥

ইত্যাদৌ বিচিত্রার্থসর্গসমর্থস্য পারমার্থিকস্যৈবাসুরাদ্যস্ত্রবিশেষস্যৈব মায়াশব্দা-ভিধেয়ত্বোপলম্ভাৎ। অতো ন কদাচিদপি শ্রুত্যানির্ব্বচনীয়াজ্ঞানপ্রতিপাদনং। নাপ্যৈ-ক্যোপদেশান্যথানুপপত্ত্যা। তত্ত্বম্পদয়োঃ সবিশেষব্রহ্মাভিধায়িত্বেন বিরুদ্ধয়োর্জীবপরয়োঃ স্বরূপৈক্যস্য প্রতিপত্তুমশক্যতয়া অর্থাপত্তেরনুদয়দোষদূষিতত্বাৎ। তথা হি তৎপদং নিরস্তসমস্তদোষমনবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়-কল্যাণাস্পদং জগদুদয়বিভবলয়লীলং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যাদিষু তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। তৎসমানাধিকরণং ত্বম্পদং চাচিদ্বিশিষ্টং জীবশরীরকং ব্রহ্মাচষ্টে প্রকারদ্বয়বিশিষ্টৈক-বস্তুপরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য ॥ ২২ ॥

নন্থ সোঽয়ং দেবদত্ত ইতিবৎ তত্ত্বমিতিপদয়োর্বিরুদ্ধভাগত্যাগলক্ষণয়ানির্ব্বিশেষ-স্বরূপমাত্রৈক্যং সামানাধিকরণ্যার্থঃ কিং ন স্যাৎ। যথা সোঽয়মিত্যত্র তচ্ছব্দেন দেশান্তরকালান্তরসম্বন্ধী পুরুষঃ প্রতীয়তে ইদং শব্দেন চ সন্নিহিতদেশবর্ত্তমানকাল-সম্বন্ধী। তয়োঃ সামানাধিকরণ্যেনৈক্যমবগম্যতে তত্রৈকস্য যুগপদ্বিরুদ্ধদেশকালপ্র-তীতির্ন সম্ভবতীতি দ্বয়োরপি পদয়োঃ স্বরূপপরত্বে স্বরূপস্য চৈক্যং প্রতিপত্তুং শক্য-মেবমত্রাপি কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিরুদ্ধাংশপ্রহাণেনাখণ্ডস্বরূপং লক্ষ্যত ইতি চেৎ বিষমোঽয়মুপন্যাসঃ ॥ ২৩ ॥

দৃষ্টান্তেঽপি বিরোধবৈধুর্য্যেণ লক্ষণাগন্ধাসম্ভবাদেকস্য তাবদ্ ভূতবর্ত্তমানকাল-দ্বয়সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ। দেশান্তরস্থিতির্ভূতা সন্নিহিতদেশস্থিতির্বর্ত্তত ইতি দেশ-ভেদসম্বন্ধবিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহরণীয়ঃ। লক্ষণাপক্ষেঽপ্যেকস্যৈব পদস্য লক্ষকত্বাশ্রয়ণেন বিরোধপরিহারে পদদ্বয়স্য লাক্ষণিকত্বস্বীকারো ন সঙ্গচ্ছতে। ইতরথা একস্য বস্তুনস্তত্তেদন্তাবিশিষ্টত্বাবগাহনেন প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ প্রামাণ্যানঙ্গীকারে স্থায়িত্বাসিদ্ধৌ ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধো বিজয়েত ॥ ২৪ ॥

এবমত্রাপি জীবপরমাত্মনোঃ শরীরাত্মভাবেন তাদাত্ম্যং ন বিরুদ্ধমিতি প্রতিপাদি-তং। জীবাত্মা হি ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারত্বাৎ ব্রহ্মাত্মকঃ য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনো-ঽন্তরঃ য আত্মানং বেদ যস্যাত্মা শরীরম্ ইতি শ্রুত্যন্তরাদত্যল্লমিদমুচ্যতে সর্ব্বে শব্দাঃ পরমাত্মন এব বাচকাঃ। ন চ পর্য্যায়ত্বং। দ্বারভেদসম্ভবাৎ। তথাহি জীবস্য শরীরতয়া প্রকারভূতানি দেবমনুষ্যাদিসংস্থানানীব সর্ব্বাণি বস্তূনীতি ব্রহ্মাত্মকানি তানি সর্ব্বাণি ॥ ২৫ ॥

অতো

দেবো মনুষ্যো যক্ষো বা পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
পক্ষী বৃক্ষো লতা কাষ্ঠং শিলা তৃণং ঘটঃ পটঃ ॥ ২৬ ॥

ইত্যাদয়ঃ সর্ব্বে শব্দাঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগেনাভিধায়কতয়া প্রসিদ্ধা লোকে তদ্বাচ্যতয়া প্রতীয়মানতত্তৎসংস্থানবদ্বস্তুমুখেন তদভিমানিজীবতদন্তর্যামিপরমাত্ম-পর্য্যন্তসংস্থানস্য বাচকাঃ। দেবাদিশব্দানাং পরমাত্মপর্যন্তত্বমুক্তং তত্ত্বমুক্তাবল্যাং চতুর্থসরে চ ॥ ২৭ ॥

জীবং দেবাদিশব্দো বদতি তদপৃথক্‌সিদ্ধভাবাভিধানাৎ নিষ্কর্ষাভাবযুক্তাদ্ বহুরিহ চ দৃঢ়ো লোকবেদপ্রয়োগঃ। আত্মাসম্বন্ধকালে স্থিতিরনবগতা দেবমর্ত্ত্যাদিমূর্ত্তে-র্জীবাত্মানুপ্রবেশাজ্জগতি বিভুরপি ব্যাকরোন্নামরূপে ॥

ইত্যনেন দেবাদিশব্দানাং শরীরপর্য্যন্তত্বং প্রতিপাদ্য সংস্থানৈক্যাদ্যভাবইত্যাদিনা শরীরলক্ষণং দর্শয়িত্বা শব্দৈস্তন্বংশরূপপ্রভৃতিভিরিত্যাদিনা বিশেশ্বরাদপৃথক্সিদ্ধত্বমুপপাদ্য নিষ্কষাকৃতেত্যাদিনং পদ্যেন সর্ব্বেষাং শব্দানাং পরমাত্মপর্য্যন্তত্বং প্রতিপাদিতং তৎ সর্ব্বং তত এবাবধার্য্যম্। অয়মেবার্থঃ সমর্থিতো বেদার্থসংগ্রহে নামরূপশ্রুতিব্যাকরণসময়ে রামানুজেন ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণস্য সবিশেষবিষয়তয়া নির্ব্বিশেষবস্তুনি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি। নির্ব্বিকল্পপ্রত্যক্ষেঽপি সবিশেষমেব বস্তু প্রতীয়তে। অন্যথা সবিকল্পকে সোঽয়মিতি পূর্ব্বপ্রতিপন্নপ্রকারবিশিষ্টপ্রতীত্যনুপপত্তেঃ ॥ ২৯ ॥

কিঞ্চ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং ন প্রপঞ্চস্য বাধকং ভ্রান্তিমূলকত্বাৎ। ভ্রান্তিপ্রযুক্তরজ্জু-সর্পবাক্যবৎ। নাপি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানং নিবর্ত্তকংতত্র প্রমাণাভাবস্য প্রাগেবোপপাদনাৎ। ন চ প্রপঞ্চস্য সত্যত্বপ্রতিষ্ঠাপনপক্ষে একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাব্যাকোপঃ। প্রকৃতিপুরুষমহদহঙ্কারতন্মাত্রভূতেন্দ্রিয়চতুর্দ্দশভুবনাত্মকব্রহ্মাণ্ডতদন্তর্ব্বর্ত্তিদেবতির্য্যঙ্মনুষ্যস্থাবরাদিসর্ব্বপ্রকারসংস্থানসংস্থিতং কার্য্যমপি সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেতি কারণভূতব্রহ্মাত্মজ্ঞানাদেব সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতীত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানস্যোপপন্নতরত্বাৎ ॥ ৩০ ॥

অপিচ ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বে সর্ব্বস্যাসত্ত্বাদেবৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানং বাধ্যেত। নামরূপবিভাগানর্হসূক্ষ্মদশাবৎ প্রকৃতিপুরুষশরীরং ব্রহ্ম কারণাবস্থং জগতস্তদাপত্তিরেব প্রলয়ঃ। নামরূপবিভাগবিভক্তস্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থং। ব্রহ্মণস্তথাবিধস্থূলভাবশ্চ সৃষ্টিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৩১ ॥

এবঞ্চ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বমপ্যারম্ভণাধিকরণে প্রতিপাদিতমুপপন্নতরং ভবতি। নির্গুণবাদাশ্চ প্রাকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়তয়া ব্যবস্থিতাঃ নানাত্বনিষেধবাদাশ্চ একস্যৈব ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতং সর্ব্বংচেতনাচেতনাত্মকংবস্থিতি সর্ব্বস্যাত্মতয়া সর্ব্বপ্রকারং ব্রহ্মৈবাস্থিতমিতি সর্ব্বাত্মকব্রহ্মপৃথগ্‌ভূতবস্তুসদ্‌ভাবনিষেধপরত্বাভ্যুপগমেন প্রতিপাদিতাঃ ॥ ৩২ ॥

কিমত্র তত্ত্বং ভেদঃ অভেদঃ উভয়াত্মকং বা। সর্ব্বং তত্ত্বং। তত্র সর্ব্বশরীরতয়া সর্ব্বপ্রকারং ব্রহ্মৈবাবস্থিতমিত্যভেদোঽভ্যুপেয়তে। একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎ প্রকারত্বান্নানাত্বেনাবস্থিতমিতি ভেদাভেদৌ। চিদচিদীশ্বরাণাংস্বরূপস্বভাববৈলক্ষণ্যাদসঙ্করাচ্চ ভেদঃ ॥ ৩৩ ॥

তত্র চিদ্রূপাণাঃ জীবাত্মনামসঙ্কুচিতাপরিচ্ছিন্ননির্ম্মলজ্ঞানরূপাণামনাদিকর্ম্মরূপাবিদ্যাবেষ্টিতানাং তত্তৎ কর্ম্মানুরূপজ্ঞানসঙ্কোচবিকাশৌ ভোগ্যভূতাচিৎ সংসর্গঃ তদনুগুণসুখদুঃখোপভোগদ্বয় রূপাভোক্তৃতা ভগবৎ প্রতিপত্তিঃ ভগবৎপদপ্রাপ্তি

রিত্যাদয়ঃ স্বভাবাঃ। অচিদ্বস্তূনাস্তু ভোগ্যভূতানামচেতনত্বমপুরুষার্থত্বং বিকারাস্পদত্বমিত্যাদয়ঃ পরস্যেশ্বরস্য ভোক্তৃভোগ্যয়োরন্তর্যামিরূপেণাবস্থানমপরিচ্ছেদ্যজ্ঞানৈশ্বর্যবীর্য্যশক্তিতেজঃপ্রভৃত্যনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয় কল্যাণগুণগণতা স্বসঙ্কল্পপ্রবৃত্তস্বেতরসমস্তচিদচিদ্বস্তুজাততা স্বাভিমতস্বানুরূপৈকরূপদিব্যরূপনিরতিশয়বিবিধানন্তভূষণ:তত্যাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

বেঙ্কটনাথেন ত্বিত্থং নিরটঙ্কি পদার্থবিভাগঃ
দ্রব্যাদ্রব্যপ্রভেদান্মিতমুভয়বিধং তদ্বিদঃ তত্ত্বমাহুঃ
দ্রব্যং দ্বেধা বিভক্তং জড়মজড়মিতি প্রাচ্যমব্যক্তকালৌ।
অন্ত্যং প্রত্যক্পরাক্ চ প্রথমমুভয়থা তত্র জীবেশাভেদাৎ
নিত্যাভূতির্মতিশ্চেত্যপরমিহজড়ামাদিমাং কেচিদাহুঃ ॥ ৩৫ ॥

তত্র
দ্রব্যং নানাদশাবৎ প্রকৃতিরিহ গুণৈঃ সত্ত্বপূর্ব্বৈরুপেতা
কালোঽব্দাদ্যাকৃতিঃস্যাদণুরবগতিমান্‌জীবঈশোঽন্য আত্মা।
সম্প্রোক্তা নিত্যাভূতিস্ত্রিগুণসমধিকা সত্ত্বযুক্তা তথৈব
জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়াবভাসো মতিরিতি কথিতং সংগ্রহাদ্‌ দ্রব্যলক্ষ্ম
ইত্যাদিনা ॥ ৩৬ ॥

তত্র চিচ্ছব্দবাচ্যা জীবাত্মানঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদ্‌ভিন্নাঃ নিত্যাশ্চ। তথাচ শ্রুতিঃ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়েত্যাদিকা। অতএবোক্তং নানাত্মানো ব্যবস্থাত ইতি। তন্নিত্যত্বমপি শ্রুতিপ্রসিদ্ধম্‌

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃশাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ইতি ॥ ৩৭ ॥

অপরথা কৃতপ্রাণাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ। অতএবোক্তং বীতরাগজন্মাদর্শনাদিতি। তদণুত্বমপি শ্রুতিপ্রসিদ্ধম্‌

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় স চানন্ত্যায় কল্পত ইতি।
আরাগ্রমাত্রঃ পুরুষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য ইতি চ ॥ ৩৮ ॥

অচিচ্ছব্দবাচ্যং দৃশ্যং জড়ং জগৎ ত্রিবিধং ভোগ্যভোগোপকরণভোগায়তন-ভেদাৎ। তস্য জগতঃ কর্তোপাদানং চেশ্বরপদার্থঃ পুরুষোত্তমো বাসুদেবাদিপদ-বেদনীয়ঃ।

তদপ্যুক্তম্

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্তা জীবনিয়ামক ইতি ॥ ৩৯ ॥

স এব বাসুদেবঃ পরমকারুণিকো ভক্তবৎসলঃ পরমপুরুষস্তদুপাসকানুগুণতত্তৎ-ফলপ্রদানায় স্বলীলাবশাদর্চাবিভবব্যূহসূক্ষ্মান্তর্যামিভেদেন পঞ্চধাবতিষ্ঠতে। তত্রার্চা নাম প্রতিমাদয়ঃ। রামাদ্যবতারো বিভবঃ। ব্যূহশ্চতুর্বিধঃ বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যু-ম্নানিরুদ্ধসংজ্ঞকঃ। সূক্ষ্মং সম্পূর্ণং ষড়্‌গুণং ব্যসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম। গুণা অপহতপাপ্‌মত্বাদয়ঃ সোঽপহতপাপ্‌মা বিরজা বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসঃ সতকাম সত্যসঙ্কল্প ইতি শ্রুতেঃ। অন্তর্যামী সকলজীবনিয়ামকঃ য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মান মন্তরোযময়তীতিশ্রুতেঃ। তত্র পূর্বপূর্বমূর্ত্যুপাসনয়া পুরুষার্থপরিপন্থিদুরিত-নিচয়ক্ষয়ে সত্যুত্তরোত্তমূর্ত্যুপাস্ত্যধিকারঃ।

তদুক্তং

বাসুদেবঃ স্বভক্তেষু বাৎসল্যাৎ তত্তদীহিতম্।
অধিকার্য্যানুগুণ্যেন প্রযচ্ছতি ফলং বহু ॥ ৪০ ॥
তদর্থং লীলয়া স্বীয়াঃ পঞ্চ মূর্ত্তীঃ করোতি বৈ।
প্রতিমাদিকমর্চ্চা স্যাদবতারাস্তু বৈভবাঃ ॥ ৪১ ॥
সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।
ব্যূহশ্চতুর্বিধো জ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মং সম্পূর্ণষড়্‌গুণম্।
তদেব বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিগদ্যতে ॥ ৪২ ॥
অন্তর্যামী জীবসংস্থো জীবপ্রেরক ঈরিতঃ।
য আত্মনীতিবেদান্তবাক্যজালৈর্নিরূপিতঃ ॥ ৪৩ ॥
অর্চোপাসনয়া ক্ষিপ্তে কল্মষেঽধিকৃতো ভবেৎ।
বিভবোপাসনে পশ্চাদ্ব্যূহোপাস্তৌ ততঃ পরম্।
সূক্ষ্মে তদনুশক্তঃ স্যাদন্তর্যামিণমীক্ষিতুমিতি ॥ ৪৪ ॥

তদুপাসনঞ্চ পঞ্চবিধম্ অভিগমনমুপাদানমিজ্যা স্বাধ্যায়ো যোগ ইতি শ্রীপঞ্চ-রাত্রেঽভিহিতম্। তত্রাভিগমনং নাম দেবতাস্থানমার্গস্য সংমার্জনোপলেপনাদি।

উপাদানং গন্ধপুষ্পাদিপূজাসাধনসম্পাদনম্। ইজ্যা নাম দেবতাপূজনম্। স্বাধ্যায়ো নাম অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকো মন্ত্রজপো বৈষ্ণবসূক্তস্তোত্রপাঠো নামসঙ্কীর্ত্তনং তত্ত্বপ্রতিপাদকশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ। যোগো নাম দেবতানুসন্ধানম্। এবমুপাসনাকর্ম্ম-সমুচ্চিতেন বিজ্ঞানেন দ্রষ্টৃদর্শনে নষ্টে ভগবদ্ভক্তস্য তন্নিষ্ঠস্য ভক্তবৎসলঃ পরম-কারুণিকঃ পুরুষোত্তমঃ স্বযাথাত্ম্যানুভবানুগুণনিরবধিকানন্দরূপং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বপদং প্রযচ্ছতি।

তথা চ স্মৃতিঃ.

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতা ইতি ॥ ৪৫ ॥
স্বভক্তং বাসুদেবোঽপি সম্প্রাপ্যানন্দমক্ষয়ম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং স্বীয়ং ধাম প্রযচ্ছতি ॥ ৪৬ ॥

তদেতৎ সর্ব্বং হৃদি নিধায় মহোপনিষন্মতাবলম্বনেন ভগবদ্বোধায়নাচার্য্যকৃতাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং বিস্তীর্ণামালক্ষ্য রামানুজঃ শারীরকমীমাংসাভাষ্যমকার্ষীৎ। তত্রাথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি প্রথমসূত্রস্যায়মর্থঃ। অত্র অথশব্দঃ পূর্ব্বপ্রবৃত্তকর্ম্মাধিগমনানন্তর্য্যার্থঃ। তদুক্তং বৃত্তিকারেণ বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনন্তরং ব্রহ্ম বিবিদিষতীতি। অতঃশব্দো হেত্বর্থঃ। অধীতসাঙ্গবেদস্যাধিগততদর্থস্য বিনশ্বরফলাৎ কর্ম্মণো বিরক্তত্বাদ্ধেতোঃ স্থিরমোক্ষাভিলাষুকস্য তদুপায়ভূতব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভবতি। ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্ত-সমস্তদোষানবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে ॥ ৪৭ ॥

এবঞ্চ কর্ম্মজ্ঞানস্য তদনুষ্ঠানস্য চ বৈরাগ্যোৎপাদনদ্বারা চিত্তকল্মষাপনয়নদ্বারা চ ব্রহ্মজ্ঞানং প্রতি সাধনত্বেন তয়োঃ কার্য্যকারণত্বেন পূর্ব্বোত্তরমীমাংসয়োরেক-শাস্ত্রত্বম্। অতএব বৃত্তিকারা একমেবেদং শাস্ত্রং জৈমিনীয়েন ষোড়শলক্ষণেনেত্যাহুঃ। কর্ম্মফলস্য ক্ষয়িত্বং ব্রহ্মজ্ঞানফলস্য চাক্ষয়িত্বং পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেনেত্যাদিশ্রুতিভিরনুমানার্থাপত্ত্যুপবৃংহিতাভিঃ প্রত্যপাদি। একৈকনিন্দয়া কর্ম্মবিশিষ্টস্য জ্ঞানস্য মোক্ষসাধনত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ-অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে হবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥ ইত্যাদি ॥ ৪৮ ॥

তদুক্তং পাঞ্চরাত্ররহস্যে

স এব করুণাসিন্ধুর্ভগবান ভক্তবৎসলঃ।
উপাসকানুরোধেন ভজতে মূর্ত্তিপঞ্চকম্ ॥ ৪৯ ॥
তদর্চ্চাবিভবব্যূহসূক্ষ্মান্তর্যামিসংজ্ঞকম্।
তদাশ্রিত্যৈব চিদ্বর্গস্তত্তজ্‌জ্ঞেয়ং প্রপদ্যতে ॥ ৫০ ॥
পূর্ব্বপূর্ব্বোদিতোপাস্তিবিশেষক্ষীণকল্মষঃ।
উত্তরোত্তরমূর্ত্তীনামুপাস্ত্যধিকৃতো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥
এবং হ্যহরহঃ শ্রৌতস্মার্ত্তধর্মানুসারতঃ।
উক্তোপাসনয়া পুংসাং বাসুদেবঃ প্রসীদতি ॥ ৫২ ॥
প্রসন্নাত্মা হরির্ভক্ত্যা নিদিধ্যাসনরূপয়া।
অবিদ্যাং কর্ম্মসঙ্ঘাতরূপাং সদ্যো নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
ততঃ স্বাভাবিকাঃ পুংসাং তে সংসারতিরোহিতাঃ।
আবির্ভবন্তি কল্যাণাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণাঃ ॥ ৫৪ ॥
এবং গুণাঃ সমানাঃ স্যুর্মুক্তানামীশ্বরস্য চ।
সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমেবৈকং তেভ্যো দেবো বিশিষ্যতে ॥ ৫৫ ॥
মুক্তাস্তু শেষিণি ব্রহ্মণ্যশেষে শেষরূপিণঃ।
সর্ব্বানশ্নুবতে কামান্ সহ তেন বিপশ্চিতেতি ॥ ৫৬ ॥

তস্মাত্তাপত্রয়াতুরৈরমৃতত্বায় পুরুষোত্তমাদিপদবেদনীয়ং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। প্রকৃতিপ্রত্যয়ৈঃ প্রত্যয়ার্থং প্রাধান্যেন সহ ব্রূত ইতঃ সনোহন্যত্রেতি-বচনবলাদিচ্ছায়া ইষ্যমাণপ্রধানত্বাদিষ্যমাণং জ্ঞানমিহ বিধেয়ং! তচ্চ ধ্যানোপাসনা-দিশব্দবাচ্যং বেদনং ন তু বাক্যজন্যমাপাতজ্ঞানং, পুংসঃ শব্দশ্রাবিণো ব্যুৎপন্নস্য বিধানমন্তরেণাপি প্রাপ্তত্বাৎ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসি-তব্যঃ আত্মেত্যেবোপাসীত বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত অনুবিদ্য বিজানাতীত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। অত্র শ্রোতব্য ইত্যনুবাদঃ। অধ্যয়নবিধিনা সাঙ্গস্য স্বাধ্যায়স্য গ্রহণে অধীতবেদস্য পুরুষস্য প্রয়োজনবদর্থদর্শনাত্তন্নির্ণয়ায় স্বরসত এব শ্রবণে প্রবর্ত্তমানতয়া তস্য প্রাপ্তত্বাৎ। মন্তব্য ইতি চানুবাদঃ। শ্রবণপ্রতিষ্ঠার্থত্বেন মননস্যাপি প্রাপ্তত্বাদ-প্রাপ্তে শাস্ত্রমর্থবদিতি ন্যায়াৎ। ধ্যানঞ্চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসন্তানরূপা বা স্মৃতিঃ স্মৃতিপ্রতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষ ইতি ধ্রুবায়াঃ স্মৃতেরেব মোক্ষোপায়ত্ব-শ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারা ॥ ৫৭ ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৫৮ ॥

ইত্যনেনৈকত্বাৎ। তথা চ আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যনেনাস্যা দর্শনরূপতা বিধীয়তে। ভবতি চ ভাবনাপ্রকর্ষাৎ স্মৃতের্দ্দর্শনরূপত্বম্। বাক্যকারেণৈতৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চিতং বেদনমুপাসনং স্যাদিত্যাদিনা। তদেব ধ্যানং বিশিনষ্টি শ্রুতিঃ। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি। প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি। যথায়ং প্রিয়তমমাত্মানং প্রাপ্নোতি তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতত ইতি ভগবতৈ-বাভিহিতম্ ॥ ৫৯ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ইতি ॥ ৬০ ॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়েতি চ ॥ ৬১ ॥

ভক্তিস্তু নিরতিশয়ানন্দপ্রিয়ানন্যপ্রয়োজনসকলেতরবৈতৃষ্ণ্যবজ্জ্ঞানবিশেষ এব। তৎসিদ্ধিশ্চ বিবেকাদিভ্যো ভবতীতি বাক্যকারেণোক্তং তল্লব্ধির্বিবেকবিমোকাভ্যাস-ক্রিয়াকনকল্যাণানবসাদানুদ্ধর্ষেভ্যঃ সম্ভবান্নির্ব্বচনাচ্চেতি। তত্র বিবেকো নামা-দুষ্টাদন্নাৎ সত্ত্বশুদ্ধিঃ। অত্র নির্ব্বাচনম্। আহারশুদ্ধেঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যা ধ্রুবা স্মৃতিরিতি। বিমোকঃ কামানভিষঙ্গঃ। শান্ত উপাসীতেতি নির্ব্বচনম্। পুনঃ পুনঃ সংশীলনমভ্যাসঃ। নির্ব্বচনঞ্চ স্মার্ত্তমুদাহৃতং ভাষ্যকারেণ। সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি। শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মানুষ্ঠানং শক্তিতঃ ক্রিয়া। ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠ ইতি নির্ব্বচনম্। সত্যার্জবদয়াদানাদীনি কল্যাণানি। সত্যেন লভ্যত ইত্যাদি-নির্ব্বচনম্। দৈন্যবিপর্যয়োঽনবসাদঃ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ইতি নির্ব্বচনম্। তদ্বিপর্য্যয়জা তুষ্টিরুদ্ধর্ষং। শান্তোদান্ত ইতি নির্ব্বচনম্ ॥ ৬২ ॥

তদেবমেবংবিধনিয়মবিশেষসমাসাদিতপুরুষোত্তমপ্রসাদবিধ্বস্ততমঃস্বান্তস্য অনন্য-প্রয়োজনানবরতনিরতিশয়প্রিয়বদাত্মপ্রত্যয়াবভাসতাপন্নধ্যানরূপয়া ভক্ত্যা পুরুষো-ত্তমপদং লভ্যত ইতি সিদ্ধম্। তদুক্তং যামুনেন উভয়পরিকর্ম্মিতস্বান্তস্যৈকান্তি-কাত্যন্তিকভক্তির্যোগলভ্য ইতি। জ্ঞানকর্ম্মযোগসংস্কৃতান্তঃকরণস্যেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

কিং পুনর্ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যপেক্ষায়াং লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্য যত ইতি। জন্মাদীতি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ং তদ্গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ। অস্যাচিন্ত্যবিবিধবিচিত্র-

রচনস্য নিয়তদেশকালভোগব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তক্ষেত্রজ্ঞমিশ্রস্য জগতঃ যতোঃ যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাদ্যনবধিকাতিশয়াসঙ্খ্যেয়কল্যাণ-গুণাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পুংসঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ প্রবর্ত্তন্ত ইতি সূত্রার্থঃ ॥ ৬৪ ॥

ইত্থম্ভূতে ব্রহ্মণি কিং প্রমাণমিতি জিজ্ঞাসায়াং শাস্ত্রমেব প্রমাণমিত্যুক্তং শাস্ত্র-যোনিত্বাদিতি। শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণং যস্য তচ্ছাস্ত্রযোনি তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাদ্ব্রহ্মজ্ঞানকারণাত্মজ্ঞানকারণত্বাৎ শাস্ত্রস্য তদ্‌যোনিত্বং ব্রহ্মণইত্যর্থঃ। ন চ ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরগম্যত্বং শঙ্কিতুং শক্যমতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষস্য তত্র প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। নাপি মহার্ণবাদিকং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যনুমানং তস্যপূতিকুষ্মাণ্ডায়মানত্বাৎ তল্লক্ষণং ব্রহ্ম যতো বা ইমানি ভূতানীত্যাদি বাক্যং প্রতিপাদয়তীতি স্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥

যদ্যপি ব্রহ্ম প্রমাণান্তরগোচরতাং নাবতরতি তথাপি প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরত্বাভাবে-সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন শাস্ত্রং প্রতিপাদয়িতুং প্রভবতীতি এতৎপর্য্যনুযোগপরিহারায়োক্তং তত্তু সমন্বয়াদিতি। তুশব্দঃ প্রসক্তাশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ তচ্ছাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভব-ত্যেব। কুতঃ। সমন্বয়াৎ। পরমপুরুষার্থভূতস্যৈব ব্রহ্মণোঽভিধেয়তয়ান্বয়াদিত্যর্থঃ। ন চ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোরন্যতরবিরহিণঃ প্রয়োজনশূন্যত্বং। স্বরূপপরেষ্বপি পুত্রস্তে জাতঃ নায়ং সর্পইত্যাদিষু হর্ষভয়নিবৃত্তিরূপপ্রয়োজনবত্ত্বং দৃষ্টমেবেতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্। দিঙ্মাত্রমত্র প্রদর্শিতং বিস্তারস্ত্বাকরাদেবাবগন্তব্য ইতি বিস্তরভীরুণোদাস্যত ইতি সর্ব্বমনাকুলম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে রামানুজদর্শনম্।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্

তদেতদ্রামানুজমতং জীবাণুত্বদাসত্ববেদাপৌরুষেয়ত্ব-সিদ্ধার্থবোধকত্ব-স্বতঃপ্রমাণত্ব প্রমাণত্রিত্ব-পাঞ্চরাত্রোপজীব্যত্বপ্রপঞ্চভেদসত্যত্বাদিসাম্যেঽপি পরস্পরবিরুদ্ধভেদাদি-পক্ষত্রয়কক্ষীকারেণ ক্ষপণকপক্ষনিক্ষিপ্তমিত্যুপেক্ষমানঃ স আত্মা তত্ত্বমসীত্যাদের্বে-দান্তবাক্যজাতস্য ভঙ্গ্যন্তরেণার্থান্তরপরত্বমুপপাদ্য ব্রহ্মমীমাংসাবিবরণব্যাজেনা-নন্দতীর্থঃ প্রস্থানান্তরমাস্থিত। তন্মতে হি দ্বিবিধং তত্ত্বং স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রভেদাৎ।

তদুক্তং তত্ত্ববিবেকে

স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দ্দোষোঽশেষসদ্গুণ ইতি ॥ ১ ॥

নমু সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতনানাত্বশূন্যং ব্রহ্মতত্ত্বমিতি প্রতিপাদকেষু বেদান্তেষু জাগরূকেষু কথমশেষসম্পূর্ণত্বং তস্য কথ্যত ইতি চেন্নৈবং। ভেদপ্রমাপকবহুপ্রমাণ-বিরোধেন তেষাং তত্র প্রামাণ্যানুপপত্তেঃ। তথাহি প্রত্যক্ষং তাবদিদমস্মাদ্ভিন্নমিতি নীলপীতাদের্ভেদমধ্যক্ষয়াত। অথ মন্যেথাঃ কিং প্রত্যক্ষভেদমেবাবগাহতে কিং বা ধর্ম্মিপ্রতিযোগিঘটিতম্। ন প্রথমঃ ধর্ম্মিপ্রতিযোগিপ্রতিপত্তিমন্তরেণ তৎসাপেক্ষস্য ভেদস্যাশক্যাধ্যবসায়ত্বাৎ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়েঽপি ধর্ম্মিপ্রতিযোগিগ্রহণপুরঃসরং ভেদগ্রহণমথবা যুগপৎ তৎসর্ব্ব-গ্রহণম্। ন পুর্ব্বঃ বুদ্ধের্বিরম্য ব্যাপারাভাবাৎ অন্যোন্যাশ্রয়প্রসঙ্গাচ্চ। নাপি চরমঃ কার্য্যকারণবুদ্ধ্যোর্যৌগপদ্যাভাবাৎ ধর্ম্মিপ্রতীতির্হি ভেদপ্রত্যয়স্য কারণং। সন্নি-হিতেঽপি ধর্ম্মিণি ব্যবহিতপ্রতিযোগিজ্ঞানমন্তরেণ ভেদস্যাজ্ঞাতত্বেনান্বয়ব্যতিরে-কাভ্যাং কার্য্যকারণভাবাবগমাৎ ॥ ৩ ॥

তস্মান্ন ভেদপ্রত্যক্ষং সুপ্রসরমিতি চেৎ কিং বস্তুস্বরূপভেদবাদিনং প্রতি ইমানি দূষণান্যুদঘুষ্যন্তে কিং ধর্ম্মভেদবাদিনং প্রতি। প্রথমে চৌরাপরাধান্মাণ্ডব্যনি-গ্রহন্যায়াপাতঃ ভবদভিধীয়মানদূষণানাং ভেদবিষয়ত্বাৎ। নমু বস্তুস্বরূপস্যৈব ভেদত্বে প্রতিযোগিসাপেক্ষত্বং ন ঘটতে ঘটবৎ। প্রতিযোগিসাপেক্ষ এব সর্ব্বত্র ভেদঃ প্রথিত ইতি চেন্ন। প্রথমং সর্ব্বতোবিলক্ষণতয়া বস্তুস্বরূপে জ্ঞায়মানে প্রতিযোগ্যপেক্ষয়া বিশিষ্টব্যবহারোপপত্তেঃ। তথাহি পরিমাণঘটিতং বস্তুস্বরূপং প্রথমমবগম্যতে পশ্চাৎ প্রতিযোগিবিশেষাপেক্ষয়া হ্রস্বং দীর্ঘমিতি তদেব বিশিষ্য ব্যবহারভাজনং ভবতি ॥ ৪ ॥

তদুক্তং বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ে

ন চ বিশেষণবিশেষ্যতয়া ভেদসিদ্ধিঃ বিশেষণবিশেষ্যভাবশ্চ ভেদাপেক্ষঃ। ধর্ম্মিপ্রতিযোগ্যপেক্ষয়া ভেদসিদ্ধিঃ ভেদাপেক্ষঞ্চ ধর্ম্মিপ্রতিযোগিত্বমিত্যন্যোন্যাশ্রয়তয়া ভেদস্যাযুক্তিঃপদার্থস্বরূপত্বাদ্ভেদস্যেত্যাদিনা। অতএব গবার্থিনো গবয়দর্শনান্ন প্রবর্ত্তন্তে গোশব্দঞ্চ ন স্মরন্তি। ন চ নীরক্ষীরাদৌ স্বরূপে গৃহ্যমাণে ভেদপ্রতি-ভাসোঽপি স্যাদিতি ভণনীয়ং সমানাভিহারাদিপ্রতিবন্ধকবলাদ্ভেদভানব্যবহারা-ভাবোপপত্তেঃ ॥ ৫ ॥

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চেতি ॥ ৬ ॥

অতিদূরাদ্গিরিশিখরবর্ত্তিতর্বাদৌ অতিসামীপ্যাল্লোচনাঞ্জনাদৌ ইন্দ্রিয়ঘাতাদ্বিদ্যুদাদৌ মনোঽনবস্থানাৎ কামাদ্যুপপ্লুতমনস্কস্য স্ফীতালোকবর্ত্তিনি ঘটাদৌ সৌক্ষ্ম্যাৎ পরমাণ্বাদৌ ব্যবধানাৎ কুড্যাদ্যন্তর্হিতে অভিভবাৎ দিবা প্রদীপপ্রভাদৌ সমানাভিহারাৎ নীরক্ষীরাদৌ যথাবদ্গ্রহণং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ভবতু বা ধর্ম্মভেদবাদস্তথাপি ন কশ্চিদ্দোষঃ। ধর্ম্মিপ্রতিযোগিগ্রহণে পশ্চাৎ তদ্ঘটিত ভেদ গ্রহণোপপত্তেঃ। ন চ পরস্পরম্পরাশ্রয়দোষ প্রসঙ্গঃ। পরানপেক্ষ্য প্রভেদশালিনো বস্তুনো গ্রহণে সতি ধর্ম্মভেদভানসম্ভবাৎ। ন চ ধর্ম্মভেদবাদে তস্য তস্য ভেদস্য ভেদান্তরভেদ্যত্বেনান বস্থা দুরবস্থা স্যাদিত্যাস্থেয়ং ভেদান্তরপ্রসক্তৌ মূলাভাবাৎ ভেদভেদিনৌ ভিন্নাবিতি ব্যবহারা দর্শনাৎ। ন চৈকভেদবলেনান্যভেদানুমানং দৃষ্টান্তভেদাবিঘাতেনোত্থানে দোষাভাবাৎ। সোঽয়ং পিণ্যাকযাচনার্থং গতস্য খারিকাতৈলদাতৃত্বাভ্যুপগম ইব। দৃষ্টান্তভেদাবিমর্দেত্বনুত্থানমেব। নহি বরবিঘাতায় কন্যোদ্বাহঃ। তস্মান্মূলক্ষয়াভাবাদনবস্থা ন দোষায় ॥ ৮ ॥

অনুমানেনাপি ভেদোঽবসীয়তে পরমেশ্বরো জীবাদ্ভিন্নঃ। তং প্রতি সেব্যত্বাৎ। যো যং প্রতি সেব্যঃ স তস্মাদ্ভিন্নঃ যথা ভৃত্যাদ্রাজা। নহি, সুখং মে স্যাৎ দুঃখং মে ন মনাগপি ইতি পুরুষার্থমর্থয়মানাঃ পুরুষাঃ স্বপতিপদং কাময়মানাঃ সৎকারভাজো ভবেয়ুঃ প্রত্যুত সর্ব্বানর্থভাজনং ভবন্তি। যঃ স্বস্যাত্মনো হীনত্বং পরস্য গুণোৎকর্ষঞ্চ কথয়তি স স্তুত্যঃ প্রীতঃ স্তাবকস্য তস্যাভীষ্টং প্রযচ্ছতি।

তদাহ

ঘাতয়ন্তি হি রাজানো রাজাহমিতি বাদিনঃ।
দদত্যখিলমিষ্টঞ্চ স্বস্তগুণোৎকর্ষবাদিনামিতি ॥ ৯ ॥

এবঞ্চ পরমেশ্বরাভেদতৃষ্ণয়া বিষ্ণোর্গুণোৎকর্ষস্য মৃগতৃষ্ণিকাসমত্বাভিধানং বিপুলকদলীফললিপ্সয়া জিহ্বাচ্ছেদনরতিবত্তাদৃশবিষ্ণুবিদ্বেষণাদন্ধনমসপ্রবেশপ্রসঙ্গাৎ। তচ্চ প্রতিপাদিতং মধ্যমন্দিরেণ মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়ে

অনাদিদ্বেষিণো দৈত্যা বিষ্ণোর্দ্বেষো বিবর্দ্ধিতঃ।
তমস্যন্ধে পাতয়তি দৈত্যানন্তে বিনিশ্চয়াদিতি ॥ ১০ ॥

সা চ সেবা অঙ্কননামকরণভজনভেদাৎ ত্রিবিধা। তত্রাঙ্কনং নারায়ণায়ুধাদীনাং তদ্রূপস্মরণার্থমপেক্ষিতার্থসিদ্ধ্যর্থঞ্চ। তথা চ শাকল্যসংহিতাপরিশিষ্টম্—

চক্রং বিভর্তি পুরুষোঽভিতপ্তং বলং দেবানামমৃতস্য বিষ্ণোঃ।
স যাতি নাকং দুরিতাবধূয় বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ ॥ ১১ ॥

দেবাসো যেন বিধৃতেন বাহুনা
সুদর্শনেন প্রয়াতাস্তমায়ন্ ।
যেনাঙ্কিতা মনবো লোকসৃষ্টিং
বিতন্বন্তি ব্রাহ্মণাস্তদ্বহন্তি ॥ ১২ ॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যেন গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ।
উরুক্রমস্য চিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে সুভগা ভবাম ইতি ॥ ১৩ ॥

অতপ্ততনুর্ন তদামো অশ্নুতেশ্রিতাস ইদ্বহন্তস্তৎসমাসতেতি তৈত্তিরীয়কোপনিষচ্চ। স্থানবিশেষশ্চাগ্নেয়পুরাণে দর্শিতঃ।

দক্ষিণে তু করে বিপ্রো বিভৃয়াচ্চ সুদর্শনম্ ।
সব্যেন শঙ্খং বিভৃয়াদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুরিতি ॥ ১৪ ॥
অন্যত্র, চক্রধারণে মন্ত্রবিশেষশ্চ দর্শিতঃ ।
সুদর্শন মহাজ্বাল কোটিসূর্য্যসমপ্রভ ।
অজ্ঞানান্ধস্য মে নিত্যং বিষ্ণোর্মার্গং প্রদর্শয় ॥ ১৫ ॥
ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে ।
নমিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ইতি ॥ ১৬ ॥

নামকরণং পুত্রাদীনাং কেবশবাদিনাম্না ব্যবহারঃ সর্ব্বদা তন্নামানুস্মরণার্থম্ । ভজনং দশবিধং বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি । অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনম্ ।

তদুক্তং

অঙ্কনং নামকরণং ভজনং দশধা চ তদিতি ॥ ১৭ ॥

এবং জ্ঞেয়ত্বাদিনাপি ভেদোঽনুমাতব্যঃ তথা শ্রুত্যাপি ভেদোঽবগন্তব্যঃ। সত্যমেনমনুবিশ্বে মদন্তিরাতিং দেবস্য গৃণতোমঘোনঃ সত্যাসো অস্য মহিমাগৃণে শবোযজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে। সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মৈ বারুণ্যো মৈ বারুণ্যো ইতি মোক্ষানন্দভেদপ্রতিপাদকশ্রুতিভ্যঃ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ১৮॥

জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্ছেত্যাদিভ্যশ্চ। ন চ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতিবলাজ্জীবস্য পারমৈশ্বর্য্যং শক্যশঙ্কং। সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো ভবেদিতিবৎ বৃংহিতো ভবতীত্যর্থপরত্বাৎ। নন্থ

প্রপঞ্চো যদি বর্ত্তেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥ ১৯॥

ইতি বচনাৎ দ্বৈতস্য কল্পিতত্বমবগম্যত ইতি চেৎ সত্যং। ভাবমনভি সন্ধায়াভিধানাৎ। তথাহি যদ্যয়মুৎপদ্যেত তর্হি নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ। তস্মাদনাদিরেবায়ং প্রকৃষ্টঃ পঞ্চবিধো ভেদপ্রপঞ্চঃ। ন চায়মবিদ্যমানঃ। মায়ামাত্রত্বান্মায়েতি ভগবদিচ্ছোচ্যতে।

মহামায়েত্যবিদ্যেতি নিয়তির্ম্মোহিনীতি চ।
প্রকৃতির্ব্বাসনেত্যেব তবেচ্ছানন্ত কথ্যতে॥ ২০॥
প্রকৃতিঃ প্রকৃষ্টকরণাদ্বাসনা বাসয়েদ্‌যতঃ।
অ ইত্যুক্তে হরিস্তস্য মায়াঽবিদ্যেতি সংজ্ঞিতা॥ ২১॥
মায়েত্যুক্তা প্রকৃষ্টত্বাৎ প্রকৃষ্টে হি ময়াভিধা।
বিষ্ণোঃ প্রজ্ঞপ্তিরেবৈকা শব্দৈরেতৈরুদীর্য্যতে।
প্রজ্ঞপ্তিরূপো হি হরিঃ সা চ স্বানন্দলক্ষণা॥ ২২॥

ইত্যাদিবচননিচয়প্রামাণ্যবলাৎ সৈব প্রজ্ঞা মানত্রাণকর্ত্রী চ যস্য তন্মায়ামাত্রং। ততশ্চ পরমেশ্বরেণ জ্ঞাতত্বাদ্রক্ষিতত্বাচ্চ ন দ্বৈতং ভ্রান্তিকল্পিতং। ন হীশ্বরে সর্ব্বস্য ভ্রান্তিঃ সম্ভবতি। বিশেষাদর্শননিবন্ধনত্বাদভ্রান্তেস্তর্হি তদ্ব্যপদেশঃ কথমিত্যত্রোক্তরং- অদ্বৈতং পরমার্থত ইতি। পরমার্থত ইতি পরমার্থাপেক্ষয়া তেন সর্ব্বস্মাদুত্তমস্য সমাভ্যধিকশূন্যত্বমুক্তং ভবতি। তথাচ পরমা শ্রুতিঃ।

জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা।
জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তদা॥ ২৩॥
মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ।
সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ॥ ২৪॥
ন চ নাশং প্রয়াত্যেষ ন চাসৌ ভ্রান্তিকল্পিতঃ।

কল্পিতশ্চেন্নিবর্ত্তেত ন চাসৌ বিনিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥
দ্বৈতং ন বিদ্যত ইতি তস্মাদজ্ঞানিনাং মতম্ ।
মতং হি জ্ঞানিনামেতন্মিতং ত্রাতং হি বিষ্ণুনা ।
তস্মান্মাত্রমিতিপ্রোক্তং পরমো হরিরেব ত্বিত্যাদি ॥ ২৬ ॥

তস্মাদ্বিষ্ণোঃ সর্ব্বোৎকর্ষ এব তাৎপর্য্যং সর্ব্বাগমানাম্। এতদেবাভিসন্ধায়াভিহিতং ভগবতা,

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ২৭ ॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৯ ॥
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ৩০ ॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।
এতদবুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারতেতি ॥ ৩১ ॥

মহাবরাহেঽপি,

মুখ্যঞ্চ সর্ব্ববেদানাং তাৎপর্য্যং শ্রীপতৌ পরে ।
উৎকর্ষে তু তদন্যত্র তাৎপর্য্যং স্যাদবান্তরমিতি ॥ ৩২ ॥

যুক্তঞ্চ বিষ্ণোঃ সর্ব্বোৎকর্ষে মহাতাৎপর্য্যম্। মোক্ষো হি সর্ব্বপুরুষার্থোত্তমঃ ধর্ম্মার্থকামাস্ত্বনিত্যাঃ মোক্ষ এব নিত্যঃ তস্মান্নিত্যং তদর্থায় যতেত মতিমান্নর ইতি ভাল্লবেয়শ্রুতেঃ। মোক্ষশ্চ বিষ্ণুপ্রসাদমন্তরেণ ন লভ্যতে। যস্য প্রসাদাৎ পরমাত্তিরূপাৎ অস্মাৎ সংসারান্মুচ্যতে নাপরেনা। নারায়ণোঽসৌ পরমো বিচিন্ত্যো মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মপাশাদমুষ্মাদিতি নারায়ণশ্রুতেঃ।

তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যং
সর্ব্বার্থকামৈরলমল্পকাস্তে ।
সমাশ্রিতাদ্ব্রহ্মতরোরনন্তাৎ
নিঃসংশয়ং মুক্তিফলং প্রযান্তি ইতি ॥ ৩৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণোক্তেশ্চ। প্রসাদশ্চ গুণোৎকর্ষজ্ঞানাদেব নাভেদজ্ঞানাদিত্যুক্তম্। ন চ তত্ত্বমস্যাদিতাদাত্ম্যব্যাকোপঃ শ্রুতিতাৎপর্য্যাপরিজ্ঞানবিজৃম্ভণাৎ।

আহ নিত্যপরোক্ষস্তু তচ্ছব্দো হ্যবিশেষতঃ।
ত্বং শব্দশ্চাপরোক্ষার্থং তয়োরৈক্যং কথং ভবেৎ॥ ৩৪॥

আদিত্যো যূপ ইতিবৎ সাদৃশ্যার্থা তু সা শ্রুতিরিতি। তথাচ পরমা শ্রুতিঃ।

জীবস্য পরমৈক্যং তু বুদ্ধিসারূপ্যমেব তু।
একস্থাননিবেশো বা ব্যক্তিস্থানমপেক্ষ্য সঃ॥ ৩৫॥
ন স্বরূপৈকতা তস্য মুক্তস্যাপি নিরূপতঃ
স্বাতন্ত্র্য পূর্ণতে অল্পত্ব পারতন্ত্র্যে নিরূপতেতি ইতি॥ ৩৬॥

অথবা তত্ত্বমসীত্যত্র স এবাত্মা স্বাতন্ত্র্যাদিগুণোপেতত্বাৎ অতত্ত্বমসি ত্বং তন্ন ভবসি তদ্রহিতত্বাদিত্যেকত্বমতিশয়েন নিরাকৃতম্। তদাহ।

অতত্ত্বমিতি বা চ্ছেদস্তেনৈক্যং সুনিরাকৃতমিতি॥ ৩৭॥

তস্মাদ্দৃষ্টান্তনবকেঽপি স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ বদ্ধ ইত্যাদিনা ভেদ এব দৃষ্টান্তাভিধানান্ন অয়মভেদোপদেশ ইতি তত্ত্ববাদরহস্যম্। তথা চ মহোপনিষৎ।

যথা পক্ষী চ সূত্রঞ্চ নানাবৃক্ষরসা যথা।
যথা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ শুদ্ধোদলবণে যথা॥ ৩৮॥
চৌরাপহার্য্যৌ চ যথা যথা পুংবিষয়াবপি।
তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্ব্বদৈব বিলক্ষণৌ॥ ৩৯॥
তথাপি সূক্ষ্মরূপত্বান্ন জীবাৎ পরমো হরিঃ।
ভেদেন মন্দদৃষ্টীনাং দৃশ্যতে প্রেরকোঽপি সন্॥ ৪০॥
বৈলক্ষণ্যং তয়োর্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বধ্যতেঽন্যথেতি।
ব্রহ্মা শিবঃ সুরাদ্যাশ্চ শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরাঃ।
লক্ষ্মীরক্ষরদেহত্বাদক্ষরাতঃ পরো হরিঃ॥ ৪১॥
স্বাতন্ত্র্যশক্তিবিজ্ঞানসুখাদ্যৈরখিলৈগুর্ণৈঃ।
নিঃসীমত্বেন তে সর্ব্বে তদ্বশাঃ সর্ব্বদেবতা ইতি॥ ৪২॥
বিষ্ণুং সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণং জ্ঞাত্বা সংসারবর্জ্জিতঃ।
নির্দুঃখানন্দভুক্ নিত্যং তৎসমীপে স মোদতে॥ ৪৩॥
মুক্তানাঞ্চাশ্রয়ো বিষ্ণুরধিকাধিপতিস্তথা।
তদ্বশা এব তে সর্ব্বে সর্ব্বদৈব স ঈশ্বর ইতি চ॥ ৪৪॥

একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং চ প্রধানত্বকারণত্বাদিনা যুজ্যতে ন তু সর্ব্ব মিথ্যাত্বেন। ন হি সত্যজ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞানং সম্ভবতি। যথা প্রধানপুরুষাণাং জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং গ্রামো জ্ঞাতঃ অজ্ঞাত ইত্যেবমাদিব্যপদেশো দৃষ্ট এব। যথা চ কারণে পিতরি জ্ঞাতে জানাত্যস্য পুত্রামিতি। যথা বা সাদৃশ্যাদেকস্ত্রীজ্ঞানা-দন্যস্ত্রী জ্ঞানমিতি। তদেব সাদৃশ্যমত্রাপি বিবক্ষিতং যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদিত্যাদিনা। অন্যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতমিত্যত্র একপিণ্ড শব্দো বৃথাপ্রসজ্যেয়াতাম্। মৃদা বিজ্ঞাতয়ে ত্যেতাবতৈব বাক্যস্য পূর্ণত্বাৎ। ॥ ৪৫ ॥

ন চ বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যেতৎকার্যস্য মিথ্যাত্বমাচষ্ট-ইত্যেষ্টব্যম্। বাচারম্ভনং বিকারো যস্য তদাবিকৃতং নিত্যং নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যাদিকম্ ইতি এতদ্ বচনং সত্যমিত্যর্থস্য স্বীকারাৎ। অপরথা নামধেমিতি শব্দয়োঃ বৈয়র্থ্যং প্রসজ্যেত। অতোন কুত্রাপি জগতঃ মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ।

কিংচ প্রপঞ্চ মিথ্যা ইত্যত্র মিথ্যাত্বং তথ্যমতথ্যং বা প্রথমে সত্যাদ্বৈতভঙ্গ-প্রসঙ্গঃ। চরমে প্রপঞ্চসত্যত্বাপাতঃ। নমু অনিত্যত্বং নিত্যমনিত্যং বা উভয়থাপি অনুপপত্তিরিতি আক্ষেপ বদয়মপি নিত্যসমজাতিভেদঃ স্যাৎ। তদুক্তং ন্যায়নির্মাণ-বেধসা—নিত্যমনিত্যভাবাদনিত্যে নিত্যত্বোপপত্তের্নিত্যসমঃ ইতি। ॥ ৪৬ ॥

তার্কিক রক্ষায়াংচ—

ধর্মস্য তদতদ্রূপবিকল্পানুপ পত্তিতঃ।
ধর্মিণস্তদ্বিশিষ্টত্বভঙ্গো নিত্যসমো ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

অস্যা সংজ্ঞায়াঃ উপলক্ষণত্বমভিপ্রেত্যাভিহিতং প্রবোধসিদ্ধৌ অন্বর্থিত্বাত্ত্-পরঞ্জকধর্মসমেতি। তস্মাৎ সদুত্তরমেতদিতি চেৎ অশিক্ষিতত্রাসনমেতৎ দুষ্টত্বমুলানি-রূপণাৎ। তদ্বিবিধং সাধারণমসাধারণঞ্চ তত্রাদ্যং স্বব্যাঘাতকং দ্বিতীয়ং ত্রিবিধং যুক্তাঙ্গহীনত্বময়ুক্তাঙ্গাধিকত্বমবিষয়বৃত্তিত্বঞ্চেতি। তত্র সাধারণমসম্ভাবিতমেব উক্ত-স্বাক্ষেপস্য স্বাত্মব্যাপনানুপলম্ভাৎ। এবমসাধারণমপি। ঘটস্য নাস্তিতায়াং নাস্তিতোক্তাবস্তিত্ববৎ প্রকৃতেঽপ্যুপপত্তেঃ। নমু প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বমভ্যুপেয়তে নাসত্বমিতি চেত্তদেতৎ সোঽয়ং শিরশ্ছেদেঽপি শতং ন দদাতি বিংশতিপঞ্চকন্তু প্রযচ্ছতীতি শাকটিকবৃত্তান্তমনুহরেৎ। মিথ্যাত্বাসত্বয়োঃ পর্য্যায়ত্বাদিত্যলমতি-প্রপঞ্চেন ॥ ৪৮ ॥

তত্রাথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি প্রথমসূত্রস্যায়মর্থঃ তত্রাথশব্দো মঙ্গলার্থোঽধি কারানন্তর্য্যার্থশ্চ স্বীক্রিয়তে। অতঃ শব্দো হেত্বর্থঃ তদুক্তং গারুড়ে।

অথাতঃ শব্দপূর্ব্বাণি সূত্রাণি নিখিলান্যপি।
প্রারভেত নিয়ত্যৈব তৎকিমত্র নিয়ামকম্ ॥ ৪৯ ॥
কশ্চার্থস্তু তয়োর্বিদ্বান্ কথমুত্তমতা তয়োঃ।
এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ যথা জ্ঞাস্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৫০ ॥
এবমুক্তো নারদেন ব্রহ্মা প্রোবাচ সত্তমঃ।
আনন্তর্য্যাধিকারে চ মঙ্গলার্থে তথৈব চ ॥
অথ শব্দস্ত্বতঃ শব্দ হেত্বর্থে সমুদীরিত ইতি ॥ ৫১ ॥

যতো নারায়ণ প্রসাদমন্তরেণ ন মোক্ষো লভ্যতে প্রসাদশ্চ জ্ঞানমন্তরেণ অতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি সিদ্ধম্। জিজ্ঞাস্যব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্য যত ইতি। সৃষ্টিস্থিত্যাদি যতো ভবতি তদ্ ব্রহ্মেতি বাক্যার্থঃ। তথাচ স্কান্দং বচঃ।

উৎপত্তিস্থিতিসংহারা নিয়তির্জ্ঞানমাবৃতিঃ।
বন্ধমোক্ষৌ চ পুরুষাদ্ যস্মাৎ স হরিরেকরাড়িতি ॥ ৫২ ॥

যতো বা ইমানীত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। তত্র প্রমাণমপ্যুক্তং শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি। নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং তন্ত্বৌপনিষদমিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ তস্যানুমানিকত্বং নিরাক্রিয়তে। ন চানুমানস্য স্বাতন্ত্র্যেণ প্রামাণ্যমস্তি। তদুক্তং কৌর্ম্মে

শ্রুতিসাহায্যরহিতমনুমানং ন কুত্রচিৎ।
নিশ্চয়াৎ সাধয়েদর্থং প্রমাণান্তরমেব চ ॥ ৫৩ ॥
শ্রুতিস্মৃতিসহায়ং যৎ প্রমাণান্তরমুত্তমম্।
প্রমাণপদবীং গচ্ছেন্নাত্র কার্য্যা বিচারণেতি ॥ ৫৪ ॥

শাস্ত্রস্বরূপমুক্তং স্কান্দে—

ঋগ্ যজুঃসামথর্ব্বা চ ভারতং পাঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥ ৫৫ ॥
যন্নানুকূলমেতস্য তন্ন শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তদিতি ॥ ৫৬ ॥

তদনেনানন্যলভ্যঃ শাস্ত্রার্থ ইতি ন্যায়েন ভেদস্য প্রাপ্তত্বেন তত্র ন তাৎপর্য্যং কিন্তু অদ্বৈত এব বেদবাক্যানাং তাৎপর্য্যমিতি অদ্বৈতপ্রত্যাশা প্রতিক্ষিপ্তা অনুমানাদীশ্বরস্য সিদ্ধ্যভাবেন তদ্ভেদস্যাপি ততঃ সিদ্ধ্যভাবাৎ। তস্মান্ন ভেদানুবাদকত্বমিতি তৎপরত্বমবগম্যতে অত এবোক্তম্

সদাগমৈকবিজ্ঞেয়ং সমতীতক্ষরাক্ষরম্ ।
নারায়ণং সদা বন্দে নির্দোষাশেষসদ্‌গুণমিতি ॥ ৫৭ ॥

শাস্ত্রস্য ত প্রামাণ্যমুপপাদিতং তত্তু সমন্বয়াদিতি ।
সমন্বয় উপক্রমাদিলিঙ্গম্ । উক্তং চ বৃহৎসংহিতায়াম্

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্ ।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয় ইতি ॥ ৫৮ ॥

এবং বেদান্ততাৎপর্য্যবশাৎ তদেব ব্রহ্ম শাস্ত্রগম্যমিত্যুক্তং ভবতি। দিঙ্মাত্র মত্রপ্রাদর্শি। শিষ্টমানন্দতীর্থভাষ্যব্যাখ্যানাদৌ দ্রষ্টব্যং। গ্রন্থবহুত্বভিয়োপরম্যত ইতি। এতচ্চ রহস্যং পূর্ণপ্রজ্ঞেন মধ্যমন্দিরেণ বায়োস্তৃতীয়াবতারম্মন্যেন নিরূপিতমিতি।

প্রথমস্তহনুমান্ স্যাৎ দ্বিতীয়ো ভীম এব চ।
পূর্ণপ্রজ্ঞস্তৃতীয়শ্চ ভগবৎকার্য্যসাধক ইতি ॥ ৫৯ ॥

এতদেবাভিপ্রেত্য তত্র তত্র গ্রন্থসমাপ্তাবিদং পদ্যং লিখ্যতে।

যস্য ত্রীণ্যুদিতানি বেদবচনে দিব্যানি রূপাণ্যলং
বট্তদ্দর্শতমিত্থমেতদখিলং দেবস্য ভর্গো মহৎ।
বায়ো রামবচোনয়ং প্রথমকং পৃক্ষো দ্বিতীয়ং বপু-
র্মধ্বো যত্তু তৃতীয়মেতদমুনা গ্রন্থঃ কৃতঃ কেশবে ॥ ৬০ ॥

এতৎপদ্যার্থস্তু বড়িত্থা তদ্বপুষে ধায়ি দর্শতং দেবস্য ভর্গঃ সহসো যতো জনি- ইত্যাদিশ্রুতিপর্য্যালোচনয়াবগম্যত ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বস্য শাস্ত্রস্য বিষ্ণুতত্ত্বং সর্ব্বোত্তমমিত্যত্র তাৎপর্য্যমিতি সর্ব্বং নিরবদ্যম্। ॥ ৬১ ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্।

অথ নকুলীশ পাশুপত দর্শনম্।

তদেতদ্বৈষ্ণবমতং দাসত্বাদিপদবেদনীয়ং পরতন্ত্র-দুঃখাবহত্বান্ন দুঃখান্তাদীপ্সিতা-স্পদমিত্যরোচয়মানাঃ পারমৈশ্বর্য্যং কাময়মানাঃ 'পরাভিতা মুক্তা ন ভবন্তি পরতন্ত্রত্বাৎ পারমৈশ্বর্য্যরহিতত্বাদস্মদাদিবৎ' মুক্তাত্মানশ্চ পরমেশ্বরগুণসম্বন্ধিনঃ পুরুষত্বে সতি সমস্তদুঃখবীজবিধুরত্বাৎ পরমেশ্বরবদিত্যাদ্যনুমানং প্রমাণং

প্রতিপদ্যমানাঃ কেচন মাহেশ্বরাঃ পরমপুরুষার্থসাধনপঞ্চার্থপ্রপঞ্চনপরং পাশুপত-শাস্ত্রমাশ্রয়ন্তে। তত্রেদমাদিসূত্রম্ 'অথাতঃ পশুপতেঃ পাশুপতযোগবিধিং ব্যাখ্যাস্যাম' ইতি। অস্যার্থঃ। অত্রাথশব্দঃ পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষঃ। পূর্ব্বপ্রকৃতশ্চ গুরুং প্রতি শিষ্যস্য প্রশ্নঃ। গুরুস্বরূপং গণকারিকায়াং নিরূপিতম্।

পঞ্চকাস্ত্বষ্ট বিজ্ঞেয়া গণশ্চৈকস্ত্রিকাত্মকঃ।
বেত্তা নবগণস্যাস্য সংস্কর্ত্তা গুরুরুচ্যত ইতি ॥ ১ ॥
লাভা মলা উপায়াশ্চ দেশাবস্থাবিশুদ্ধয়ঃ।
দীক্ষাকারিবলান্যষ্টৌ পঞ্চকাস্ত্রীণি বৃত্তয়ঃ ইতি ॥ ২ ॥

তিস্রো বৃত্তয় ইতি প্রয়োক্তব্যে ত্রীণি বৃত্তয় ইতি ছান্দসঃ প্রয়োগঃ। তত্র বিধীয়মানমুপায়ফলং লাভঃ জ্ঞানতপোদেবনিত্যত্বস্থিতিশুদ্ধিভেদাৎ পঞ্চবিধঃ। তদাহ হরদত্তাচার্য্যঃ।

জ্ঞানং তপোঽথ নিত্যত্বং স্থিতিঃ শুদ্ধিশ্চ পঞ্চমমিতি ॥ ৩ ॥

আত্মাশ্রিতো দুষ্টভাবো মলঃ স মিথ্যাজ্ঞানাদিভেদাৎ পঞ্চবিধঃ। তদপ্যাহ।

মিথ্যাজ্ঞানমধর্ম্মশ্চসক্তিহেতুশ্চ্যুতিস্তথা।
পশুত্বমূলং পঞ্চৈতে তন্ত্রে হেয়া বিবিক্তিত ইতি ॥ ৪ ॥

সাধকস্য শুদ্ধিহেতুরুপায়ঃ বাসচর্য্যাদিভেদাৎ পঞ্চবিধঃ। তদপ্যাহ।

বাসচর্য্যা জপো ধ্যানং সদা রুদ্রস্মৃতিস্তথা।
প্রতিপত্তিশ্চ লাভানামুপায়াঃ পঞ্চ নিশ্চিতা ইতি ॥ ৫ ॥

যেনার্থানুসন্ধানপূর্ব্বকং জ্ঞানতপোবৃদ্ধী প্রাপ্নোতি স দেশো গুরুজনাদিঃ। যদাহ গুরুর্জনো গুহাদেশঃ শ্মশানং রুদ্র এব চেতি। ॥ ৬ ॥

আলাভপ্রাপ্তেরেক মর্যাদাবস্থিতস্য যদবস্থানং সাবস্থা ব্যক্তাদিবিশেষেণ বিশিষ্টা। তদুক্তম্।

ব্যক্তাব্যক্তা জয়া দানং নিষ্ঠা চৈব হি পঞ্চমমিতি ॥ ৭ ॥

মিথ্যাজ্ঞানাদীনামত্যন্তব্যপোহো বিশুদ্ধিঃ। সা প্রতিযোগিভেদাৎ পঞ্চবিধা। তদুক্তম্।

অজ্ঞানস্যাপ্যসঙ্গস্য হানিঃ সঙ্গকরস্য চ।
চ্যুতির্হানিঃ পশুত্বস্য শুদ্ধিঃ পঞ্চবিধা স্মৃতেতি ॥ ৮ ॥

দীক্ষাকারিপঞ্চকঞ্চোক্তম্।
দ্রব্যং কালঃ ক্রিয়া মূর্ত্তির্গুরুশ্চৈব হি পঞ্চম ইতি ॥ ৯ ॥

বলপঞ্চকঞ্চ
গুরুভক্তিঃ প্রসাদশ্চ মতের্দ্বন্দ্বজয়স্তথা।
ধর্ম্মশ্চৈবাপ্রমাদশ্চ বলং পঞ্চবিধং স্মৃতমিতি ॥ ১০ ॥

পঞ্চমল—লঘূকরণার্থং আগমাবিরোধিনোঽন্নার্জনোপায়া বৃত্তয়ঃ ভৈক্ষ্যোৎসৃষ্ট-যথালব্ধাভিধা ইতি ॥

শেষমশেষমাকর এবাবগন্তব্যম্ ॥ ১১ ॥

অত্রাথশব্দেন দুঃখান্তস্য প্রতিপাদনম্। আধ্যাত্মিকাদিদুঃখব্যপোহপ্রশ্নার্থ-ত্বাত্তস্য। পশুশব্দেন কার্যস্য পরতন্ত্রবচনত্বাত্তস্য। পতিশব্দেন কারণস্যেশ্বরঃ পতিরীশিতেতি জগৎকারণীভূতেশ্বরবচনত্বাত্তস্য। যোগবিধী তু প্রসিদ্ধৌ। তত্র দুঃখান্তো দ্বিবিধঃ অনাত্মকঃ সাত্মকশ্চেতি। তত্রানাত্মকঃ সর্ব্বদুঃখানামত্যন্তোচ্ছেদরূপঃ। সাত্মকস্তু দৃক্‌ক্রিয়াশক্তিলক্ষণমৈশ্বর্য্যম্। তত্র দৃক্‌শক্তিরেকাপি বিষয়ভেদাৎ পঞ্চবিধোপচর্য্যতে। দর্শনং শ্রবণং মননং বিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চেতি ॥ ১২ ॥

তত্রসূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাশেষচাক্ষুষস্পার্শাদিবিষয়ং জ্ঞানং দর্শনম্। অশেষশব্দ-বিষয়ং সিদ্ধিজ্ঞানং শ্রবণম্। সমস্তচিন্তাবিষয়ং সিদ্ধিজ্ঞানং মননম্। নিরবশেষ-শাস্ত্রবিষয়ং গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ সিদ্ধিজ্ঞানং বিজ্ঞানম্। স্বশাস্ত্রং যেনোচ্যতে। উক্তা-নুক্তাশেষার্থেষু সমাসবিস্তরবিভাগবিশেষতশ্চ তত্ত্বব্যাপ্তসদোদিতসিদ্ধিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বম্ ইত্যেষা ধীশক্তিঃ ॥ ১৩ ॥

ক্রিয়াশক্তিরেকাপি ত্রিবিধোপচর্য্যতে মনোজবিত্বং কামরূপিত্বং বিকরণধর্ম্মি-ত্বঞ্চেতি। তত্র নিরতিশয়শীঘ্রকারিত্বং মনোজবিত্বম্। কর্ম্মাদিনিরপেক্ষস্য স্বেচ্ছয়ৈ-বানন্তসলক্ষণবিলক্ষণস্বরূপকরণাধিষ্ঠাতৃত্বং কামরূপিত্বম্। উপসংহৃতকরণস্যাপি নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যসম্বন্ধিত্বং বিকরণধর্ম্মিত্বমিত্যেষা ক্রিয়াশক্তিঃ ॥ ১৪ ॥

অস্বতন্ত্রং সর্ব্বং কার্য্যং। তৎ ত্রিবিধং বিদ্যা কলা পশুশ্চেতি। তত্র পশুগুণো বিদ্যা। সাপি দ্বিবিধা। বোধাবোধস্বভাবভেদাৎ। বোধস্বভাবা বিবেকাবিবেকপ্রবৃত্তিভেদাৎ দ্বিবিধা। তত্র যা বিবেকপ্রবৃত্তিঃ প্রমাণমাত্রব্যঙ্গ্যা-সাচিত্তমিত্যুচ্যতে। চিত্তেন হি সর্ব্বঃ প্রাণী বোধাত্মকপ্রকাশানুগৃহীতং সামান্যেন বিবেচিতমবিবেচিতঞ্চার্থঞ্চেতয়তে ইতি। পশ্বর্থধর্ম্মাধর্ম্মিকাপুনরবোধাত্মিকা

বিদ্যা। চেতনপরতন্ত্রত্বে সত্যচেতনা কলা। সাপি দ্বিবিধা কার্য্যাখ্যা কারণাখ্যা চেতি। তত্র কার্য্যাখ্যা দশবিধা পৃথিব্যাদীনি পঞ্চতত্ত্বানি রূপাদয়ঃ পঞ্চগুণাশ্চেতি। কারণাখ্যা ত্রয়োদশবিধা জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং অধ্যবসায়াভিমানসঙ্কল্পাভিধবৃত্তিভেদাৎ বুদ্ধ্যহঙ্কার-মনোলক্ষণমন্তঃকরণত্রয়ঞ্চেতি। পশুত্বসম্বন্ধী পশুঃ। সোঽপি দ্বিবিধঃ সাঞ্জনো নিরঞ্জন-শ্চেতি। তত্র সাঞ্জনঃ শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধী। নিরঞ্জনস্তু তদ্রহিতঃ। তৎপ্রপঞ্চস্তু পঞ্চার্থভাষ্যদীপিকাদৌ দ্রষ্টব্যঃ। সমস্তসৃষ্টিসংহারানুগ্রহকারিকারণং তস্যৈকস্যাপি গুণকর্ম্মভেদাপেক্ষয়া বিভাগ উক্তঃ পতিঃ সাদ্য ইত্যাদিনা। তত্র পতিত্বং নিরতিশয়দৃক্‌ক্রিয়াশক্তিমত্ত্বং। তেনৈশ্বর্য্যেণ নিত্যসম্বন্ধিত্বম্ আদ্যত্বমনাগন্তুকৈশ্বর্য্য-সম্বন্ধিত্বম্ ইত্যাদর্শকারাদিভিস্তীর্থকরৈর্নিরূপিতং ॥ ১৫ ॥

চিত্তদ্বারেণেশ্বরসম্বন্ধো যোগঃ। স চ দ্বিবিধঃ ক্রিয়ালক্ষণঃ ক্রিয়োপরমলক্ষণ-শ্চেতি। তত্র জপধ্যানাদিরূপঃ ক্রিয়ালক্ষণঃ। ক্রিয়োপরমলক্ষণস্তু সংবিদ্গত্যাদিসংজ্ঞিতঃ। ধর্ম্মার্থসাধকব্যাপারো বিধিঃ। সচ দ্বিবিধঃ প্রধানভূতো গুণভূতশ্চ। তত্র প্রধান-ভূতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মহেতুঃ চর্য্যা। সা দ্বিবিধা ব্রতং দ্বারাণি চেতি। তত্র ভস্ম-স্নানশয্যোপহারজপপ্রদক্ষিণানি ব্রতম্। তদুক্তম্ ভগবতা নকুলীশেন ভস্মনা ত্রিসবনং স্নায়ীত ভস্মনি শয়ীতেতি ॥ ১৬ ॥

অত্রোপহারো নিয়মঃ স চ ষড়ঙ্গঃ। তদুক্তং সূত্রকারেণ হসিতগীতনৃত্যহুড়ুঙ্-কারনমস্কারজপ্যষড়ঙ্গোপহারেণ উপতিষ্ঠেতেতি। তত্র হসিতং নাম কণ্ঠৌষ্ঠপুট-বিস্ফূর্জনপুরঃসরমহহহেত্যট্টহাসঃ। গীতং গান্ধর্ব্বশাস্ত্রসময়ানুসারেণ মহেশ্বরসম্বন্ধি-গুণধর্ম্মাদিনিমিত্তানাং চিন্তনম্। নাট্যমপি নাট্যশাস্ত্রানুসারেণ হস্তপাদাদীনাং সংক্ষেপণাদিকমঙ্গপ্রত্যঙ্গোপাঙ্গসহিতং ভাবাভাবসমেতঞ্চ প্রয়োক্তব্যম্। হুড়ুঙ্কারো নাম জিহ্বাতালুসংযোগান্নিষ্পাদ্যমানঃ পুণ্যো বৃষনাদসদৃশো নাদঃ। হুড়ুগীতি শব্দানুকারো বষড়িতিবৎ। যত্র লৌকিকা ভবন্তি তত্রৈতৎ সর্ব্বং গূঢ়ং প্রয়োক্ত-ব্যম্। শিষ্টং প্রসিদ্ধম্। দ্বারাণি তু ক্রাথনস্পন্দনমন্দনশৃঙ্গারণাবিতৎকরণাবিত-দ্ভাষণানি। তত্রাসুপ্তস্যৈব সুপ্তলিঙ্গবদ্দর্শনং ক্রাথনম্। বাযবভিভূতস্যেব শরীরা-বয়বানাং স্পন্দনং কম্পনং। উপহতপাদেন্দ্রিয়স্যেব গমনং মন্দনম্। রূপযৌবন-সম্পন্নাং কামিনীমবলোক্যাত্মানং কামুকমিব যৈর্বিলাসৈঃ প্রদর্শয়তি তৎ শৃঙ্গারণম্। কার্য্যাকার্য্যাবিবেকবিকলস্যেব লোকনিন্দিতকর্ম্মকরণমবিতৎকরণম্। ব্যাহতা-পার্থকাদিশব্দোচ্চারণমবিতদ্ভাষণমিতি। গুণভূতস্তু চর্য্যা। অনুগ্রাহকোঽনুস্নানাদিঃ

ভৈক্ষ্যোচ্ছিষ্টাদিনির্ম্মিতা যোগ্যতাপ্রত্যয়নিবৃত্ত্যর্থঃ। তদপ্যুক্তং সূত্রকারেণ অনুস্নাননির্মাল্যলিঙ্গধারীতি। ॥ ১৭ ॥

তত্র সমাসো নাম ধর্মিমাত্রাভিধানং। তচ্চ প্রথমসূত্র এব কৃতং। পঞ্চানাং পদার্থানাং প্রমাণতঃ পঞ্চাভিধানং বিস্তরঃ। স খলু রাশীকরভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ। এতেষাং যথাসম্ভবং লক্ষণতোঽসঙ্করেণাভিধানং বিভাগঃ। স তু বিহিতএব। শাস্ত্রান্তরেভ্যোঽমীষাং গুণাতিশয়েন কথনং বিশেষঃ। তথা হি অন্যত্র দুঃখনিবৃত্তিরেব দুঃখান্তঃ। ইহ তু পারমৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিশ্চ। অন্যত্রাভূত্বা ভাবি কার্য্যমিহ তু নিত্যং পশ্বাদি। অন্যত্র সাপেক্ষং কারণং ইহ তু নিরপেক্ষো ভগবানেব। অন্যত্র কৈবল্যাদিফলকো যোগঃ ইহ তু পারমৈশ্বর্য্যদুঃখান্তফলকঃ। অন্যত্র পুনরাবৃত্তিরূপ স্বর্গাদিফলকঃ ইহ পুনরপুনরাবৃত্তিরূপঃ সামীপ্যাদিফলকঃ ॥ ১৮ ॥

নন্বু মহদেতদিন্দ্রজালং যন্নিরপেক্ষং পরমেশ্বরকারণমিতি। তথাত্বে কর্ম্মবৈফল্যং সর্ব্বকার্য্যাণাং সমসময়সমুৎপাদশ্চেতি দোষদ্বয়ং প্রাদুঃষ্যাৎ। মৈবং মন্যেথাঃ ব্যধিকরণত্বাৎ। যদি নিরপেক্ষস্য ভগবতঃ কারণত্বং স্যাত্তর্হি কর্ম্মণো বৈফল্যে কিমায়াতম্, প্রয়োজনাভাব ইতি চেৎ কস্য প্রয়োজনাভাবঃ। কর্ম্মবৈফল্যে কারণং কিং কর্ম্মিণঃ কিংবা ভগবতঃ। নাদ্যং ঈশ্বরেচ্ছানুগৃহীতস্য কর্ম্মণঃ সফলত্বোপপত্তেঃ তদননুগৃহীতস্য যযাতিপ্রভৃতিকর্ম্মবৎ কদাচিৎ নিষ্ফলত্বসম্ভবাচ্চ। ন চৈতাবতা কর্ম্মপ্রবৃত্তিঃ কর্ষকাদিবদুপপত্তেঃ। ঈশ্বরেচ্ছায়ত্তত্বাচ্চ পশূনাং প্রবৃত্তেঃ। নাপি দ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরস্য পর্য্যাপ্তকামত্বেন কর্ম্মসাধ্যপ্রয়োজনাপেক্ষায়া অভাবাৎ। যদুক্তং সমসময়সমুৎপাদ ইতি তদপ্যযুক্তম্ অচিন্ত্যশক্তিকস্য পরমেশ্বরস্যেচ্ছানুবিধায়িন্যা অব্যাহতক্রিয়াশক্ত্যা কার্য্যকারিত্বাভ্যুপগমাৎ। তদুক্তং সম্প্রদায়বিদ্ভিঃ।

> কর্ম্মাদিনিরপেক্ষস্তু স্বেচ্ছাচারী যতো হ্যয়ম্।
> ততঃ কারণতঃ শাস্ত্রে সর্ব্বকারণকারণমিতি ॥ ১৯ ॥

নন্বু দর্শনান্তরেঽপীশ্বরজ্ঞানান্মোক্ষো লভ্যত এবেতি কুতোঽস্য বিশেষ ইতি চেন্মৈবং বাদীঃ। বিকল্পানুপপত্তেঃ। কিমীশ্বরবিষয়জ্ঞানমাত্রং নির্ব্বাণকারণং কিং বা সাক্ষাৎকারঃ অথবা যথাবত্তত্ত্বনিশ্চয়ঃ। নাদ্যঃ শাস্ত্রমন্তরেণাপি প্রাকৃতজনবন্দেবানামধিপো মহাদেব ইতি জ্ঞানোৎপত্তিমাত্রেণ মোক্ষসিদ্ধৌ শাস্ত্রাভ্যাসবৈফল্যপ্রসঙ্গাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ অনেকমলপ্রচয়োপচিতানাং পিশিতলোচনানাং পশূনাং পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারানুপপত্তেঃ। তৃতীয়েঽস্মন্মতাপাতঃ। পাশুপতশাস্ত্রমন্তরেণ যথাবৎ তত্ত্বনিশ্চয়ানুপপত্তেঃ। তদুক্তমাচার্য্যৈঃ

জ্ঞানমাত্রে যথাশাস্ত্রং সাক্ষাদৃষ্টিস্তু দুর্লভা।
পঞ্চার্থাদন্যতো নাস্তি যথাবত্তত্ত্বনিশ্চয় ইতি ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ পুরুষার্থকামৈঃ পুরুষধৌরেয়ৈঃ পঞ্চার্থপ্রতিপাদনপরং পাশুপতশাস্ত্রমাশ্রয়-ণীয়ম্।

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নকুলীশপাশুপতদর্শনম্।

অথ শৈবদর্শনম্

তমিমং পরমেশ্বরঃ কর্মাদিনিরপেক্ষঃ কারণমিতি পক্ষং বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ-দূষিতত্বাৎ প্রতিক্ষিপন্তঃ কেচন মাহেশ্বরাঃ শৈবাগমসিদ্ধান্ততত্ত্বং যথাবদীক্ষমাণাঃ কর্মাদিসাপেক্ষঃ পরমেশ্বরঃ কারণমিতি পক্ষং কক্ষীকুর্ব্বাণাঃ পক্ষান্তরমুপক্ষিপন্তি পতিপশুপাশভেদাৎ ত্রয়ঃ পদার্থা ইতি। তদুক্তং তন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈঃ—

ত্রিপদার্থং চতুষ্পাদং মহাতন্ত্রং জগদ্গুরুঃ।
সূত্রেণৈকেন সংক্ষিপ্য প্রাহ বিস্তরতঃ পুনরিতি ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ- উক্তাস্ত্রয়ঃ পদার্থা যস্মিন্ সন্তি তৎত্রিপদার্থং, বিদ্যাক্রিয়াযোগচর্য্যা-খ্যাশ্চত্বারঃ পাদা যস্মিন্ তচ্চতুশ্চরণং মহাতন্ত্রমিতি। তত্র পশূনামস্বতন্ত্রত্বাৎ পাশানামচৈতন্যাৎ তদ্বিলক্ষণস্য পত্যুঃ প্রথমমুদ্দেশঃ। চেতনত্বসাধর্ম্যাৎ পশূনাং তদানন্তর্য্যম্। অবশিষ্টানাং পাশানামন্তে বিনিবেশ ইতি ক্রমনিয়মঃ ॥ ২ ॥

দীক্ষায়াঃ পরমপুরুষার্থহেতুত্বাত্তস্যাশ্চ পশুপাশেশ্বরস্বরূপনির্ণয়োপায়ভূতেন মন্ত্রমন্ত্রেশ্বরাদিমাহাত্ম্যনিশ্চায়কেন জ্ঞানেন বিনা নিষ্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ তদববোধকস্য বিদ্যাপাদস্য প্রাথম্যম্। অনেকবিধসাঙ্গদীক্ষাবিধিপ্রদর্শকস্য ক্রিয়াপাদস্য তদানন্ত-র্য্যম্। যোগেন বিনা নাভিমতপ্রাপ্তিরিতি সাঙ্গযোগজ্ঞাপকস্য যোগপাদস্য তদুত্তরত্বম্। বিহিতাচরণনিষিদ্ধবর্জ্জনরূপাং চর্য্যাং বিনা যোগোঽপি ন নির্ব্বহতীতি তৎপ্রতিপাদকস্য চর্য্যাপাদস্য চরমত্বমিতি বিবেকঃ ॥ ৩ ॥

তত্র পতিপদার্থঃ শিবোঽভিমতঃ। মুক্তাত্মনাং বিদ্যেশ্বরাদীনাঞ্চ যদ্যপি শিবত্বমস্তি তথাপি পরমেশ্বরপারতন্ত্র্যাৎ স্বাতন্ত্র্যং নাস্তি। ততশ্চ তদনুকরণভুবনা-দীনাং ভাবানাং সন্নিবেশবিশিষ্টত্বেন কার্য্যত্বমবগম্যতে। তেন চ কার্য্যত্বেনৈষাং বুদ্ধিমৎপূর্ব্বকত্বমনুমীয়ত ইত্যনুমানবশাৎ পরমেশ্বরপ্রসিদ্ধিরুপপদ্যতে ॥ ৪ ॥

নহু দেহস্তৈব তাবৎ কার্য্যত্বমসিদ্ধং। ন হি কচিৎ কেনচিৎ কদাচিৎ দেহঃ ক্রিয়মাণো দৃষ্টচরঃ। সত্যং। তথাপি ন কেনচিৎ ক্রিয়মাণত্বং দেহস্ত দৃষ্টমিতি কর্তৃদর্শনাপহ্নবো ন যুজ্যতে তস্যানুমেয়ত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ। দেহাদিকং কার্য্যং ভবিতুমর্হতি সন্নিবেশবিশিষ্টত্বাৎ বিনশ্বরত্বাদ্বা ঘটাদিবৎ। তেন চ কার্য্যত্বেন বুদ্ধিমৎপূর্ব্বকত্বমনুমাতুং সুকরমেব। বিমতং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ। যদুক্তসাধনং তদুক্তসাধ্যং যথার্থাদি। ন যদেবং ন তদেবং যথাত্মাদি। পরমেশ্বরানুমানপ্রামাণ্যসাধনানুমানমন্যত্রাকারীত্যুপরম্যতে॥ ৫॥

অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥ ৬॥

ইতি ন্যায়েন প্রাণিকৃতকর্ম্মাপেক্ষয়া পরমেশ্বরস্য কর্তৃত্বোপপত্তেঃ। ন চ স্বাতন্ত্র্যবিহতিরিতি বাচ্যং। করণাপেক্ষয়া কর্ত্তুঃ স্বাতন্ত্র্যবিহতেরনুপলম্ভাৎ কোষাধ্যক্ষাপেক্ষস্য রাজ্ঞঃপ্রসাদাদীনাং দানবৎ। তথোক্তং সিদ্ধগুরুভিঃ—

স্বতন্ত্রস্যা প্রযোজ্যত্বং করণাদিপ্রযোক্তৃতা।
কর্ত্তুঃ স্বাতন্ত্র্যমেতদ্ধি ন কর্ম্মাদ্যনপেক্ষতেতি॥ ৭॥

তথাচ তত্তৎকর্ম্মাশয়বশাদ্ভোগতৎসাধনতদুপাদানাদিবিশেষজ্ঞঃ কর্ত্তা অনুমানাদিসিদ্ধ ইতি সিদ্ধম্। তদিদমুক্তং তত্রভবদ্ভির্বৃহস্পতিভিঃ—

ইহ ভোগ্যভোগসাধনতদুপাদানাদি যো বিজানাতি।
তমৃতে ভবেন্নহীদং পুংস্কর্ম্মাশয়বিপাকজ্ঞমিতি॥ ৮॥

অন্যত্রাপি।

বিবাদাধ্যাসিতং সর্ব্বং বুদ্ধিমৎকর্তৃপূর্ব্বকম্
কার্য্যত্বাদাবয়োঃ সিদ্ধং কার্য্যং কুম্ভাদিকং যথেতি॥ ৯॥

সর্ব্বাত্মকত্বাদেবাস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সিদ্ধম্ অজ্ঞস্য করণাসম্ভবাৎ। উক্তঞ্চ শ্রীমন্মৃগেন্দ্রৈঃ।

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্তৃত্বাৎ সাধনাঙ্গফলৈঃ সহ।
যো যজ্জানাতি কুরুতে স তদেবেতি সুস্থিতমিতি॥ ১০॥

অস্তু তর্হি স্বতন্ত্র ঈশ্বরঃ কর্ত্তা। স তু তাবদশরীরঃ ঘটাদিকার্য্যস্য শরীরবতা কুলালাদিনা ক্রিয়মাণত্বদর্শনাৎ

শরীরবত্ত্বে চাস্মদাদিবদীশ্বরঃ ক্লেশযুক্তোঽসর্ব্বজ্ঞঃ পরিমিতশক্তিং প্রাপ্নুয়াদিতি চেন্মৈবং

মংস্থাঃ অশরীরস্যাপ্যাত্মনঃ স্বশরীরস্পন্দাদৌ কর্ত্তৃত্বদর্শনাদভ্যুপগম্যাপি ক্রমহে শরীরবত্ত্বেঽপি ভগবতো ন প্রাগুক্তদোষানুষঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

পরমেশ্বরস্য হি মলকর্ম্মাদিপাশজালাসম্ভবেন প্রাকৃতং শরীরং ন ভবতি কিন্তু শাক্তং। শক্তিরূপৈরীশানাদিভিঃ পঞ্চভির্মস্তকাদিকল্পনায়ামীশানমস্তকস্তৎপুরুষ-বক্ত্রোঽঘোর-হৃদয়ো বামদেবগুহ্যঃ সদ্যোজাতপাদঃ ঈশ্বর ইতি প্রসিদ্ধ্যা যথাক্রমানুগ্রহতিরোভাবা-দানলক্ষণ স্থিতি-লক্ষণোদ্ভবলক্ষণকৃত্যপঞ্চককারণং স্বেচ্ছানির্মিতং তচ্ছরীরং নচাস্মৎশরী রসদৃশম্। তদুক্তং শ্রীমন্মৃগেন্দ্রেণ মলাদ্যসম্ভবাচ্ছাক্তং বপুর্নৈতাদৃশং প্রভোরিতি ॥১২॥ অন্যত্রাপি—

তদ্বপুঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ পঞ্চকৃত্যোপযোগিভিঃ।
ঈশতৎপুরুষাঘোরবামাদ্যৈর্মস্তকাদিমদিতি ॥ ১৩ ॥

নমু পঞ্চবক্ত্রস্ত্রিপঞ্চদৃগিত্যাদিনা আগমেষু পরমেশ্বরস্য মুখ্যত এব শরীরেন্দ্রিয়াদি-যোগঃ শ্রূয়ত ইতি চেৎ সত্যং। নিরাকারে ধ্যানপূজাদ্যসম্ভবেন ভক্তানুগ্রহকরণায় তত্তদাকারগ্রহণাবিরোধাৎ। তদুক্তং শ্রীমৎপৌষ্করে।

সাধকস্য তু রক্ষার্থং তস্য রূপমিদং স্মৃতমিতি ॥ ১৪ ॥

অন্যত্রাপি

আকারবাংস্ত্বং নিয়মাদুপাস্যো।
ন বস্তনাকারমুপৈতি বুদ্ধিরিতি ॥ ১৫ ॥
কৃত্যপঞ্চকং চ প্রপঞ্চিতং ভোজরাজেন।
পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং সৃষ্টিস্থিতিসংহারতিরোভাবাঃ।
তদ্বদনুগ্রহকরণং প্রোক্তং সততোদিতস্যাস্যেতি ॥ ১৬ ॥

এতচ্চ কৃত্যপঞ্চকং শুদ্ধাধ্ববিষয়ে সাক্ষাচ্ছিবকর্ত্তৃকং কৃচ্ছ্রাধ্ববিষয়ে ত্বনন্তাদিদ্বা-রেণেতি বিবেকঃ। তদুক্তং শ্রীমৎকরণে।

শুদ্ধেঽধ্বনি শিবঃ কর্ত্তা প্রোক্তোঽনন্তোঽহিতে প্রভোরিতি ॥ ১৭ ॥

এবঞ্চ শিবশব্দেন শিবত্বযোগিনং মন্ত্রেশ্বরমহেশ্বর-মুক্তাত্মশিবানাং সবাচকানাং শিবত্বপ্রাপ্তিসাধনেন দীক্ষাদিনোপায়কলাপেন সহ পতিপদার্থে সংগ্রহঃ কৃত ইতি বোদ্ধব্যম্। তদিত্থং পতিপদার্থো নিরূপিতঃ।

সম্প্রতি পশুপদার্থো নিরূপ্যতে। অনণুক্ষেত্রজ্ঞাদিপদবেদনীয়ো জীবাত্মা পশুঃ। ন

তু চার্ব্বাকাদিবদ্দেহাদিরূপঃ। নান্যদৃষ্টং স্মরত্যন্য ইতি ন্যায়েন প্রতিসন্ধানানুপপত্তেঃ। নাপি নৈয়ায়িকাদিবৎ প্রকাশ্যঃ অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। তদুক্তম্

আত্মা যদি ভবেন্মেয়স্তস্য মাতা ভবেৎ পর ইতি।
পর আত্মা তদানীং স্যাৎ স পরো যদি দৃশ্যত ইতি ॥ ১৮ ॥

ন চ জৈনবদব্যাপকঃ। নাপি বৌদ্ধবৎ ক্ষণিকঃ। দেশকালাভ্যামনবচ্ছিন্নত্বাৎ। তদপ্যুক্তম্—

অনবচ্ছিন্নসদ্ভাবং বস্তু যদ্দেশকালতঃ।
তন্নিত্যং বিভু চেচ্ছন্তীত্যাত্মনো বিভুনিত্যতেতি ॥ ১৯ ॥

নাপ্যদ্বৈতবাদিনামিবৈকঃ, ভোগপ্রতিনিয়মস্য পুরুষবহুত্বজ্ঞাপকস্য সম্ভবাৎ। নাপি সাংখ্যানামিবাকর্ত্তা পাশজালাপোহনে নিত্যনিরতিশয়দৃক্ক্রিয়ারূপচৈতন্যাত্মক-শিবত্বশ্রবণাৎ। তদুক্তং শ্রীমন্মৃগেন্দ্রেণ—

পাশান্তে শিবতাশ্রুতেরিতি।
চৈতন্যং দৃক্ক্রিয়ারূপং তদস্যাত্মনি সর্ব্বদা।
সর্ব্বতশ্চ যতো মুক্তৌ শ্রূয়তে সর্ব্বতোমুখমিতি ॥ ২০ ॥

তত্ত্বপ্রকাশেঽপি

মুক্তাত্মানোঽপি শিবাঃ কিন্তৈতে তৎপ্রসাদতো মুক্তাঃ।
সোঽনাদিমুক্ত একো বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চমন্ত্রতনুরিতি ॥ ২১ ॥

পশুস্ত্রিবিধঃ বিজ্ঞানাকলপ্রলয়াকলসকলভেদাৎ। তত্র প্রথমো বিজ্ঞানযোগসংন্যাসৈর্ভোগেন বা কর্ম্মক্ষয়ে সতি কর্ম্মক্ষয়ার্থস্য ফলাদিভোগবন্ধস্যাভাবাৎ কেবলমল-মাত্রযুক্তো বিজ্ঞানাকল ইতি ব্যপদিশ্যতে। দ্বিতীয়স্তু প্রলয়েন কলাদেরুপসংহারাৎ মলকর্ম্মযুক্তঃ প্রলয়াকলইতি ব্যবহ্রিয়তে। তৃতীয়স্তু মলমায়াকর্ম্মাত্মকবন্ধত্রয়সহিতঃ-সকল ইতি সংলিপ্যতে। তত্র প্রথমো দ্বিপ্রকারো ভবতি সমাপ্তকলুষাসমাপ্তকলুষ ভেদাৎ। তত্রাদ্যান্ কালুষ্যপরিপাকবতঃ পুরুষধৌরেয়ান্ অধিকারযোগ্যানমুগৃহ্যা-নন্তাদিবিদ্যেশ্বরাষ্টপদং প্রাপয়তি। তদ্বিদ্যেশ্বরাষ্টকং বহুদৈবত্যে—

অনন্তশ্চৈব সূক্ষ্মশ্চ তথৈব চ শিবোত্তমঃ।
একনেত্রস্তথৈবৈকরুদ্রশ্চাপি ত্রিমূর্ত্তিকঃ ॥
শ্রীকণ্ঠশ্চ শিখণ্ডী চ প্রোক্তা বিদ্যেশ্বরা ইমে ॥ ২২ ॥

অণ্বান্ সপ্তকোটিধ্যাতান্ মন্ত্রানমুগ্রহকরণান্ বিধত্তে। তদুক্তং তত্ত্বপ্রকাশে।

পশবস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা বিজ্ঞানপ্রলয়কেবলৌ সকলঃ।
মলযুক্তস্তত্রাদ্যো মলকর্ম্মযুতো দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ॥ ২৩॥
মলমায়াকর্ম্মযুতঃ সকলস্তেষু দ্বিধা ভবেদাদ্যঃ।
আদ্যঃ সমাপ্তকলুষোঽসমাপ্তকলুষো দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ॥ ২৪॥
আদ্যানমুগৃহ্য শিবো বিদ্যেশত্বে নিযোজয়ত্যষ্টৌ।
মন্ত্রাংশ্চ করোত্যপরান্ তে চোক্তাঃ কোটয়ঃ সপ্তেতি॥ ২৫॥

সোমশম্ভুনাপ্যভিহিতম্—

বিজ্ঞানাকলনামৈকো দ্বিতীয়ঃ প্রলয়াকলঃ।
তৃতীয়ঃ সকলঃ শাস্ত্রেঽমুগ্রাহ্যস্ত্রিবিধো মতঃ॥ ২৬॥
তত্রাদ্যোমলমাত্রেণ যুক্তোঽন্যে মলকর্ম্মভিঃ।
কলাদিভূমিপর্য্যন্ততত্ত্বৈস্তু সকলো যুত ইতি॥ ২৭॥

প্রলয়াকলোঽপি দ্বিবিধঃ পক্বপাশদ্বয়ঃ তদ্বিলক্ষণশ্চ। তত্র প্রথমো মোক্ষং প্রাপ্নোতি দ্বিতীয়স্তু পুর্য্যষ্টকযুতঃ কর্ম্মবশান্নানাবিধজন্মভাগ্ ভবতি। তদপ্যুক্তং তত্ত্ব-প্রকাশে—

প্রলয়কালেষু যেষামপক্বমলকর্ম্মণী ব্রজন্ত্যেতে।
পুর্য্যষ্টকদেহযুতা যোনিষু নিখিলাসু কর্ম্মবশাদিতি॥ ২৮॥
পুর্য্যষ্টকমপি তত্রৈব নির্দ্দিষ্টম্—
স্যাৎ পুর্য্যষ্টমন্তঃকরণং ধীকর্ম্ম করণানীতি॥ ২৯॥

বিবৃতং চাঘোরশিবাচার্য্যেণ পুর্য্যষ্টকং নাম প্রতিপুরুষনিয়তঃ সর্গাদারভ্য কল্পান্তং মোক্ষান্তং বা স্থিতঃ পৃথিব্যাদিকলাপর্য্যন্তত্রিংশত্তত্ত্বাত্মকঃ সূক্ষ্মো দেহঃ। তথা চোক্তং তত্ত্বসংগ্রহে।

বসুধাদ্যস্তত্ত্বগণঃ প্রতিপুংনিয়তঃ কলান্তোঽয়ম্।
পর্য্যটতি কর্ম্মবশাদ্ভুবনজদেহেষ্বয়ঞ্চ সর্ব্বেষ্বিতি॥ ৩০॥

তথা চায়মর্থঃ সমপদ্যত। অন্তঃকরণশব্দেন মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তবাচিনা অন্যান্যপি পুংসো ভোগক্রিয়ায়ামন্তরঙ্গাণি কলাকালনিয়তিবিদ্যারাগপ্রকৃতিগুণাখ্যানি সপ্ততত্ত্বানি উপলক্ষ্যন্তে। ধীকর্ম্মশব্দেন জ্ঞেয়ানি পঞ্চভূতানি তৎকরণানি চ তন্মাত্রাণি বিবক্ষ্যন্তে। করণশব্দেন জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়দশকং সংগৃহ্যতে॥ ৩১॥

নন্থ শ্রীমৎকালোত্তরে—
শব্দঃ স্পর্শস্তথা রূপং রসো গন্ধশ্চ পঞ্চকম্।
বুদ্ধির্মনস্ত্বহঙ্কারঃ পূর্য্যষ্টকমুদাহৃতমিতি।

শ্রূয়তে। তৎকথমন্যথা কথ্যতে। অদ্ধা, অতএব চ তত্রভবতা রামকাণ্ডেন তৎ সূত্রং ত্রিংশত্তত্ত্বপরতয়া ব্যাখ্যায়ীত্যলমতিপ্রপঞ্চেন। তথাপি কথং পুনরস্য পূর্য্যষ্টকত্বং। ভূততন্মাত্রবুদ্ধীন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়ান্তঃকরণসংজ্ঞৈঃ পঞ্চভির্ব্বর্গৈস্তৎকরণেন প্রধানেন কলাদিপঞ্চকাত্মনা বর্গেণ চারব্ধত্বাদিত্যবিরোধঃ ॥ ৩২ ॥

তত্র পূর্য্যষ্টকযুতান্ বিশিষ্টপুণ্যসম্পন্নান্কাংশ্চিদনুগৃহ্য ভুবনপতিত্বমত্র মহেশ্বরোঽনন্তঃ প্রযচ্ছতি। তদুক্তম্। কাংশ্চিদনুগৃহ্য বিতরতি ভুবনপতিত্বং মহেশ্বরস্তেষামিতি।

সকলোঽপি দ্বিবিধঃ পক্বকলুষাপক্বকলুষভেদাৎ। তত্রাদ্যান্ পরমেশ্বরস্তৎপরিপাকপরিপাট্যা তদনুগুণশক্তিপাতেন মণ্ডল্যাদ্যষ্টাদশোত্তরশতং মন্ত্রেশ্বরপদং প্রাপয়তি। তদুক্তম্—

শেষা ভবন্তি সকলাঃ কলাদিযোগাদহর্ম্মুখে কালে।
শতমষ্টাদশ তেষাং কুরুতে স্বয়মেব মন্ত্রেশান্ ॥ ৩৩ ॥
তত্রাষ্টৌ মণ্ডলিনঃ ক্রোধাদ্যাস্তৎসমাশ্চ বীরেশঃ।
শ্রীকণ্ঠঃ শতরুদ্রাঃ শতমিত্যষ্টাদশাভ্যধিকমিতি ॥ ৩৪ ॥

তৎপরিপাকাধিক্যনিরোধেন শক্ত্যুপসংহারেণ দীক্ষাকরণেন মোক্ষপ্রদো ভবত্যাচার্য্যমূর্ত্তিমাস্থায় পরমেশ্বরঃ। তদপ্যুক্তম্,

পরিপক্বমলানেতানুৎসাদনশক্তিপাতেন।
যোজয়তি পরে তত্ত্বে স দীক্ষয়াচার্য্যমূর্ত্তিস্থ ইতি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীমন্মৃগেন্দ্রেঽপি,

পূর্ব্বং ব্যত্যাসিতস্যাণোঃ পাশজালমপোহতীতি ॥ ৩৬ ॥

ব্যাকৃতঞ্চ নারায়ণকণ্ঠেন। তৎসর্ব্বং তত এবাবধার্য্যম্। অস্মাভিস্তু বিস্তরভিয়া ন প্রস্তূয়তে। অপক্বকলুষান্ বদ্ধানণূন্ ভোগভাজো বিধত্তে পরমেশ্বরঃ কর্ম্মবশাৎ। তদপ্যুক্তম্,

বদ্ধান্ শেষানপরান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে ভোগভুক্তয়ে পুংসঃ।
তৎকর্ম্মণামনুগমাদিত্যেবং কীর্ত্তিতাঃ পশব ইতি ॥ ৩৭ ॥

অথ পাশপদার্থঃ কথ্যতে। পাশশ্চতুর্বিধঃ মলকর্মমায়ারোধশক্তিভেদাৎ। নহু শৈবাগমেষু মুখ্যং পতিপশুপাশা ইতি ক্রমাৎ ত্রিতয়ম্। তত্র পতিঃ শিব উক্তঃ পশবো হ্যণবোর্থপঞ্চকং পাশা ইতি পাশঃ পঞ্চবিধঃ কথ্যতে তৎ কথং চতুর্বিধ ইতি গণ্যতে। উচ্যতে। বিন্দোর্মায়াত্মনঃ শিবতত্ত্বপদবেদনীয়স্য শিবপদপ্রাপ্তি-লক্ষণপরমমুক্ত্যপেক্ষয়া পাশত্বেঽপি তদ্‌যোগস্য বিদ্যেশ্বরাদিপদপ্রাপ্তিহেতুত্বেনাপর-মুক্তিত্বাৎ পাশত্বেনানুপাদানমিত্যবিরোধঃ। অতএবোক্তং তত্ত্বপ্রকাশে পাশাশ্চতু-র্বিধাঃ স্যুরিতি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমন্মৃগেন্দ্রেঽপি

প্রাবৃতীশৌ বলং কর্ম মায়াকার্য্যঞ্চতুর্বিধম্।

পাশজালং সমাসেন ধর্মা নাম্নৈব কীর্ত্তিতা ইতি ॥ ৩৯ ॥

অস্যার্থঃ— প্রাবৃণোতি প্রকর্ষেণাচ্ছাদয়ত্যাত্মনো দৃকক্রিয়ে ইতি প্রাবৃতিঃ। স্বাভাবিক্যশুচির্মলঃ। স চ ঈষ্টে স্বাতন্ত্র্যেণেতি ঈশঃ। তদুক্তম্,

একো হ্যনেকশক্তিদৃক্‌ক্রিয়য়োশ্ছাদকোমলঃ পুংসঃ।

তুষতণ্ডুলবৎ জ্ঞেয়স্তাম্রাশ্রিতকালিকাবদ্বেতি ॥ ৪০ ॥

বলং রোধশক্তিঃ। অস্যাঃ শিবশক্তেঃ পাশাধিষ্ঠানেন পুরুষতিরোধায়কত্বাদুপ-চারেণপাশত্বম্। তদুক্তম্,

তাসামহং বরা শক্তিঃ সর্ব্বানুগ্রাহিকা শিবা।

ধর্মানুবর্ত্তনাদেব পাশ ইত্যুপচর্য্যত ইতি ॥ ৪১ ॥

ক্রিয়তে ফলার্থিভিরিতি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকং বীজা-ঙ্কুরবৎ প্রবাহরূপেণানাদি। যথোক্তং শ্রীমৎকিরণে যথানাদির্ম্মলস্তস্য কর্ম্মাল্পকমনাদিকম্।

যদ্যনাদিরসংসিদ্ধং বৈচিত্ত্যং কেন হেতুনেতি ॥ ৪২ ॥

মাত্যস্যাং শক্ত্যাত্মনা প্রলয়ে সর্ব্বং জগৎ সৃষ্টৌ ব্যক্তিং যাতীতি মায়া। যথোক্তং শ্রীমৎসৌরভেয়ে—

শক্তিরূপেণ কার্য্যাণি তল্লীনানি মহাক্ষয়ে।

বিকৃতৌ ব্যক্তিমায়াতি সা কার্য্যেণ কলাদিনেতি ॥ ৪৩ ॥

যদ্যপ্যত্র বহুবক্তব্যমস্তি তথাপি গ্রন্থভূয়স্ত্বভয়াদুপরম্যতে। তদিত্থং পতিপশুপা-

শপদার্থাস্ত্রীয়ঃ প্রদর্শিতাঃ

পতিবিদ্যে তথাবিদ্যা পশুঃ পাশশ্চ কারণম্ ।
তন্নিবৃত্তাবিতি প্রোক্তাঃ পদার্থাঃ ষট্ সমাসতঃ ॥ ৪৬ ॥

ইত্যাদিনা প্রকারান্তরং জ্ঞানরত্নাবল্যাদৌ প্রসিদ্ধম্। সর্ব্বং তত এবাবগন্তব্যমিতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ।

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে শৈবদর্শনম্ ।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনম্

অত্রাপেক্ষাবিহীনানাং জড়ানাং কারণত্বং দুষ্যতীত্যপরিতুষ্যন্তো, মতান্তরমন্বিষ্যন্তঃ পরমেশ্বরেচ্ছাবশাদেব জগন্নির্মাণং পরিঘুষ্যন্তঃ স্ব সংবেদনোপপত্ত্যা আগমসিদ্ধ প্রত্যগাত্মতাদাত্ম্যে নানাবিধ মানমেয়াদিভেদাভেদশালি পরমেশ্বরোঽনন্যমুখপ্রেক্ষিত্বলক্ষণস্বাতন্ত্র্যভাক্ স্বাত্মদর্পণে ভাবান্ প্রতিবিম্ববদ্ অবভাসয়তীতি ভণন্তো বাহ্যাভ্যন্তরচর্যা প্রাণায়ামাদি ক্লেশ প্রয়াসকলাপ বৈধুর্যেণ সর্ব্বসুলভমভিনবং প্রত্যভিজ্ঞা মাত্রং পরাপরসিদ্ধ্যুপায়মভ্যুপগচ্ছন্তঃ পরে মাহেশ্বরাঃ প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রমভ্যস্যন্তি। তস্যেয়ত্তাপি স্বরূপি পরীক্ষকৈঃ-

সূত্রং বৃত্তি বিবৃতির্লঘী বৃহতীত্যুভে বিমর্শিন্যৌ।
প্রকরণ বিবরণ পঞ্চকমিতি শাস্ত্রং প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ ॥

তত্রেদং প্রথমং সূত্রম্—

কথঞ্চিদাসাদ্য মহেশ্বরস্য
দাস্যং জনস্যাপ্যুপকারমিচ্ছন্ ॥
সমস্ত সম্পৎ সমবাপ্তি হেতুং
তৎপ্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি ॥

কথঞ্চিদিতি পরমেশ্বরাভিন্নগুরুচরণারবিন্দযুগল-সমারাধনেন পরমেশ্বরঘটিতেনৈবেত্যর্থঃ। আসাদ্যেতি আ সমস্তাৎ পরিপূর্ণতয়া সাদয়িত্বা স্বাত্মোপভোগ্যতাং নিরর্গলাং গময়িত্বা। তদনেন বিদিতবেদ্যত্বেন পরার্থশাস্ত্রকরণেঽধিকারো দর্শিতঃ ॥ ২ ॥

অন্যথা প্রতারণমেব প্রসজ্যেত। মায়োত্তীর্ণা অপি মহামায়াধিকৃতা বিষ্ণুবিরিঞ্চ্যাদ্যা যদীয়ৈশ্বর্য্যলেশেনেশ্বরীভূতাঃ স ভগবাননবচ্ছিন্নপ্রকাশানন্দস্বাতন্ত্র্য-পরমার্থো মহেশ্বরঃ। তস্য দাস্যং। দীয়তেঽস্মৈ স্বামিনা সর্ব্বং যথাভিলষিতমিতি দাসঃ। পরমেশ্বরস্বরূপস্বাতন্ত্র্যপাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

জনশব্দেনাধিকারিবিষয়নিয়মাভাবঃ প্রাদর্শি। যস্য যস্য হীদং স্বরূপকথনং তস্য তস্য মহাফলং ভবতি। প্রজ্ঞানস্যৈব পরমার্থফলত্বাৎ। তথোপদিষ্টং শিবদৃষ্টৌ পরমগুরুভির্ভগবৎসোমানন্দনাথপাদৈঃ।

একবারং প্রমাণেন শাস্ত্রাদ্বা গুরুবাক্যতঃ।
জ্ঞাতে শিবত্বে সর্ব্বস্থে প্রতিপত্ত্যা দৃঢ়াত্মনা ॥ ৪ ॥
করণেন নাস্তি কৃত্যং কাপি ভাবনয়া সকৃৎ।
জ্ঞাতে সুবর্ণে করণং ভাবনাং বা পরিত্যজেদিতি ॥ ৫ ॥

অপিশব্দেন স্বাত্মনস্তদভিন্নতামাবিষ্কুর্ব্বতা পূর্ণত্বেন স্বাত্মনি পরার্থসম্পত্ত্য-তিরিক্তপ্রয়োজনান্তরাবকাশশ্চ পরাকৃতঃ। পরার্থশ্চ প্রয়োজনং ভবত্যেব। তল্লক্ষণযোগাৎ। ন হ্যয়ং দেবশাপঃ স্বার্থ এব প্রয়োজনং ন পরার্থ ইতি। অতএবোক্তমক্ষপাদেন যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনমিতি ॥ ৬ ॥

উপশব্দঃ সামীপ্যার্থঃ। তেন জনস্য পরমেশ্বরসমীপতাকরণমাত্রং ফলম্। অতএবাহ সমস্তেতি। পরমেশ্বরতালাভে হি সর্ব্বাঃ সম্পদস্তন্নিষ্যন্দময্যঃ সম্পন্না এব রোহণাচললাভে রত্নসম্পদ ইব। এবং পরমেশ্বরতালাভে কিমন্যৎ প্রার্থনীয়ম্।

তদুক্তমুৎপলাচার্য্যৈঃ,—

ভক্তিলক্ষ্মীসমৃদ্ধানাং কিমন্যদুপযাচিতম্।
এতয়া বা দরিদ্রাণাং কিমন্যদপযাচিতমিতি ॥ ৭ ॥

ইত্থং ষষ্ঠীসমাসপক্ষে প্রয়োজনং নির্দ্দিষ্টম্। বহুব্রীহিপক্ষে তুপপাদয়ামঃ। সমস্তস্য বাহ্যাভ্যন্তরস্য নিত্যসুখাদের্যা সম্পৎসিদ্ধিঃ তথাত্মপ্রকাশঃ তস্যাঃ সম্যগ্ ব্যাপ্তির্যস্যাঃ প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ হেতুঃ সা তথোক্তা। তস্য মহেশ্বরস্য প্রত্যভিজ্ঞা। প্রতি আভিমুখ্যেন জ্ঞানম্। লোকে হি স এবায়ং চৈত্র ইতি প্রতিসন্ধানেনাভিমুখীভূতে বস্তুনি জ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞেতি ব্যবহ্রিয়তে। ইহাপি প্রসিদ্ধপুরাণসিদ্ধাগমানুমানাদিজ্ঞাতপরি-

পূর্ণশক্তিকে পরমেশ্বরে সতি স্বাত্মন্যভিমুখীভূতে তচ্ছক্তিপ্রতিসন্ধানেন জ্ঞানমুদেতি নূনং স এবেশ্বরোঽহমিতি। তামেতাং প্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি। উপপত্তিঃ সম্ভবঃ। সম্ভবতীতি তৎসমর্থাচরণেন প্রয়োজকব্যাপারেণ সম্পাদয়ামীত্যর্থঃ। যদীশ্বরস্বভাব এবাত্মা প্রকাশতে তর্হি কিমনেন প্রত্যভিজ্ঞাপ্রদর্শনপ্রয়াসেনেতি চেৎ তত্রায়ং সমাধিঃ। স্বপ্রকাশতয়া সততমবভাসমানেঽপ্যাত্মনি মায়াবশাৎ ভাগেন প্রকাশমানে পূর্ণতাবভাসসিদ্ধয়ে দৃক্ক্রিয়াত্মকশক্ত্যাবিষ্করণেন প্রত্যভিজ্ঞা প্রদর্শ্যতে। তথা চ প্রয়োগঃ অয়মাত্মা পরমেশ্বরো ভবিতুমর্হতি। জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমত্ত্বাৎ। যো যাবতি জ্ঞাতা কর্ত্তা চ স তাবতীশ্বরঃ প্রসিদ্ধেশ্বরবৎ রাজবদ্বা। আত্মা চ বিশ্বজ্ঞাতা কর্ত্তা চ। তস্মাদীশ্বরোঽহমিতি। অবয়বপঞ্চকস্যাশ্রয়ণং মায়াবদেব নৈয়ায়িকমতস্য কক্ষীকারাৎ ॥ ৮ ॥

তদুক্তমুদয়াকরসূনুনা

কর্ত্তরি জ্ঞাতরি স্বাত্মন্যাদিসিদ্ধে মহেশ্বরে।
অজড়াত্মা নিষেধং বা সিদ্ধিং বা বিদধীত কঃ ॥ ৯ ॥
কিন্তু মোহবশাদস্মিন্ দৃষ্টেঽপ্যনুপলক্ষিতে।
শক্ত্যাবিষ্করণেনেয়ং প্রত্যভিজ্ঞোপদর্শ্যতে ॥ ১০ ॥

তথা হি

সর্ব্বেষামিহ ভূতানাং প্রতিষ্ঠা জীবদাশ্রয়া।
জ্ঞানং ক্রিয়া চ ভূতানাং জীবতাং জীবনং মতম্ ॥ ১১ ॥
তত্র জ্ঞানং স্বতঃসিদ্ধং ক্রিয়া কার্যাশ্রিতা সতী।
পরৈরপ্যুপলক্ষ্যেত তথান্যজ্ঞানমুচ্যত ইতি ॥ ১২ ॥
যা চৈষাং প্রতিভা তত্তৎপদার্থক্রমরূপিতা।
অক্রমানন্দচিদ্রূপঃ প্রমাতা স মহেশ্বর ইতি চ ॥ ১৩ ॥

সোমানন্দনাথপাদৈরপি

সদা শিবাত্মনা বেত্তি সদা বেত্তি মদাত্মনা ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানাধিকারপরিসমাপ্তাবপি

তদৈক্যেন বিনা নাস্তি সংবিদাং লোকপদ্ধতিঃ।
প্রকাশৈক্যাত্তদেকত্বং মাতৈকঃ স ইতি স্থিতিঃ ॥ ১৫ ॥
স এববিমৃশত্বেন নিয়তেন মহেশ্বরঃ।
বিমর্শ এব দেবস্য শুদ্ধে জ্ঞানক্রিয়ে যত ইতি ॥ ১৬ ॥

বিবৃতং চাভিনবগুপ্তাচার্য্যৈঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুত্যা প্রকাশচিদ্রূপমহিম্না সর্ব্বস্য ভাবজাতস্য ভাসকত্বমভ্যুপেয়তে। ততশ্চ বিষয়প্রকাশস্য নীলপ্রকাশঃ পীতপ্রকাশ ইতি বিষয়োপরাগভেদাদ্ভেদঃ। বস্তুতস্তু দেশকালাকারসঙ্কোচবৈকল্যাদভেদ এব। স এব চৈতন্যরূপঃ প্রকাশঃ প্রমাতেত্যুচ্যতে ॥ ১৭ ॥

তথা চ পঠিতং শিবসূত্রেষু চৈতন্যমাত্মেতি। তস্য চিদ্রূপত্বমনবচ্ছিন্নবিমর্শত্বমনন্যোন্মুখত্বমানন্দৈকঘনত্বং মাহেশ্বর্য্যমিতি পর্য্যায়ঃ। স এব হ্যয়ং ভাবাত্মা বিমর্শঃ শুদ্ধে পারমার্থিক্যৌ জ্ঞানক্রিয়ে। তত্র প্রকাশরূপতা জ্ঞানং। স্বতো জগন্নির্ম্মাতৃত্বং ক্রিয়া। তচ্চ নিরূপিতং ক্রিয়াধিকারে এষ চানন্দশক্তিত্বাদেবমাভাসয়ত্যমূন্।

ভাবানিচ্ছাবশাদেষাং ক্রিয়া নির্ম্মাতৃতাঽস্যেতি ॥ ১৮ ॥

উপসংহারেঽপি,

ইত্থং তথা ঘটপটাদ্যাকারজগদাত্মনা।
তিষ্ঠাসোরেবমিচ্ছৈব হেতুকর্তৃকৃতা ক্রিয়েতি ॥ ১৯ ॥
তস্মিন্ সতীদমস্তীতি কার্য্যকারণতাপি যা।
সাপ্যপেক্ষাবিহীনানাং জড়ানাং নোপপদ্যতে ॥ ২০ ॥

ইতি ন্যায়েন যতো জড়স্য ন কারণতা ন বা অনীশ্বরস্য চেতনস্যাপি, তস্মাত্তেন তেন জগদ্গতজন্মস্থিত্যাদিভাববিকারতত্তদ্ভেদক্রিয়াসহস্ররূপেণ স্থাতুমিচ্ছোঃ স্বতন্ত্রস্য ভগবতো মহেশ্বরস্যেচ্ছৈবোত্তরোত্তরমুচ্ছুনস্বভাবা ক্রিয়া বিশ্বকর্তৃত্বং বোচ্যত ইতি। ইচ্ছামাত্রেণ জগন্নির্ম্মাণমিত্যত্র দৃষ্টান্তোঽপি স্পষ্টং নির্দ্দিষ্টঃ।

যোগিনামপি মৃদ্বীজে বিনৈবেচ্ছাবশেন যৎ।
ঘটাদি জায়তে তত্তৎ স্থিরস্বার্থক্রিয়াকরমিতি ॥ ২১ ॥

যদি ঘটাদিকং প্রতি মৃদাদ্যেব পরমার্থতঃ কারণং স্যাত্তর্হি কথং যোগীচ্ছামাত্রেণ ঘটাদিজন্ম স্যাৎ। অথোচ্যেত অন্য এব মৃদ্বীজাদিজন্যা ঘটাঙ্কুরাদায়ো যোগীচ্ছাজন্যাস্বন্যা এবেতি তত্রাপি বোধ্যসে সামগ্রী ভেদাত্তাবৎ কার্য্যভেদ ইতি সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধম। যে তু বর্ণয়ন্তি নোপাদানং বিনা ঘটাদ্যুৎপত্তিরিতি যোগী ত্বিচ্ছয়া পরমাণূন্ ব্যাপারয়ন সঙ্ঘটয়তীতি তেঽপি বোধনীয়াঃ। যদি পরিদৃষ্টকার্য্যকারণভাববিপর্য্যয়ো ন লভ্যেত, তর্হি ঘটমৃদ্দণ্ডচক্রাদিদেহে

স্ত্রীপুরুষসংযোগাদি সর্ব্বমপেক্ষ্যেত। তথা চ যোগীচ্ছাসমনন্তরসঞ্জাতঘটদেহাদিসম্ভবো দুঃসমর্থ এব স্যাৎ। চেতন এব তু তথা ভাতি ভগবান্ ভূরিভগো মহাদেবো নিয়ত্যনুবর্ত্তনোল্লঙ্ঘনঘনতরস্বাতন্ত্র্য ইতি পক্ষে ন কাচিদনুপপত্তিঃ। অতএববোক্তং বসুগুপ্তাচার্য্যৈঃ॥

নিরুপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে।
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলানাথায় শূলিনে ইতি॥ ২২॥

নন্বু প্রত্যগাত্মনঃ পরমেশ্বরাভিন্নত্বে সংসারসম্বন্ধঃ কথং ভবেদিতি চেত্তত্রোক্তমাগমধিকারে।

এষ প্রমাতা মায়ান্ধঃ সংসারী কর্ম্মবন্ধনঃ।
বিদ্যাদিজ্ঞাপিতৈশ্বর্য্যশ্চিদঘনো মুক্ত উচ্যত ইতি॥ ২৩॥

নন্বু প্রমেয়স্য প্রমাত্রভিন্নত্বে বন্ধমুক্তয়োঃ প্রমেয়ং প্রতি কো বিশেষঃ অত্রাপ্যুত্তরমুক্তং তত্ত্বার্থসংগ্রহাধিকারে

মেয়ং সাধারণং মুক্তঃ স্বাত্মাভেদেন মন্যতে।
মহেশ্বরো যথাবদ্ধঃ পুনরত্যন্তভেদবদিতি॥ ২৪॥

নন্বাত্মনঃ পরমেশ্বরত্বং স্বাভাবিকং চেন্নার্থঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রার্থনয়া। নহি বীজমপ্রত্যভিজ্ঞাতং সতি সহকারিপাকল্যে অঙ্কুরং নোৎপাদয়তি। তস্মাৎ কস্মাদ্বাত্মপ্রত্যভিজ্ঞানে নির্ব্বন্ধ ইতি চেদুচ্যতে। শৃণু তাবদিদং রহস্যং। দ্বিবিধাহর্থক্রিয়া বাহ্যাঙ্কুরাদিকা প্রমাতৃবিশ্রান্তিচমৎকারসারা প্রীত্যাদিরূপা চ। তত্রাদ্যা প্রত্যভিজ্ঞানং নাপেক্ষতে। দ্বিতীয়া তু তদপেক্ষত এব। ইহাপ্যহমীশ্বর ইত্যেবম্ভূতচমৎকারসারা পরাপরসিদ্ধিলক্ষণজীবাত্মৈকত্বশক্তিবিভূতিরূপার্থক্রিয়েতি স্বরূপপ্রত্যভিজ্ঞানমপেক্ষণীয়ম্॥ ২৫॥

নন্বু প্রমাতৃবিশ্রান্তিসারার্থক্রিয়া প্রত্যভিজ্ঞানেন বিনা দৃষ্টা সতী তস্মিন্ দৃষ্টেতি ক্ব দৃষ্টম্। অত্রোচ্যতে নায়কগুণগণসংশ্রবণপ্রবৃদ্ধানুরাগা কাচন কামিনী মদনবিহ্বলা বিরহক্লেশমসহমানা মদনলেখাবলম্বনেন স্বাবস্থানিবেদনানি বিধত্তে। তথা বেগাত্তন্নিকটমটন্ত্যপি তস্মিন্নবলোকিতেহপি তদবলোকনং তদীয়গুণপরামর্শাভাবে জনসাধারণত্বং প্রাপ্তে হৃদয়ঙ্গমভাবং ন লভতে। যদা তু দূতীবচনাত্তদীয়গুণপরামর্শং করোতি তদা তৎক্ষণমেব পূর্ণভাবমভ্যেতি। এবং স্বাত্মনি বিশ্বেশ্বরাত্মনা

ভাসমানেঽপি তন্নির্ভাসনং তদীয়গুণপরামর্শবিরহসময়ে পূর্ণভাবং ন সম্পাদয়তি। যদা তু গুরুবচনাদিনা সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বকর্তৃত্বাদি-লক্ষণপরমেশ্বরোৎকর্ষপরামর্শো জায়তে তদা তৎক্ষণমেব পূর্ণাত্মতালাভঃ। তদুক্তং চতুর্থে বিমর্শে

তৈস্তৈরপ্যুপযাচিতৈরুপনতস্তন্ব্যাঃ স্থিতোপ্যন্তিকে
কান্তো লোকসমান এবমপরিজ্ঞাতো ন রন্তুং যথা।
লোকস্যৈষ তথানবেক্ষিতগুণঃ স্বাত্মাপি বিশ্বেশ্বরো
নৈরায়ং নিজবৈভবায় তদিয়ং তৎপ্রত্যভিজ্ঞোদিতা ইতি ॥ ২৬ ॥

অভিনবগুপ্তাদিভিরাচার্য্যৈর্বিহিতপ্রতানোঽপি অয়মর্থঃ সংগ্রহমুপক্রমমাণৈরস্মাভির্বিস্তরভিয়া ন প্রতানিত ইতি সর্ব্বশিবম্ ॥

ইতি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনম্।

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	২৩	উপাধ্বিবিধুর	উপাধিবিধুর
২১	১৩	স্বমতাস্থাপনে	স্বমতস্থাপনে
২৪	২৫	(অবস্থায়) উপস্থিত	উপস্থিত
ঐ	ঐ	একই	একই অবস্থায়
৩৫	১৫	সর্ব্বশূন্যত্ত্ব	সর্ব্বশূন্যত্ব
৩৭	১৬	অণ্রভাব্যো	অনুভাব্যো
৪৫	৮	কাদাচিক	কাদাচিৎক
৪৯	২	অসবাদাদ্	অসংবাদাদ্
৫৬	৪	(ও) রূপ	রূপ
৫৮	৬	(অল্প) প্রত্যয়	প্রত্যয়
৫৯	৭	(তবে) সাকার	সাকার
৬০	২১	হইল	হইলে
৬২	২৮	উপযুক্ত	উপর্যুক্ত
৬৮	২৮	অভিনিবেদন	অভিনিবেশ
৭০	২২	সেয়	মেয়
৭৪	১	পঙ্কজ	পঙ্ক
৭৫	১১	জ্ঞাতের	জ্ঞানের
৭৬	১৯	নিস্ক্রিয়	নিষ্ক্রিয়
৯৩	২৫	ত্বৎতমসি	তৎত্বমসি
৯৬	২৬	প্রতিপাদক	প্রতিপাদন
ঐ	২৯	অকালে	আকাশে
১১১	২২	অপহত পাম্পা	অপহতপাপ্মা
১৫২	৬	বিস্তদ্ধয়ঃ	বিশুদ্ধয়ঃ
১৫৯	২২	করিল	করিলে
১৮০	২০	লম্বী	লম্বরী